ওঁম্

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

ঋগ্বেদীয়-

উপনিষদঃ ।

প্রথমাংশঃ ।

(শ্রুতিভাষ্যাদিবঙ্গানুবাদৈঃ সমেতাঃ ।)

ঐতরেয়োপনিষৎ, কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষৎ, নাদবিন্দূপনিষৎ,
আত্মপ্রবোধোপনিষৎ, নির্ব্বাণোপনিষদঃ ।

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" কৃত্যকল্পদ্রুম"
কামসূত্র" "বেদান্তরত্নাবলী" "বেদমাতাগায়ত্রী" পুরাণ,
তন্ত্র, যোগ, ষড়্‌দর্শনাদিবিবিধশাস্ত্র-প্রকাশক—

শ্রীযুক্ত-মহেশচন্দ্র-পালেন

সঙ্কলিতং প্রকাশিতঞ্চ ।

("বেদমন্দির" ১৪১।অ১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা-রাজধান্যাম্
৯ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ "নিত্যানন্দাখ্য" মুদ্রণ যন্ত্রে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মল্লিকেন মুদ্রিতম্ ।

১৩১৮ বঙ্গাব্দীয়-শ্রাবণেমাসি ।

জন্ম, সন ১২৬২ সাল, ২৭শে শ্রাবণ।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

নিবেদন—

চতুর্ব্বেদের শিরোভাগ অষ্টোত্তর শত উপনিষদের মধ্যে ঋগ্বেদীয় দশখানি উপনিষদকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া আমরা প্রকাশিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশে ঐতরেয়োপনিষৎ, কৌষীতকী উপনিষৎ, নাদবিন্দু উপনিষৎ, আত্মপ্রবোধ উপনিষৎ ও নির্ব্বাণ উপনিষৎ প্রকাশিত হইল এবং দ্বিতীয় অংশে মুদ্গল উপনিষৎ, অক্ষমালিকা উপনিষৎ, ত্রিপুরা উপনিষৎ, সৌভাগ্য উপনিষৎ ও বহ্বৃচোপনিষৎ থাকিবে। এই সকল উপনিষৎ প্রকাশ করিবার জন্য আমরা যতগুলি আদর্শ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি, তন্মধ্যে ঐতরেয় উপনিষদেরশাঙ্কর ভাষ্য, কৌষীতকী উপনিষদের শঙ্করানন্দী দীপিকা এবং নাদবিন্দু উপনিষদের ১ম ভাগের মাত্র নারায়ণীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি; নাদবিন্দু উপনিষদের ২য় ভাগ হইতে অবশিষ্ট উপনিষদ্ গুলির কোন প্রকার ভাষ্য, দীপিকা, বৃত্তি ও টীকা, কিছুই পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই উপনিষদ্ গুলির বিষয়বৈভব, ভাব-গাম্ভীর্য্য ও সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা এত অধিক, যে এগুলি রীতিমত সার্থক পাঠ না করিলে বেদান্তশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম যে কি, তাহা আদৌ জানিতে ও বুঝিতে পারা যায় না; অথচ শাঙ্করভাষ্যে বহুত্র এই সকল উপনিষদ্ বাক্যাবলীকে প্রমাণরূপে বারংবার গ্রহণ করা হইয়াছে। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, মুদ্রাযন্ত্রের আদিব্যবহার কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত বহু স্থানে বহুরূপে এই সকল উপনিষৎ পাৎড়ার আকারে মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে। তাহাতে কোন উপনিষদের বিষয়বিভাগ (যেমন খণ্ড, পরিচ্ছেদ, অধ্যায় ও অনুবাকাদি) না থাকায়, এবং আমূলাগ্র একাকারে মুদ্রিত হওয়ায় উপনিষদ্ গুলির সে দৈব অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব একেবারে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইয়াছিল। আমি এই সকল শোচনীয় দুরবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, কলিকাতা বেদমন্দিরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারা উক্ত উপনিষদ্ গুলির প্রত্যেকখানির পূর্ব্বোক্ত বিষয় বিভাগ অনুসারে ভাষ্য-প্রণয়ন করাইয়া এবং ভাষ্যানুমোদিত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। ভক্তিমান্ জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি ইহার যে কোন একখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে, বেদান্ত ভাণ্ডারে কি অপূর্ব্ব রত্ননিচয়

লুক্কায়িত ছিল। আশা করি, আমার এই জরাজীর্ণ হৃদয়ের তরঙ্গায়িত জ্ঞান-বিস্তারের ইচ্ছা জ্ঞানপিপাসু ভক্তবৃন্দের, তথা জ্ঞানলিপ্সু বিদ্যার্থীদিগের জ্ঞান-বৃদ্ধি বিষয়ে সম্যক্ সমধিক সাহায্য করিবে। এইক্ষণ পরীক্ষার সময় আসিয়াছে,-গুণী গুণের আদর অপেক্ষা করিয়া আপনাকে গুণী বলিয়া পরিচয় দিবেন, অথবা গুণের প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া নিজেই নির্গুণ বলিয়া পরিচিত হইবেন। ভরসা করি, আমাকেও এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইবে না যে,—

"উপেক্ষাঽপেক্ষা বা তব গুণপরীক্ষা মণিবণিক্ ॥"

বেদমন্দির।
১৪১।৩।১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট;
যোড়াসাঁকো; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

সূচীপত্রম্।

---

* ঐতরেয়োপনিষৎ—শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত পুস্তকাকারে স্বতন্ত্র ছাপা হইয়াছে। মূল্য ৸০ বার আনা।

বিষয়াঃ। | পত্রাঙ্কাঃ।

বিষয়াঃ ।	পত্রাঙ্কাঃ ।

॥ ওঁ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ॥

ঋগ্বেদীয়-

কৌষীতক্যুপনিষৎ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরা-
বির্ম্মর্যোঽভূর্বেদস্য মৎসাঽহণীঋতং মা মা হিংসীরনেনাধীতে-

বাঙ্‌মে মদীয়া মনসি প্রতিষ্ঠিতাঽস্ত। মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমস্তু। অগ্রে দীক্ষ ইতি সম্বোধনম্। দীক্ষা সরস্বতী বাগ্দীক্ষেতি ব্যবহারাৎ। সুমৃলীকা সরস্বতী চাস্ত। তথা সতি সরস্বতীং বাগ্দেবীংপ্রতি বচনম্। মূর্ত্তিশ্রুতৌ মর্য্যো মূর্ত্তিমতী শরীরিণী বেদস্য জ্ঞানেন লক্ষিতা ত্বমাবিরাবিরভূঃ "এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজত। অসৃগ্রমিতি মনুষ্যান্" ইতি বেদপদৈর্দেবাদিসৃষ্টি-বচনাদধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী মূর্ত্তিশ্রুতাবাবির্ভূতেত্যুক্তম্। অনন্তরং মদিতি মত্তঃ সকাশাৎ সা ত্বমাণীঃ। অণ শব্দে লুঙ্। শব্দাত্মিকা বিস্তৃতাঽভূঃ। অত ঋতং মা মা হিংসীঃ। অনেন বক্ষ্যমাণেনাধীতেনাহোরাত্রাৎ সংবসামি।

হে দীক্ষে! আমি অধ্যয়ন ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি; সুতরাং বেদাক্ষর পাঠার্থ আমি আমার কথাগুলিকে মনের সহিত মিলাইয়া লইয়াছি, এবং আমার মনও সেই কথাগুলিতেই মিলিত হইয়াছে। তুমি হিংসা করিও না, আমার কথাগুলি মনের সহিত মিলিত থাক এবং আমার মনও কথাগুলিতে মিলিয়া থাক। সরস্বতীও উজ্জ্বলভাবে আমার জ্ঞানপথে আবির্ভূতা হইয়া থাকুন। হে দীক্ষে! ব্রহ্মা যখন বেদবাক্য অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন ত তুমি মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার জ্ঞানপথে আবির্ভূত হইয়াছিলে।

নাহোরাত্রাৎ সংবসাম্যগ্ন ইলা নম ইলা নম ঋষিভ্যো মন্ত্র-কৃদ্‌ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমো বোঽস্তু দেবেভ্যঃ শিবা নঃ শংতমা ভব সুমৃলীকা সরস্বতী মা তে ব্যোম সংদৃশি। অদব্ধং মন ইষিরং চক্ষুঃ সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ ॥ ১ ॥

একীভাবেন বসামি। অগ্ন্যাদীন্ নমস্যতি। ইলাশব্দঃ কৃৎস্নার্থঃ। অগ্নে প্রকৃষ্টং নম ঋষিভ্যো দেবেভ্যশ্চ নমোঽস্তু। সরস্বতী সুখা ভব। তেন চ ব্যোম শূন্যং মা সংদৃশি। লুঙ্ চাঽত্মনেপদ ইতি সিজ্‌লুকি রূপম্ (?) যথা সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো নান্যথা ক্রিয়তে তথা মনোঽদব্ধং নির্ম্মলং চক্ষুরিষির-মিষ্টদর্শি দীক্ষে মা মা হিংসীর্ম্মাঽন্যথা কুরু ॥ ১ ॥

ইতি ব্যাখ্যোপেতা শান্তিঃ সমাপ্তা।

অতএব এখন তুমি আমার জ্ঞানপথে মূর্ত্তিমতী হইয়া দাঁড়াও, এবং তারপর আমার মুখ হইতে শব্দরূপে বহির্গত হইয়া বিসৃত হও। আমি তোমার গম-নীয় সত্য পদার্থ; আমাকে হিংসা করিও না। আমি এই অধ্যয়ন লইয়াই অহোরাত্র থাকিব। হে অগ্নে! তুমিই বাক্যের উত্তেজক কারণ। আমি তোমায় সর্ব্বতোভাবে নমস্কার করি। তুমি আমার বাক্যরাশিকে উত্তেজিত কর। আমি ঋষিদিগকে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার করি। তাঁহারাই আমা-দিগের প্রতি অকারণ অনুগ্রহ করিয়া পঠনীয় এই সকল মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন এবং এই সকল মন্ত্রকে যাহা হইলে আমরা পাই, তাহার উপায় করিয়া দিয়া-ছেন। হে দেবগণ! আমি তোমাদিগকেও নমস্কার করি; কারণ, তোমরা অনুগ্রহ করিয়া এই সকল মন্ত্রের নির্ব্বাধ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছ। হে সর-স্বতি! তুমি কল্যাণী। তুমি আমার পক্ষে অতিশয় কল্যাণকারিণী হও। তাহা হইলে কিছুই শূন্য দেখিব না। যেমন জ্যোতিষ্মানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক সূর্য্য উদিত হইয়া কিছুই বিকৃতি ঘটান না; কিন্তু সকলকেই ইষ্ট পথে চালিত করেন; সেইরূপ হে দীক্ষে! আমার নির্ম্মল মন ও ইষ্টদর্শি চক্ষুর হিংসা করিয়া আমায় ফাঁকি দিও না, আমায় দয়া করিও॥ ১॥

॥ ওঁ ॥ হরিঃ ॥ ওঁ ॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

অথ শঙ্করানন্দ ব্যাখ্যোপেত কৌষীতক্যুপনিষদারম্ভঃ।

আনন্দ আত্মা স্থিরজঙ্গমানামস্ত্যত্র চিত্রস্তমহং প্রণম্য।
কৌষীতকিব্রাহ্মণমা (গা) ত্মবিদ্যাং পদাবলোকাৎপ্রকটী
করোমি॥ ০॥

সমধিগতমেতন্নির্ঘর্ষণাদীনাং কর্ম্মণাং তৈজসস্য দ্রব্যস্যাদর্শাদেঃ শুদ্ধিহেতুত্বম্। তথা চাগ্নিহোত্রাদীন্যশ্বমেধান্তানি কর্ম্মাণি তৈজসস্যান্তঃকরণস্য শুদ্ধিহেতবো বিবিদিষাসাধনত্বস্য শ্রুতিতোঽপ্যবগমাচ্চ। অপি চ স্বর্গাদেঃ কর্ম্মফলস্য সুখবিশেষরূপত্বাত্তস্য চান্তঃকরণপ্রসাদাপরপর্য্যায়ত্বাৎ কর্ম্মিভিরপি

স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন আত্মা আছেন। তিনি আপাত দৃষ্টিতে সগুণ বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ নির্গুণ আনন্দময়। তাঁহাকে আমি ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া, কৌষীতকি ব্রাহ্মণের শেষভাগে কথিত ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশকর উপনিষদের পদাবলী অবলোকন করিয়া ব্যাখ্য করিব। ০॥

সকলেই অবগত আছেন, তৈজসদ্রব্য সম্ভূত দর্পণাদির উপর ইষ্টকচূর্ণাদি দ্বারা নিঘর্ষণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দর্পণাদির মল উঠিয়া যায়। অতএব নিঘর্ষণাদি কর্ম্ম দর্পণাদির শুদ্ধির প্রতি কারণ। সেইরূপ অগ্নিহোত্র আদি ক'রে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মই তৈজস অন্তঃকরণের শুদ্ধির প্রতি হেতু, এবং তদ্দ্বারাই আত্মাকে জানিবার ইচ্ছা জন্মায় বলিয়া শ্রুতিতেও অবগত হওয়া যায়।

আরও এক কথা, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি লাভ হয়; সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল হইতেছে স্বর্গাদি, স্বর্গাদি ত আর কিছুই নয়, কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখবিশেষ। অবশ্য চিত্ত প্রসন্ন থাকিলেই নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করা যায়। অতএব চিত্তের প্রসাদও যা, নিরবচ্ছিন্ন সুখও তাই। এইজন্য যাঁহারা

কর্ম্মণামন্তঃকরণশুদ্ধিহেতুত্বমঙ্গীকৃতং যতস্ততস্তানি মহতা সন্দর্ভেণ প্রথমতো-ঽভিধায়েদানীং "ব্রহ্মবিদ্যাং বক্তুং লব্ধাবসরা শ্রুতিঃ প্রববৃতে। তত্র চিত্রো হ বৈ গার্গ্যায়নিরিত্যাদিকা য এবং বেদেত্যন্তা চতুরধ্যায়ী কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ। আদ্যেনাধ্যায়েন পর্য্যঙ্কবিদ্যাং সদক্ষিণোত্তরমার্গান্তাং দ্বিতীয়েন প্রাণবিদ্যাং তদ্বিদশ্চ বাহ্যাধ্যাত্মিকানি কর্ম্মাণি ফলবিশেষসিদ্ধয়ে তৃতীয়চতুর্থাভ্যাং চাত্মবিদ্যামাহ। যদ্যপি প্রতর্দ্দনো হেত্যাদিকমেব প্রথমতঃ পঠনীয়ং তথাপি শুদ্ধমপ্যন্তঃকরণং নির্গুণে ব্রহ্মণ্যভয়েঽপি প্রথমতো ব্রহ্ম-স্বভাবমজানদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ। গর্ভস্থপ্রোষিতপিতৃকো যুবেব সদবৃত্তস্থঃ প্রথমতঃ পিতৃদর্শনে। ততোঽস্য ভয়নিরাসার্থমুত্তরমার্গাপ্যমেতল্লোকস্থরাজাদিবদ্ব্রহ্ম-

---

কেবলমাত্র কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন ও কেবলমাত্র কর্ম্মেরই অনু-ষ্ঠান করিয়া থাকেন, আত্মোপাসনা যে একটা কর্ত্তব্য, তাহা মানেনও না, তাঁহারাও বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিবেন যে, কর্ম্ম দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়, কর্ম্মই অন্তঃকরণের শুদ্ধির প্রতি কারণ। এইহেতু প্রথমতঃ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সেই সকল কর্ম্মের উপদেশ করিয়া শ্রুতি এখন অবসর পাই-য়াছেন। আর অবকাশ পাইয়াছেন বলিয়াই শ্রুতি এখন ব্রহ্মবিদ্যা যে কি, তাহা বলিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণের মধ্যে চারিটী অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মবিদ্যার কীর্ত্তন করা হইয়াছে। "চিত্রোহবৈ গার্গ্যায়ণিঃ" ইত্যাদি, "য এবং বেদ" ইত্যন্ত গ্রন্থ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায় দ্বারা পর্য্যঙ্ক বিদ্যার নির্ণয় প্রসঙ্গে দেবযান ও পিতৃযান নামক দক্ষিণ ও উত্তর মার্গদ্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বারা প্রাণবিদ্যা, এবং প্রাণবিদ্যাবিদের ফলবিশেষ সিদ্ধির জন্য বাহ্য ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম সকলের নিরূপণ করিয়াছেন। আর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় দ্বারা আত্মবিদ্যার নির্ণয় করা হইয়াছে।

যদিও কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমেই "প্রতর্দ্দনোহ" ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করা উচিত, তথাপি তাহা পাঠ না করিয়া প্রথমতঃ "চিত্রোহবৈ" ইত্যাদি গ্রন্থের পাঠ করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, অন্তঃকরণ শুদ্ধ থাকিলেও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বভাব যে অভয়, তাহা জানিতে না পারিয়া একেবারে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থাপন করিলে শূন্য গৃহে অবস্থিত বালকের ন্যায় হঠাৎ আলম্বনীয়ের

লোকস্থং সগুণং ব্রহ্ম প্রথমত উক্তবতী। তত্র চ স আগচ্ছত্যমিতৌজসং পর্য্যঙ্কম্। স প্রাণ ইতি প্রাণস্য পর্য্যাঙ্কত্বং প্রথমোঽধ্যায় উক্তম্। তস্মিন্ প্রাণে ভবতি শ্রোতৄণাং জিজ্ঞাসা কিময়ং শ্বাসমাত্রঃ প্রাণ অহোস্বিদ্বিবিধ-ভূতিজুষ্ট ইতি। অস্যা জিজ্ঞাসায়া নিবৃত্ত্যর্থং প্রাণোপাসনং দ্বিতীয়েনাধ্যায়েনোপক্রান্তম্। তথা চ লব্ধাবসরোত্তরত্র ব্রহ্মবিদ্যামুক্তবতীত্যদোষঃ। তত্র ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সগুণায়া অপি মহদ্ভির্গৌতমশ্বেতকেত্বাদিভিরপ্যমানিত্বাদিগুণৈ-র্গুরুমুখাদেবাবগতিঃ কৃতা যতস্ততোঽমানিত্বাদিগুণৈরাধুনিকৈরপ্যধিকারিভিঃ সগুণা নির্গুণা চ ব্রহ্মবিদ্যাঽবগন্তব্যেত্যেতদর্থমাখ্যায়িকা॥

অভাব বোধ করিয়া সাধক ভয় পাইতে পারে। ব্রহ্ম সাধকের আত্মা হইলেও ব্রহ্মের স্বভাব জানা না থাকিলে সে সময়ে অপরিচিত প্রায় বোধ হয়, যেমন গর্ভস্থ শিশুর পিতা প্রবাসগত হইলে, গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি পিতার পরিচয় না পাওয়ায় যৌবনকালে প্রথমতঃ পিতার দর্শন পাইলেও অপরিচিত প্রায় বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ সাধকও ব্রহ্মকে অপরিচিত বলিয়া বোধ করিবে, এবং অন্য আলম্বনীয় না থাকায় নিতান্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। তাহার সেই ভয় দূর করিবার জন্য ইহলোকের রাজাদির ন্যায় উত্তরমার্গের অন্তিমস্থানে অবস্থিত সগুণ ব্রহ্মের বিষয় প্রথমতঃ শ্রুতি বলিয়াছেন।

তন্মধ্যে "স আগচ্ছতি অমিতৌজসং পর্য্যঙ্কং, স প্রাণঃ।" সাধক অমিতবিক্রম পর্য্যঙ্কের নিকট আগমন করে। সেই অমিতবিক্রম পর্য্যঙ্ক প্রাণই। ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা প্রথম অধ্যায়ে প্রাণের পর্য্যঙ্কভাব কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রোতাদিগের পক্ষে এই প্রাণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, এই প্রাণ কি কেবল শ্বাসমাত্র, অথবা বিবিধ বিভূতি সমন্বিত কোনও দেব বিশেষ? এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাণের উপাসনার উপক্রম করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রোতার জিজ্ঞাস্য সমস্ত বিষয়ের বিশদ উত্তর দিয়া শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যা বলিবার অবকাশ পাইয়াছেন, এবং পরের অধ্যায় দ্বয়ে যাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছেন, সুতরাং এইরূপে বলায় শ্রুতির কোনই দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তারপর আর একটী কথা, সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলিলেই যে নাসিকা-কুঞ্চন করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অমানিত্ব অদম্ভিত্ব আদিগুণ

চিত্রো হ বৈ গার্গ্যায়ণির্যক্ষ্যমাণ আরুণিং বব্রে স হ পুত্রং শ্বেতকেতুং প্রজিঘায় যাজয়েতি তং হাঽঽসীনং পপ্রচ্ছ গৌতমস্য

চিত্রশ্চিত্রনামকঃ কশ্চিত্রৈবর্ণিকঃ। হ কিল বৈ প্রসিদ্ধঃ, শ্রুতেস্তৎকালীনানাং চ। গার্গ্যস্য যুবাপত্যং গার্গ্যায়ণিঃ। যক্ষ্যমাণঃ কঞ্চিজ্জ্যোতিষ্টোমাদিকং যাগং করিষ্যমাণঃ। আরুণিমরুণস্যাপত্যং বব্রে সদস্যসপ্তদশান্যতমঋত্বিক্ত্বেন বরণং চক্রে, ত্বং মে প্রধানভূতো যজ্ঞে যাজয়িতা ভবেতি। স * গার্গ্যায়ণিনা চিত্রেণ বৃত আরুণিঃ। হ প্রসিদ্ধঃ শ্রুত্যন্তর উদ্দালকনামা। পুত্রং পিতরং পাপ্মনঃ পুংনাম্নো নরকাত্ত্রায়ত ইত্যৌরসসন্তনয় ইত্যর্থঃ। তং শ্বেতকেতুং শ্বেতকেতুনামানং প্রজিঘায় প্রহিতবান্। তৎপ্রেষণমাহ—যাজয় হে শ্বেতকেতো চিত্রং যাগং কারয়। ইতি, অনেন প্রকারেণ। তং চিত্রগৃহমাগতং পিত্রা প্রহিতং শ্বেতকেতুং হ প্রসিদ্ধম্। শ্রুত্যন্তরে। অভিমানিনং প্রবাহণাদিভিঃ সম্বাদকর্ত্তারমাসীনং চিত্রদত্তে মহত্যাসন উপবিষ্টম্। পপ্রচ্ছ প্রশ্নং কৃতবান্।

সম্পন্ন মহীয়ান্ গৌতম ও শ্বেতকেতু আদি অনেক মহর্ষিই গুরুকরণ করিয়া গুরুর মুখে সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার অবগতি করিয়াছিলেন। অতএব আধুনিক অধিকারীরাও তাদৃশ অমানিত্বাদি গুণসম্পন্ন হইয়া গুরুর নিকট প্রথমতঃ সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার অবগতি করিবে এবং পরে নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার লাভ করিবে। ইহা দেখাইবার জন্য এই আখ্যায়িকা (গল্প) শ্রুতিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

চিত্রনামক গার্গ্যগোত্রের একটী যুবা জ্যোতিষ্টোমাদিযাগের মধ্যে কোন একটি যাগ করিবে বলিয়া অরুণের পুত্রকে যাগসাভায় বরণীয় সপ্তদশ ঋত্বিকের অন্যতম ঋত্বিক্‌রূপে বরণ করিয়াছিলেন যে, তুমি আমার যজ্ঞে যাজনকারীদিগের মধ্যে প্রধান ঋত্বিক্ হও। গার্গ্যগোত্রোৎপন্ন যুবকচিত্র কর্ত্তৃক বৃত হইয়া, অরুণের পুত্র উদ্দালক, নিজের ঔরসজাত পুত্র শ্বেতকেতুকে প্রহিত করিয়াছিলেন। এই বলিয়া প্রেষণ করিয়াছিলেন যে, হে শ্বেতকেতো! তুমি যাইয়া চিত্রকে যজ্ঞ করাও। অরুণতনয় উদ্দালক, শ্বেতকেতুকে পাঠাইলে, শ্বেতকেতু চিত্রের বাটী আসিয়া 'আমি প্রবাহণাদির সহিত সংবাদাদি দ্বারা অনেক গূঢ়তত্ত্ব জানিয়াছি' এইরূপ অভিমানভরে চিত্রদত্ত মহনীয় আসনে উপবেশন করিলে, চিত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; মহর্ষি গৌতম জ্ঞানে ও গুণে

পুত্রাস্তি সংবৃতং লোকে যস্মিন্মা ধাস্যস্যন্যমুতাহো বাধ্বা তস্য মা লোকে ধাস্যসীতি ॥

চিত্রঃ প্রশ্নমাহ—গৌতমস্য পুত্র হে গৌতমগোত্রীয়স্যৌরস। অস্তি বিদ্যতে সংবৃতং সম্যগাবৃতং গুপ্তং স্থানং বহির্মুখৈরজ্ঞাতমাবৃত্তিশূন্যমিত্যর্থঃ। লোকেঽস্মিন্ স্থিরজঙ্গমনিবাসে যস্মিন্ সংবৃতে স্থানে মা মাং প্রষ্টারং শিষ্যভূতং ধাস্যসি ত্বং যাজয়িতা গুরুর্ভূত্বা স্থাপয়িষ্যসি তত্রাপ্যন্যং সর্ব্বস্মাজ্জগতো ভিন্নমুত সর্ব্বজগদাত্মভূতং মাং ধাস্যসীত্যেকঃ পক্ষো বহির্মুখৈবাবগন্তব্যঃ। অহো সম্বোধনে। অন্যত্বপক্ষে দোষং দর্শয়িতুং ধারণে গতিমাহ—বাধ্বা বদ্ধা কাষ্ঠেনেব কাষ্ঠং নিঃসন্ধিবন্ধনং জতুরজ্জুলোহাদিভিরিব বদ্ধাঽয়ং মাং ধারয়সীত্যর্থঃ। অন্যশব্দোঽয়ং তন্মোচ্চারিতো লিঙ্গব্যত্যাসেনাবগন্তব্যঃ। ততোঽস্তি সংবৃতং স্থানমন্যদ্বা। অন্যস্থানপক্ষ আহ তস্য তস্মিন্নসংবৃতে স্থানে মা মাং রাজ্যাদিবন্তং কঞ্চিৎ কালং পরতন্ত্রফলভোক্তারমুক্তম্। লোকে ধাস্যসি, ব্যাখ্যাতম্। ইত্যনেন প্রকারেণ বুদ্ধিপরীক্ষার্থং পিতুঃ সপুত্রস্যাভিমানপরিহারার্থং বা রাজা পপ্রচ্ছেত্যন্বয়ঃ।

জগতে অতুলনীয়। তাঁহার গোত্রে উৎপন্ন পূজ্যপাদ অরুণের ঔরসে তুমি জন্মিয়াছ, সুতরাং তুমি উচ্চবংশের এবং মহাজনের পুত্র। তুমি বলিতে পারিবে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে. হে গৌতমের পুত্র! তুমি আমাকে যাগ করাইয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের নিবাসরূপ যে স্থানে তুমি গুরু হইয়া প্রশ্নকারী শিষ্যভূত আমাকে যাগ করাইয়া স্থাপিত করিবে, যে স্থান সম্যক্‌রূপে আবৃত—গুপ্ত বলিয়া বহির্মুখ বিষয়বিলাসী লোকদিগের অজ্ঞাত, যে স্থানে যাইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই স্থান সমস্ত জগৎ হইতে ভিন্ন, অথবা তাহা সকল জগতের অভিন্ন আত্মস্বরূপ. যদি জগৎ হইতে ভিন্নই হয়, তবে কি আমাকে, যেমন একখানি কাষ্ঠের সহিত অন্য একখানি কাষ্ঠের জতু (গালা), রজ্জু. বা লৌহশলাকাদি দ্বারা নিঃসন্ধিবন্ধনরূপে বাঁধিয়া রাখিতে পার, সেইরূপ, সেই অসংবৃত, বৈষয়িক পুরুষেরও জ্ঞাত এবং পুনরাবৃত্তিমৎ স্থানে, রাজ্যাদি ঐশ্বর্য্যবান্ আমাকে কিছুকালের জন্য পরায়ত্ত ফলের ভোক্তা স্বরূপে স্থাপিত করিবে? এইরূপে শ্বেতকেতুর বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য, অথবা বড় বংশে

স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ হন্তাহহচার্য্যং পৃচ্ছানীতি সহ পিতরমাসাদ্য পপ্রচ্ছেতীতি মাহপ্রাক্ষীৎ কথং প্রতিব্রবাণীতি স হোবাচাহমপ্যেতন্ন বেদ সদস্যেব বয়ং স্বাধ্যায়মধীত্য হরামহে যন্নঃ পরে দদত্যেহ্যুভৌ গমিষ্যাব ইতি ॥

স গৌতমপুত্রঃ শ্বেতকেতুশ্চিত্রপৃষ্টঃ। হ প্রসিদ্ধঃ। উবাচোক্তবান্। শ্বেতকেতুস্তমাহ—নাহমেতদ্বেদ। অহং শ্বেতকেতুরেতত্ত্বদুক্তং লোকে সংবৃতমসংবৃতং বা স্থানং ত্বমাধেয়মন্যত্বেনানন্যত্বেন বা বদ্ধাহবদ্ধা বেতি ন জানামি। হন্ত হর্ষসম্বোধনে ত্বৎপ্রশ্ননিমিত্তং মমাপ্যেতদবগতং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। আচার্য্যং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশাস্ত্রার্থস্য জ্ঞাতারমনুষ্ঠাতারমাচারে স্থাপয়িতারং চ পিতরং পৃচ্ছানি প্রশ্নং করবাণি। পিতুর্গমনাৎ পূর্ব্বং বিস্মৃতির্মাভূত্তত্র গত্বা প্রশ্নং করিষ্যামীত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ। স চিত্রদেয়োক্তরঃ শ্বেতকেতুঃ। হ প্রসিদ্ধঃ পিতরমাচার্য্যমারুণিং জনকমাসাদ্য সংপ্রাপ্য। পপ্রচ্ছেতি, অনেন বক্ষ্যমাণেন প্রকারেণ প্রশ্নং। কৃতবান্। তৎপ্রশ্ন প্রকারমাহ—ইতি মাহপ্রাক্ষীন্মাং শ্বেতকেতুং গৌতমস্যেত্যাদিনা ধাস্যসীত্যন্তেন বাক্যেন প্রশ্নমকরোৎ। কথং প্রতিব্রবাণীত্যস্য প্রশ্নস্য কেন প্রকারেণ প্রত্যুত্তরং বদামীত্যনেন প্রকারেণ পপ্রচ্ছেত্যন্বয়ঃ। স পুত্রপৃষ্ট আরুণিঃ। হ প্রসিদ্ধঃ। উবাচ, উক্তবান্। অহমপ্যেতন্ন বেদাচার্য্যোহপ্যহমারুণিরেতচ্চিত্রপৃষ্টং ন জানামি। সদস্যেব চিত্রস্য গার্গ্যায়ণেঃ সভায়ামেব ন ত্বন্যত্র বয়মারুণিশ্বেতকেতুপ্রভৃতয়ঃ। স্বাধ্যায়মধীত্যৈতদর্থপ্রতিপাদকং বেদভাগং সার্থমধিগম্য চিত্রাদ্গার্গ্যায়ণেঃ। হরামহেহধিগচ্ছামঃ। যদাস্মাৎ কারণান্নোহস্মভ্যং গৌতমাদিভ্যোহপরিহার্য্যেভ্যোহর্থোপক্রমেভ্যো যাচকেভ্যঃ

জ্ঞাত ও বড়বাপের বেটা বলিয়া যে অভিমান, সেই অভিমান পরিহারের জন্য রাজা চিত্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ১।

সেই শ্বেতকেতু চিত্রকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন,—এ আমি জানি না— সে স্থান সংবৃত কি অসংবৃত, সে স্থানে তুমি, সে স্থানের সহিত ভিন্নভাবে কি অভিন্নভাবে, বদ্ধরূপে কি অবদ্ধরূপে স্থাপিত হইবে, ইহা আমি জানি না। ভাল, এটি এই প্রকারেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থ জ্ঞাতা, অনুষ্ঠানকারী, ও আচারে স্থাপনকারী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিব। এই বলিয়া শ্বেতকেতু পিতার নিকট

স হ সমিৎপাণিশ্চিত্রং গার্গ্যায়ণিং প্রতিচক্রম উপায়ানি স হোবাচ ব্রহ্মার্ঘোঽসি গৌতম যো ন মানমুপাগা এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি ॥ ১ ॥

পরে বিদ্যাধনদাতারো দদতি প্রাপ্স্যন্তি তচ্চিত্রো ন দাস্যতীতি শঙ্কা ন করণীয়েত্যর্থঃ। এহ্যাগচ্ছ চিত্রং প্রত্যুভৌ গমিষ্যাব আবাং যাস্যাবঃ। ইত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ।

স আরুণিঃ। হ প্রসিদ্ধঃ। সমিৎপাণিশ্শুক্রদর্শনার্থং সমিদ্ধস্তঃ। চিত্রং চিত্রনামানং গার্গ্যায়ণিং গার্গ্যস্য যুবাপত্যং প্রতিচক্রম উপায়ানীতি ত্বাং বিশিষ্ট-বিদ্যাবিদং চিত্রং গুরুত্বেনোপাগচ্ছামি প্রাপ্নোম্যনীত্যনেন প্রকারেণ প্রতিচক্রমে প্রতিক্রাম সমীপং গতবান্। তং শিষ্যত্বেনাত্মানং প্রাপ্নুমারুণিং হ প্রসিদ্ধ-মুবাচোক্তবান্। চিত্রোক্তিমাহ—ব্রহ্মার্ঘো ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য পরস্য ব্রহ্মণো বাঽর্ঘোঽর্ঘং পূজেতি যাবৎ। তদাস্য স ব্রহ্মার্ঘো ব্রহ্মবন্মাননীয় ইত্যর্থঃ। অসি ভবসি। গৌতম হে গৌতমগোত্রীয়। তত্র কারণমাহ—যো বেদবিদামগ্রণী-র্মদ্গুরুভূতো যাজকঃ সন্ ময়া পুত্রদ্বারেণ পৃষ্টো ন মানমুপাগা মাং শিষ্যভূতং প্রষ্টুং সমাগতো ভবান্ন তু কিমনেন শিষ্যভূতেন পৃষ্টেনেত্যভিমানং গতবান্। এহ্যাগচ্ছ ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামি ত্বাং গৌতমং বিজ্ঞাপয়িষ্যাম্যেব স্পষ্টং বোধয়ি-ষ্যামি ন তু সন্দেহাদিকং জনয়িষ্যামি। ইত্যনেন প্রকারেণ প্রতিজ্ঞামকরো-দিতি শেষঃ ॥ ১ ॥

আসিয়া এইরূপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—রাজা চিত্র এই কথা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি কি করিয়া তাহার উত্তর দিব? আরুনিও এইরূপ বলিয়া-ছিলেন। চিত্র যাহা প্রশ্ন করিয়াছেন, আমিও এটি জানি না। গার্গ্যায়নি চিত্রের যজ্ঞ সভাতেই তুমি আমি প্রভৃতি, আমরা এতাদৃশ অর্থের প্রতিপাদক বেদভাগ সার্থকভাবে অধিগত হইয়া আহরণ করিব। যাহা আমাদিগকে বিদ্যাধন দানকারী পরে দান করিবে অতএব আইস, আমরা উভয়ে গমন করিব।

তারপর, সেই আরুনি সপুত্রে হস্তে করিয়া কিছু সমিধ্ লইয়া, তুমি বিশিষ্ট বিদ্যাবিৎ, আমরা তোমাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এই প্রকার

স হোবাচ যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎপ্রয়ন্তি
চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।

স চিত্রঃ কৃতপ্রতিজ্ঞঃ। হ প্রসিদ্ধ উবাচোক্তবান্। প্রথমতো গুপ্তং স্থানং ভেদদর্শিনাং কর্ম্মিণামাহ—যে বৈ কেচ যে কেচ ত্রৈবর্ণিকাঃ প্রসিদ্ধা অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ। অস্মাৎপ্রত্যক্ষাল্লোকাদবলোকনযোগ্যাত্রৈবর্ণিক-দেহাৎ। প্রয়ন্তি, অপসর্পন্তি ম্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি

বলিয়া চিত্রনামক গার্গ্যায়নির নিকটে গিয়াছিলেন। আরুণি সপুত্রে শিষ্যরূপে উপস্থিত হইলে, চিত্র তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—হে গৌতম তুমি ব্রহ্মার অর্হণীয় হইতেছ, কারণ, তুমি যে অভিমান প্রাপ্ত হও নাই। অতএব আইস তোমাকে বিজ্ঞাপিত করিবই॥ ১॥

গার্গ্যায়ণি চিত্র এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারী যে কেহ, এই পরিদৃশ্যমান লোক দেহ হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ও আকাশ গমনের পর কর্ম্মফল-রূপ স্বর্গনামক চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে।

'চন্দ্রমা, তাহাদিগের প্রাণ দিয়া পূর্ব্বপক্ষে আপ্যায়িত হয় এবং অপর পক্ষে তাহাদিগকে জন্মাইতে পারেন না।'

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ দিনে চন্দ্র, স্বর্গগামী পুরুষ দিগের পঞ্চদশকলার উপচয় করিয়া স্বর্গীয় দেহ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। স্বর্গ-গামী পুরুষগণ স্বর্গলোকে যাইয়া দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সুখী হইতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে নিজেরই কলাক্ষয় হইতে থাকে বলিয়া চন্দ্রমা, স্বর্গ গামী পুরুষদিগের স্বর্গীয় দেহ গঠনে অসমর্থ হন, সুতরাং তাহারা তখন স্বর্গ-লোকে যাইয়া দেবগণের তৃপ্তিবিধানে সক্ষম হয় না।

'এই যে চন্দ্রমা, এইটিই স্বর্গলোকের দ্বার; তাহাকে যে প্রত্যাখ্যান করে, চন্দ্রমাও তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে, কিন্তু যে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, তাহাকে এইখানে বৃষ্টি হইয়া বর্ষণ করে।'

যে ব্যক্তি অভিমান রাগ দ্বেষাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া একেবারে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করে, তাহার কামনীয় বিষয় না থাকায় চন্দ্রমা তাহার পঞ্চদশ

তেষাং প্রাণৈঃ পূর্ব্বপক্ষ আপ্যায়তে তানপরপক্ষে ন প্রজনয়তি।
এতদ্বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যশ্চন্দ্রমাস্তং যঃ প্রত্যাহ তম-
তিসৃজতেঽথ য এনং ন প্রত্যাহ তমিহ বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি

তে বিমুক্তদেহাঃ কর্ম্মিণো নিখিলা ধূমরাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নাকাশানুগমাঽনন্তরং কর্ম্মফলভূতং স্বর্গাপরপর্য্যায়ং চন্দ্রমণ্ডলং গচ্ছন্তি ন ত্বাদিত্যাদিকম্॥

তেষাং স্বর্গিণাং কর্ম্মিণাং প্রাণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণাপানাদিসহিতৈঃ পূর্ব্বপক্ষে শুক্লপক্ষ আপ্যায়ত আপ্যায়নং গতো ভবতি চন্দ্রমা রাজভৃত্যাকরাদিভিরিব রাজা তান্‌কর্ম্মিণঃ প্রাণানপরপক্ষে কৃষ্ণপক্ষে ন প্রজনয়তি নোৎপাদয়তি। অসমর্থ। ক্ষীণভৃত্যশ্চে (বিত্ত ই) ব রাজ্ঞঃ (জ্ঞা) পরিবারান্ন (প্রাং ন) জনয়তি দ্রব্যলাভ এ (মে) বং চন্দ্রঃ ক্ষীণঃ স্বর্গিণাং তৃপ্তিম্॥

এতদুক্তং চন্দ্রমণ্ডলং বৈ প্রসিদ্ধমমৃতরূপং স্বর্গস্য লোকস্য স্বর্গাখ্যস্য স্থানস্য দ্বারং গৃহস্যেবাস্যঃ প্রবেশমার্গঃ। এতচ্ছব্দার্থমাহ যঃ প্রসিদ্ধশ্চন্দ্রমা ইন্দুঃ। সংবৃতং স্থানং বিবক্ষুরাহ—তং চন্দ্রমসং দক্ষিণমার্গাগতং যোঽধিকারী মামিত্যাদি গুণঃ প্রত্যাহ নিরাচষ্টেঽহমেতস্মিন্নসন্তুষ্টস্তেন গমিষ্যামীতি তং নিরাকৃতচন্দ্রমসমতিসৃজতে চন্দ্রমসমতীত্য বিদ্যুদাদ্যাতিবাহিকৈঃ স্রজত উৎপাদয়তি। উপাসনাসঙ্কল্পো ব্রহ্মলোকং নয়তীত্যর্থঃ। অথ পক্ষান্তরে যঃ কর্ম্মী স্বর্গাভিলাষবান্। এনং চন্দ্রমসং ন প্রত্যাহ ন নিরাচষ্টে গমিষ্যাম্যহং স্বর্গমিতি সঙ্কল্পবানিত্যর্থঃ। তং কামিনং স্বর্গনিবাসম্। ইহাস্মিল্লোঁকে রমণীয়ারমণীয়চরণফলভূতে বৃষ্টির্ভূত্বা কর্ম্মফলোপভোগানিয়মোঽনুশয়সহিতো বর্ষধারাভাবং প্রাপ্য বর্ষতি মেঘোদরেভ্যো নীরধারাভিঃ সহানুশয়িনং সৃজতি।

কলার উপকার করিতে পারেন না, কিন্তু তাহাকে অন্য পথে তুলিয়া দেন। সে সেই পথ (বিদ্যুদাদি আতিবাহিক) ধরিয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে এবং মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত সেই পরমপদে প্রবিষ্ট হয়। আর যে কামী, স্বর্গাভিলাষে যে কর্ম্ম করিয়াছে সে চন্দ্রমণ্ডলে যাইলে চন্দ্রমা তাহাকে লইয়া আপ্যায়িত হন এবং নীহার যোগে ক্রমে মেঘমণ্ডলে যাইয়া উপস্থিত করেন। ক্রমে সে বর্ষধারার সহিত ইহলোকে বৃষ্ট হয়।

স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দ্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা বা পুরুষো বাঽন্যো বৈতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যম্।

স বৃষ্টিরূপেণাগতো ভূলোকমনুশয়ী যদি কপূয়চরণস্তদা দক্ষিণোত্তরমার্গাদভ্রষ্ট ইহাস্মিল্লোঁকে কীটো বা কীটো বজ্রসারসমানোঽল্পকায়ো জীববিশেষঃ। বাশব্দাৎ পিপীলিকাদিঃ। পতঙ্গো বা পতঙ্গো দীপতেজোবিরোধী ক্ষুদ্রো জীবঃ। বাশব্দাৎখদ্যোতাদিঃ। শকুনির্বা শকুনিঃ পক্ষী। বাশব্দাদ্বানরাদিঃ। শার্দ্দূলো বা শার্দ্দূলো ব্যাঘ্রঃ। বাশব্দাৎশূকরাদিঃ। সিংহো বা সিংহো গজঘাতকো জীবঃ। বাশব্দাৎশরভাদিঃ। মৎস্যো বা মৎস্যো মীনঃ। বাশব্দান্মকরাদিঃ। পরশ্বা বা পরশ্বা দন্দশূকবিশেষঃ। বাশব্দাদ্বৃশ্চিকাদিঃ। যদা কপূয়রমণীয়োভয়চরণস্তদা পুরুষো বা পুরুষো নরঃ। বাশব্দান্নারী নপুংসকঞ্চ। পুরুষস্যাপি রমণীয়চরণবাহুল্যে ব্রাহ্মণত্বাদিকমবগন্তব্যম্। এবং শুভাশুভচরণমিশ্রিতাৎ পুনঃ প্রকৃতং কপূয়চরণং সঙ্ক্ষেপেণাহ—অন্যো বেত্যেতেভ্যোঽন্যো দুঃখভাগী জন্তুঃ।

'সে এইখানে কীট, পতঙ্গ, শকুনি, শার্দ্দূল, সিংহ, মৎস্য, বিষধর সর্পাদি, পুরুষ বা অন্য কিছু এই সকল স্থানের মধ্যে যে যে কোন একটা স্থানে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া জন্মায়। তা, তার যেমন কর্ম্ম থাকে, এবং সে যেমনই জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিল, ঠিক সেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুসারে সে জন্মিয়া থাকে।'

সে যদি নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী হয়, এবং ভূলোকেই যদি তার অতিরিক্ত আসক্তি থাকে তবে বৃষ্টিরূপে সে ইহলোকে আগমন করিয়া কীটরূপে জন্মগ্রহণ করে, পিপীলিকাদিরূপেও বটে, অথবা পতঙ্গরূপে, খদ্যোতরূপেও বটে, কিম্বা পক্ষীর আকারে, বানরাদিরূপেও বটে, বা ব্যাঘ্ররূপে, শূকরাদিরূপেও বটে, অথবা সিংহরূপে, শরভাদিরূপেও বটে (সিংহঘাতক হিংস্রজন্তু বিশেষ), কিম্বা মৎস্যরূপে, মকরাদিরূপেও বটে, বা সর্পরূপে, বৃশ্চিকাদিরূপেও জন্মিয়া থাকে। আর যদি সে শুভ অশুভ মিশ্রিত কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে সে মানবরূপেই জন্মগ্রহণ করে। তা, মানবী, বা ক্লীবও হইতে পারে। তাহার মধ্যে আবার বুঝিতে হইবে, যদি তাহার প্রচুরতর পুণ্যকর্ম্ম থাকে, তবে সে মানবের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট বর্ণ হইয়া জন্মিবে। শুভাশুভ

তমাগতং পৃচ্ছতি কোঽসীতি তং প্রতিক্রুয়াদ্বিচক্ষণাদৃতবো রেত

বাশব্দাৎস্থাবরঃ। এতেষু পূর্ব্বোক্তেষু কীটাদিষু স্থানেষু পূর্ব্বোক্তেষু দেহেষু। অনুশয়বান্ প্রত্যাজায়তে স্বর্গাৎপ্রত্যাগত্য সমন্তাদুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। উৎপত্তৌ নিমিত্তমাহ—যথাকর্ম্ম যাদৃশং শুভমশুভং ব্যামিশ্রং বা কর্ম্ম যথাবিদ্যং যাদৃশী শাস্ত্রীয়া স্ত্রীয়া ব্যামিশ্রা বা বিদ্যা বিদ্যাকর্ম্মানুসারেণ শুভমশুভং ব্যামিশ্রঞ্চ শরীরং ভবতীত্যর্থঃ।

এবং কর্ম্মণাং গতিং স্বর্গনরকোভয়াত্মিকাং বৈরাগ্যার্থমুপদিশ্য গুরুশিষ্যয়োঃ করণীয়ং বিবক্ষুঃ প্রথমতো গুরোঃ করণীয়মাহ -

তং নরকাদিব স্বর্গাদপি বিরক্তং বিজ্ঞাতনরকস্বর্গগতিং ত্রিবিধতাপসন্তপ্যমানসমানিয়াদিগুণং শিষ্যমাগতং শুভাশুভাভ্যাং কর্ম্মভ্যাং স্বর্গাদ্ভূলোকং প্রাপ্যা[illegible]ৎকটেন পুণ্যেন কেনচিদাত্মানং প্রত্যাগতং পৃচ্ছতি করুণারসপূর্ণহৃদয়ো বেদান্তার্থযাথাত্ম্যবিদ্ গুরুলক্ষণসম্পন্নো গুরুঃ প্রশ্নং করোতি পৃচ্ছেদিত্যর্থঃ। গুরোঃ প্রশ্নমাহ—কঃ প্রশ্নে। শরীরেন্দ্রিয়াদিরূপ আহোস্বিত্তদ্বিলক্ষণোঽসি ভবসি। ইত্যনেন প্রকারেণ পৃচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। তমেবং পৃচ্ছন্তং স্বগুরুং শিষ্যো গুরুপ্রশ্নানন্তরং প্রতিক্রুয়াৎপ্রত্যুত্তরং বদেৎ। শিষ্যো দেহাদিসংঘাতমাত্মানমুররীকৃত্যাহ---বিচক্ষ-

কর্ম্মের কথা বলিয়া আবার সেই পূর্ব্বে প্রক্রান্ত অশুভ কর্ম্মের ফল সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন।—যাহা বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন স্থাবর, বা জঙ্গমও হইতে পারে। সেটি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখভোগের স্থান। শুভ বা অশুভ কর্ম্মের সংস্কারকে অনুশয় বলে। সেই অনুশয়শালী জীব স্বর্গ হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই পূর্ব্বোক্ত স্থান, বা দেহের মধ্যে যে কোন একটা দেহের জন্ম পরিগ্রহ করে। কেন যে জন্মগ্রহ করে, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন, শুভ, অশুভ, বা ব্যামিশ্র, যাদৃশ কর্ম্ম, এবং শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয়, বা উভয় মিশ্রিত যাদৃশ জ্ঞান থাকিবে, তাদৃশ জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুসারে শুভ, অশুভ, বা ব্যামিশ্র শরীর লাভ করে।

এইরূপে বৈরাগ্য জন্মাইয়া দিবার জন্য 'স্বর্গ ও নরক, কর্ম্মের গতি এই উভয়বিধ,' এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গুরু ও শিষ্যের কর্ত্তব্য বলিবার ইচ্ছায় প্রথমতঃ গুরুর কি কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছেন।

আভৃতং পঞ্চদশাৎপ্রসূতাৎপিত্র্যবতস্তন্মা পুংসি কর্ত্তর্যেরয়ধ্বম্।

ণাদ্বহুবিধভোগদানকুশলাৎসর্পাসুষুম্নানাড়ীরূপাচ্চন্দ্রমস ঋতব ঋতোর্বসন্তাদ্যর্তুস্বরূপান্নি চন্দ্রমসমন্বয়েন রেতঃ শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নপরিণামরূপং শুক্রমাভৃতং রেতঃসিক্‌-পুরুষাগ্নৌ দেবৈরন্নাহুতিপ্রক্ষেপেণ স্থাপিতং পঞ্চদশাৎপঞ্চদশকলাত্মকাচ্ছুক্লকৃষ্ণ-

গুরু সেই আগত শিষ্যকে প্রশ্ন করিবেন, তুমি কে? শিষ্যের মানসক্ষেত্র ত্রিবিধ তাপে সন্তপ্ত, স্বর্গ ও নরক, এই কর্ম্মের গতি এই উভয়বিধ, ইহাও শিষ্যের বিজ্ঞাত; সুতরাং শিষ্য নরকের ন্যায় স্বর্গেও বিরক্ত। সেইজন্য মানাদি দোষ পরিহার করিয়া অমানিত্ব ও অদাম্ভিকত্বাদি গুণসম্পন্ন হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলোক হইতে ভূলোকে আসিয়া কোন উৎকট পুণ্যবলে আত্মলাভের বাসনায় গুরুর নিকট অবগত হইলে, করুণারসপূর্ণ হৃদয়, বেদান্তার্থ যাথার্থ্যবিৎ গুরুলক্ষণসম্পন্ন গুরু প্রশ্ন করেন। গুরুর কর্ত্তব্য প্রশ্ন দিতেছেন,—কে তুমি? তুমি কি এই শরীরেন্দ্রিয়াদি স্বরূপ? অথবা, শরীরেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন? এই প্রকার প্রশ্ন করিবেন। তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সে তাহার নিজের গুরুকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। দেহেন্দ্রিয়াদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর মিলনে গঠিত পরিদৃশ্যমান এই পিণ্ডকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া শিষ্য বলিতেছে, বিচক্ষণ হইতে—বহুবিধ ভোগদানে কুশলস্বরূপ ও সুষুম্নানাড়ীরূপ চন্দ্র হইতে, এবং ঋতু হইতে—বসন্তাদি ঋতু স্বরূপ হইতে, অবশ্য চন্দ্রমা ব্যতীত শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি ও অন্নের পরিণামরূপ শুক্র রেতঃ সেককারী পুরুষরূপ অগ্নিতে অন্নাহুতি প্রক্ষেপ দ্বারা দেবগণ স্থাপিত করিতে পারেন না। তিনি পঞ্চদশ, কারণ, পঞ্চদশকলাত্মক শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের কাল সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যে অগ্নিহোত্রের আহুতি করা যায় সেই আহুতিদ্বয় হইতে জাত অপূর্ব্বনামক শ্রদ্ধা হইতে জাত, কিংবা, আহুত সোমরসের বিকার হইতে, পিতৃলোক স্বরূপ হইতে যে শুক্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই শুক্র, সেই অপ্‌স্বরূপ শুক্রই আমি, কারণ, আমি অনুশয়ী জীবরূপে তাহাতে আছি। সেই শুক্ররূপ আমাকে, রেতঃসেকের হেতু ও গ্রাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী পুরুষের নানা অঙ্গে চারিদিক বর্ত্তমান থাকিলেও একমাত্র হৃদয় প্রদেশে প্রেরণ কর। যদিও এখানে কোন কর্ত্তা প্রতীয়মান হইতেছে না, তথাপি সেরূপ বিষয়ে অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবগত দেবগণই কর্ত্তা হইবে।

পুংসা কর্ত্রা মাতরিমা নিষিক্ত স জায় উপজায়মানো
দ্বাদশত্রয়োদশ উপমাসো দ্বাদশত্রয়োদশেন পিত্রাহহসং
তদ্বিদে প্রতিতদ্বিদেহহং তন্ম ঋতবো অমর্ত্যব আভরধ্বম্।

পঞ্চহেতোরিত্যর্থঃ। প্রহৃতাৎসায়ঃ প্রাতরগ্নিহোত্রাতদ্বিয়াপূর্ব্বাপবর্গায় শ্রদ্ধাতঃ সংজাতাৎসোমপ্রকৃতিবিকারকরূপাদ্বা পিত্র্যবতঃ পিতৃমতঃ পিতৃলোকস্বরূপাদিত্যর্থঃ। তৎ, উক্তং রেতঃ। মা মামপ্রকৃপং ময়াত্মশয়িনা সহিতমিত্যর্থঃ। পুংসি রেতঃ নিচি কর্ত্তরি প্রাপ্যবদ্যা গ্রহৈতর্গেরয়ন্বং সমস্তানানাঙ্গেষু বর্ত্তমানমেকত্র হৃদয়প্রদেশে প্রেরযত প্রেরণং কুরুতেত্যর্থঃ। যদাপ্যত্র কর্ত্তা কোঽপি ন প্রতীয়তে প্রেরণে তথাপ্যর্থলাভাৎপঞ্চাগ্নিবিদ্যাগতা দেবা এবাবগন্তব্যাঃ।

পুংসা রেতঃসিচা নিমিত্তভূতেন কর্ত্রা গ্রাম্যধর্ম্মানুষ্ঠাত্রা মাতরি পঞ্চমাগ্নিরূপায়াং যোষিতি মা মাং রেতসা সহিতমনুশয়িনং নিষিক্ত সেচিতবন্তো দেবাঃ স যোষিতি রেতোরূপেণ সিক্তোঽনুশয়ীহ জায়ে জনন আবির্ভাবনিমিত্তমিত্যর্থঃ। উপজায়মানো রেতঃসেকমনু স্বং কর্ম্মনীপে শরীরং গৃহ্ণানো দ্বাদশত্রয়োদশো দ্বাদশসংখ্যা বিশিষ্টঃ স্বভাবতঃ কদাচিত্ত্রয়োদশসঙ্খ্যায়া বিশিষ্টো দ্বাদশত্রয়োদশঃ। উপমাসো মাসানাং সমীপে বর্ত্তনং যস্য সোঽয়মুপমাসঃ সম্বৎসরঃ। সম্বৎসরকালোপলক্ষিত-জীবনস্তেনাপি দ্বাদশত্রয়োদশ উপমাস ইত্যবিরুদ্ধম্। দ্বাদশত্রয়োদশেনোক্ত-রীত্যা দ্বাদশত্রয়োদশমাসাত্মকসম্বৎসরোপলক্ষিতেন পিত্রা রেতঃসিচা জনকেনাসং তাদাত্ম্যং গতোঽভূবম্। রেতঃ সেকাৎপ্রাক্তদ্বিদে তস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানার্থং সতি ভাগ্যযোগে বৈপরীত্যে তু প্রতিতদ্বিদে তদ্বেদনস্য প্রতিকূলজ্ঞানার্থমহং স্বর্গাদবরো-

---

রেতঃসেকের নিমিত্তভূত গ্রাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী পুরুষদ্বারা পঞ্চম অগ্নি রূপ স্ত্রীজন মাতাতে শুক্রের সহিত অনুশয়বান্ এবং জীবস্বরূপ আমাকে দেবগণ নিষেচিত করিয়াছেন। রেতো রূপে স্ত্রীজনে সিক্ত অনুশয়ী আবির্ভাবের নিমিত্ত কর্ম্মানুসারে স্বীয় শরীর পরিগ্রহ করিয়া স্বভাবতঃ দ্বাদশসংখ্যাবিশিষ্ট, কদাচিৎ ত্রয়োদশসংখ্যাবিশিষ্ট সংবৎসরকালজীবি আমি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাসাত্মক সংবৎসরজীবি পিতার সহিত অভিন্নভাবে ছিলাম। রেতঃসেকের পূর্ব্বে ভাগ্যে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত, আর ভাগ্যে না থাকিলে প্রতিকূল জ্ঞানের জন্য

ক্লেশয়ী শাস্ত্রদৃষ্টিঃ। তত্তৈবং স্থিতে তস্মাদ্ধা মে মহৎ মদর্থমিত্যর্থঃ। ঋতব ঋতূননেককালগাব্রহ্মসাক্ষাৎকারং জীবনমিত্যর্থঃ। অনর্ত্ত্যবেহমর্ত্ত্যায় ব্রহ্মজ্ঞান-পরিপূর্ত্তয়ে। আভবধ্বম্, হে দেবাঃ সমস্তাদ্ধারয়ধ্বম্।

আমি স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। সেইহেতু দেবগণ! আমার নিমিত্ত ব্রহ্ম-জ্ঞান পরিপূরণের জন্য, যতকাল ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, ততকাল ধারণ করিয়া থাক।

সেই বিচক্ষণ হইতে ইত্যাদি যথার্থ বচনদ্বারা, এবং সেই চন্দ্রলোকে নিবাস করা হইতে আরম্ভ করিয়া যোনিনির্গমনান্ত ক্লেশ দ্বারা বলিতে হয় আমি সংবৎসরাদ্যাত্মক মর্ত্ত্য হইতেছি। শুক্রশোণিতাত্মক এই পিণ্ডই আমি হইতেছি। আমি ত এইরূপ বলিতেছি। যদি শিরঃ কম্পন ও হস্তবিধূননাদি করিয়া আমাকে এরূপ বলিতে নিবারণ কর, তবে বল আমি কে, এই পঞ্চভূত ও তজ্জাত দেহেন্দ্রিয়াদি ভিন্ন আমি আর কি হইতে পারি? শিষ্য এইরূপ বলিলে, গুরু বক্ষ্যমান দুইটি অধ্যায়ে উক্ত আত্মার উপদেশ করিয়া আবার প্রশ্ন করিবেন, তুমি কে? তখন শিষ্য প্রত্যুত্তর করিবে, তুমি আমার উপদেষ্টা প্রাণ-প্রজ্ঞাত্মা অবস্থাত্রয়াতীত সগুণভাবে পর্য্যঙ্কে সমাসীন যে ব্রহ্ম, সেই তুমিই আমি হইতেছি।

এস্থলে প্রথমতঃ এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায়, —

হে দেবগণ! যে রেতঃ পঞ্চদশ কলাত্মক শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের হেতুভূত, শ্রদ্ধা দ্বারা সঞ্জাত, পিতৃলোক স্বরূপ, এবং বহুবিধ ভোগদান কুশল চন্দ্রমার নিকট হইতে আহরণ করিয়াছিলে, সেই রেতোরূপে অবস্থিত আমাকে গ্রাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা পুরুষে প্রেরিত করিয়াছিলে। তাবপর পুরুষ কর্ত্তা দ্বারা মাতাতে আমাকে নিষেচিত করিয়াছিলে। কিয়ৎ সংবৎসরকালজীবী পিতার সহিত আমি ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমিও কিয়ৎ সংবৎসরকালজীবী হইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানের জন্য, বা প্রতিকূল জ্ঞান লাভের জন্য আবির্ভাবের নিমিত্ত শরীর পরিগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান আছি। যে হেতু এইরূপ, সেই হেতু ব্রহ্মজ্ঞান পরিপূর্ত্তির জন্য আয়ু দান কর। যেহেতু এইরূপ জানিয়া দেবগণের নিকট আমি প্রার্থনা করি-তেছি, সেইহেতু সেই সত্য ও ক্লেশে বলিতেছি আমি ঋতু স্বরূপ মর্ত্ত্য, আমি আর্ত্তব স্বরূপ শুক্রশোণিতজাত এই পিণ্ডমাত্রই।

তেন সত্যেন তেন তপসা ঋতুরস্ম্যার্তবোঽস্মি
কোঽস্মি ত্বমস্মীতি তমতিসৃজতে ॥ ২ ॥

তেন বিচক্ষণাদিত্যাদিনোক্তেন সত্যেন যথার্থবচনেন তেন চন্দ্রনিবাসমাবস্তা যোনিনির্গমনান্তেন তপসা ক্লেশেন। ঋতুরুক্তরীত্যা সম্বৎসরাত্মকো মর্ত্য ইত্যর্থঃ। অস্মি ভবামি। আর্তব ঋতুজঃ শুক্রশোণিতশরীরাত্মক ইত্যর্থঃ। অস্মি ভবামি। এবং ব্রুবাণং চেচ্ছিরঃকম্পহস্তবিধূননাদিনা নিবারয়সি তর্হি কথয় কঃ প্রত্নে কার্য্যকারণবিলক্ষণঃ কো নামাহমস্মি ভবামি। এবমুক্তে বক্ষ্যমাণাধ্যায়দ্বয়োক্ত আত্মন্যপদিষ্টে পুনঃ কোঽসীতি পৃষ্টে শিষ্য আহ—ত্বং মমোপদেষ্টা প্রাণপ্রজ্ঞাত্মা-ঽবস্থাত্রয়াতীতঃ সগুণত্বেন পর্য্যঙ্কে সমাসীনোঽস্মি ভবামি। বিচক্ষণাদৃতোঃ পঞ্চ-দশাৎপ্রসূতাৎপিতৃমত আভৃতং রেতো যত্তস্মাৎ হে দেবাঃ পুংসি কর্ত্তরি প্রেরিত-বন্তঃ। ততঃ পুংসা কর্ত্রা নিষিক্তেন মাতর্য্যপি মাং সেচিতবন্তঃ। দ্বাদশত্রয়োদশেন পিত্রৈক্যং গত আসং সম্বৎসরো দ্বাদশত্রয়োদশ উপমাসস্তদ্বিদে প্রতিতদ্বিদে জায় উপজায়মানো বর্ত্ত ইতি যতস্ততো মেঽমর্ত্যায় ব্রহ্মজ্ঞানপরিপূর্ত্যার্থমৃতুরূপায়ুরা-ভরধ্বম্। যস্মাদেবং জানানো দেবান্প্রার্থয়ে তেন সত্যেন তেন তপসা দ্বা (চ)-র্ত্তুরস্মার্ত্তবোঽস্মীতি সম্বন্ধঃ। বিচক্ষণাদিত্যারভ্যাভরধ্বমিত্যন্তং হেত্বর্থমুপোদ্ঘাত-নয়েনাতো ন ব্যধিকরণত্বশঙ্কাপি। প্রার্থনায়ামপি শব্দতো লভ্যমানানামৃতূনাং বা প্রার্থনা। অস্মিন্পক্ষে ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ো মন্ত্রো হে বিচক্ষণা হে ঋতবঃ। যতোঽহং

'বিচক্ষণ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ধারণ করিয়া থাক' পর্য্যন্ত গ্রন্থ* উপোদ্-ঘাতন্যায়ানুসারে হেত্বর্থ কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ব্যধিকরণত্ব** আশঙ্কাও নাই।

অথবা, ঐ প্রার্থনাতেও শব্দত উপলভ্যমান ঋতুদিগের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, এরূপেও ব্যাখ্যা করা যায়। যদি ঋতুদিগের নিকট প্রার্থনা করা হয়, তবে এ পক্ষে ঐ মন্ত্র এইরূপে ব্যাখ্যেয় ;—হে বহুবিধ ভোগদান কুশল-

* বক্ষ্যমান বিষয়ের সিদ্ধির জন্য যে অনুকূল কারণের চিন্তা করা যায় তাহাকে উপোদঘাত বলে।

* কার্য্য কারণের বিভিন্ন স্থানে থাকাই ব্যধিকরণতা। এই স্থলে 'যেহেতু এইরূপ জানিতেছি, সেইহেতু এইরূপ বলিতেছি।—এই দুইটা বলা একই পুরুষে বর্ত্তমান আছে; সুতরাং ব্যধিকরণ হইল না, সমানাধিকরণ হইল

স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমা-
গচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং
স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স
ব্রহ্মলোকং তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য

ব্রহ্মজ্ঞানার্থী তস্মৈ মাং হে ঋতবো হে মর্ত্যবো মৃত্যুহেতবঃ সমানমন্যদ্দেবপক্ষেণ। ইত্যনেন প্রকারেণ প্রতিক্রিয়াদিত্যন্বয়ঃ। তং বিচক্ষণাদাদিত্বমস্মীত্যন্তং ব্রুবাণং নরকাদিব চন্দ্রমসোঽপি ভীতং ব্রহ্মবিদমতিসৃজতে। সংসারাদতীতোৎপাদয়তি ব্রহ্মবিদ্যয়া বিমোক্ষয়তীত্যর্থঃ॥ ২॥

সগুণব্রহ্মবিদো দেবযানমার্গমাহ—স সগুণব্রহ্মবিৎপর্য্যঙ্কাদ্যন্যতমবিদ্যাবান-প্রাণপ্রয়াণসময়ে প্রাজ্ঞেনাত্মনৈকীভূতো হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনেন প্রদর্শিতসুষুম্নাদ্বারঃ। এতং বক্ষ্যমাণম্। দেবযানং দেবৈরর্চিরাদিভিরুহ্যমানেনোপাসকেন প্রাপ্যত ইতি দেবযানস্তম্। পন্থানং মার্গমাপদ্য সুষুম্নাদ্বারা মূর্দ্ধানং ভিত্ত্বা নির্গতঃ প্রাপ্য

ঋতুগণ! যেহেতু আমি ব্রহ্মজ্ঞানার্থী, সেইহেতু হে ঋতুগণ, হে মৃত্যুকারণনিচয়। আমার দীর্ঘ আয়ু রক্ষা কর। অন্য সমস্তই দেবপক্ষে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপই। এইরূপে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে, এইভাবে অন্বয় করিতে হইবে। 'বিচক্ষণ' আদি করিয়া 'ত্বমস্মি' পর্য্যন্ত কথা যে বলিবে, নরকের ন্যায় চন্দ্রমা হইতেও ভীত বলিয়া সেই ব্রহ্মবিৎকে সংসার হইতে অতিক্রান্ত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা বিমুক্ত করিবে। ২।

সগুণব্রহ্মবিৎ যে দেবযানপথ দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই পথের উপদেশ করিতেছেন ;—

যে ব্যক্তি সগুণব্রহ্মবিৎ, যে পর্য্যঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি সগুণোপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মৃত্যুকালে হৃদয়ের অগ্রভাগ এক প্রকার আলোকে আলোকিত হয়। জীব মৃত্যুকালে প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া, সেই আলোক দ্বারা আলোকিত সুষুম্নানাড়ীর ছিদ্রপথ দেখিতে পায়। যাহারা সগুণব্রহ্মবিৎ নহে, তাহারা এপথ দেখিতে পায় না। তাহারা অন্যবিধ নাড়ীর ছিদ্রপথ দিয়া বহির্গত হয়। যাহারা সগুণব্রহ্মবিৎ, তাহারা সেই আলোকে আলোকিত ঐ সুষুম্নানাড়ীর দ্বারা দেখিতে পাইয়া বক্ষ্যমাণ দেবযান প্রাপ্ত হয়। অর্চ্চিরাদি দেবগণ দ্বারা যে

আরো হ্রদো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা বিজরা নদীল্যো বৃক্ষঃ

প্রথমমগ্নিলোকমগ্রে দেবযানমার্গোপক্রমে সগুণব্রহ্মবিদো নয়তীত্যগ্নিঃ স চাসৌ লোকঃ প্রকাশশ্চাগ্নিলোকস্তমর্চিরভিমানিনীং দেবতামিত্যর্থঃ। আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ততোঽহরাপূর্য্যমাণপক্ষোদগয়নষণ্মাসসম্বৎসরদেবলোকাভিমানিনীর্দ্দেবতা যথাক্রমেণ প্রাপ্যানন্তরং স প্রাপ্তদেবলোকো বায়ুলোকং বায়ুদেবতামাগচ্ছতীত্যেতদ্বক্ষ্যমাণেষ্বপ্যনুষজ্যতে। স বায়ুদত্তরথচক্রচ্ছিদ্রোপমমার্গো বায়ুলোকাদনন্তরমাদিত্যলোকমাদিত্যদেবতাং ডম্বরাকাশসমানমার্গদাত্রীং চন্দ্রমসঃ পূর্ব্বভাবিনীম্।

স আদিত্যলোকাৎ প্রাপ্তচন্দ্রবিদ্যুল্লোকাবিদ্যুল্লোকাদমানবেন পুরুষেণ নীয়মানো বরুণলোকং বরুণদেবতাং সোঽমানবেন পুরুষেণ নীয়মানো বরুণাৎপ্রাপ্তসহায়কো। বরুণাদনন্তরমিন্দ্রলোকমিন্দ্রদেবতাং স প্রাপ্তেন্দ্রসহায়কস্ততঃ প্রজাপতিলোকং প্রজাপতিদেবতাং বিরাড্রূপাং স প্রাপ্তবিরাট্সহায়কস্ততো ব্রহ্মলোকং হিরণ্যগর্ভলোকমমানবপুরুষৈকগম্যম্। তং ব্রহ্মলোকং বর্ণয়তি—তস্যামানবপুরুষনয়নেন প্রাপ্তস্য হ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধস্য বৈ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ স্মর্য্যমাণস্যৈতস্য প্রত্যক্ষস্যৈব প্রবৃত্তস্যেন ব্রহ্মলোকস্য হিরণ্যগর্ভনিবাসস্য।

আরো হ্রদঃ প্রথমং ব্রহ্মলোকপ্রবেশে ব্রহ্মলোকমার্গনিরোধকঃ সমুদ্রশতসমানগাম্ভীর্য্যোঽজস্রনীলজলোঽরিভিঃ কামক্রোধাদিভির্ব্বিরচিতত্বেনারেতিনামা হ্রদঃ।

পথ পাওয়া যায়, তাহাকে দেবযান বলে। সুষুম্নানাড়ীর দ্বারা বহির্গত হইতে হইলে, মূর্দ্ধা ভেদ করিয়া বিনির্গত হইতে হয়। সগুণব্রহ্মবিৎ সুষুম্নানাড়ী দ্বারা মূর্দ্ধা ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া প্রথমে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয়। অগ্রে অর্থাৎ দেবযানমার্গের উপক্রমেই সগুণব্রহ্মবিৎদিগকে লইয়া যান বলিয়া তাঁহার নাম অগ্নি। অগ্রে নিয়ে যান—এই অর্থে অগ্নি শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। লোক শব্দে প্রকাশ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে অগ্নিলোক শব্দে অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে। এই অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাই সগুণব্রহ্মবিদের প্রথম প্রাপ্য। তথা হইতে অহরভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতার নিকট যাইতে হয়। তথা হইতে সংবৎসরাভিমানিনী দেবতার আশ্রয়ে উপস্থিত হয়। তথা হইতে দেবলোকে যাইয়া উপস্থিত হয়। সে দেবলোকে যাইয়া অনন্তর বায়ু

সালজ্যং সংস্থানমপরাজিতমায়তনমিন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ ।

তস্যেত্যাদি বক্ষ্যমাণেষপ্যনুবর্ত্ততে। আরহ্রদস্য পরপারে বর্ত্তমানা মুহূর্ত্তা ঘটিকাদ্বয়কালাভিমানিনো দেবাঃ। তান্নিশিনষ্টি—যেষ্টিহাঃ। যইষ্টিমিষ্টং ব্রহ্মলোকানুকূলমুপাসনং কামক্রোধাদি প্রবৃত্ত্যুৎপাদনেনঘ্নন্তীতি যেষ্টিহাঃ॥ বিজরা নদী বিগতা জরা যস্যা দর্শনাদিনা সেয়মুপাসনক্রিয়ৈব তন্নাম্নী নদী। ইলো বৃক্ষঃ, ইলা পৃথিবী তদ্রূপত্বেনেল্যোতিনামা তরুঃ। অয়মশ্বত্থঃ সোমবসন ইত্যাচক্ষতে; সালজ্যং সংস্থানং, সালবৃক্ষসমানা জ্যা ধনুষাং গুণা ইব বস্য যত্রোপরীরং তৎসালজ্যম্। অনেক স্বরসেব্যমানারামবাপীকূপতটাকসরিদাদি বিবিধ জল পরিপূর্ণ মিত্যর্থঃ। সংস্থানং, অনেকজননিবাসরূপং পত্তনমিত্যর্থঃ। অপরাজিতমায়তনং ন কেনচিৎপরাজিতমনেকসূর্য্যসমানত্বেনেত্যপরাজিতং ব্রহ্মণো নিবাসস্থলম্। হিরণ্যগর্ভস্য রাজমন্দিরমিত্যর্থঃ। তস্মিন্নপরাজিতনাম্ন্যায়তন ইন্দ্রপ্রজাপতী স্তনয়িত্নু যজ্ঞত্বেনোপলক্ষিতৌ বায়্বাকাশাবিন্দ্রপ্রজাপতিনামানৌ দ্বারগোপৌ দ্বাররক্ষকৌ স্থাপিতাবিত্যর্থঃ।

লোকে বায়ুদেবতার আশ্রয়ে যাইয়া পৌঁছায়। তথা হইতে সূর্য্যলোকে যাইবার জন্য বায়ুদেব স্বীয়লোকের মধ্যে রথচক্রের ছিদ্রের ন্যায় একটী ছিদ্র করিয়া দেন। সগুণব্রহ্মবিৎ সেই ছিদ্রপথে আদিত্যলোকে যাইয়া উপস্থিত হয়। আদিত্যদেব সগুণব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিকে চন্দ্রলোকে যাইবার জন্য বিস্তীর্ণ আকাশের সমান পথ দিয়া থাকেন। সে সেই পথে তথা হইতে চন্দ্রলোকে, এবং সেই চন্দ্রলোক হইতে একেবারে বিদ্যুৎলোকে যাইয়া সগুণব্রহ্মবিৎ উপস্থিত হয়। বিদ্যুল্লোকে একটী অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া সেই সগুণব্রহ্মবিৎকে সঙ্গে লইয়া বরুণলোকে উপস্থিত হন, এবং সে বরুণদেবতার নিকটে উপস্থিত হয়। তথা হইতে বরুণদেবতার সাহায্যে সেই অমানব পুরুষ সেই সগুণব্রহ্মবিৎকে ইন্দ্রলোকে লইয়া যান, এবং তথায় যাইয়া তিনি ইন্দ্রদেবের সাহায্য প্রাপ্ত হন। সেই সাহায্যে সেই অমানব পুরুষ তথা হইতে তাঁহাকে প্রজাপতিলোকে লইয়া যান, এবং তথায় সেই বিরাটরূপী প্রজাপতির সাহায্য প্রাপ্ত হয়। বিরাট-প্রজাপতির সাহায্যে সেই অমানব পুরুষ তথা হইতে সেই সগুণব্রহ্মবিৎকে ব্রহ্মলোকে লইয়া উপস্থিত হন। এই ব্রহ্মলোক, বা হিরণ্যগর্ভলোক একমাত্র অমানব পুরুষেরই গম্য।

বিভুপ্রমিতং বিচক্ষণাহসন্দ্যমিতৌজাঃ পর্য্যঙ্কঃ প্রিয়া চ মানসী প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী পুষ্পাণ্যাবয়তো বৈ চ জগান্যম্বাশ্চাম্বায়বী-

বিভুপ্রমিতমত্য স্তনপ্যধিকমহঙ্কারস্বরূপমহমিত্যেব সামান্যেন প্রমিতং বিভুপ্রমিতং ব্রহ্মণঃ সভাস্থানমেতন্নাম। বিচক্ষণাহসন্দী বিচক্ষণা কুশলা বুদ্ধিমহত্তত্ত্বাদি-শব্দাভিধেয়াহসন্দী সভা মধ্যবেদিঃ। অমিতৌজাঃ পর্য্যঙ্কঃ, অমিতমপরিমিতং প্রাণসম্বাদাদৌ প্রসিদ্ধমোজো বলং যস্য সোহমিতৌজাঃ প্রাণঃ পর্য্যঙ্কো ব্রহ্মণ আসনভূতো মঞ্চকঃ। প্রিয়া চ মানসী মনসঃ কারণভূতা প্রকৃতির্মনোগতা-লোক-কারিণী ভার্য্যা। চকারস্তস্যা অলঙ্করণাদিকমপি সৈবেত্যেতদর্থঃ। প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী চক্ষুঃপ্রকৃতিভূতা তৈজসী প্রতিরূপা প্রতিচ্ছায়া। চকারঃ প্রতিরূপালঙ্করণা-

এই ব্রহ্মলোকের বর্ণনা করিতেছেন,—

অমানব পুরুষ লইয়া গিয়াছে বলিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে, যাহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাহার স্মরণ করিয়া গিয়াছেন, যাহা অদ্যাপিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, প্রবৃত্ত বলিয়াই যাহা উপাসকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেই ব্রহ্মলোকের, বা হিরণ্যগর্ভলোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে প্রথমতঃ যে হ্রদ আছে, তাহার নাম 'আর' ব্রহ্মলোকে যাইবার পথটিকে নিরুদ্ধ করিয়া সেই আর হ্রদটি রহিয়াছে। তাহার গাম্ভীর্য্য শতসমুদ্রের সমান, এবং তাহার জল অজস্র নীল। কামক্রোধাদি অরি সমুদায় দ্বারা সেই হ্রদ বিরচিত বলিয়া তাহার নাম রাখা হইয়াছে 'আর'। সেই আর হ্রদের পরপারে মুহূর্ত্ত বা দণ্ডদ্বয়কালাভিমানী দেব সকল বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহারা আবার কিরূপ? না,—যেষ্টিহা, যাহারা ব্রহ্মলোক পাইবার অনুকূল উপাসনাকে কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তির উৎপাদন দ্বারা বিনষ্ট করিয়া দেন। সে লোকে তাহার পর যে নদী আছে, তাহার নাম বিজরা। যাহার দর্শনাদি দ্বারা জরা অবস্থা বিনষ্ট হয়, তাহাকে বিজরা বলা যায়। সেত উপাসনা ক্রিয়াই। সেই নদীর নামও তাই। যে বৃক্ষ আছে, তাহার নাম ইল্য। ইলা শব্দে পৃথিবী। তদ্রূপ বৃক্ষ সকল। এই বৃক্ষকে অন্য উপনিষদে সোমসবন নামক অশ্বত্থ বৃক্ষ বলা হইয়াছে। অনেক জনের নিবাসরূপ পত্তন সালজ্য—সালবৃক্ষের সমান, ধনুর জ্যার সদৃশ বস্তু যাহার তীরোপান্তে আছে, তাহাকে সালজ্য বলা যায়। অর্থাৎ—অনেক সুর-সেব্যমান আবাস, বাপী, কূপ, তড়াগ ও সরিদাদি বিবিধ জল পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ

শ্চাপ্সরসঃ। অম্বয়া নদ্যস্তমিত্থম্বিদা গচ্ছতি তং ব্রহ্মাহহাভি-

বেরপি চাক্ষুষীত্বসংগ্রহার্থঃ। পুষ্পাণ্যাবয়ন্তৌ বৈ চ জগানি জগানি জগন্তি চতুর্বিধানি ভূতানি সলোকসংস্থানানি পুষ্পাণি কুসুমানি বৈ প্রসিদ্ধানি পুষ্পসমান-ধর্ম্মত্বেন ন কেবলং পুষ্পাণি জগানি কিন্ত্বাবয়ন্তৌচ অা সমস্তাত্তন্ত সন্তানেন। নিপাদিতৌ পটাবপ্যাচ্ছাদনপরিধানরূপৌ। অনয়োরপি ভূতৈঃ সঙ্কোচবিকাসাদি-সামান্যমবগন্তব্যন্। অম্বাশ্চাম্বাবয়ী-চাপ্সরসঃ, অম্বা জগজ্জনন্যঃ শ্রুতয়ঃ। অম্বা-য়বো ন বিদ্যতেহম্বোহভ্যধিকোঽয়বশ্চ ন্যূনো যাসাং তা অম্বায়বা বুদ্ধয়োঽম্বায়বা এবাম্বায়ব্যঃ শ্রুতিবুদ্ধয়োঽপ্সরসঃ সাধারণো ঘোষিতঃ। চকারাবুভয়োরপি প্রত্যেক-মপ্সরস্ত্বযোগাথৌ।

নগর নগরী তথায় বিরাজমান। ব্রহ্মের নিবাস স্থল; যাহাতে হিরণ্যগর্ভের রাজ-মন্দির, তাহার নাম অপরাজিত। সে স্থানটি অনেক সূর্য্য সমান বলিয়া কাহারও দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং অপরাজিত। সেই অপরাজিতনামক রাজমন্দিরে যে দুইজন দ্বারপাল আছেন, তাঁহাদিগের নাম ইন্দ্র ও প্রজাপতি। স্তনয়িত্নু (মেঘ) ও যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া বায়ু ও আকাশকে ইন্দ্র ও প্রজাপতি নামে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাঁহার সভাস্থানের নাম বিভুপ্রমিত, অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক অহঙ্কার স্বরূপ, 'অহং' বা 'আমি' ইত্যাকার সামান্যরূপে যে প্রমিত বা প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হয়, সেই নিরবচ্ছিন্ন অত্যন্ত অধিক অহঙ্কার ভাগই তাঁহার সামান্যতঃ সভাস্থানটি। সভাস্থানের নামটি হইতেছে বিভুপ্রমিত। তাহার আসন্দী, বা সভার মধ্যবেদির নাম বিচক্ষণা। বুদ্ধিতত্ত্ব, বা মহত্তত্ত্ব, ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সেই সভার মধ্যবেদির পরিচয় হইয়া থাকে। বিচক্ষণা,—অর্থাৎ কুশলা। সেই মধ্যবেদিতে যে পর্য্যঙ্ক আছে, তাহা অমিতৌজাঃ, অর্থাৎ প্রাণসম্বাদাদিতে প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, অমিত, বা অপরিমিত ওজঃ—বল যাহার, সেত প্রাণই। সেই প্রাণই তাহার মঞ্চক। হিরণ্যগর্ভের আসনরূপে প্রাণ পর্য্যঙ্ক-রূপী। তাঁহার প্রিয়া হইতেছে মানসী মনের কারণভূতা, প্রকৃতি, মনোগত আহ্লাদকারিণী ভার্য্যা। তাঁহার মানসী ভার্য্যার অলঙ্কারাদিও মানসী, মনোগত আহ্লাদকারিণী। তাঁহার প্রতিচ্ছায়া চাক্ষুষী,—অর্থাৎ চক্ষুর প্রকৃতিভূতা তৈজসী, বা তেজোময়ী। সেই প্রতিচ্ছায়ার অলঙ্কারাদিও চাক্ষুষী, অর্থাৎ তৈজসী,

ধাবত মম যশসা বিজরাং বা অয়ং নদীং প্রাপন্ন বা অয়ং জরয়িষ্যতীতি ॥ ৩ ॥

অম্বয়া নদ্যঃ, অম্বমম্বকং লোচনং ব্রহ্মজ্ঞানং যান্তীত্যম্বয়া উপাসনাঃ। নদ্যো বারাং প্রবাহধারিণ্যঃ পুরায়তনাদিবাসিলোকভোগ্যাঃ। তদুক্তং ব্রহ্মলোকমারো হৃদ ইত্যাদিনাঽম্বয়া নদ্য ইত্যন্তেন। ইত্থম্বিদুক্তেন বক্ষ্যমাণেন বা প্রকারেণ পর্য্যঙ্কস্থ-ব্রহ্মবিৎ। আ গচ্ছতি সমন্তাৎপ্রাপ্নোতি। তমমানবেন পুরুষেণাঽঽনীয়মান-মুদ্দিশ্য ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ আহ ব্রুতে স্বপরি[illegible]নপ্সরসশ্চ। ব্রহ্মোক্তিমাহ-- অভিধাবত পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিদমভিতঃ সম্মুখং ধাবত গচ্ছত। মম যশসা মদীয়কীর্ত্ত্যা মমার্হং সম্ভারং স্বীকৃত্য মৎপ্রতিপত্ত্যা পূজাং কুরুতেত্যর্থঃ। নমু ভবানজরোঽয়ং ভবতো বিপরীতঃ কথং ভবতঃ পূজামর্হতীত্যত আহ—বিজরাং জরাহারিণীং সার্দ্ধ-

---

তেজোময়ী। জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ ভূতকে জগৎ বলা যায়। সেই জগৎ সকল যাঁহার পুষ্প, ও উত্তরীয়, এবং অধরীয় বসন। এই ভূত সকল লোকসংস্থানের সহিত যাঁহার কুসুম। কুসুম সকল যেমন কলিকা অবস্থা হইতে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া জনসাধারণের ঘ্রাণতর্পণ করে, সেইরূপ ভূত-বর্গও বাল্যাবস্থা হইতে ক্রমে যৌবনাদিকালে আসিয়া জনসাধারণের মনে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে, এবং কুসুমের ন্যায় কালে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কেবল যে পুষ্প, তাহা নহে; কিন্তু আর যত, চারিদিকে তন্তুসন্তান দ্বারা নিষ্পাদিত যে পট, আচ্ছাদনকারী, ও পরিধান সাধনভূত বসন, তাহার স্বরূপ। প্রাণী সকল যেরূপ সঙ্কোচ ও বিকাশ তৎপর, বসনযুগলও সেইরূপ; সেইজন্য চতুর্ব্বিধ ভূতই তাঁহার পুষ্প ও বসনের কার্য্যকারী হইয়াছে। অম্বা ও অম্বায়বী তথাকার অপ্সরা সকল। জগতের জননী সকল শ্রুতি, এবং ন্যূনাধিকভাব রহিত বুদ্ধি সকল অম্বায়বী। সেই শ্রুতি বুদ্ধি সকল তথাকার অপ্সরা, বা সাধারণ স্ত্রী। সেখানকার সাধারণ স্ত্রী শ্রুতি সকলও বটে, এবং বুদ্ধি সকলও বটে। পুর ও পত্তনবাসী লোকের ভোগযোগ্য জল-প্রবাহধারিণী নদী সকল অম্বয়া। অম্ব শব্দে লোচন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় যদ্দ্বারা তাহাকে অম্বয়া বলে। অম্বয়া শব্দে উপাসনা। নদী সকলে প্রবাহ উপাসনার ধারাই।

কথিত প্রকারে, বা বক্ষ্যমাণ প্রকারে যে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মবিৎ, সে কথিতরূপ ব্রহ্ম-লোকে আগমন করে। সে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বতোভাবেই সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

তং পঞ্চ শতান্যপ্সরসাং প্রতিযন্তি শতং চূর্ণহস্তাঃ শতং বাসোহস্তাঃ শতং ফলহস্তাঃ শতমাঞ্জনহস্তাঃ শতং মাল্যহস্তাস্তং

নামধারিণীং বৈ প্রসিদ্ধামস্মদাদীনাময়ং পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিন্নদীং সিন্ধুং প্রাপদবাপ্তঃ। ন বৈ নৈব। অয়ং প্রাপ্তবিজরো জরয়িষ্যতি বয়োহানিমবাপ্স্যতি। ইত্যনেন প্রকারেণাহংহেত্যন্বয়ঃ॥ ৩॥

এবংব্রহ্মণ উক্ত্যানন্তরমনেকব্রহ্মসভাস্থজনৈঃ সমং তং ব্রহ্মলোকমাগতং পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিদং পঞ্চ শতানি পঞ্চসংখ্যাকানি শতানি। অপ্সরসাং রূপযৌবনসম্পন্নানাং মনোরমাণাং স্তনজঘনভারবশীকৃতমধ্যদেশানাং মদনমদমোমুহ্যমানদিগন্তরাণাং সাধারণস্ত্রীণাং প্রতিযন্তি সম্মুখমাগচ্ছন্তি তদ্দর্শনলালসানাম্। সম্বিভাগেন সম্ভাবানাহ- শতং শতসংখ্যাকাশ্চূর্ণহস্তা হরিদ্রাকেসরকুঙ্কুমচূর্ণকরাঃ। শতং শতসংখ্যাকা বাসোহস্তা বিবিধদুকূলকরাঃ।

অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া গেলে, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সেই আগত উপাসককে উদ্দেশ করিয়া, নিজের পরিচারক, ও অপ্সরাদিগকে বলেন, এ ব্যক্তি পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ, তোমরা উহার সম্মুখে যাও। আমার যশের সহিত,—আমার কীর্ত্তির সহিত, অর্থাৎ আমার যোগ্য সম্ভার লইয়া আমার প্রতিপত্তি অনুসারে উহার পূজা কর। এ বাক্যটি ব্রহ্মার। আচ্ছা, আপনি ত অজর, জরারহিত; কিন্তু ওত আপনার বিপরীত; সুতরাং ও কি করিয়া আপনার পূজা পাইতে পারে? এরূপ আশঙ্কা পরিচারকদিগের হইতে পারে; সেইজন্য হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন:— বিজরা—জরাহারিণী—সার্থকনামধারিণী প্রসিদ্ধ অস্মদীয় নদীকে ঐ পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং ওব্যক্তির আর বয়োহানি জরাবস্থা হইবে না॥ ৩॥

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর, ব্রহ্মসভাস্থ অনেক জনের সহিত পঞ্চশত সংখ্যক অপ্সরা ব্রহ্মলোকে সমাগত সেই পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিদের সম্মুখে আগমন করিয়াছিল। তাহারা রূপযৌবনসম্পন্ন, মনোরম, স্তনজঘনভার বশীকৃতদেশ, মদনমদ মোমুহ্যমানদিগন্তরাল, সাধারণ স্ত্রী। তাহারা তাহার দর্শন লালসায় সম্মুখে আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে শতসংখ্যক অপ্সরা হরিদ্রাকেশর কুঙ্কুম চূর্ণ হস্তে করিয়া আসিয়াছিল। শতসংখ্যক অপ্সরা বিবিধ বসন সকল হস্তে করিয়া আসিয়াছিল। শতসংখ্যক অপ্সরা কতকগুলি নানাবিধ ফল হস্তে করিয়া আসিয়াছিল।

ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কুর্ব্বন্তি স ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মাভিপ্রৈতি স আগচ্ছত্যারং হ্রদং তং মনসাঽত্যেতি।

শতং শতসংখ্যাকাঃ ফলহস্তাঃ শতং শতসংখ্যাকা আঞ্জনহস্তা বিবিধাভরণ হস্তাঃ শতং শতসংখ্যাকা মাল্যহস্তাস্তমমুতীর্ণারহ্রদং প্রাপ্তব্রহ্মলোকং ব্রহ্মালঙ্কারেণালংকুর্বন্তি হিরণ্যগর্ভযোগ্যেন (ণ) মণ্ডনেন মণ্ডয়ন্তি। স পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ। অপ্সরোভির্ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতঃ, স্পষ্টম্। ব্রহ্ম বিদ্বান্ হিরণ্যগর্ভজ্ঞানবান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি হিরণ্যগর্ভরূপমেব সর্ব্বতঃ প্রাপ্নোতি ন ত্বন্যৎ। ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ ক্রমমাহ—স প্রাপ্তব্রহ্মলোকোঽপ্সরোভির্ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতস্তাভিঃ সভাজনৈশ্চাঽঽগচ্ছতি। প্রাপ্নোতি। আরং হ্রদমারনামানং হ্রদম্। তমারং হ্রদং মনসা নাবাদ্যনপেক্ষঃ কেবলেনান্তঃকরণেনাত্যেতি, অতীত্য গচ্ছতি। যুক্তং হ্যেতৎ। ন হ্যারো হ্রদঃ কামক্রোধাদিবৃত্তিভেদঃ স্বাতিক্রমণে মনোব্যতিরিক্তং সাধনান্তরমপেক্ষতে॥

শতসংখ্যক অপ্সরা অঞ্জন হস্তে আসিয়াছিল। অঞ্জন শব্দে—বিবিধাভরণ। শতসংখ্যক অপ্সরা মাল্য হস্তে আসিয়াছিল। তাহারা সেই আর হ্রদ হইতে উত্তীর্ণ প্রাপ্ত ব্রহ্মলোক পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎকে হিরণ্যগর্ভের ভোগযোগ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে থাকে। সেই পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ অপ্সরাদিগদ্বারা ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, হিরণ্যগর্ভকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া হিরণ্যগর্ভরূপই সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়; আর কোনরূপ ভিন্ন থাকে না। ব্রহ্মপ্রাপ্তির ক্রম বলিতেছেন ;—

সেই পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর, অপ্সরোগণ দ্বারা ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, তাহাদিগের ও সভাস্থজনগণের সহিত আর-হ্রদের নিকট আসে এবং নৌকাদি নিরপেক্ষেই কেবল অন্তঃকরণের সাহায্যে সেই আরনামক হ্রদ অতিক্রম করিয়া গমন করে। এটা যুক্তিযুক্তও বটে যে, কামক্রোধাদি বৃত্তিবিশেষরূপ আর হ্রদ অতিক্রমণ বিষয়ে মনোব্যতিরেকে অন্য সাধনের অপেক্ষা রাখে না।

তমিত্থা সম্প্রতিবিদো মজ্জন্তি স আগচ্ছতি মুহূর্ত্তান্যেষ্টি-হাংস্তেহস্মাদপদ্রবন্তি স আগচ্ছতি বিজরাং নদীং তাং মনসৈবা-ত্যেতি। তৎসুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে।

যে হি ব্রহ্মবিদ্যাশূন্যাস্তেষামনর্থমাহ—

তমারং হ্রদমিত্থা কেনচিৎকর্ম্মণা প্রাপ্য সংপ্রতিবিদ আত্মনঃ প্রতিকূলং বৈষয়িকং সুখং তৎসম্যক্ত্বেনানুকূলত্বেন জানন্তীতি সংপ্রতিবিদোঽজ্ঞা ইত্যর্থঃ। মজ্জন্তি ভিন্ননৌকা ইব সমুদ্রে পান্থা অপুনরুত্থানং মগ্না ভবন্তি। সোঽতিক্রান্তাবহ্রদ আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। মুহূর্ত্তান্যেষ্টিহান্যেষ্টিহেতিনামকান্মুহূর্ত্তাংস্তে মুহূর্ত্তাঃ কামক্রোধাদিবৃত্ত্যুৎপাদকা অস্মান্মনসাঽতিক্রান্তারাদপদ্রবন্তি, অপগচ্ছন্তি স্বপ্রাণপরীপ্সবো হতহিরণ্যকশিপোর্নৃসিংহাদিব বিপ্রচিত্তিপ্রভৃতয়ঃ। স স্বদর্শনেনাপদ্রাবিতমুহূর্ত্ত আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। বিজরাং নদীং বিজরেতিনাম্নীং নদীং তাং বিজরাং নদীং মনসৈব সাধনান্তরনিরপেক্ষেণান্তঃকরণেনৈব। অত্যেত্যতীত্য গচ্ছত্যেব ন হ্রারহ্রদোত্তারবন্মুহূর্ত্তাদিদ্রাবণং কিঞ্চিৎকরোতি॥

ননু সুকৃতমপাস্তি সহায়মস্য বিজরোত্তার ইত্যত আহ—

যাহারা ব্রহ্মবিদ্যারহিত, তাহাদিগের অনর্থপাত হয়, ইহা বলিতেছেন,—

আর যাহারা সম্প্রতিবিৎ আত্মার প্রতিকূল বৈষয়িক সুখকে সম্যক্ ও অনুকূল বলিয়া জানে, সেই অজ্ঞ সকল কোন কর্ম্মপ্রভাবে সেই আর হ্রদ প্রাপ্ত হইয়া, নৌকাভঙ্গ হইলে পান্থগণ যেমন সমুদ্রে মগ্ন হয়, পুনরুদ্ধারের আর সম্ভাবনামাত্রও থাকে না; সেইরূপ আরহ্রদে মগ্ন হয়। সে আরহ্রদ অতিক্রমণ করিলে পর, যেষ্টিহনামক সেই সকল মুহূর্ত্তকে প্রাপ্ত হয়: কিন্তু সেই কামক্রোধাদি বৃত্ত্যুৎপাদক মুহূর্ত্ত সকল, যেমন হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলে নৃসিংহকে দেখিয়া বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি অসুরগণ নিজ প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় পলায়ন করিয়াছিল, সেইরূপ সেই ব্রহ্মবিৎকে দেখিয়া পলায়ন করে। তারপর সেই পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ নিজদর্শন দ্বারা যেষ্টিহমুহূর্ত্ত সকলকে অপদ্রাবিত করিয়া বিজরানামক নদীতে আগমন করে। তথায় আসিয়া সেই বিজরানদীকে সাধনান্তর নিরপেক্ষে কেবল মনঃ দ্বারাই অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আরহ্রদ উত্তীর্ণ হইয়া যেমন মুহূর্ত্তের অপদ্রাবন করিয়াছিল, এ স্থানে সেরূপ আর কিছুই অপদ্রাবন করিবার নাই।

আচ্ছা, অন্য সাধন নিরপেক্ষে কেবল মন দ্বারা বিজরা নদী উত্তীর্ণ হয়, এই

তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতং তদ্যথা রথেন ধাবয়ন্ রথচক্রে পর্য্যবেক্ষেত এবমহোরাত্রে পর্যবেক্ষেত এবং সুকৃত-

---

তত্রত্র শরীরপরিত্যাগাবসর উপাস্যমানব্রহ্মসাক্ষাৎকারাবসরে বা সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে ধুনুতেঽশ্ব ইব রোমাণি কম্পনেন সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ পরিপাকজ্ঞানেন পরিত্যজতি।

নম্ন সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ সতোঃ কথং পরিত্যাগ ইত্যাশঙ্ক্য যথাগ্নিনা সতাং কাষ্ঠানাং দাহস্তথেতি পরমং পরিহার পরিত্যজ্য প্রসঙ্গাদ্ ব্রহ্ম বিত্তমি প্রীতিদ্বেষয়োঃ ফলং বিবক্ষুর্ব্রহ্মবিদ্যাং স্তৌতি -

তস্য ব্রহ্ম বিদুষঃ শত্রুমিত্রাদিসমবুদ্ধেঃ প্রিয়াঃ প্রীতিং কুর্ব্বাণা জ্ঞাতয়ো জ্ঞাত্যুপলক্ষিতা মনুষ্যাঃ সুকৃতং পুণ্যমুপযন্তি প্রাপ্নুবন্তি বিষ্ণোরিব প্রিয়াঃ। অপ্রিয়া ব্রহ্ম বিদুষি বিদ্বেষং কুর্ব্বাণা দুষ্কৃতং পাপমুপযন্ত্যাত্মবঞ্চতে। নন্বিদমতিচিত্রং যো হি যৎকরোতি ন স তৎপ্রাপ্নোতীত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সমাধানমাহ —তদ্যথা কারয়িতৃ-রলেপে যথা দৃষ্টান্তে। অয়ং দৃষ্টান্তঃ--রথেন নিমিত্তভূতেন কারণেন ধাবয়নদ্ভূমৌ প্রেরয়ন্ রথচক্রে রথাঙ্গে পর্য্যবেক্ষতে ভূমৌ সংযোগবিয়োগ ফলবতী রথচক্রে সম্পাদন-

---

কথা উক্ত হইল, কিন্তু তা কি করিয়া হয় তাহার যে সুকৃত আছে, সেই সুকৃতের সাহায্যে ও বিরজা নদী উত্তীর্ণ হইতে ত পারে ? হাঁ, পারিত ; কিন্তু সে সেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের অবসরে, বা শরীর পরিত্যাগের সময়ে, যেমন অশ্ব গাত্রকম্পন দ্বারা রোম সকল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পুণ্য ও পাপ সকল পরিপাক জ্ঞান দ্বারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব তাহার ত আর পুণ্য পাপ কিছুই নাই।

আচ্ছা, সুকৃত, ও দুষ্কৃত ত সৎপদার্থ, তাহার পরিত্যাগ কি করিয়া হয় ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, যেমন অগ্নি দ্বারা কাষ্ঠ সৎ হইলেও দগ্ধ হয়, সেইরূপ, ইহা ইঙ্গিত দ্বারা বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মজ্ঞে প্রীতি ও দ্বেষের ফল বলিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করিতেছেন,—

সেই শত্রুমিত্রাদিতে সমবুদ্ধি সম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞের প্রিয়কারী জ্ঞাতি প্রভৃতি মানবগণ, যেমন বিষ্ণুর প্রিয়কারীরা পুণ্যলাভ করে, সেইরূপ সুকৃত প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা ব্রহ্মজ্ঞে বিদ্বেষ করে, তাহারা দুষ্কৃত আত্মকে প্রাপ্ত হয়, কোন বিষয়ে বিদ্বেষ পাপ উৎপাদন করে, সেইরূপ।

দুষ্কৃতে সর্ব্বাণি চ দ্বন্দ্বানি স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি ॥ ৪ ॥

লোকয়তে ন তু তৎফলং প্রাপ্নোতি। এবমনেনপ্রকারেণান্তঃ করণশরীরাদি কৃতাদৃষ্টনিমিত্তং প্রবর্ত্তমানে অহোরাত্রে রাত্র্যহনী পর্য্যবেক্ষতে সমন্তাদবলোকয়তি। এবং যথা রাত্র্যহনী পর্য্যবেক্ষতে তথা সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে ন কেবলং তে এব কিন্তু সর্ব্বাণি চ দ্বন্দ্বানি ছায়াতপশীতোষ্ণসুখদুঃখাদীনি নিখিলান্যপি দ্বন্দ্বানি পর্য্যবেক্ষতে ন তু তৎফলভাগ্ভবতি। ন হীক্ষিতুঃ ফলং কলহাদের্দ্রষ্টুর্মধ্যস্থস্য দুঃখস্যাদর্শনাৎ। স উপাসক এষ প্রাপ্তব্রহ্মলোকো ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতোঽপগতপুণ্যোঽপগতপাপো ব্রহ্ম বিদ্বান্ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥

আচ্ছা, এটা ত অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে যাহা করে, সে তাহার ফল পায় না; অন্যে পায়? এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত দিয়া সমাধান করিতেছেন;—

যে করায়, তাহাতে তাহার ফল সম্বন্ধ যে থাকে না, এই তাহার দৃষ্টান্ত। যথা—রথে করিয়া বেগে যে ছুটিয়াছে, যে রথ ছুটাইয়াছে সে দেখিতে পায় রথ-চক্রের সহিত ভূমির সংযোগ ও বিয়োগ হইতেছে; কিন্তু তজ্জন্য যে গ্রামান্তর প্রাপ্তি, রূপ ফল, তাহা সেই রথচক্রেরই লভ্য ফল; রথচক্রের দ্রষ্টার নহে। এই প্রকার অন্তঃকরণ ও শরীরাদিকৃত অদৃষ্ট নিমিত্ত অহোরাত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অহোরাত্র প্রবৃত্তির ফল তাহার দ্রষ্টায় কি পাইয়া থাকে? এইরূপ যেমন অহোরাত্র দর্শন করা যায়, সেইরূপ সুকৃত দুষ্কৃত পাপপুণ্য ও দর্শন করা যায়, কেবল তাহাই নহে; কিন্তু সমস্ত দ্বন্দ্বই ছায়াতপ, শীতোষ্ণ, ও সুখদুঃখাদি, এই সকল নিখিল দ্বন্দ্বই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু কখনই তাহার ফলভাগী হয় না। দর্শনকারীর ফল হয় না; যেমন ফল দ্রষ্টা মধ্যস্থ থাকায় কলহজনিত দুঃখ তাহার হয় না; সেইরূপ ঐ পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ প্রীতি-কারী ও বিদ্বেষকারীর প্রীতিও বিদ্বেষ পর্য্যবেক্ষণ করে মাত্র; কিন্তু তজ্জন্য কোন রূপ ফলভাগী হয় না। এই যে সেই উপাসক, এ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পূর্ব্বেই সুকৃত বিরহিত, এবং দুষ্কৃত বিহীন অবস্থায় ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

স আগচ্ছতীল্যং বৃক্ষং তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি স আগচ্ছত্যপরাজিত-মায়তনং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি স আগচ্ছতি।

স উপাসক উত্তীর্ণবিজর আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ইল্যং বৃক্ষমিল্যনামানং বৃক্ষং তং প্রাপ্তেল্য বৃক্ষং ব্রহ্মগন্ধোঽনমুভূতপূর্ব্বঃ সর্ব্বসুরভিগন্ধাতিশয়ী ব্রহ্মগন্ধো যেনাঽঽঘ্রা-তেন ব্রহ্মলোকব্যতিরিক্তলোকেষু সুগন্ধেষ্বপি দুর্গন্ধবুদ্ধির্ভবতি তাদৃশো বিড্‌বরাহা-ণামিব মনুষ্যজন্মন্যাঘ্রাতশ্চম্পকাদিগন্ধো বিড্‌গন্ধে দুর্গন্ধবুদ্ধিজনকঃ প্রবিশতি ঘ্রাণদ্বারেণান্তর্হৃদয়কমলমুকুলমাগচ্ছতি। স আঘ্রাতব্রহ্মগন্ধ আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি সালজ্যং সংস্থানং সালজ্যনামকং পত্তনম্। তং প্রাপ্তসালজ্যম্। ব্রহ্মরসোঽনা-স্বাদিতপূর্ব্বোঽন্যরসহেয়তাবুদ্ধিজনকো ব্রহ্মলোক এবাঽঽসক্তিজনকোঽপূর্ব্বো রসো রসনাদ্বারেণ প্রবিশতি ব্যাখ্যাতম্। স আস্বাদিতব্রহ্মরস আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। অপরাজিতমায়তনমপরাজিতনামকং ব্রহ্মগৃহম্। তং প্রাপ্তাপরাজিতং ব্রহ্মতেজো-ঽদৃষ্টপূর্ব্বং সর্ব্বতেজসাং ন্যক্কারকারকং ব্রহ্মলোক এবাঽঽসক্তিকারকং চক্ষুর্দ্বারা প্রবিশতি ব্যাখ্যাতম্। স প্রবিষ্টব্রহ্মতেজা আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

সেই উপাসক বিজরা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ইল্যনামক বৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। ইল্য বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে, অননুভূতপূর্ব্ব, সর্ব্বসুরভি গন্ধাতিশয়ী, ব্রহ্মগন্ধ, যাহা আঘ্রাণ করিলে ব্রহ্মলোক ভিন্ন অন্য লোকের সুগন্ধে দুর্গন্ধ জ্ঞান হয়, বিড্‌বরাহদিগের মনুষ্য জন্মে আঘ্রাত চম্পকাদি গন্ধ যেমন বিষ্ঠার গন্ধে দুর্গন্ধ জ্ঞান জন্মায়, সেইরূপ ব্রহ্মগন্ধ ঘ্রাণদ্বারা হৃদয়কমল মুকুলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সে ব্রহ্মগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সালজ্যনামক পত্তনে উপস্থিত হয়। সেখানে উপস্থিত হইলে, অননুভূতপূর্ব্ব অন্যরসে হেয়তা জ্ঞানের কারণ, ব্রহ্মলোকে আসক্তিজনক ব্রহ্মরস রসনাদ্বারা হৃদয়কমলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সে ব্রহ্মরস আস্বাদন করিলে পর, অপরাজিতনামক আয়তন ব্রহ্মের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে উপস্থিত হইলে অদৃষ্টপূর্ব্ব সর্ব্বতেজের ন্যক্কারকারক, এবং ব্রহ্ম-লোকেই আসক্তি উৎপাদক অপূর্ব্ব ব্রহ্মতেজ চক্ষুদ্বারা তাহার হৃদয়কন্দরে প্রবিষ্ট হয়। সেই উপাসকে ব্রহ্মতেজঃ প্রবিষ্ট হইলে পর, সে পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ ব্রহ্মের

ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ তাবস্মাদপদ্রবতঃ স আগচ্ছতি বিভুপ্রমিতং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি স আগচ্ছতি বিচক্ষণামাসন্দীং বৃহদ্রথন্তরে সামনী পূর্ব্বৌ পাদৌ শ্যৈতনৌধসে চাপরৌ বৈরূপবৈরাজে অনূচ্যে শাক্বররৈবতে তিরশ্চী সা প্রজ্ঞা

ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপাবিন্দ্রপ্রজাপতিনামনৌ দ্বাররক্ষাকারকৌ দ্বারস্থৌ তাবিন্দ্রপ্রজাপতিদ্বারস্থৌ। অস্মাৎপ্রাপ্তব্রহ্মগন্ধরসতেজসো ব্রহ্মণ এব দর্শনমাত্রেণ বদ্ধাঞ্জলী পরিত্যক্তাসনৌ দ্বারপ্রদেশাৎসরভসং জয় জয়েতি শব্দমুচ্চারয়ন্তৌ। অপদ্রবতোঽপসরতঃ। সোঽপদ্রাবিতেন্দ্রপ্রজাপতিরাগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। বিভুপ্রমিতং বিভুনামকং প্রমিতং সভাস্থলম্। তং প্রাপ্য বিভুপ্রমিতং ব্রহ্মতেজো ব্রহ্মাহমস্মীতি প্রকৃতেরহঙ্কারো মনসা দ্বারেণ প্রবিশতি, ব্যাখ্যাতম্। স প্রাপ্তব্রহ্মতেজা আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি বিচক্ষণামাসন্দীং বিচক্ষণেতিনাম্নিকাম্। তস্যা আসন্দ্যাঃ প্রকারমাহ—বৃহদ্রথন্তরে সামনী অস্যাঃ পূর্ব্বৌ পাদৌ শ্যৈতনৌধসে সামনী অস্যা অপরৌ পাদৌ বৈরূপবৈরাজে সামনী অস্যা অনূচ্যে দক্ষিণোত্তরে অস্রে শাক্বররৈবতে সামনী অস্যাস্তিরশ্চী পূর্ব্বপশ্চিমে সা চতুরস্রা বেদী প্রজ্ঞা। সা বিচক্ষণাসন্দী প্রজ্ঞা

॥৬২৭॥

দ্বারপালের নিকট উপস্থিত হয়। সেখানে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র ও প্রজাপতি নামক, দ্বার রক্ষাকারক, দ্বারস্থদ্বয় প্রাপ্ত ব্রহ্মগন্ধরসতেজা বিদ্বানের নিকট হইতে যেমন ব্রহ্ম উপস্থিত হইলে ব্রহ্মদর্শন মাত্রেই বদ্ধাঞ্জলিভাবে আসন পরিত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে জয়জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে দ্বার প্রদেশ হইতে অপসৃত হয় সেইরূপ সরিয়া যায়। দ্বারপালদ্বয় সরিয়া যাইলে, বিভুনামক প্রমিতস্থলে, সভাস্থলে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেখানে যাইলে, 'ব্রহ্মাহমস্মি' 'ব্রহ্ম আমি' ইত্যাকার প্রকৃতির অহঙ্কার মনোদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করে। সে উপাসক ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্ত হইয়া, তথা হইতে বিচক্ষণানাম্নী আসন্দীতে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেই আসন্দীর কি প্রকার গঠন, তাহা বলিতেছেন,—সেই আসন্দীর পূর্ব্বপাদদ্বয় বৃহৎ রথন্তর সামদ্বয়। শ্যৈত ও নৌধসনামক সামদ্বয় তাহার অপর পাদদ্বয়। বৈরূপ ও বৈরাজ নামক সামদ্বয় তাহার দক্ষিণ ও উত্তর কোণ। শাক্বর ও রৈবতনামক সামদ্বয় তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম কোণ। এই হইল সেই প্রজ্ঞানামক চতুষ্কোণ বেদী। সেই বিচক্ষণা আসন্দী প্রজ্ঞা, [illegible] বক্ষ-

প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি স আগচ্ছত্যমিতৌজসং পর্য্যঙ্কং স প্রাণ-
স্তস্য ভূতং চ ভবিষ্যচ্চ পূর্ব্বৌ পাদৌ শ্রীশ্চেরা চাপরৌ-
বৃহদ্রথংতরে অনূচ্যে ভদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয়ে শীর্ষণ্যে ঋচশ্চ সামানি চ

মহত্তত্ত্বরূপিণী বুদ্ধিঃ। তত্রাঽঽগতস্য ফলমাহ—প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি হি যস্মাদ্বিচক্ষণাং প্রাপ্তস্তস্মাৎ প্রজ্ঞয়াঽঽত্মবুদ্ধ্যা বিবিধং বিশ্বং পশ্যতি। স প্রাপ্তপ্রজ্ঞঃ। আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। অমিতৌজসং পর্য্যঙ্কম্। অমিতৌজোনামকং পর্য্যঙ্কম্। স প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়েভ্যোঽভ্যধিকঃ ক্রিয়াশক্তিঃ। তস্যামিতৌজসঃ পর্য্যঙ্কস্য ভূতঞ্চ ভবিষ্যচ্চ পূর্ব্বৌ পাদৌ মস্তকাধারগাত্রস্যাধস্তাদ্বর্ত্তমানৌ প্রাচ্যাং দিশি চরণাতীতং ভাবি চ বিশ্বম্। চকারাবেকৈকস্যৈকৈকপাদত্বার্থৌ। শ্রীশ্চেরা চাপরৌ, ইরা ইলা। পাদগাত্রস্যাধস্তাদ্বর্ত্তমানৌ পশ্চিমায়াং দিশ্যন্যৌ চরণৌ লক্ষ্মীর্ধরণী চ। চকারৌ পূর্ব্ববৎ।

ভদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয়ে শীর্ষণ্যে পূর্ব্বপশ্চিমযোঽস্থে খট্বাঙ্গে পাদাধারে শীর্ষণ্যে শীর্ষ-

বেদী। সে স্থলে আসিলে কি ফল হয়, তাহাই বলিতেছেন;—যেহেতু বিচক্ষণা বেদীকে প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু প্রজ্ঞা দ্বারা আত্মবুদ্ধি দ্বারা বিবিধ বিশ্বকে জানিতে পারে। সে উপাসক প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে পর, তদুপরিস্থিত অমিতৌজোনামক ব্রহ্মের পর্য্যঙ্ক পাইতে পারে। সেই পর্য্যঙ্ক হইতেছে প্রাণ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যাননামক পঞ্চাত্মিক, সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্, এবং সেই ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ। সেই অমিতৌজোনামক ব্রহ্মপর্য্যঙ্কের পূর্ব্বপাদদ্বয় যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু হইবার আছে, অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ। পর্য্যঙ্কের মস্তকাধারগাত্রের নিম্নদিকে বর্ত্তমান পূর্ব্বদিকের চরণদ্বয়ের মধ্যে একখানি অতীত বিশ্ব, অন্যখানি ভাবিবিশ্ব। আর পাদগাত্রের নিম্নদিকে বর্ত্তমান পশ্চিমদিকের চরণদ্বয়ের মধ্যে একখানি লক্ষ্মী ও অন্যখানি পৃথিবী। সেই পর্য্যঙ্কের দক্ষিণোত্তর দীর্ঘ খট্বাঙ্গদ্বয় হইতেছে, অনূচ্যনামক বৃহৎ ও রথন্তর নামকসামদ্বয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের হ্রস্ব শীর্ষণ্য খট্বাঙ্গদ্বয় হইতেছে, ভদ্র ও যজ্ঞাযজ্ঞীয়নামক সামদ্বয়। এইরূপ পাদচতুষ্টয় দ্বারা কোষ্ঠ চতুষ্টয় নিষ্পন্ন হইলে, তাহার পটিকা কিরূপ, তাহা বলিতেছেন,—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উপরি ও অধোভাগে বর্ত্তমান দীর্ঘ পটিকা হইতেছে, প্রাচীন আতান ঋক্‌সকল ও সাম সকল। প্রসিদ্ধ যজুঃ সকল দক্ষিণ ও উত্তরদিক্

প্রাচীনাতানানি যজুংষি তিরশ্চীনানি সোমাংশব উপস্তরণমুদ্গীথ উপশ্রীঃ শ্রীরূপবর্হণং তস্মিন্‌ব্রহ্মাঽস্তে তমিত্থংবিৎপাদেনৈবাগ্র আরোহতি।

তং ব্রহ্মা পৃচ্ছতি কোঽসীতি তং প্রতিব্রূয়াৎ ॥ ৫ ॥

পাদস্থলে তদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয়সামনী। এবং কোষ্ঠচতুষ্টয়েপাদচতুষ্টয়েন নিষ্পন্নে পট্টিকামাহ—ঋচশ্চ সামানি চ প্রাচীনাতানানি। প্রাক্‌প্রত্যগুপর্য্যাধোভাগেন বর্ত্তমানা দীর্ঘাঃ পট্টিকাঃ প্রাচীনাতানানি তদৃচশ্চ সামানি চ। চকারাবৃক্‌সাময়োরধউর্দ্ধভাগনিয়মার্থৌ। যজুংষিতিরশ্চীনানিযজুংষি প্রসিদ্ধানি দক্ষিণোত্তরয়োস্তির্য্যক্‌পট্টিকারূপাণি। সোমাংশব উপস্তরণং সোমকিরণাঃ সুকোমলকশিপুস্বরূপম্। উদ্গীথ উপশ্রীঃ, উদ্গীথঃ সামভক্তিবিশেষঃ। উপস্তরণস্যোপর্য্যাপাদমস্তকং প্রক্ষিপ্যমাণং ক্ষীরগৌরং মৃদুতরং বস্ত্রমুপশ্রীস্তদুদ্গীথঃ। শ্রীরূপবর্হণমুচ্ছীর্ষকং লক্ষ্মীঃ। যদ্যপীয়ং পাদত্বেন পূর্ব্বমুক্তা তথাঽপি পূর্ব্বা লৌকিক্যুত্তরা তু বৈদিকীতি বিভাগাৎপুনরুক্তির্ন দোষঃ। তস্মিন্ প্রাণপর্য্যঙ্কে ভূতং চৈত্যারম্ভ শ্রীরূপবর্হণমিত্যন্তেনোক্তে। ব্রহ্মাঽস্তে হিরণ্যগর্ভস্বরূপং স্বতাদাত্ম্যেনোপাস্যমানমুপবিষ্টং বর্ত্ততে। তং ব্রহ্মণ আসনভূতং পর্য্যঙ্কমুক্তমিত্থংবিদুক্তপর্য্যঙ্কস্থেন ব্রহ্মণা তাদাত্ম্যবিৎপাদেনৈব চরণেনৈব নতু পাদাবধস্তাৎপ্রক্ষিপ্য জঘনকরাদ্যারোপণেনাগ্রে প্রথমত আরোহত্যারোহণং করোতি॥

তং পাদেনৈবোক্তপর্য্যঙ্কমারোহন্তং প্রিয়ং পুত্রমিব পিতা ব্রহ্মা পৃচ্ছতি হিরণ্যগর্ভো ব্রূতে। ব্রহ্মোক্তিমাহ—কঃ প্রশ্নেঽসি ভবসীত্যনেন প্রকারেণ শ্রুতিঃ শিক্ষয়তি তং কোঽসীতি ব্রুবাণং ব্রহ্মাণং প্রতিব্রূয়াৎপ্রত্যুত্তরং বদেৎ॥ ৫ ॥

গামী তির্য্যক্ পট্টিকাসকল। সোমের অংশু সকল উপস্তরণ, সুকোমল কশিপুস্বরূপ। সামভক্তিবিশেষ যে উদ্গীথ, তাহা হইতেছে উপস্তরণের উপরি আপাদমস্তক প্রক্ষিপ্যমান ক্ষীরগৌর (দুগ্ধফেননিভ) মৃদুতর বস্ত্র উপশ্রী। (চাদর)। উপবর্হণ--উচ্ছির্ষক হইতেছে বৈদিকী লক্ষ্মী। পূর্ব্বে যে শ্রীকেপাদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা লৌকিকী লক্ষ্মী; সুতরাং পুনরুক্তি দোষ নাই। এতাদৃশ প্রাণপর্য্যঙ্কে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভস্বরূপ স্বতাদাত্ম্যরূপে উপাস্যমান অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন। সেই ব্রহ্মের আসন প্রাণপর্য্যঙ্কে, উক্ত পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মার সহিত আপনাকে অভিন্নভাবে যে জানিতে পারিয়াছে; সে প্রথমতঃ চরণ দ্বারাই আরোহণ করে।

ঋতুরস্ম্যার্ত্তবোঽস্ম্যাকাশাদ্‌যোনেঃ সংভূতো ভাযা এতৎ-
সম্বৎসরস্য তেজো ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্যাঽঽত্মা

বক্তব্যং প্রত্যুত্তরমাহ—

ঋতুরস্মি বসন্তাদ্যৃতুস্বরূপো ভবামি। কালাত্মকত্ব উপপত্তিমাহ—আর্ত্তবোঽস্মি, ঋতুসংবন্ধী ভবামি। কালাত্মকেন ময়া সংবন্ধাৎ। মম কালাত্মনস্ত্বয়া তাদৃশেনাভেদপ্রাপ্তির্যতস্ততঃ কালঃ কালসম্বন্ধীচাহং ভবামীত্যর্থঃ। তর্হি কিং যথা চন্দ্রমসঃ সমাগত ঋতুরার্ত্তবশ্চ তথেত্যাশঙ্ক্য নেত্যাহ—আকাশাদব্যাকৃতাদ্‌যোনেরুপাদানকারণাৎসংভূত উৎপন্নো ভাযাঃ স্বয়ম্প্রকাশাদ্‌ব্রহ্মণঃ। অয়মর্থঃ। ন কেবলং জড়মুপাদানকারণং কিন্তু স্বয়ম্প্রকাশং ব্রহ্ম শবলমিতি। এতৎ সম্বৎসরস্য তেজো ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য। নন্বু কথং ভাযা আকাশাদ্‌যোনেঃ সম্ভূতঃ কথ-

চরণদ্বারা আরোহণ করে, এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ভৃত্যাদিগণ প্রভুর আসনে পাদদ্বারা আরোহণ করিতে সাহসী হয় না; সুতরাং যদিই আরোহণ করিতে হয়, তবে হস্ত ও জানু, বা জঘনদ্বারা প্রথমতঃ আরোহণ করে, এবং অর্দ্ধ আরোহণ অবস্থায় পাদধূলি ঝাড়িয়া লইয়া বিশেষ সন্তর্পণের সহিত পার্শ্বে পার্শ্বে পদবিক্ষেপ করিয়া থাকে; ব্রহ্মবিৎ সেরূপ করিয়া আরোহণ করে না; কিন্তু একেবারে প্রভুর ন্যায় নিঃসঙ্কোচে পাদদ্বারাই ব্রাহ্ম আসনে আরোহণ করিয়া থাকে। পাদদ্বারা পর্য্যঙ্কে আরোহণ করিতে দেখিয়া, পিতা যেমন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন; সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ জিজ্ঞাসা করেন,—'কে হও।' ব্রহ্মা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিবে;—আমি বসন্তাদি ঋতুস্বরূপ হইতেছি। কি করিয়া ঋতুস্বরূপ হওয়া যায়, তাহার উপপত্তি দেখাইতেছেন;—আমি আর্ত্তব—কালস্বরূপ বলিয়া ঋতুসম্বন্ধী হইতেছি। যে হেতু তুমি কালস্বরূপ, তোমার সহিত খণ্ডকালের সম্বন্ধ আছে, এবং তোমার সহিত আমি অভিন্ন এক, সেইহেতু আমিও কাল এবং কাল সম্বন্ধী। তবে যেমন চন্দ্র হইতে সমাগত জীব ঋতু ও আর্ত্তব স্বরূপ, তুমি সেইরূপ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, না, স্বয়ং প্রকাশ, বিশ্বপ্রপঞ্চের একমাত্র উপাদান কারণ, অব্যাকৃত আকাশ হইতে আমি সম্ভূত। আমার উৎপত্তিতে কেবল জড়ই উপাদান কারণ নহে; কিন্তু মায়াশবল স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মই আমাব উপাদান কারণ। কি করিয়া তুমি স্বয়ম্প্রকাশ অব্যাকৃতযোনি হইতে

হমাহ কেন মে পৌংস্যানি নামান্যাপ্নোষীতি প্রাণেনেতি ব্রুয়াৎ। কেন স্ত্রীনামানীতি বাচেতি কেন নপুংসকানীতি মনসেতি কেন গন্ধানিতি প্রাণেনেত্যেব ব্রুয়াৎ।

তমুপাসকং স্বাত্মনঃ সর্ব্বাত্মত্বং ব্রুবাণমাহ ব্রূতে ব্রহ্মা। কেন করণভূতেন রূপেণ বা মে মম ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মনঃ পৌংস্যানি পুংলিঙ্গসম্বন্ধীনি নামানি নামধেয়ানি। আপ্নোষি প্রাপ্নোতি। ইত্যনেন প্রকারেণ ব্রহ্মণা পৃষ্টে প্রাণেন পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকেন সাধিদৈবিকেন করণেন রূপেণ বা। ইতি ব্রুয়াৎ, অনেন প্রকারেণ প্রত্যুত্তরং বদেদুপাসকঃ।

পুনর্ব্রহ্মা পৃচ্ছতি—

কেন করণেন রূপেণ বা স্ত্রীনামানি স্ত্রীলিঙ্গনামধেয়ানি। আপ্নোষীত্যত্র রক্ষ্যমাণেষূচানুবর্ত্ততে। ইত্যনেন প্রকারেণ পৃষ্টে। বাচা প্রাণনিষ্পদ্যয়া বর্ণাভিব্যক্তিহেতুভূতয়া। ইত্যনেন প্রকারেণ ব্রুয়াদিত্যনুবর্ত্ততেঽত্র বক্ষ্যমাণেষূচ। পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেন রূপেণ বা নপুংসকানি নপুংসকলিঙ্গনামানি। ইত্যনেন প্রকারেণ। পৃষ্ট উত্তরমাহ—মনসান্তঃকরণেন সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেন গন্ধান্পৃথিব্যেকগুণান্। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—প্রাণেন সাধিদৈবিকেনেত্যেব ব্রুয়াৎ, অনেনৈব প্রকারেণ বদেৎ। ব্রুয়াদিত্যনুবর্ত্তত ইত্যেতদর্থং মধ্যেচ গ্রহণমন্তেঽপি গ্রহীষ্যতি। এবকারঃ প্রাণশব্দস্য দ্বিরভিধানং কথং করণীয়মিতিশঙ্কানিবারণার্থঃ।

স্থিত যে প্রসিদ্ধ পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মা তুমি হও, সেই 'তুমি' শব্দের বাচ্য, লক্ষ্য ও জ্ঞেয় 'আমি' শব্দের বাচ্য, লক্ষ্য ও জ্ঞেয় হইতেছি, অর্থাৎ 'তুমিত আমিই' আমাতে তোমাতে কোনও ভেদ নাই, একই। এইরূপে তাঁহাকে উপাসক প্রত্যুত্তর দান করিবে। উপাসক এইরূপ বলিলে তখন পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মা বলিবেন,—'আমি কেহইতেছি?' তুমি যে আমাকে বলিলে, 'তুমি আত্মা হইতেছ', সেইত আমি ব্রহ্মা, 'আমি কে?' এইরূপে ব্রহ্মকর্ত্তৃক উপাসক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিবে, 'যাহা সত্য শব্দের অভিধেয়, তাহা অধিষ্ঠান তুমি।' ইহার উত্তরে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিবেন,—'কি সেটি, যেটিকে তুমি সত্য বলিলে?' যেটিকে তুমি সত্য, বা সত্যশব্দের অভিধেয় বলিয়া বলিলে, সেটি কি? ব্রহ্মা এইরূপ প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরে উপাসক বলিবে, যাহা ইন্দ্রিয়াদি-

কেন রূপাণীতি চক্ষুষেতি কেন শব্দানিতি শ্রোত্রেণেতি কেনাম্লরসানিতি জিহ্বয়েতি কেন কর্ম্মাণীতি হস্তাভ্যামিতি কেন

পুনঃ পৃচ্ছতি—

কেন করণেন রূপাণি হেতুভাবগুণভূতানীত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—চক্ষুষা নেত্রেণ সাধিদৈবিকেন করণেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। কেন স্পর্শাংস্ত্বচেতি প্রশ্নোত্তরে বহিরেবাবগন্তব্যে। পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেন শব্দান্ধ্বনিবর্ণপদবাক্যাদিরূপান্। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—শ্রোত্রেণ শব্দোপলব্ধিকরণেন সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেনাম্লরসানম্লস্বাদনীয়স্য লেহপেয়চোষ্যভোজ্যস্য রসান্কটুকাম্ললবণ-তীক্ষ্ণকষায়মধুররসান্। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—জিহ্বয়া রসনে-ন্দ্রিয়েণ সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেন

চাতৃ দেবগণ অগ্নি প্রভৃতি, ও সপ্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, যাহা বায়ু ও আকাশ হইতেও ভিন্ন, তাহাই সংশব্দের অভিধেয়। আর যে অগ্নিআদি দেবগণ ও সপ্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এবং বায়ু ও আকাশ, তাহা ত্যৎ শব্দের অভিধেয়। ঐ সৎ, ও ত্য-শব্দের যোগে সিদ্ধ 'সত্য', এই কথা দ্বারা সচরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চের ব্যবহার করা হয়। সচরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ বুঝাইতে হইলে ঐ সত্যশব্দের অনুকরণ করা হয়। এই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য নিখিল জগৎই 'সত্য' শব্দের পরিমিত। এখন শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন ;—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য ভূতভৌতিকাত্মক নিখিল [illegible]তই ব্রহ্ম তুমি। ব্রহ্মের মঞ্চকসমীপে আগমনকালে উপাসক এই প্রকারে [illegible]হ্মাকে বলেন।

শ্রুতিতেও এই সর্ব্বাত্মত্ব কথিত হইয়াছে, এই বলিয়া উপাসক শ্রুতি-উদাহরণ [illegible]রিতেছেন ;—তৎ-শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা যায় যে আত্মা, তাঁহার উদরভাগ যজু-[illegible]র্বেদোদাহৃত নিখিলজগৎ, সামবেদোদাহৃত নিখিলপ্রপঞ্চ তাঁহার মস্তক ; ইনি [illegible]কের বাচ্য, লক্ষ্য ও জ্ঞেয়বিষয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ ; ইঁহার কোনরূপ স্বরূপতঃ হ্রাস [illegible]দ্ধি নাই অব্যয় ; তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' এইরূপে একই শব্দে লক্ষ্য করা যায় ; তিনিই [illegible]দানের বিজ্ঞেয়পদার্থ ; যে [illegible] তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পায়, যে ঋষিশব্দ [illegible]চ্য ; সে ব্রহ্মময় হয় ; তাহাকে সকলেই ব্রহ্মন্ বলিয়া পূজা করে।

সুখদুঃখে ইতি শরীরেণেতি কেনাঽঽনন্দং রতিং প্রজাতিমিত্যু-পস্থেনেতি।

কর্ম্মাণ্যাদাতব্যানি। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—হস্তাভ্যাং হস্তদ্বয়রূপেণ করণেন সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। পৃচ্ছতি—কেন করণেন সুখদুঃখে অনুকূল প্রতিকূলবেদনীয়ে। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—শরীরে স্থূলসূক্ষ্মাখ্যেণ পুণ্যাপুণ্যসহকৃতাজ্ঞানহেতুনা দেহেন। ইত্যনেন প্রকারেণ পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেনাঽঽনন্দং মৈথুনাবসানসমুত্থং সুখং রতিমৈথুনরাগজং সুখমামৈথুনাবসানং যোষিদালিঙ্গনমারভ্য। প্রজাতিং প্রজাঃ কন্যা সুতাদিরূপাঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—উপস্থেনোপস্থাখ্যেন করণেন স্ত্রীপুংসলিঙ্গভেদভিন্নেন সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ।

এইরূপে সেই উপাসক আপনার সর্ব্বাত্মতা বলিলে, ব্রহ্মা তাহাকে বলেন ;—আমি ত সর্ব্বাত্মক ; সুতরাং কোন্ কারণে, বা কোনরূপে তুমি আমার পুংলিঙ্গ সম্বন্ধী নাম সকল প্রাপ্ত হইতেছ ? এইরূপে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মাকে উপাসক প্রত্যুত্তর দিবে,—পঞ্চ বৃত্ত্যাত্মক সাধিদৈবিক প্রাণরূপকরণ, বা রূপদ্বারা পুংলিঙ্গ সংম্বন্ধী নাম সকল প্রাপ্ত হইতেছি। আবার ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিবেন ;—কোন্ কারণ, বা কোনরূপে আমি সর্ব্বাত্মক হইলেও স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধী নাম সকল তুমি পাইতেছ ? ইহার উত্তরে উপাসক বলিবে,—প্রাণনিষ্পাদ্য, বর্ণাভিব্যক্তির কারণভূত বাক্দ্বারা স্ত্রীনাম সকল প্রাপ্ত হইতেছি। আবার ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিবেন,—কোন্ কারণ, বা কোনরূপে তুমি সর্ব্বাত্মক হইলেও নপুংসকলিঙ্গ সম্বন্ধী নাম সকল প্রাপ্ত হইতেছ ? ইহার উত্তরে উপাসক বলিবে ;—সাধিদৈবিক অন্তঃকরণ দ্বারা ক্লীবলিঙ্গ সম্বন্ধী নাম সকল প্রাপ্ত হইতেছি। আবার ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিবেন ;—কোন্ করণ দ্বারা পৃথিবীর অসাধারণ গুণ গন্ধকে প্রাপ্ত হও ? ইহার উত্তরে উপাসক বলিবেন, প্রাণ দ্বারাই। এস্থলে যে একবার একটি আ[illegible] তদ্দ্বারা প্রাণশব্দের দুইবার কীর্ত্তন করা কেন হইবে ? এই আশঙ্কা নিরস্ত হইল এস্থলে প্রাণ শব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে। আবার ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিবেন ;—কোন্ করণ দ্বারা তেজঃ, অপ্, ও অন্নের গুণভূত রূপ সকল প্রাপ্ত হইতেছ ? উত্তরে উপাসক বলিবে, সাধিদৈবিক নেত্র দ্বারা। 'কোন্ করণ দ্বারা স্পর্শ[illegible]

কেনেত্যা ইতি পাদাভ্যামিতি কেন ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামানিতি প্রজ্ঞয়েতি ব্রূয়াত্তমাহ।

পুনঃপৃচ্ছতি।—

কেন করণেনেত্যা গতীঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—পাদাভ্যাং পাদদ্বয়াখ্যেন করণেন সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। পৃচ্ছতি—কেন করণেন ধিয়ো বুদ্ধিবৃত্তীঃ। বিজ্ঞাতব্যং ধিয়াং বিষয়জ্ঞানং কামান্‌বিবিধেচ্ছাপরপর্য্যায়রূপান্‌। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—প্রজ্ঞয়া স্বয়ম্প্রকাশেনাঽঽত্মবোধেন। যগুপি সর্ব্বমিদমনয়ৈবাঽঽপ্যতে তথাঽপি বাগাদিকং নামাদ্যবাপ্তৌ সাক্ষাৎকরণমস্তি ব্যবধায়কং নত্বেবং বুদ্ধ্যাদৌ কিঞ্চিদস্তি। যদ্যপি সুখদুঃখে অপিপ্রজ্ঞৈকবেদ্যে তথাঽপি মম পাদে সুখং শিরসিচ দুঃখমিত্যাদিপ্রত্যয়ানুসারেণ শরীরেণেত্যুক্তম্‌। যদ্যপি নামমাত্রাপ্তৌ করণং বাক্‌প্রাণশ্চ জীবনমন্তরেণ ন করণম্‌। মনশ্চ সর্ব্বোপলব্ধিসাধারণং করণম্‌। তথাঽপি স্ত্রীপুংসব্যক্তিবজ্ঝটিত্যেব নপুংসকব্যক্তের্গ্রাহকরণৈঃ প্রত্যয়ানুদয়াদস্তি নপুংসকাধিগমে মনসোঽভ্যধিকো ব্যাপারো যতস্তত উক্তং মনসা নপুংসকানীতি। প্রাণস্য জীবনমন্তরেণাকরণস্যাপি বাগ্‌ব্যাপারসহকারিত্বাদ্বাক্‌প্রাণৌ নামাপ্তৌ করণং ভবতঃ। স্থিতেচ করণত্বে প্রাণস্য পুরুষত্বাদ্বাচঃ স্ত্রীত্বাচ্চ বাক্‌প্রাণয়োর্ব্বিভাগেন করণত্বমবিরুদ্ধম্‌। প্রতর্দ্দনাগ্নিহোত্রেচ বাক্‌প্রাণয়োর্নামাপ্তৌ করণত্বমর্থাদুক্তমিতি—যাবদ্বা ইত্যাদিনা। ইতি ব্রূয়াৎ। ব্যাখ্যাতম্‌। তং পাদেন পর্য্যঙ্কমারূঢ়মুক্তোত্তরবাদিনমাহ পর্য্যঙ্কস্থো ব্রহ্মা ব্রূতে। ব্রহ্মোক্তিমাহ—

কর? সাধিদৈবিক ত্বক্‌ দ্বারা।' এই প্রশ্নোত্তর শ্রুতিতে নাই; কিন্তু থাকা উচিত ছিল। ব্রহ্মা আবার প্রশ্ন করিবেন;—কোন্‌ করণ দ্বারা ধ্বনি, বর্ণ, পদ, ও বাক্যাদিরূপ শব্দ সকল গ্রহণ করিয়া থাক? সাধক উত্তর করিবে,—সাধিদৈবিক শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা। ব্রহ্মা আবার প্রশ্ন করিবেন,—কোন্‌ করণ দ্বারা আস্বাদনীয় চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় অন্নরসের গ্রহণ করিয়া থাক? উত্তরে উপাসক বলিবে;—সাধিদৈবিক জিহ্বেন্দ্রিয় দ্বারা। ব্রহ্মা আবার প্রশ্ন করিবেন;—কোন্‌ করণ দ্বারা আদাতব্য কর্ম্ম সকল করিয়া থাক? সাধিদৈবিক হস্তদ্বয় দ্বারা, উপাসক এইরূপ উত্তর করিবে। ব্রহ্মা আবার জিজ্ঞাসা করিবেন,—কোন্‌ করণ দ্বারা প্রতিকূল বলিয়া ও অনুকূল বলিয়া যেটি জানা যায়, সেই সুখ ও দুঃখকে প্রাপ্ত হও?

আপো বৈ খলু মে হ্যসাবয়ং তে লোক ইতি সা যা ব্রহ্মণো

আপোঽপ্‌শব্দাভিধেয়াপ্প্রধানানি পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি সভৌতিকানি বৈ প্রসিদ্ধানি লোকবেদয়োঃ খলু নিশ্চিতমনুপচরিতমিত্যর্থঃ। মে মম সর্ব্ব-স্রষ্টুর্হিরণ্যগর্ভস্য পরব্রহ্মাভিন্নস্য হি যস্মাদাপো মম তস্মাদসাবস্ময়ো যদীয়োঽনেককোটিয়োজনবিস্তীর্ণঃ সর্ব্বসুখভূমিরয়ং প্রত্যক্ষো মন্নিবাসস্তে তব মদুপাসকস্য মদভিন্নস্য লোকো ব্রহ্মলোকো যাবন্মদীয়ং তাবত্ত্বদীয়মিত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ তমাহেত্যন্বয়ঃ। ইদানীমুক্তোপাসনস্য ফলং সংক্ষেপেণ শ্রুতি-

উত্তরে সাধক বলিবে,—স্থূল ও সূক্ষ্ম নামক পাপ ও পুণ্যের সহিত অজ্ঞান কারণ-বশতঃ যে দেহের উৎপত্তি হয়, তদ্দ্বারা। ব্রহ্মা আবার জিজ্ঞাসা করিবেন ;—কোন্ করণ দ্বারা আনন্দকে,—মৈথুনের শেষে উৎপন্ন সুখকে, রতিকে—পুরুষ ও কামিনী কলেবরের প্রথমালিঙ্গন হইতে আরম্ভ করিয়া মৈথুনের শেষ পর্য্যন্ত মৈথুনরাগজসুখকে, প্রজাতিকে—কন্যাপুত্রাদিকে প্রাপ্ত হও? উত্তরে সাধক বলিবে,—সাধিদৈবিক স্ত্রী ও পুরুষের চিহ্নবিশেষ দ্বারা।

ব্রহ্মা আরও প্রশ্ন করিবেন,—কোন্ করণ দ্বারা গতি সকল প্রাপ্ত হও? সাধক উত্তর করিবে,—সাধিদৈবিক পাদদ্বয় দ্বারা। ব্রহ্মা আরও জিজ্ঞাসা করিবেন ;—কোন্ করণ দ্বারা বুদ্ধির বৃত্তি সকল, সেই বৃত্তি সকলের বিষয় সকল, এবং বিবিধ ইচ্ছারূপ কাম সকল জানিতে পার? সাধক উত্তর করিবে,—স্বয়ম্প্রকাশ আত্মবোধ দ্বারা। যদিও এই সকলই এই স্বয়ম্প্রকাশ আত্মদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি নামাদি বিষয় প্রাপ্ত হইতে সাক্ষাৎকরণ বাগাদিস্বয়ংপ্রকাশআত্মার ব্যবধায়ক হয় ; কিন্তু বুদ্ধি, বিজ্ঞাতব্য ও কামাদির প্রাপ্তি হইতে আর কোন করণ ব্যবধান থাকে না, সাক্ষাৎ স্বয়ম্প্রকাশ আত্মা দ্বারাই পাওয়া যায়। যদিও সুখ ও দুঃখ স্বয়ংপ্রকাশআত্মারই কেবল বেদ্য, তথাপি 'আমারপাদে সুখ, মস্তকে বেদনা, ইত্যাদি জ্ঞান হয় বলিয়া বলা হইয়াছে, দেহ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর যদিচ নামমাত্রের প্রাপ্তিতে বাক্ ও প্রাণ করণ, কিন্তু জীবন ব্যতিরেকে বাক্‌করণ হইতে পারে না বলিয়া, প্রাণকেই করণ বলা হইয়াছে। মনঃ হইতে সর্ব্ববিধ উপলব্ধিতে করণ ; তথাপি স্ত্রী ও পুরুষ ব্যক্তির ন্যায় ঝটিতিই ক্লীব ব্যক্তির জ্ঞান বাহ্যকরণ দ্বারা হইতে পারে না বলিয়া, ক্লীবব্যক্তির অধিগমে যেহেতু অত্যধিক ব্যাপার আছে ; সেইহেতু মনকে তাহার জ্ঞানে করণ বলা হইয়াছে। জীবন ব্যতিরেকে

জিতির্যা ব্যষ্টিস্তাং জিতিং জয়তি তাং ব্যষ্টিং ব্যশ্নুতে য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৬ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গতকৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকক্রমেণ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

রাং—সা শাস্ত্রৈকবেদ্যাহংপ ইত্যাদিনা প্রকৃতা যা প্রসিদ্ধা ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মণঃ পর্য্যঙ্কস্থস্য হিরণ্যগর্ভস্য জিতির্জয়রূপা সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বমিত্যর্থঃ। যা প্রসিদ্ধা ব্যষ্টির্ব্যাপ্তিঃ সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যর্থঃ। তামুক্তাং জিতিং জয়রূপাং জয়তি স্বাধীনাং করোতি। তামুক্তাং ব্যষ্টিং ব্যাপ্তিং ব্যশ্নুতে ব্যাপ্নোতি। ব্যাপ্তারমাহ—যঃ

প্রাণ করা হইতে পারে না; সুতরাং প্রাণ বাগিন্দ্রিয় ব্যাপারে সহকারী। অতএব বাক্ ও প্রাণ নাম প্রাপ্তিতে করণ হইবে। ঐ উভয় করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইলে, প্রাণপুরুষ ও বাক্ স্ত্রী বলিয়া বাক্ ও প্রাণকে বিভাগ করিয়া করণ বলায় কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। পরে প্রতর্দ্দনাগ্নি হোত্রে বাক্ ও প্রাণকে নাম প্রাপ্তি বিষয়ে অর্থাৎ করণ বলা হইবে। সাধক এইরূপ উত্তর করিয়া পাদদ্বারা সেই পর্য্যঙ্কে আরোহণ করিতে থাকিলে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মা বলিতে থাকেন;—যেহেতু লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ এবং সত্য সত্যই অপ্ শব্দাভিধেয় অপ্ প্রধান, সভৌতিকপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত, সকলের সৃষ্টিকারী; পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন যে আমি হিরণ্যগর্ভ, সেই আমার আবাস ভূমি; তুমি আমার সহিত অভিন্ন, সেই হেতু এই অন্নময়সভৌতিকপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতময়, অনেক কোটি যোজনবিস্তীর্ণ আমার সর্ব্বসুখভূমি, এই প্রত্যক্ষ আমার নিবাসভূমি তোমার; আমার উপাসক, আমার সহিত অভিন্ন তুমি, তোমার লোক; অর্থাৎ আমার বলিয়া যতটা, ততটা তোমারই।

এখন উক্তবিধ উপাসনার ফল কি, তাহা শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন; সেই শাস্ত্র মাত্র দ্বারা কেবলবেদ্য, ব্রহ্মবিংদিগের প্রসিদ্ধ, পর্য্যঙ্কস্থ হিরণ্যগর্ভের জয়, বা সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব; আর সেই যে প্রসিদ্ধ ব্যাপ্তি, সর্ব্বব্যাপকতা; সেই জিতি ও ব্যাপ্তিকে বিশেষরূপে প্রাপ্ত হয়, যে প্রসিদ্ধ উপাসক উক্ত প্রকারে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের উপাসনা

প্রসিদ্ধ উপাসক এবং বেদ, উক্তেন প্রকারেণ পর্য্যঙ্কস্থং ব্রহ্মোপাস্তে। য এবং বেদ। ব্যাখ্যাতম্। বাক্যাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ॥ ৬॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্মপূজ্যপাদশিষ্যশঙ্করানন্দ-
ভগবতঃ কৃতৌ কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদ্দীপিকায়াং
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

করে। এস্থলে শেষ বাক্যের দুইবার পাঠ করা হইয়াছে, অধ্যায় সমাপ্তি হইল বুঝাইবার জন্য।

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত কৌষীতক ব্রাহ্মণারণ্যক উপনিষদে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

কৌষীতকি ব্রাহ্মণারণ্যকক্রমে ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬॥

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য আনন্দাত্ম পূজ্যপাদ শিষ্য ভগবান্ শঙ্করানন্দ কৃত কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদ্দীপিকার বঙ্গানুবাদে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

প্রথমেঽধ্যায়ে পর্য্যঙ্কবিদ্যোক্তা। তত্রচোক্তং সত্যাগচ্ছত্যামিতৌজসং পর্য্যঙ্কং স প্রাণস্তস্মেত্যাদিনা প্রাণস্য মহাপ্রভাবত্বম্। উপাসকশ্চ মন্দমধ্যমোত্তমভেদেন ত্রিবিধো ভবতি। তত্রযঃ সকৃদুক্তং সোপপত্তিকং গৃহ্লাতি স উত্তমঃ। যস্ত্বনেকশ উচ্যমানমাত্মানং গুরুংচ সংক্লেশ্য গৃহ্লাতি স মন্দঃ। যস্তু গুরূক্তং গৃহ্নন্স্বচিত্তং নিরোদ্ধুমশক্তঃ স তু মধ্যমঃ। স তু গুরুণোক্তস্য বাঽন্যস্য বোপদেশেন চিত্তস্থৈর্য্যং বিবিধৈর্বৈদিকৈরুপায়ৈর্নেতব্য ইতি ন্যায়মাশ্রয়ন্তী ভগবতী শ্রুতিঃ প্রাণোপাসনং চিত্তস্থৈর্য্যকরমনেকফলকল্পদ্রুমরূপং তদ্বিদশ্চ বাহ্যাধ্যাত্মিককর্ম্মাণি বিবিধফলানি বক্তুং দ্বিতীয়াধ্যায়মারভ্যতে—

প্রথম অধ্যায়ে পর্য্যঙ্কবিদ্যা উক্ত হইয়াছে। তাহাতে প্রাণের মহাপ্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। যে কোন উপাসনার অধিকারী উপাসক মন্দ, মধ্য, ও উত্তমভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে যে উপপত্তির সহিত একবার মাত্র বলিলেই উপপত্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিতে পারে, আর বলিবার কোন আবশ্যক থাকে না, সেই উত্তমাধিকারী উপাসক। যে অনেকবার বলিলেও গুরুকে ও আপনাকে অতিমাত্র ক্লেশদিয়া গ্রহণ করিতে পারে, সে মন্দ উপাসক। আর যে গুরুকথিত বিষয় গ্রহণ করিয়াও স্বীয়চিত্তের নিরোধ করিতে অশক্ত, সেই মধ্যম। তাহার চিত্তস্থির করিয়া দিতে হইলে, গুরুকথিত, বা অন্য বিষয়ের উপদেশ এবং বিবিধ বৈদিক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সেই জন্য ন্যায় আশ্রয় করিয়া ভগবতী শ্রুতি অনেকফলকল্পদ্রুম স্বরূপ চিত্তস্থৈর্য্যকর প্রাণোপাসন, এবং সেই প্রাণোপাসন জ্ঞানীর বিবিধ ফলক বাহ্য ও আধ্যাত্মিক কর্ম্মসকল বলিবার জন্য এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ করা হই

প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ কৌষীতকিস্তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনো দূতং বাক্‌পরিবেষ্ট্রী চক্ষুর্গোপ্তৃ শ্রোত্রং

তত্র প্রাণো ব্রহ্মেত্যুপাসনং বিবক্ষুঃ প্রসিদ্ধমৃষেম্ তমাহ প্রাণো যোঽয়মাস্যেঽন্তঃ পঞ্চবৃত্তির্ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দাদিরূপং জগৎকারণমিতি হ স্মাহ, হ ঐতিহ্যে স্ম প্রসিদ্ধৌ। ইত্যাহৈবমুক্তবান্ কৌষীতকিঃ কুৎসিতং নিন্দ্যং হেয়মিত্যর্থঃ। ষীতং ষীতলং সাংসারিকং সুখং যস্য স কুষীতঃ কুষীত এব কুষীতকস্তস্যাপত্যং কৌষীতকিঃ। নন্বু ব্রহ্ম মহারাজোপচারার্হং প্রাণশ্চ ন তথেত্যাশঙ্ক্য প্রাণেঽপি মহারাজচিহ্নানি কানিচিৎসম্পাদয়তি—তস্যোক্তস্য হ প্রসিদ্ধস্য বৈ স্মর্যমাণস্যৈতস্য প্রত্যক্ষস্যৈব মুখবিলে বর্ত্তমানস্য প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তের্ব্রহ্মণো ব্রহ্মাভিন্নস্য মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণং দূতং মহারাজস্যেব সন্ধিবিগ্রহকারিভৃত্যবদ্বর্ত্তমানম্। বাক্ তাল্বাদিস্থানস্থমিন্দ্রিয়ং পরিবেষ্ট্রী পরিবেষণস্য কর্ত্রী মহারাজস্য বিশ্বাসনীয়া যোষিদিব। চক্ষু রূপোপলব্ধিকরণমি-

য়াছে। তাহাতে "প্রাণই ব্রহ্ম" এই প্রকার উপাসনার কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রসিদ্ধ ঋষির মত উপস্থাপিত করিতেছেন,—এই যে আস্যের মধ্যে পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ, এই সেই সত্যজ্ঞানানন্দাদিরূপ জগৎকারণ ব্রহ্মই, কৌষীতকি ঋষি এই কথা বলেন; ইহা আচার্য্যপরম্পরায় প্রসিদ্ধ। কু শব্দের অর্থ কুৎসিত, নিন্দ্য, হেয়; ষীতশব্দের অর্থ ষীতল, সাংসারিকসুখ যাঁহার নিকট ছিল, তিনি কুষীত, বা কুষীতক; তাঁহার পুত্র কৌষীতকি। আচ্ছা, কোনও মহারাজ যে উপচারের যোগ্য, ব্রহ্মও তাদৃশ উপচার পাইবার যোগ্য, আর প্রাণত তাহার বিপরীত; তবে কি করিয়া প্রাণকে তিনি ব্রহ্ম বলিতেছেন? এই আশঙ্কায় প্রাণের কতকগুলি মহারাজচিহ্ন সম্পাদন করিয়া দেখান হইতেছে:— ব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই প্রাণের, যিনি মুখগহ্বরে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই এই প্রাণের পঞ্চবৃত্তিকরূপ হইলেও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া, সংকল্প ও বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ মনঃ হইতেছে, মহারাজের সন্ধি বিগ্রহাদিকারী ভৃত্যের ন্যায় দূত বর্ত্তমান। তালু আদি স্থানে স্থিত বাক্ ইন্দ্রিয় হইতেছে, যেমন মহারাজের বিশ্বসনীয় পরিবেশনকারিণী স্ত্রী, সেইরূপ পরিবেষ্ট্রী মহারাজের ভূমিরক্ষক যেমন চক্ষু হইতেছে।

সংশ্রাবয়িতৃ তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে এতাঃ সর্ব্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি তথো এবাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতান্যযাচমানা-য়ৈব বলিং হরন্তি য এবং বেদ তস্যোপনিষন্ন যাচেদিতি।

তদ্‌যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বাঽলব্ধোপবিশেন্নাহমতো দত্তমশ্নীয়ামিতি।

ন্দ্রিয়ং গোপ্তৃ গোপয়িতৃ চ্যামানামিন্দ্রিয়াণাং রক্ষকং মহারাজস্যেব গোভৃমে রক্ষকো মন্ত্রী। শ্রোত্রং শব্দোপলব্ধিকরণং সংশ্রাবয়িতৃ সম্যক্‌শ্রবণকারকং প্রতীহার-রূপম্। তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে কৃতং ব্যাখ্যানম্। হকারযষ্ট্যোর-ভাবো বিশেষঃ। অত্র চতুর্থী তু বলিশব্দযোগার্থা। এতা উক্তা মনআদ্যাঃ সর্ব্বা নিখিলা দেবতা দেবতাশব্দবাচ্যা অযাচমানায়েদং মহ্যমাহরন্ত্বিতি প্রার্থ-নামকুর্ব্বাণায় বলিং গর্ভদাসা ইব রাজ্ঞঃ করমপেক্ষিতমর্থজাতমিত্যর্থঃ। হরন্ত্যাহরন্ত্যাপয়ন্তীত্যর্থঃ।

তথো এব উ অপি তথৈব নত্বন্যথাঽস্মৈ প্রাণোপাসকায় সর্ব্বাণি নিখিলানি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি অযাচমানায়েবেদং মে প্রযচ্ছন্ত্বিতি প্রার্থনামকুর্ব্বাণায়ৈব নতু কুর্ব্বাণায়াপি বলিং হরন্তি। ব্যাখ্যাতম্। অস্য ইতি যদুক্তং মাহ—যঃ প্রসিদ্ধ উপাসক এবং বেদোক্তেন প্রকারেণোপাস্তে তস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনো-দূতমিত্যাদিনোপাসকস্যোপানিষদ্রহস্যব্রতং ন যাচেৎ প্রাণত্যাগেঽপি যাচ্ঞাং ন কুর্য্যাৎ। ইত্যুপনিষৎকথনসমাপ্ত্যর্থম্।

অযাচ্ঞায়াং দৃষ্টান্তমাহ—তত্ত্বাযাচ্ঞায়াং দৃষ্টান্তঃ। যথা দৃষ্টান্তে। গ্রামং

ইন্দ্রিয়গণের রক্ষক মন্ত্রী। মহারাজের প্রতীহারের ন্যায়, শ্রোত্র হইতেছে প্রাণের সংশ্রাবয়িতৃ সম্যক্‌ শ্রবণকারক। এই যে সেই প্রাণ ব্রহ্ম, ইনি প্রার্থনা না করিলেও, ইহা আমাকে আহরণ করিয়া দাও—এইরূপ যাচ্ঞা না করিলেও মহারাজের গর্ভদাসদিগের ন্যায়, বলি, কর, বা অপেক্ষিত বিষয় সকল আনিয়া অর্পণ করে। সেইরূপই এই উপাসক প্রার্থনা না করিলেও নিখিল স্থাবর ও জঙ্গম সকল বলি হরণ করিয়া থাকে, যে প্রসিদ্ধ উপাসক উক্তপ্রকারে উপাসনা করে যে প্রাণব্রহ্মের মনই দূত, ইত্যাদি প্রকারে উপাসনা করে, তাহার রহস্যব্রত এই যে, সে প্রাণ গেলেও যাচ্ঞা করিবে না। ইহার পর যে ইতিশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ঐ রহস্যব্রত কথন সমাপ্তি বোধ করিয়া দিবার জন্য।

সে যে যাচ্ঞা করিবে না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।—

য এবৈনং পুরস্তাৎপ্রত্যাচক্ষীরংস্ত এবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি। এষ ধর্ম্মো যাচিতো ভবতি।

ব্রাহ্মণাদিসমাকীর্ণং দেশবিশেষং ভিক্ষিত্বা ভিক্ষার্থং প্রতিগৃহং গত্বাংলব্ধৈকমপি সিক্থমপ্রাপ্যোপবিশেত্ততো ভিক্ষাপ্রাপ্তৌ নিরাশঃসন্নুপবেশনং কুর্য্যাত্তদপ্রাপ্তৌ সঞ্জাতক্রোধ এবং সঙ্কল্পবান্। ভিক্ষুকস্য সঙ্কল্পমাহ—নাহমতো দত্তমন্নীয়ামতোঽনেন গ্রামেণ মিলিতেনামিলিতেন বা দত্তং সমর্পিতং নান্নীয়ামহং ভোজনং ন করবাণ্যহং ভিক্ষুকঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ সঙ্কল্পঃ।

য এবাদাতৃত্বেন প্রসিদ্ধা এব নন্বস্তে। এনং অস্মাদপ্রাপ্তভিক্ষং স্বেভ্যো বিগতস্পৃহং পুরস্তাৎপূর্ব্বমস্মাৎসঙ্কল্পাৎপ্রত্যাচক্ষীরন্গচ্ছাস্মত্তো ন দাস্যাম ইতি নিরাকরণং কুর্য্যুস্ত এব প্রত্যাখ্যাতার এব ন ন্বস্তে। এনমযাচকং তন্মুখাবলোকনপরাঙ্মুখমুপমন্ত্রয়ন্ত উপমন্ত্রণং কুর্ব্বন্তি। দদাম দানং করবাম তে তুভ্যং পূর্ব্বমস্মং প্রার্থকায়েদানীমপগতাশায়। ইত্যনেন প্রকারেণ। এষ প্রত্যক্ষো দীনবক্ত্বাদিলক্ষণো ধর্ম্মো গুণবিশেষঃ। যাচিতো যাচকো যাচকস্য। ভবতি স্পষ্টম্।

অযাচ্ঞাবিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, ব্রহ্মাণাদি সমাকীর্ণ দেশবিশেষ কোনও গ্রামে ভিক্ষার জন্য প্রতিগৃহে যাইয়া একগ্রাসমাত্র ভিক্ষাও না পাইয়া নিরাশ হইয়া উপবেশন করে; কেন করে? না, সঞ্জাতক্রোধ হইয়াই নিরাশভাবে উপবেশন করে ও সঙ্কল্প করে যে, এই গ্রামে ভিক্ষায় যাই, আর নাই যাই, এই গ্রামে যে ভিক্ষা আমাকে সমর্পণ করিবে, তাহা আমি আর কখনই ভোজন করিব না। এই ভিক্ষুক যে ভাবে যাচ্ঞায় পরাঙ্মুখ হয়, সেই ভাবে উক্ত উপাসক যাচ্ঞায় পরাঙ্মুখ হইবে।

তাহা হইলে হইবে কি? না, যে সকল অদাতা পুরুষেরা (যাহাদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা না পাইয়া যাহাদিগের উপর বিগতস্পৃহ হইয়াছে) এই উপাসককে এই প্রকার সঙ্কল্প করিবার পূর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল,—চলিয়া যাও আমার নিকট হইতে, আমি ভিক্ষা দিব না, বলিয়া নিরাকরণ করিয়াছিল, তাহারাই, অন্যেরা নহে, নিজেদের মুখ দেখিয়া পরাঙ্মুখ এই উপাসককে উপমান্ত্রিত করে, তুমি পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট প্রার্থীত ছিলে, এখন আশাত্যাগ করিয়াছ, অতএব তোমাকে দিব। সঙ্কল্প পূর্ব্বক এই আশাত্যাগই সাধকের

অন্যতস্ত্বেবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি। প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহঽহ পৈঙ্গ্যস্তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো বাক্‌-পরস্তাচ্চক্ষুরারুন্ধে চক্ষুঃ পরস্তাচ্ছ্রোত্রমারুন্ধে শ্রোত্রং পরস্তান্‌ মন আরুন্ধে মনঃ পরস্তাৎপ্রাণ আরুন্ধে তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণ এতাঃ সর্ব্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি তথো এবাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতান্যযাচমানায়ৈব বলিং হরন্তি য এবং বেদ তস্যোপ-নিষন্ন যাচেদিতি তদ্‌যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বাঽলব্ধ্বোপবিশেন্নাহমতো

অন্যতস্ত্বেব তূষ্ণীং পক্ষান্তরেঽস্মান্নিস্পৃহঃ প্রসন্নবদনোঽস্ম এবাযাচ্ঞায়ামেব ন তু যাচ্ঞায়াং যদি বর্ত্ততে তদৈবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি ব্যাখ্যাতম্‌। এবং যাচ্ঞাযাচ্ঞয়োর্গুণদোষাবনুপর্য্যালোচ্য ন যাচেদিত্যর্থঃ। যথা কৌষীতকি-স্তদ্বৎপৈঙ্গ্যনামাঽপ্যৃষিরিত্যাহ—প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহঽহ পৈঙ্গ্যস্তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণঃ পৈঙ্গ্যনামা পৈঙ্গ্যগোত্রো বা ব্যাখ্যাতমন্যৎ। নন্থ মনোদূতত্বাদিলক্ষণেন ব্রহ্মত্বং প্রাণস্য যদ্যপি তথাঽপ্যপ্রত্যক্ষত্বাদব্রহ্মত্বমপীত্যত আহ—বাগাখ্যাগিন্দ্রিয়াৎপরস্তাৎপরতশ্চক্ষুশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়মারুন্ধে সমস্তাদাবৃত্য তিষ্ঠতি। বাচশ্চক্ষুরান্তরমুক্তিবৃদ্দৃষ্টে প্রায়েণ বিসম্বাদাভাবাৎ। চক্ষুশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়াৎপরস্তা-চ্ছ্রোত্রমারুন্ধে শ্রোত্রং শ্রবণেন্দ্রিয়ম্‌। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। চক্ষুষা শুক্তিকাং

যাচক হইয়া থাকে। আবার পক্ষান্তরে এই সাধক পূর্ব্বে যাহাদিগের নিকট ভিক্ষা করিতে যাইয়া হতাশ হয় নাই, ঐ সঙ্কল্পের পর নিস্পৃহ অবস্থায় তাহা-দিগকে দেখিয়া প্রসন্নবদনই থাকে, এবং তাহারা তাহার যাচ্ঞা না থাকিলেও তাহাকে উপমন্ত্রিত করে, তোমাকে আমরা দান দিব। এইত যাচ্ঞা ও অযাচ্ঞার গুণ ও দোষ। ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আর যাচ্ঞা করিবে না। যাচ্ঞার গুণ, হয় ত অভাবগ্রস্ত থাকিতে হয় না। দোষ, যাচ্ঞা নিষ্ফল হইলে যে দৈন্য উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রাণের গুরুত্ব অনেক হ্রাস হয়। অতএব যাচ্ঞা করা অপেক্ষা না করাই শ্রেয়ঃ কল্প।

কৌষিতকিঋষি যেমন এই কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ পৈঙ্গ্য নামক ঋষিও বলিয়াছেন,—প্রাণ ব্রহ্ম।

দক্ষমশ্নীয়াম্বিতি য এবৈনং পুরস্তাৎ প্রত্যাচক্ষীরংস্ত এবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদামস্ত ইত্যেষ ধর্ম্মো যাচিতো ভবত্যন্যতস্ত্বেবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদামস্ত ইতি॥ ১॥

রজতবৎপশ্যতি নত্বেবং শ্রোত্রমবিদ্যমানং শৃণোতি। ততো যুক্তং চক্ষুষ আন্তরত্বং শ্রোত্রস্য। শ্রৌত্রং শ্রোত্রেন্দ্রিয়াৎ পরস্তাৎ মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণম্। আরুন্ধে ব্যাখ্যাতম্। মনসঃ সাবধানত্বে শ্রোত্রেণ শ্রবণং ততো যুক্তং শ্রোত্রাদান্তরত্বং মনসঃ। মনো মনসঃ পরস্তাৎপরত আন্তরঃ প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ। প্রাণবন্ধনং হি মনঃ প্রসিদ্ধম্। আরুন্ধে সমন্তাদাবৃত্য তিষ্ঠতীত্যবগম্যতে পৃষ্ঠিতরূপৈঃ। এবমান্তরত্বেন ব্রহ্মত্বং যুক্তম্। তস্মৈ বা ইত্যাদি ব্যাখ্যাতং পূর্ব্ববৎ॥ ২॥

এই ঋষির নাম পৈঙ্গ্য, অথবা পৈঙ্গগোত্রোদ্ভূত কোন ঋষি পৈঙ্গ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনিও ঐরূপই বলিয়াছেন, ইহা আচার্য্যপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। উহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। আচ্ছা, প্রাণের মনই দূত, ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারায় যদিও প্রাণ ব্রহ্ম, ইহা স্বীকৃত হইল, তথাপি প্রাণ প্রত্যক্ চৈতন্য স্বরূপ নহে বলিয়া ব্রহ্ম হইতে পারে না। এই আশঙ্কায় পৈঙ্গ্যঋষি বলিতেন,—সেই এই প্রাণব্রহ্মের নিকট চক্ষুরিন্দ্রিয় বাগিন্দ্রিয়ের পশ্চাদ্ভাগ সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ যেমন বাগিন্দ্রিয় শব্দের উচ্চারণ করিয়া বিষয়ের উপস্থিতি করে, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রায়ই সেইরূপ দেখিয়া থাকে; কিন্তু কচিৎ নাও দেখিতে পাও, সুতরাং বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষুরিন্দ্রিয় আন্তর, বা সূক্ষ্ম। আবার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পশ্চাদ্ভাগ সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া শ্রোত্রেন্দ্রিয় অবস্থান করে, কারণ, কটিত চক্ষুতে এক প্রকার বিষয় অন্য প্রকার করিয়া দেখায়, যেমন শুক্তিকাকে রজত করিয়া, রজতকে শুক্তিকা করিয়া ইত্যাদি. কিন্তু সে স্থলে শ্রোত্র সে আকার শ্রবণ করায় না। অতএব চক্ষু অপেক্ষা শ্রোত্র আন্তর বা সূক্ষ্ম। আবার শ্রোত্রের পরভাগ সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ মনঃ অবস্থান করে, কারণ, মনঃ সাবধান থাকিলেই শ্রোত্র শব্দ গ্রহ করিতে পারে, অন্যথা নহে। অতএব শ্রোত্র অপেক্ষা মনঃ আন্তর, বা সূক্ষ্ম। সেইরূপ মনের পরভাগ সর্ব্বতোভাবে

অথাত একধনাবরোধনং যদেকধনমভিধ্যায়াৎপৌর্ণমাস্যাং

প্রাণবিদোঽর্থেচ্ছায়াং সত্যাং কর্ত্তব্যতামাহ—

অথ প্রাণব্রহ্মজ্ঞানানন্তরম্। অতো যস্মাদিচ্ছা জাতৈতস্মাৎকারণাদেক-ধনাবরোধনমেকধন ইতি প্রাণস্য নামধেয়ং জগত্যস্মিন্নেক এব ধনরূপ একধনঃ। প্রাণাংস্তু সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপীতি ন্যায়েন প্রাণস্য পরমধনত্বাৎ। তস্যাবরোধনমেকত্র স্থাপনমেকধনাবরোধনম্। অয়মর্থঃ। সত্যামর্থেচ্ছায়া-মর্থাপ্রাপ্তৌ ব্যাক্ষিপ্তচেতসো ন প্রাণব্রহ্মচিন্তনং বক্ষ্যমাণেনোপায়েনার্থপ্রাপ্তৌ প্রসন্নচেতসঃ প্রাণচিন্তনস্য সম্ভবাদিদমেকধনাবরোধনং স্যাৎ। যদ্যদ্যেকধনং প্রাণমভিধ্যায়াৎসর্ব্বতো ধ্যানং কুর্য্যাদর্থেপ্সুস্তদাঽর্থাবাপ্ত্যা ইদং কুর্য্যাদিতি শেষঃ। অথবৈকধনমনন্যলভ্যং ধনং তস্যাবরোধনং প্রাপ্ত্যুপায়স্তচ্চ নোচিতম্।

আবৃত করিয়া প্রাণ অবস্থান করিতেছে, কারণ, প্রাণে বৃত্তি পাঁচটি; মনঃ সেই পঞ্চবৃত্তিকে সংযত করিয়া কার্য্যে পরিচালন করিতেছে। অতএব মনঃ প্রাণের বন্ধন বলিয়া মনঃ অপেক্ষা প্রাণ আন্তর, বা সূক্ষ্ম। সেই এই প্রাণ ব্রহ্ম দেবতাদিগের নিকট যাচমান না হইলেও সকল আধিদৈবিক ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের বলি হরণ করিয়া থাকে। সেইরূপই এই প্রাণব্রহ্মের উপাসক সকলের নিকট যাচমান না হইলেও সকল ভূতেই বলি হরণ করে, যে উপাসক প্রাণব্রহ্মের এইরূপ উপাসনা করিয়া থাকে। তাহার রহস্যব্রত এই যে, যাচ্ঞা করিবে না। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা, কোন গ্রামে ভিক্ষা করিয়া না পাইয়া উপবেশন করে, আমি আর উহার দত্ত ভক্ষণ করিব না, বলিয়া, সেইরূপ যে উপাসক সেও সঙ্কল্প করিবে আমি আর যাচ্ঞা করিব না। তাহা হইলে, যাহারা পূর্ব্বে এই উপাসককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারা তখন আবার সেই উপাসককে উপমন্ত্রিত করিবে যে, তোমাকে দান দিব। এই ধর্ম্মই তাহার যাচক হয়। পক্ষান্তরে যাহারা প্রত্যাখ্যান করে নাই, তাহারাও তাহাকে উপমন্ত্রিত করে, তোমাকে দান দিব এই বলিয়া।'

প্রাণবিতের অর্থেচ্ছা হইলে কর্ত্তব্য কি, তাহা বলিতেছেন।—প্রাণব্রহ্ম জ্ঞানের অনন্তর যেহেতু ইচ্ছা জন্মে এই হেতু একধনাবরোধন কর্ত্তব্য। এক ধন হইতেছে প্রাণের নামধেয়; এজগতে প্রাণই একমাত্র ধন, অন্যধন, অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, দারা ও ধন দিয়াও সতত প্রাণরক্ষা করিবে।

বাঽমাবাস্যায়াং বা শুদ্ধপক্ষে বা পুণ্যে নক্ষত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় পরিসমূ(মু)হ্য পরিস্তীর্য পর্য্যুক্ষ্যোৎপূয় দক্ষিণং জান্বাচ্য স্রুবেণ

এবমপি যদ্যেকধনমভিধ্যায়াৎপ্রাণোপাসকস্তদা পৌর্ণমাস্যাং বাঽমাবাস্যায়াং বা বাশব্দাবিচ্ছাবিকল্পার্থৌ স্পষ্টমন্যৎ। শুদ্ধপক্ষে বা শুক্লপক্ষে। বাশব্দঃ কৃষ্ণপক্ষার্থঃ। তত্রাপি পুণ্যে ধন্যে আত্মনোঽনুকূল ইত্যর্থঃ। নক্ষত্রেঽশ্বিন্যাদৌ শাস্ত্রবিহিতে। অগ্নিমুপসমাধায়াগ্নিং শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা স্বশাখোক্তক্রমেণ কুণ্ডস্থণ্ডিলাদৌ প্রতিষ্ঠাপ্য পরিসমূ(মু)হ্য সমন্তাত্তৃণাদিকমপনীয় পরিস্তীর্য

এই নীতি অনুসারে প্রাণই পরমধন। তাহার অবরোধন, একত্র স্থাপন। সেই পরমধনের একটি স্থলে স্থাপন করাকে একধনাবরোধন বলে। যদি অর্থের ইচ্ছা হয়, এবং অর্থ যদি না পায়, তবে ত চিত্তের বিক্ষেপ হওয়ায় প্রাণ-ব্রহ্ম চিন্তন হইয়া উঠিবে না; সুতরাং বক্ষ্যমাণ উপায় দ্বারা সেই অর্থ প্রাপ্ত হইলে, মনঃ প্রসন্ন হইয়া প্রাণ চিন্তনের সম্ভাবনা হইবে। অতএব এই একধনাবরোধন হইবে। যদি একধনের বা প্রাণের অভিধ্যান সর্ব্বতো ধ্যান করে অবশ্য সে যদি কখন অর্থেপ্সু হয়, তবে সেই অর্থপ্রাপ্তির জন্য এইটি করিবে। অথবা; একধন অর্থে অনন্ত লভ্য ধন, তাহার অবরোধন,—তাহার প্রাপ্তির উপায়। এই অর্থটা—উচিত নহে। যাহাই হউক, অর্থেপ্সু হইলে, সে যদি একধনের অভিধ্যান করে; তাহা হইলে পৌর্ণমাসীতে বা অমাবস্যাতে, এখানে যে বাশব্দ আছে তাহার অর্থ হইতেছে ইচ্ছাবিকল্প; অর্থাৎ, পৌর্ণমাসী বা আমাবস্যা, এর যে কোন একটা গ্রহণ করিতে পারে। সে গ্রহণে উপাসকের ইচ্ছাই নিয়োজক। শুদ্ধ পক্ষে শুক্লপক্ষে; এস্থলে যে বাশব্দ আছে, তাহা কৃষ্ণ-পক্ষের বিকল্পে গ্রহণার্থ। শুক্লপক্ষে, বা কৃষ্ণপক্ষে, তাহাতে আবার পুণ্য নক্ষত্র হওয়া আবশ্যক। পুণ্য অর্থে ধন্য, যেটি আপনার পক্ষে অনুকূল, বা বিধিশাস্ত্রে যাহাকে শুভনক্ষত্র বলা হইয়াছে, তাহাতে। শ্রৌত বা স্মার্ত্ত অগ্নিকে কুণ্ডে, বা স্থণ্ডিলাদিতে স্বশাখোক্ত বিধানানুসারে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া * পরিসমূহন, বা

* ঋগ্বেদের শাখা নয়টি। প্রত্যেক শাখার এক একখানি গৃহ্য সূত্র আছে। যেমন সাংখ্যায়ন শাখার সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্র আশ্বলায়ন শাখার আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র কৌষীতকি শাখার কৌষীতকি গৃহ্য সূত্র ইত্যাদি। সেই গৃহ্যসূত্রানুসারে অগ্নি স্থাপন করিতে হইবে।

বা চমসেন বা কংসেন বৈতা আজ্যাহুতীর্জুহোতি বাঙ্ নাম দেবতা-ঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা। প্রাণো নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা। চক্ষুর্নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা।

সমন্তাদ্দর্ভানবকীর্য পর্যুক্ষ্য মন্ত্রপূতেন বারিণা সমন্তাৎপরিষিচ্যোৎপূয়াঽঽজ্যং স্বগৃহোক্তপ্রকারেণোৎপবনসংস্কারেণ সংস্কৃত্য দক্ষিণং জান্বাচ্য দক্ষিণং জান্বধো নিপাত্য স্রুবেণ বা চমসেন বা কংসেন বা। স্রুবচমসৌ প্রসিদ্ধৌ যাজ্ঞিকা-নাম্। কংসং কাংস্যদর্ব্যাদিকং তেন করণেন বা। ত্রয়ং তু প্রাপ্তীচ্ছয়োর-নিয়তার্থম্। এতা বক্ষ্যমাণা আজ্যাহুতীরাজ্যবিভাগবিশেষাজ্জুহোতি জুহুয়াৎ।

হোমমন্ত্রানাহ—

বাঙ্নাম দেবতা বাগভিধানা দেবতাঽবরোধিনী, উপাসকাভীষ্টার্থসম্পা-দিকা। সোক্তা দেবতা মে মম প্রাণোপাসকস্যার্থেচ্ছোরমুষ্মান্মদভীষ্টার্থস্বামিনঃ সকাশাদিদং মদভীষ্টমর্থজাতমবরুন্ধামবরোধনং কুরুতাং সম্পাদয়ত্বিত্যর্থঃ। তস্যা উক্তনাম্ন্যৈ দেবতায়ৈ স্বাহা হোমাহুতিমন্তদর্থপ্রধানাং স্বীকরোতু স্বাহুতং স্বীকরোতু। প্রাণো নাম প্রাণাভিধানা। প্রাণগ্রহণঞ্চ তন্ত্রেণাবগন্তব্যম্। তেন ঘ্রাণাভিধানেতি মন্ত্রান্তরমনুক্তমপি সিদ্ধং ভবতি।

চারিদিকের তৃণাদি অপনয়ন করিয়া,পরিস্তরণ,বা চারিদিকে কুশসকল অবকীরণ করিয়া পর্যুক্ষণ, বা মন্ত্রপূত জল দ্বারা চারিদিক পরিষিক্ত করিয়া, উৎপূয়ন, বা স্বশাখোক্ত বিধানানুসারে হবির উৎপবন সংস্কার করিয়া, দক্ষিণ জানু ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, শ্রুব, বা চমস, বা কাংস্য কাংস্য দর্ব্বাদি দ্বারা বক্ষ্যমাণ এই সকল আজ্যাহুতির হোম করিবে। এই তিনটি বাশব্দের অর্থ এই যে, যেমন পাইবে ও যদ্দ্বারা ইচ্ছা করিবে, তদ্দ্বারাই আজ্যাহুতি হোম করিতে পারিবে।

হোমের মন্ত্রসকল বলিতেছেন,—

বাঙ্নাম্নী দেবতা উপাসকের অভীষ্টার্থ সম্পাদিকা। আমি প্রাণোপোসক, কিন্তু অর্থেপ্সু। অতএব সেই দেবতা আমার অভীষ্ট অর্থের যে স্বামী, তাহার নিকট হইতে আমার এই অভীষ্ট অর্থের

শ্রোত্রং নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা। মনো নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা। প্রজ্ঞা নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমু-

---

শ্রোত্রং নাম শ্রোত্রাভিধানা। প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনঃপ্রজ্ঞামন্ত্রা বাঙ্‌মন্ত্রবদ্ব্যাখ্যেয়াঃ। প্রজ্ঞায়া ব্রহ্মত্বংচোক্তম্। ইতি মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। অথ হোমানন্তরং ধূমগন্ধং হোমধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায় প্রতিঘ্রায়াঽঽঘ্রাণং কৃত্বাঽঽজ্যলেপেন হোমাবশিষ্টাজ্যলেপেনাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য হোমধূমঘ্রাণমনু সর্ব্বগাত্রাণ্যু-

---

অবরোধন, বা সম্পাদন করুন। এই আজ্যাহুতি তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি গ্রহণ করুন। প্রাণ নাম দেবতা উপাসকের অভীষ্টার্থ সম্পাদিকা। আমি প্রাণোপাসক, কিন্তু পর্থেপ্সু। অতএব সেই দেবতা আমার অভীষ্ট অর্থের যে স্বামী, তাহার নিকট হইতে আমার এই অভীষ্ট অর্থের সম্পাদন করুন। এই আজ্যাহুতি তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি গ্রহণ করুন। এইক্ষেত্রে যে কেবল প্রাণশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেটি তন্ত্রতা মূলক; অর্থাৎ প্রাণশব্দে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বুঝায়, সুতরাং ঘ্রাণদেবতারপৃথক অজ্যাহুতি প্রদান না থাকিলেও ঐ প্রাণকে অজ্যাহুতি প্রদান করিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। সেইরূপ, শ্রোত্র নামক দেবতা উপাসকের অভীষ্টার্থ সম্পাদিকা। আমি প্রাণোপাসক, কিন্তু অর্থেপ্সু। অতএব সেই দেবতা আমার অভীষ্ট অর্থের স্বামীর নিকট হইতে আমার সেই অভীষ্টার্থের সম্পাদন করুন। এই অজ্যাহুতি তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি গ্রহণ করুন। মনো নামক দেবতা উপাসকের অভীষ্টার্থ সম্পাদিকা। আমি প্রাণোপোসক, কিন্তু অর্থেপ্সু অতএব সেই দেবতা আমার অভীষ্ট অর্থের যে স্বামী, তাহার নিকট আমার সেই অভীষ্ট অর্থের সম্পাদন করুন। এই আজ্যাহুতি তাঁহাকে প্রদান করি; তিনি গ্রহণ করুন। প্রজ্ঞানাম্নী দেবতা উপাসকের অভীষ্টার্থ সম্পাদিকা আমি প্রাণোপাসক, কিন্তু অর্থেপ্সু। অতএব সেই দেবতা আমার অভীষ্টার্থের যে স্বামী, তাহার নিকট হইতে সেই অভীষ্ট অর্থের সম্পাদন করুন। এই অজ্যাহুতি তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি গ্রহণ করুন। এই সকল মন্ত্রে আজ্যাহুতি সমাপ্ত করিবে। হোমানন্তর হোমধূগন্ধের অঘ্রাণ

ত্মাদিদমবরুন্ধ্যাং তস্যৈ স্বাহেত্যথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়াঽঽজ্যলেপে- নাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য বাচংযমোঽভিপ্রব্রজ্যার্থং ব্রুবীত দূতং বা প্রহিণুয়াল্লভতে হৈব ॥ ২ ॥

অথাতো দৈবঃ স্মরো যস্য প্রিয়ো বুভূষেদ্যস্যৈ বা এষাং বৈ তেষামেবৈকস্মিন্ পর্ব্বণ্যগ্নিমুপসমাধায়ৈতয়ৈবাঽঽবৃতৈতা আজ্যা-

---

পলিপ্য বাচংযমো মৌন্যভিপ্রব্রজ্য হোমপ্রদেশাদ্যত্র ক্বাপ্যবস্থিতমর্থস্বামিনং গত্বাঽর্থং স্বাভীষ্টমর্থং ব্রুবীতেদং মে ত্বত্তো ভূয়াদিতি বদেৎ। অর্থস্বামিনো দূরদেশাবস্থানে দূতং বা প্রহিণুয়াৎস্বভৃত্যস্থতাদিকং দূতং প্রেরয়েৎ। ভৃত্যাদ্যা- ভাবে বাচং বেতি বক্তিরেবাবগন্তব্যম্। লভতে হৈব প্রসিদ্ধমর্থং স্বাভীষ্টং স্বায়[জ]দূতবাক্যানামন্তমেন গতেন প্রাপ্নোত্যেব ন তু ন প্রাপ্নোতি ॥ ২ ॥

এবমর্থোপায়মুক্ত্বা বশ্যোপায়মাহোপাসকস্য---

অথ প্রাণব্রহ্মজ্ঞানানন্তরম্। অতো যস্মাদাত্মনঃ প্রিয়স্যেচ্ছেতস্মাৎকারণাৎ। দৈবো দেবৈর্বাগাদিভিঃ সম্পাদ্যঃ স্মরোঽভিলাষঃ সম্পন্নো ভবতি যথা তথা কথ্যত ইতি শেষঃ। যস্য পুরুষস্য ব্যক্তিবিশেষস্যাঽঽত্মন্যনুরাগশূন্যস্য প্রিয়ো বুভূষেৎপ্রাণবিৎপ্রিয়ো ভবিতুমিচ্ছেৎ। যস্যৈ যস্যাঃ স্ত্রিয়া বৈ প্রসিদ্ধায়া রাজাদি-

---

লইয়া, হোমাবশিষ্ট আজ্য লেপদ্বারা সর্ব্বগাত্রে উপলেপ দিয়া, মৌনীভাবে হোমপ্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, যে কোন স্থানে অভীষ্টার্থের স্বামী থাকিবে, সেস্থলে যাইয়া নিজের ঈপ্সিত অর্থের কথা বলিবে, তোমা হইতে এইটি আমার হউক। যদি অর্থস্বামী দূরদেশে অবস্থান করে, তবে স্বভৃত্য বা পুত্রাদিকে দূত করিয়া প্রেরণ করিবে; কিংবা কথাটা পাঠাইবে, স্বাভীষ্ট অর্থ নিশ্চয়ই পাইবে ।২।

এইরূপে অর্থোপায় বলিয়া, সম্প্রতি উপাসকের পক্ষে বশ্যোপায় কীর্ত্তন করিতেছেন,—

প্রাণব্রহ্মজ্ঞানের পর, যে হেতু নিজের প্রিয়ের ইচ্ছা হয়, এই কারণে বশ্যোপায় বলা হইবে। সে উপায়ের নাম হইতেছে, দৈবস্মর, অর্থাৎ যে উপায় দ্বারা বাগাদি দেবতারা উপাসকের অভিলাষ সম্পাদন করেন। যে ব্যক্তি

হুতীর্জুহোতি বাচং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। প্রাণং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। চক্ষুস্তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। শ্রোত্রং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। মনস্তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। প্রজ্ঞাং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহেত্যথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়াঽঽজ্য-

পত্ন্যাঃ। এষাং প্রত্যক্ষাণাং রাজাদীনাং শ্রীমতাং সর্ব্বস্নেহশূন্যানাং বৈ প্রসিদ্ধানাং তেষামেব বাগাদ্যধিষ্ঠাতৄণামগ্ন্যাদীনাং ন ত্বন্যেষাম্। অত্র বাশব্দা-ধ্যাহারেণ যোজনীয়ম্। যস্মৈ বা প্রিয়ো বুভূষেদেষাং বা প্রিয়ো বুভূষেত্তেষামেব প্রিয়ো বুভূষতে। একস্মিন্পর্ব্বণি দর্শপূর্ণমাসয়োরন্যতরস্মিন্শুক্লপক্ষাত্মকে বা পুণ্যে নক্ষত্রে পর্ব্বদিবসেঽগ্নিমুপসমাধায় ব্যাখ্যাতম্। এতয়ৈবাঽঽবৃতোক্তেনৈব প্রকারেণ পরিসমূহ্যেত্যাদিনৈতা বক্ষ্যমাণসঙ্খ্যাকা আজ্যাহুতীর্জ্জুহোতি ব্যাখ্যাতম্। বাচং বাগিন্দ্রিয়রূপাং তে তব ময়ি প্রীতিং করিষ্যতো ময়ি

বিশেষের, যাহার আত্মার উপরে অনুরাগ নাই, সেই ব্যক্তির প্রিয় হইতে প্রাণবিৎ ইচ্ছা করিবে, অথবা যে স্ত্রীর প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিবে, অবশ্য প্রসিদ্ধ রাজপত্নী আদির প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিবে, অথবা এই সর্ব্ব-স্নেহশূন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজাদি শ্রীমান্দিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিবে, উপাসক অগ্রে বাগাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিবে পরে তাহাদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিবে। প্রাণবিৎ দর্শও পূর্ণমাসের অন্যতর একদিন শুক্লপক্ষে বা পর্ব্ব দিবসে শুভনক্ষত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে অগ্নিস্থাপন করিয়া, বক্ষ্যমান্ সংখ্যাক আজ্য আহু-তির হোম করিবে। হোমের মন্ত্র যথা,--আমার উপর প্রীতিকারী তোমার বাগিইন্দ্রিয়কে তোমার প্রীতির বিষয়ীভূত, এবং আমার উপর তোমার অপ্রীতিও ঔদাসীন্যের অন্যতরভাবরূপ ইন্ধন দ্বারা সংদীপ্ত অগ্নিরূপ আমাতে প্রক্ষেপ করি, শ্রীমান অমুক * অমুক আমি, অথবা এই কাম সম্পন্ন হউক। আমার বাক্ এতৎ কামী আমার বাক্ অজ্যাহুতির অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

* দেখা যায় মন্ত্রান্তে অসৌ শব্দ সম্বোধনান্তনামের বিনিময়ে বসিয়া থাকে। অতএব এস্থলেও যাহাকে বশ করা আবশ্যক, তাহারই নাম সম্বোধনান্ত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

লেপেনাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য বাচংযমোঽভিপ্রব্রজ্য সংস্পর্শং জিগমিষে-দপি বাতাদ্বা সম্ভাষমাণস্তিষ্ঠেৎপ্রিয়ো হৈব ভবতি স্মরন্তি হৈবাস্যাৎ ॥ ৩ ॥

প্রীতিবিষয়ে তবাপ্রীত্যোদাসীন্যয়োরন্তরেন্ধনসন্দীপ্তেঽগ্নৌ জুহোমি প্রক্ষিপামি। অসাবেতন্নামাঽহমমুং কামো বা মম সম্পন্নো ভবতু। স্বাহা মদীয়া বাঙ্ময়ৈতৎ-কামিন আজ্যাহুতেরনুজ্ঞাং প্রযচ্ছতু। প্রাণং তে ময়ি জুহোমীত্যাদিপ্রজ্ঞাং ত ইত্যন্তং প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনঃপ্রজ্ঞামন্ত্রা বাঙ্মন্ত্রবদ্ব্যাখ্যেয়াঃ। ইত্যথেত্যাদি প্রব্রজেত্যন্তং ব্যাখ্যাতম্।

এবং কৃতে ফলমাহ—

সংস্পর্শং জিগমিষেৎ। স্বসাধ্যস্য সংস্পর্শং গন্তুমিচ্ছেৎ। গচ্ছেদিত্যর্থঃ। অথ স্বসাধ্যস্য মহাবিভবত্বাদিমত্বেন স্পর্শঃ কর্তুমশক্যস্তদা পক্ষান্তরমাহ—অপি বাতাদ্বা সম্ভাষমাণস্তিষ্ঠেৎ। অপিশব্দঃ পক্ষান্তরে। সাধ্যস্য স্পর্শাভাবে তেন সহ বার্ত্তাং কুর্বংস্তিষ্ঠেৎ। সম্ভাষণস্যাপি কর্তুমশক্যত্বে বাশব্দঃ পক্ষন্তর-মাহ। বাতাত্তিষ্ঠেৎস্বশরীরবায়ুসংস্পর্শো যথা ভবতি তথাঽবস্থানং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অথবা বাতাৎসম্ভাষমাণস্তিষ্ঠেৎস্বকীয়াঃ শব্দা যথা বায়ুনাঽস্য কর্ণরন্ধ্রেঽবস্থানং কুর্ব্বন্তি তথা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। প্রিয়ো হৈব ভবতি, হ প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বত্র স সাধ্যস্য প্রিয় এব ভবতি নত্বপ্রিয়ঃ। ন কেবলং প্রিয়ত্বমাত্রং স্বসন্নিধৌ কিন্তু স্মরন্তি হৈবাস্মিন্‌গ্রামান্তরাদিগতে হ প্রসিদ্ধা রাজাদয়োঽস্য সাধ্যাঃ। অস্য স্মরন্ত্যেব নতু বিস্মরন্তি পিত্রাদেরিব পুত্রাদয়ঃ। অয়ঞ্চ তান্‌সর্ব্বানহস্তকামানিবাঽঽসক্তি-শূন্যোঽস্মাৎপ্রক্ষিপেদ্‌যত্র কাপ্যস্য বিধেয়াশ্চ ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ইদানীং প্রাণোপাসকস্যাগ্নিহোত্রফলং বিবক্ষুরাধ্যাত্মিকমগ্নিহোত্রমাহ—

তোমার প্রাণ আমাতে আহুতি করি, শ্রীমান্ অমুক আমি, বা অমুক অভিলাষ সম্পন্ন হউক। আমার প্রাণ আহুতির অনুজ্ঞা প্রদান করুন। তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয় আমাতে আহুতি করি। শ্রীমান্ অমুক আমি, বা অমুক কাম আমার সম্পন্ন হউক। আমার চক্ষুঃ আহুতির অনুজ্ঞা প্রদান করুন। তোমার শ্রোত্র আমাতে আহুতি করি, শ্রীমান্ অমুক আমি, বা আমার অমুক অভিলাষ সম্পন্ন হউক। আমার শ্রোত্র আহুতির অনুজ্ঞা প্রদান করুন। তোমার মনঃ আমাতে প্রক্ষেপ করি, শ্রীমান্ অমুক আমি, বা আমার অমুক অভিলাষ সম্পন্ন হউক। আমার মনঃ আহুতির অনুজ্ঞা প্রদান করুন। তোমার প্রজ্ঞা আমাতে প্রক্ষেপ করি, শ্রীমান অমুক আমি, বা অমুক অভিলাষ আমার সম্পন্ন হউব। এই সকল মন্ত্রে আজ্যাহুতি সমাপ্ত করিবে। হোমানন্তর হোমোত্থ ধূমগন্ধের আঘ্রাণ লইয়া হোমাবশিষ্ট আজ্য লেপ দ্বারায় সর্ব্বগাত্রে উপলেপ দিয়া, মৌনভাবে হোম প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, যে কোন স্থানে সেই

অথাতঃ সাংযমনং প্রাতর্দ্দনমান্তরমগ্নিহোত্রমিতি চাহচক্ষতে যাবদ্বৈ পুরুষো ভাষতে ন তাবৎপ্রাণিতুং শক্নোতি প্রাণং তদা

অথ প্রাণব্রহ্মোপাসনানন্তরম্। অতো যস্মাদগ্নিহোত্রফলস্যেচ্ছাবান্‌বাহমগ্নিহোত্রমনুষ্ঠাতুমশক্তোঽনিচ্ছুর্বাঽস্মাৎকারণাৎ,সাংযমনং সম্যগ্‌যমনমহিংসাদিকং যৎসম্বন্ধি তৎসাংযমনং, প্রাতর্দ্দনং প্রতর্দ্দনেন দৈবোদাসিনাঽনুষ্ঠিতত্বেন্ তন্নামাঙ্কিতং প্রাতর্দ্দনমান্তরমগ্নিহোত্রমিতি চাহচক্ষতে। আন্তরং বাহ্যসাধননিরপেক্ষমগ্নিহোত্রনামাঙ্কিতং কর্ম্মেত্যাচক্ষতেঽনেন প্রকারেণ কথয়ন্তি। চকারোঽগ্নিহোত্রান্তরত্বয়োঃ প্রত্যেকং মিলিতয়োরপি সংজ্ঞাত্বসমুচ্চয়ার্থঃ। বিদ্বাংসো যদান্তরমিত্যাচক্ষতে তদ্বক্তুং বাক্‌প্রাণয়োরমিতব্যাপারকর্ত্তৃত্বমাহ—যাবদ্‌যৎপরিমাণং বৈ প্রসিদ্ধং। পুরুষঃ পুরুষাকারশরীরধারী জন্তুর্ভাষতে বাগ্ব্যাপারংকরোতি ন তাবৎপ্রাণিতুং শক্নোতি

ব্যক্তি থাকিবে, তথায় যাইয়া তাহার সংস্পর্শ লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে। আর যদি স্বসাধ্য ব্যক্তি মহাবিভূত্যাদি বিশিষ্ট বলিয়া স্পর্শ করিবার যোগ্য না হয়, তবে তাহার সহিত কথা বার্ত্তা করিয়া অবস্থান করিবে। যদি সংভাষন করিয়তেও না পারে, তবে যাহাহইলে স্বীয়শরীরের বায়ু ঐ সাধ্য ব্যক্তির শরীরে লাগে, সেইরূপে অবস্থান করিবে। অথবা, যাহা হইলে নিজের কথাগুলি বায়ু দ্বারা তাহার কর্ণে যাইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ করিবে। সকল অবস্থাতে সে সাধ্যের নিশ্চয় প্রিয় হইবে। কেবল যে প্রিয় হইবে তাহা নহে, সাধক গ্রামান্তরাদিতে গমন করিলেও সাধ্য রাজাদিসকল তাহাকে স্মরণ করিবে। পুত্রাদিরা যেমন পিত্রাদিকে কথনই বিস্মৃত হয় না, সেইরূপ সাধ্যগণ সাধককেও বিস্মৃত হইবে না। সাধককে হনন করিতে যাহারা কামনা করে সেই সকল হন্তুকাম প্রায় ব্যক্তিকে ঐ সাধ্যব্যক্তির সাহায্যে সাধক বিফল প্রয়াস ও পলায়নপর করিতে সমর্থ হইবে। যে কোন স্থলেই সাধ্যেরা সাধকের কার্য্য করিতে তৎপর থাকিবে ॥ ৩॥

এখন প্রাণোপাসকের অগ্নিহোত্র ফল বলিতে ইচ্ছা করিয়া অধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্র বলিতেছেন;—

প্রাণব্রহ্মোপাসনান্তনর যেহেতু অগ্নিহোত্র ফললাভের ইচ্ছা হয়; কিন্তু অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত, বা অনিচ্ছু, এই কারণে যাহাতে সম্যক্ অহিংসাদি ভাবের লাভ হয়, এইজন্য যাহাকে সাংযমন নামে, এবং দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন

বাচি জুহোতি যাবদ্বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি ন তাবদ্ভাষিতুং শক্নোতি বাচং তদা প্রাণে জুহোতি।

বাগ্ব্যাপারপরিমাণং প্রাণব্যাপারং কর্ত্তুং ন শক্নোতি। অথবা বাক্প্রাণয়োঃ সমকালব্যাপারং বারয়তি—যাবদিত্যাদিনা। অস্মিন্ পক্ষে যাবত্তাবচ্ছব্দৌ কালপরৌ ব্যাখ্যেয়ৌ। প্রাণং বাগ্ব্যাপারে সতি স্বব্যাপারশূন্যং বাচো ন্যূনব্যাপারং দধিপয়ঃসমানং তদা তস্মিন্ বাগ্ব্যাপারকালে বাচি ব্যাপারত্বেনাধিকায়ামগ্নিসমানায়াং জুহোতি হোমং করোতি। বাক্সমানধর্ম্মত্বং প্রাণস্য প্রাণসমানধর্ম্মত্বং বাচশ্চাহহহ—যাবদ্বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি ন তাবদ্ভাষিতুং শক্নোতি বাচং তদা প্রাণে জুহোতি। স্পষ্টম্। প্রসিদ্ধং হি সর্ব্বজনানাং বদন্নশ্বসিতি শ্বসন্ন ব্রূতে চেতি

বাহ্যক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া যাহাকে প্রাতর্দ্দন নামে, আর আন্তরচিন্তার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আন্তর অগ্নিহোত্র নামে অভিহিত করা হয়, সেই আন্তর অগ্নিহোত্র বলা হইবে। আন্তর শব্দের অর্থ এই যে, যাহা বাহ্যসাধনের কোন অপেক্ষাই রাখে না, কেবল আন্তর সাধনদ্বারা নিষ্পাদিত হয়। অগ্নিহোত্র নামাঙ্কিত কর্ম্ম, এই প্রকারে পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলেন। এস্থলে যে একটি চকার আছে, তাহার অর্থ সমুচ্চয়। অর্থাৎ অগ্নিহোত্র শব্দ ও আন্তর শব্দ, পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণভাব সম্বন্ধে মিলিত হইলেও একটি নাম হইবে। আবার পৃথক্ পৃথক্ হইলেও নাম হইবে। যেমন, আন্তর একটি নাম, অগ্নিহোত্র একটি নাম, এইরূপ আন্তরাগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রান্তরও একটি একটি নাম হইবে। বিদ্বানগণ যাহাকে আন্তর; এই নামে কীর্ত্তন করেন, তাহা বলিতে বাক্ ও প্রাণের অমিতব্যাপার কর্ত্তৃত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন, যতক্ষণ পুরুষাকারশরীরধারী জন্তু বাগ্ব্যাপার কথা বলিতে থাকে; ততক্ষণ প্রাণন করিতে সমর্থ হয় না, অথবা যত পরিমাণে পুরুষ কথা বলে, তত পরিমাণে প্রাণন করিতে সক্ষম হয় না। অতএব সেই বাগ্ব্যাপার কালে পুরুষ প্রাণকে বাগ্ বস্তুতে আহুতি করে। অর্থাৎ বাগ্ব্যাপার চলিতে থাকিলে, স্বব্যাপার রহিত, বাক্ অপেক্ষা ন্যূন ব্যাপার, দধির জলের সমান প্রাণকে; ব্যাপাররূপে অধিক এবং অগ্নির সমান বাক্ বস্তুতে হোম করে। প্রাণ বাক্সমানধর্ম্মা; এবং বাক্ও প্রাণসমানধর্ম্মী, এই কথা বলিতেছেন;—যতক্ষণ পুরুষ প্রাণন করে, ততক্ষণ কথা বলিতে পারে না।

এতে অনন্তে অমৃতাহুতী জাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ সন্ততমব্যবচ্ছিন্নং জুহোত্যথ যা অন্যা আহুতয়োঽন্তবত্যস্তাঃ কর্ম্মময্যো হি ভবন্ত্যে-তদ্ধ বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুঃ।

দীপিকা—

এতে বাক্‌প্রাণরূপে উক্তে অনন্তে অসংখ্যাতব্যাপারাধারে পরস্পরাগ্নৌ প্রবিশন্ত্যাবপ্যক্ষীণে বা। অমৃতাহুতী অনুবর্দ্ধ ম্রিয়তে যতোঽন্তশূন্যে ততোঽমৃত-রূপে আহুতী অ তত্ত্বফলহেতুত্বাদ্বাঽমৃতাহুতী। জাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ জাগ্রতি স্বপ্নেচ। চকারৌ জাগ্রৎস্বপ্নয়োরিতরেতরযোগার্থৌ। সন্ততং নিরন্তরমাগর্ভনির্গমনাদোত্তর-শ্বাসমব্যবচ্ছিন্নং ভোজনাচ্ছাদনাদিব্যবধানশূন্যম্। নহি বাক্‌শ্বসনয়োরন্যতরেণ শূন্যঃ কালো জীবতো জুহোতি হোমং করোতি হোমবুদ্ধিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতদগ্নিহোত্রং স্তোতুমন্যং নিন্দতি। অথ পক্ষান্তরে। যাঃ প্রসিদ্ধাঃ পয়োদধ্যাদি দ্রব্যসাধ্যা অন্যা বাক্‌প্রাণাহুতিভ্যাং ব্যতিরিক্তা আহুতয় আসেচনান্তা দেবতামুদ্দিশ্য দ্রব্যত্যাগা অন্তবত্যঃ স্বরূপেণ ফলতোঽপি নাশবত্যঃ। তত্র হেতুমাহ—তা বাক্‌প্রাণাহুতিভ্যামন্যত্বেন প্রসিদ্ধাঃ কর্ম্মময্যঃ শরীরব্যাপারসাধ্যাঃ কৃতকাঃ ফলতঃ

তখন বাক্‌কে প্রাণে হোম করে। এইটি সর্ব্বজনীন প্রসিদ্ধ যে, বলিতে থাকিলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেও লইতে পারে না, আবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেও লইতে থাকিলে বলিতে পারে না।

এখন অগ্নিহোত্র বলিতেছেন ;—

এই দুইটি, বাগাহুতি ও প্রাণাহুতি ; অনন্ত,- অসংখ্যাত ব্যাপারের আধার অগ্নিস্বরূপ পরস্পর পরস্পরে প্রবেশ করিতে থাকিলেও অক্ষীণ অবস্থায়ই থাকিয়া যায়। যাহা অন্তবৎ, তাহাই মরে ; এদুটি যেহেতু অন্তশূন্য, সেই হেতু অমৃতরূপ আহুতি। অথবা অমৃতত্বফলের কারণ বলিয়া অমৃতরূপ। জাগ্রৎ কালে এবং স্বপ্ন কালে এস্থলে যে চকার আছে, তাহা ইতরেতরযোগার্থ। সন্তত নিরন্তর, গর্ভনির্গমন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর শ্বাস পর্য্যন্ত, অব্যবচ্ছিন্ন ভোজন আচ্ছাদন আদি ব্যাপার সমুদয়ের ব্যবধান রহিত ; কারণ, বাক্য ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতিরেকে জীবিত ব্যক্তির কাল অতিবাহিত হয় না ; এইজন্য এই আহুতিদ্বয়ে হোম করিবে, অর্থাৎ এই দুইটির একটিকে অগ্নি ভাবিয়া অন্যটির আহুতি তাহাতে

উক্থং ব্রহ্মেতি হ স্মাহহ শুষ্কভৃঙ্গারস্তদৃগিত্যুপাসীত সর্ব্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়াভ্যর্চন্তে তদ্‌যজুরিত্যুপাসীত সর্ব্বাণি

স্বরূপতশ্চ হি যস্মাত্তস্মাদন্তবত্যো ভবন্তি স্পষ্টম্। অস্যাগ্নিহোত্রস্য জ্ঞানে সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগলক্ষণং সন্ন্যাসমাহ—এতদ্ধ বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ। হ প্রসিদ্ধাঃ। বৈ স্মর্য্যমাণাঃ পূর্ব্বেঽতীতাঃ। এতদ্বিদ্বাংসো বাচ্যগ্নৌ ভাষণব্যাপারবত্যাং প্রাণ আজ্যং নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসব্যাপারযুক্তো হূয়তে। প্রাণেচাগ্নৌ নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসব্যাপারবতি বাগাজ্যং ভাষণব্যাপারযুক্তা হূয়ত ইত্যেতজ্‌জ্ঞানবন্তোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুরগ্নিহোত্রহোমং ন কৃতবন্তঃ। সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগলক্ষণং সন্ন্যাসং। কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ।

প্রাণো বা উক্থমিতি কাণ্বাদিশাখাসূক্থশব্দস্য প্রাণে প্রসিদ্ধত্বাত্তাং প্রসিদ্ধিমনুরুন্ধানা শ্রুতিঃ প্রাণমুক্থশব্দেন নির্দ্দিশ্য তত্র ঋগাদিদৃষ্টীর্বিধাতুমস্য ব্রহ্মত্বে কৌষীতকিপৈঙ্গ্যবচ্ছুষ্কভৃঙ্গারসম্মতিমাহ—

উক্থমুক্থশব্দাভিধেয়ঃ প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহহ ব্যাখ্যাতম্। শুষ্কভৃঙ্গার

করিতেছে, এই প্রকার জ্ঞান করিবে। এই অগ্নিহোত্রকে প্রশংসা করিবার জন্য অন্য অগ্নিহোত্রের নিন্দা করিতেছেন। অপশব্দের অর্থ পক্ষান্তর। অন্য যে প্রসিদ্ধ পয়োদধ্যাদি দ্রব্যসাধ্য, বাক্ প্রাণাদি অপেক্ষা বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত, আহুতি সকল, আসেচনান্ত দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ, যে সকল স্বরূপত ও ফলতঃ বিনাশশালী; কারণ, সেগুলি কর্ম্মময়, অর্থাৎ শরীর ব্যাপার সাধ্য, স্বরূপত ও ফলতঃ যেহেতু সেগুলি উৎপন্ন হয়, সেই হেতু বিনাশশালী। এই অগ্নিহোত্রের জ্ঞানে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা বলিতেছেন;—প্রসিদ্ধ এবং স্মর্য্যমাণ পূর্ব্ব বিদ্বান্‌গণ, অতীত বিদ্বান্‌গণ কথন ব্যাপারে বিশিষ্ট বাক্‌রূপ অগ্নিতে প্রাণরূপ আজ্য হোম করিতে হয়, নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাসরূপব্যাপারের নিরোধ করিতে হয়, এবং নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাস রূপব্যাপার বিশিষ্ট প্রাণরূপ অগ্নিতে বাক্‌রূপ আজ্যের হোম করিতে হয়, অর্থাৎ কথন ব্যাপারের নিরোধ করিতে হয়। তাঁহারা ইহা জানিতেন বলিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই; অর্থাৎ সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস করিয়াছিলেন।

কাণ্ব আদি শাখায় উক্ত হইয়াছে, প্রসিদ্ধ প্রাণই উক্থ। [illegible]

হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যুজ্যন্তে তৎসামেত্যুপাসীত সর্ব্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় সংনমন্তে তচ্ছ্রীরিত্যুপাসীত তদ্যশ ইত্যুপাসীত

এতন্নামা মুনিঃ। তদৃগ্‌যজুরিতি ঋগবুদ্ধ্যোপাসীত যাবৎপ্রাণ ঋগিতি সাক্ষাৎকারো ভবতি তাবদ্বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্যং সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহং কুর্ব্বীত।

প্রাণ ঋগ্‌বুদ্ধৌ কৃতায়াং ফলমাহ—

সর্ব্বাণি নিখিলানি হ প্রসিদ্ধানি। অস্মৈ প্রাণ উক্থ ঋগ্‌বুদ্ধিকর্ত্রে ভূতানি স্থিরজঙ্গমানি শ্রৈষ্ঠ্যায় প্রশস্ততমত্বায়াভ্যর্চন্তে সর্ব্বতঃ পূজাং কুর্ব্বন্তি। তদ্‌যজুরিত্যুপাসীত সর্ব্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যুজ্যন্তে। তৎসামেত্যুপাসীত সর্ব্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় সংনমন্তে। ঋগ্‌বুদ্ধ্যা সমত্বং যজুঃসামবুদ্ধ্যোঃ। যুজ্যন্ত উদ্যুক্তানি ভবন্তি। সংনমন্তে সম্যক্ প্রহ্বীভূতানি ভবন্তি। অন্যৎ স্পষ্টব্যাখ্যানম্। ঋগ্‌যজুঃসাম্নাঞ্চ পাদবদ্ধাবিবক্ষিতচ্ছন্দস্কপ্রগীতিমন্ত্রাত্মকানাং প্রসিদ্ধত্বাৎ ঋগাদিপদ-

---

আদি শাখায় প্রাণে উক্থ শব্দ প্রসিদ্ধ আছে। সেই প্রসিদ্ধির অনুরোধে শ্রুতি প্রাণকে উক্থশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাতে ঋক্ আদি জ্ঞান করিতে বিধান করিবার জন্য, এই প্রাণ যে ব্রহ্ম, সে বিষয়ে কৌষীতকি ও পৈঙ্গ্যের ন্যায় শুষ্ক ভৃঙ্গার নামক ঋষির সম্মতি দেখাইতেছেন;—

উক্থশব্দের অভিধেয় প্রাণ ব্রহ্মই, ইহা প্রসিদ্ধ, এই কথা শুষ্কভৃঙ্গারনামক ঋষি বলিয়াছেন। সেই উক্থকে ঋগ্‌জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যত সময়ে প্রাণ ঋক্‌রূপে সাক্ষাৎকার হয়, ততসময় পর্য্যন্ত অন্যাবিধ জ্ঞান দূরীকৃত করিয়া 'প্রাণ ঋক্' ইত্যাকার একজাতীয় জ্ঞানের প্রবাহ প্রবাহিত করিবে। প্রাণে ঋক্‌জ্ঞান করিলে যে ফল হয় তাহা বলিতেছেন, প্রসিদ্ধ নিখিল ভূত স্থাবর ও জঙ্গম উক্থরূপ প্রাণে ঋক্ জ্ঞানকারী উপাসকের শ্রেষ্ঠতমতার জন্য সর্ব্বথা পূজা করে। ঐ প্রাণরূপ উক্থের যজুঃ জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিবে। তাহাতে প্রসিদ্ধ নিখিল স্থাবরজঙ্গম প্রাণরূপ উক্থ যজুর্জ্ঞানে উপাসনাকারীর প্রশস্ততমতার জন্য উদ্‌যোগ করে। ঐ প্রাণরূপ উক্থের সামজ্ঞান করিয়া উপাসনা করিবে। তাহাতে প্রসিদ্ধ স্থাবর ও জঙ্গম সকল এই উপাসকের প্রশস্ততমতার জন্য সম্যক্ প্রণত হয়। ঋক, যজুঃ ও সামের লক্ষণ প্রসিদ্ধ। যথা, পাদবদ্ধ মন্ত্র ঋক্ অবিবক্ষিত ছন্দস্ক মন্ত্র যজুঃ, ও গীতাত্মক মন্ত্র সমুদায় সাম। এইরূপ, সেই প্রাণ

ত্যক্তেজ ইত্যুপাসীত তদ্‌যথৈতচ্ছস্ত্রাণাং শ্রীমত্তমং যশস্বিতমং তেজস্বিতমং ভবত্যেবং তথো এবৈবং বিদ্বান্‌সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রীমত্তমো যশস্বিতমস্তেজস্বিতমো ভবতি।

ব্যাখ্যা কৃত। এবমেবাঽঽহ—তস্মাৎ শ্রীরিত্যুপাসীত তদ্বৎ যশ ইত্যুপাসীত তত্তেজ ইত্যুপাসীত মনুষ্যাদেৰ্বিভূতিঃ শ্রীঃ কীর্ত্তির্যশো ভাস্বরং প্রকাশাদিকারণং জ্যোতিস্তেজঃ। ব্যাখ্যাতমন্যৎ।

শ্রীযশস্তেজোবুদ্ধীনাং সদৃষ্টান্তং ফলমাহ—

তত্তত্র শ্রীযশস্তেজোবুদ্ধিষু ফলে দৃষ্টান্তঃ। যথা দৃষ্টান্তঃ। এতদাকর্ণপূর্ণগুণনিরুদ্ধপৃষ্ঠং পৃথুতরসুবর্ণপট্টিকাবৃতসর্ব্বগাত্রং পৃথাপুত্রসমধম্বিকরস্থং বমদ্বহ্নিমণ্ডলশরসমূহবৃষ্টিকরং ধনুঃ শস্ত্রাণাং খড়্গপট্টিশতোমরশক্তিঋষ্টিগদাভিন্দিপালচক্রক্ষুরিকাযমদংষ্ট্রাদীনাং শ্রীমত্তমমতিশয়েন বিভূতিমৎ। ন হ্যনুচ্ছস্ত্রং ধনুষ্মতঃ সুভটস্য বিভূতিদম্।

"ধন্বী চেত্তুরগারূঢ়ো জয়ত্যেকোঽপি মেদিনীম্"

ইতি প্রসিদ্ধেঃ। যশস্বিতমম্, অতিশয়েন যশঃসম্পন্নম্।

'বিশিখা ইব রাজন্তে ধনুষঃ সগুণাদিব।

নির্গতাঃ শস্ত্রসম্পাতাঃ শূরাণাং লঘুযোধিনাম্" ইতি প্রসিদ্ধেঃ।

তেজস্বিতমম্, অতিশয়েন তেজঃসম্পন্নম্। যদ্যপি লৌহেষু শস্ত্রেষু তেজস্বিতমত্বং

রূপ উক্থে শ্রী জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিবে। মনুষ্যাদির বিভূতিকেই শ্রী বলে। তাহাকে যশঃ জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যশ: শব্দে কীর্ত্তি বুঝিতে হইবে। তাহাকে তেজঃ জ্ঞানে উপাসনা করিবে। প্রকাশের কারণ ভাস্বর। জ্যোতিকে তেজঃ বলে।

উক্‌থ শ্রী, যশঃ ও তেজোজ্ঞানে উপাসনার ফলকে দৃষ্টান্ত দিয়া প্রদর্শন করিতেছেন ;—

উক্‌থ শ্রী, যশঃ ও তেজোজ্ঞানে উপাসনার ফল বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা ;—আকর্ণপূর্ণগুণ নিরুদ্ধ পৃষ্ঠ, পৃথুতর সুবর্ণপট্টিকাবৃত সর্ব্বগাত্র, পার্থসমধম্বিকরস্থ, বমদ্বহ্নি মণ্ডলশর সমূহ বৃষ্টিকর ধনুঃ যেমন খড়্গ, পাট্টিশ, তোমর শক্তি, ঋষ্টি, গদা ভিন্দিপাল, চক্র, ক্ষুরিকা, ও যমদংষ্ট্রাদি শস্ত্রের মধ্যে শ্রীমত্তম অতিশয় বিভূতি-

তমেতমৈষ্টকং কর্ম্মময়মাত্মানমধ্বর্য়ুঃ সংস্করোতি তস্মিন্‌যজুর্ম্ময়ং প্রবয়তি যজুর্ম্ময়মৃঙ্‌ময়ংহোতা ঋঙ্‌ময়ে সামময়মুদ্গাতা স এষ সর্ব্বস্যৈ

প্রসিদ্ধং তথাঽপি সংপ্রহারাবসরেঽন্যান্যপগতসৌবর্ণাদ্যাবরণানি ভবন্তি। ধনুস্তু তস্মিন্নপ্যবসরে সুবর্ণমণিরত্নাদিযুক্তমিতি তেজস্বিতমম্। ধন্বিনশ্চ শ্রীযশস্তেজাংসি প্রসিদ্ধানি পার্থাদেঃ। ভবতি। স্পষ্টম্। তথো এব উ অপি তদ্বদেব নত্বন্যথা। এবং বিদ্বান্‌প্রাণঃ শ্রীযশস্তেজোযুক্তানামালম্বনমিতি জানন্‌ শ্রীযশস্তেজোবৃদ্ধিরূপাসক ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিখিলানাং স্থিরজঙ্গমানাং মধ্যে শ্রীমত্তমো যশস্বি-তমস্তেজস্বিতমো ভবতি। স্পষ্টম্।

ইদানীং ত্রয়ীবিদ্যানাং কৃতসংসারফলান্তর্বর্ত্তিনামপি প্রাণবিজ্ঞানং মোক্ষ-সাধনমিত্যাহ—

তমুক্থশব্দাভিধেয়মৃগাদিবুদ্ধ্যালম্বনং প্রাণমেতং মুখবিলান্তর্বর্ত্তমানং প্রত্যক্ষ-মিষ্টৈকমিষ্টকাসংহতিরূপমৈষ্টকং কর্ম্মময়ং কর্ম্মস্বরূপমাত্মানমধ্বর্য়ুশব্দপ্রত্যয়ালম্বনম্। অধ্বর্য়ুঋত্বিগ্‌বিশেষঃ প্রাণবুদ্ধ্যা সংস্করোতি, সংস্কারং করোতি যোবিতমিবাগ্নিবুদ্ধ্যা। অয়মর্থঃ। যোঽয়মিষ্টকাসু চিতোঽগ্নিঃ কর্ম্মসাধনঃ সোঽপি প্রাণাত্মক এব প্রাণস্য ঋগাদ্যাত্মকত্বাৎ। অয়ঞ্চ ঋগাদিসাধ্যকর্ম্মনিষ্পাদকোঽহঞ্চ তত ঋগাদ্যাত্মকঃ সর্ব্বাত্মা প্রাণোঽহমস্ম্যয়মগ্নিশ্চ মদাত্মক ইত্যাত্মানং সংস্করোতীতি। তস্মিন্‌প্রাণবুদ্ধ্যা সংস্কৃতেঽগ্ন্যাভিন্নাত্মনি যজুর্ম্ময়ং যজুঃসাধ্যং কর্ম্মবিতানং কুবিন্দ ইব প্রবয়তি প্রকর্ষেণ কর্ম্মমন্ত্রতন্তুভির্বিস্তারয়তি। যজুর্ম্ময়ে যজুঃসাধ্যে কর্ম্মবিতানে প্রবৃত্তে

সম্পন্ন; কারণ, অন্য শস্ত্র ধনুষ্মান্‌ সুভটের বিভূতিপ্রদ হয় না; উক্তও হইয়াছে, ধন্বী যদি অশ্বারূঢ় হয় তবে একাকীই পৃথিবীকে জয় করিতে পারে। এবং যশ-স্বিতম, অতিশয় যশঃসম্পন্ন, প্রসিদ্ধিই আছে, যেন সগুণ ধনুঃ হইতে নির্গত বাণ সকলের ন্যায় শীঘ্রাস্ত্র বর্ষী শূরদিগের শস্ত্রসম্পাত সকল বিরাজিত হইতেছে। তেজস্বিতম,—অতিশয় তেজঃ সম্পন্ন; যদিও লৌহজাত শস্ত্রেই অতিশয় তেজঃ প্রভার পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও সেই সেই শস্ত্রের সম্প্রহারের সময়ে সুবর্ণময় আবরণ (খাপ বা কোষ) হইতে বিমুক্ত হয়; কিন্তু ধনুঃ কখনও আবরণ হইতে বিমুক্ত হয় না; সংপ্রহার কালেও সুবর্ণ মণিরত্ন আদি যুক্ত থাকে; এই জন্য ধনুঃ তেজস্বিতম। পার্থাদি মহারথিদিগের শ্রী, যশঃ, ও তেজঃ প্রসিদ্ধই। সেইরূপই

ত্রয়ীবিদ্যায়া আত্মৈষ উ এবাস্যাঽঽত্মা এতদাত্মা ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

তত্যাধারভূতে বা, ঋঙ্ময়ঞ্চ সাধ্যং কর্ম্মবিতানং প্রবয়তি হোতা, ঋত্বিগ্‌বিশেষঃ। ঋঙ্ময় ঋক্‌সাধ্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তে সত্যাধারভূতে বা সামময়ং সামসাধ্যং কর্ম্মবিতানং প্রবয়তি। উদ্গাতা, ঋত্বিগ্‌বিশেষঃ। সোঽধ্বর্য্যুঃ সংস্কারহেতুঃ প্রাণ এষ মুখ্যবিলান্তস্থঃ সর্ব্বৈস্তৈ সর্ব্বদা নিখিলায়াস্ত্রয়ীবিদ্যায়া স্ত্রয়ী ঋগ্‌যজুঃসামরূপা সৈব বিদ্যা তস্যা আত্মাঽ-প্ত্যাদেঃ কর্ত্তা শরীরস্যেব জীবঃ। উক্তেন প্রকারেণোক্তমাত্মানং শৃণ্বগ্রাহিকয়াঽঽহ-এষ উ এব, উ অপি মুখবিলান্তস্থ এব ন ত্বন্যঃ। অস্যাঽঽত্মা, অস্যা উক্তায়াস্ত্রয্যা বিদ্যায়া আত্মোক্তঃ। ইদানীমেতজ্জ্ঞানে ফলমাহ—এতদাত্মা ভবতি, প্রাণরূপো ভবতি। যঃ প্রসিদ্ধঃ কর্ম্মণ্যৃত্বিগ্‌যজমানাদিরেবং প্রাণবুদ্ধ্যা সংস্কৃতোঽধ্বর্য্যুরূপাগ্নৌ যজুর্ম্ময়মধ্বর্য্যুর্যজুর্ম্ময় ঋঙ্ময়ং হোতা, ঋঙ্ময়ে সামময়মুদ্গাতেতি বেদ জানাতি স এতদাত্মা ভবতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

তথা-উ অপিকারার্থ, তথো। প্রাণ, শ্রী, যশঃ ও তেজো বুদ্ধির আলম্বন, ইহা জানিলে নিখিল চরাচর সকলের মধ্যে সে শ্রীমত্তম ও যশস্বিতম, এবং তেজস্বিতম হইবে।

এখন ত্রয়ীবিদ্যাকে সংসার ফলের মধ্যে ভুক্ত করিলেও প্রাণবিজ্ঞান মোক্ষসাধন হইবে, ইহা বলা হইতেছে ;—

সেই উক্থশব্দাভিধেয়, ঋগাদিবুদ্ধির আলম্বন, এই প্রাণকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় ইষ্টকাতে চয়ন করিয়া, কর্ম্মময় ভাবিয়া অধ্বর্য্যু সংস্কার করেন। অধ্বর্য্যু অধ্বরযু যজ্ঞের নেতা ঋত্বিগ্‌বিশেষ ঐ প্রাণকে ঐষ্টক অগ্নি জ্ঞান করিয়া সংস্কার করে। যেমন স্ত্রীকে অগ্নি জ্ঞান করিয়া ছান্দোগ্যাদিরা উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে ;—ইষ্টকাতে কর্ম্মের সাধনরূপে যে অগ্নির চয়ন করা হয়, সেও প্রাণাত্মকই ; কারণ, প্রাণ যে ঋক্‌ স্বরূপ। ইনি ঋগাদিসাধ্য কর্ম্মের নিষ্পাদক ; আমিও ঋগাদি সাধ্যকর্ম্মের নিষ্পাদক ; সুতরাং ঋগাদ্যাত্মক সর্ব্বাত্মক প্রাণই আমি হইতেছি। এঅগ্নিও মদাত্মক আমার স্বরূপ। এইরূপে আত্মার সংস্কার করে। সেই প্রাণ বুদ্ধিদ্বারা সংস্কৃত অগ্ন্যভিন্ন আত্মাকে যজুর্ম্ময় যজুঃ সাধ্য কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে কর্ম্মময়তন্ত্র দ্বারা কুবিন্দ

অথাতঃ সর্ব্বজিতঃ কৌষীতকেস্ত্রীণ্যুপাসনানি ভবন্তি যজ্ঞোপবীতং কৃত্বাহপ আচম্য ত্রিরুদপাত্রং প্রসিচ্যোদ্যন্তমাদি-

প্রাণো ব্রহ্মেতি কৌষীতকিপৈঙ্গ্যশুষ্কভৃঙ্গারমতৈঃ সোপপত্তিকৈক্ক্রম্। তত্রচ; ঋগাদিদৃষ্টয়ঃ। স হি প্রাণো বাহ্য আধ্যাত্মিকশ্চ। বাহ্য আধিদৈবিকঃ পুত্রাদি-রূপশ্চ আধিদৈবিকস্ত্বাদিত্যঃ। স চাগ্নীষোমাত্মকঃ। তত্রাহঽধিদৈবিকং প্রাণ-মুররীকৃত্য ফলবিশেষসিদ্ধ্যর্থং প্রথমতঃ কানিচিদুপাসনান্যাহ—

অথ প্রাণো ব্রহ্মেতিকথনানন্তরম্। অতো যস্মাৎফলান্তরস্যাপীচ্ছোপাসক-স্যাস্মাৎকারণাৎসর্ব্বজিতঃ স্ববর্ণাশ্রমাচারৈর্নিখিলাংস্ত্রৈবর্ণিকাঞ্জয়তীতি সর্ব্বজিতস্য কৌষীতকেঃ কুষীতকস্যাপত্যস্য ত্রীণি ত্রিসন্ধ্যাকান্যুপাসনানি; আধিদৈবিকস্য প্রাণস্য জ্ঞানানি ভবন্তি বর্ত্তন্তে। কৌষীতকিদৃষ্টানি কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ।

(তাঁতি) যেমন বিতানকে তন্তুদ্বারা বিস্তৃত করে, সেইরূপ বিস্তৃত করে। যজুর্ম্ময় কর্ম্মবিতান প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতেই ঋঙ্ময় ঋক্‌সাধ্য কর্ম্মবিতান প্রকৃষ্টরূপে হোতা বিস্তারিত করে। ঋঙ্ময়কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইলে, বা সেই ঋঙ্ময় কর্ম্মরূপ আধারে সামময় সামসাধ্য কর্ম্মবিতান উদ্গাতা প্রকৃষ্টরূপে, বিস্তৃত করে যেমন জীবশরীরের প্রাণ্ত্যাদিবিষয়ে কর্ত্তা, সেইরূপ সেই সংস্কারের কারণ অধ্বর্য্যু এই মুখগহ্বরস্থ প্রাণ নিখিল ত্রয়ীবিদ্যার আত্মা ঋক্, যজুঃ, সাম, পদ্য,গদ্য ও গীতিরূপ বিদ্যার প্রাপ্ত্যাদি বিষয়ে কর্ত্তা। এই প্রাণই এই ত্রয়ীবিদ্যার আত্মা। এখন এই বিজ্ঞানের ফল কি, তাহা বলিতেছেন ;—এতদাত্মা হয়, প্রাণরূপ হয়, যে এইরূপ উপাসনা করে। অর্থাৎ যে ঋত্বিগাদি কর্ম্মময় আত্মাতে প্রাণবুদ্ধি দ্বারা সংস্কার করে, সেই সংস্কৃত অধ্বর্য্যুরূপ অগ্নিতে যজুর্ম্ময় অধ্বর্য্যু যজুর্ম্ময় অধ্বর্য্যুরূপ অগ্নিতে ঋঙ্ময় হোতা, এবং ঋঙ্ময়ে সামময় উদ্গাতার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, সে এতদাত্মা প্রাণাত্মা হয়। ৪

কৌষীতকি, পৈঙ্গ্য ও শুষ্কভৃঙ্গার ঋষির মতে উপপত্তির সহিত 'প্রাণ ব্রহ্ম' ইহা বলা হইল। আরও বলা হইল, তাহাতে ঋগাদি জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। সেই প্রাণ দ্বিবিধ, বাহ্য ও আধ্যাত্মিক। বাহ্য হইতেছে আধিদৈবিক ও পুত্রাদিরূপ এবং আধিদৈবিক হইতেছে, আদিত্য। তিনি আবার অগ্নীষোমাত্মক। তন্মধ্যে আধিদৈবিক প্রাণকে স্বীকার করিয়া ফলবিশেষ সিদ্ধির জন্য প্রথমতঃ

ত্যমুপতিষ্ঠেত বর্গোঽসি পাপ্মানং মে বৃঙ্ধীত্যেতয়ৈবাঽঽবৃতা

যজ্ঞোপবীতং কৃত্বা যজ্ঞোপবীতং বিধায়। যদ্যপি ত্রৈবর্ণিকত্বেনৈব যজ্ঞোপবীতং প্রাপ্তং তথাঽপ্যসবাদিবিকারনিবারণার্থমিদং বচনম্। অপ আচম্য স্পষ্টম্। অপামাচমনমপি যজ্ঞোপবীতবৎপ্রাপ্তং তথাঽপি ত্বরাদিনিমিত্তনিবারণার্থমবগন্তব্যম্। তেনোভয়ত্র নিয়মঃ সিদ্ধো ভবতি। ত্রিস্ত্রিবারমুদপাত্রং সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং বা চষকং প্রসিচ্য শুদ্ধৈঃ স্বচ্ছৈর্জলৈঃ প্রকর্ষেণ সেচনং বিধায়োদ্যন্তমুদয়ং গচ্ছন্তমাদিত্যমদিতিপুত্রং ভাস্করমুপতিষ্ঠেত জানুভ্যামবনিং গত্বা সসম্ভারনীরপূর্ণচষকমুদ্ধৃত্য সমন্ত্রমুপস্থানং কুর্য্যাৎ। মন্ত্রমাহ—বর্গঃ সর্ব্বমিদং জগদাত্মবোধেন তৃণবদ্‌বৃঙ্‌ক্তে পরিত্যজতীতি বর্গঃ। অসি ভবসি। পাপ্মানং কৃতমাগামি চ পাপং ফলস্বরূপেণৈব মে মম সম্যকেণার্ঘ্যেণাঽঽদিত্যমুপস্থাতুর্বৃঙ্‌ধি বর্জয় বিনাশয়েত্যর্থঃ। ইতি মন্ত্রসমাপ্তৌ। এতয়ৈবোক্তয়ৈব যজ্ঞোপবীতমিত্যাদিনা ন ত্বন্যথা, আবৃতা প্রকারেণ

কতকগুলি উপাসনার কথা বলিতেছেন, প্রাণব্রহ্ম কথনান্তর, যেহেতু উপাসকের অন্যান্য ফলেও ইচ্ছা হয়, সেই হেতু সর্ব্বজিৎ কৌষীতকির তিনটি উপাসনা আছে। যিনি স্ববর্ণাশ্রমাচার দ্বারা নিখিল ত্রৈবর্ণিককে জয় করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজিৎ। কুষীতকের পুত্র হইতেছেন কৌষীতকী সেই কৌষীতকির দৃষ্ট তিনটি আধিদৈবিক প্রাণের জ্ঞান রূপ উপাসনা বলিব। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া; যদিও ত্রৈবর্ণিক বলিয়া যজ্ঞোপবীত প্রাপ্তি ছিল, তথাপি প্রাচীনাবীতাকারে ধারণ করার ব্যাবৃত্তি করিবার জন্য 'যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া, বলা হইয়াছে; জলের আচমন করিয়া, শুষ্ক আচমন নিষেধার্থ এ স্থলে 'জলের আচমন করিয়া' বলা হইল; এবং যজ্ঞোপবীতবৎ জলের আচমন প্রাপ্তি থাকিলেও যে স্পষ্ট করিয়া বলা হইল, তাহার কারণ এই যে, কখনও ত্বরা করিয়া আচমন নাও করিতে পারে, তন্নিবারণাভিপ্রায়ে ঐরূপ বলা হইয়াছে; তদ্দ্বারা উভয় স্থলেই নিয়ম পাওয়া গেল যে, যজ্ঞোপবীত উপবীতাকারে ধারণ ও জলের আচমন ধীরভাবে করিতেই হইবে। তিনবার সৌবর্ণ, রাজত, বা তাম্রপাত্র শুদ্ধজল দ্বারায় প্রাসিক্ত করিয়া প্রকৃষ্টরূপে সেচন করণ করিয়া উদকপাত্র হইতে তিনবার জল ঢালিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তাহার প্রণালী বলিতেছেন;—উদয় প্রাপ্ত অদিতিপুত্র ভাস্কর দেবের উপস্থান

মধ্যে সন্তং সম্বর্গোঽসি পাপ্মানং ম উদ্বৃঙ্ধীত্যেতয়ৈবাবৃতাস্তং যন্তং সম্বর্গোঽসি পাপ্মানং মে সংবৃঙ্ধীতি।

যদহোরাত্রাভ্যাং পাপং করোতি সং তদ্বৃঙ্ক্তে। অথ মাসি মাস্যমাবাস্যায়াং পশ্চাচ্চন্দ্রমসং দৃশ্যমানমুপতিষ্ঠেতৈতয়ৈবাবৃ-

---

মধ্যে সন্তং মধ্যাহ্নে বর্ত্তমানমাদিত্যমুপতিষ্ঠেত। উপস্থানমন্ত্রমাহ—উদ্বর্গোঽসি পাপ্মানং ম উদ্বৃঙ্ধীতি। উদ্বৎকর্ষার্থঃ। অতিশয়েন নাশয়েত্যর্থঃ। ব্যাখ্যাত মন্যৎ। এতয়ৈবাবৃতাঽস্তং যন্তং সংবর্গোঽসি পাপ্মানং মে সংবৃঙ্ধীত্যস্তং যন্তমস্তং গচ্ছন্তমুপতিষ্ঠেত সমিত্যাদিমন্ত্রেণ। সংসম্যগর্থঃ। ব্যাখ্যাতমন্যৎ।

এবং ত্রিবারমাদিত্যস্যার্ঘ্যং কুর্ব্বতঃ ফলমাহ—

যৎ প্রসিদ্ধং দৃষ্টং দুঃখফলম্। অহোরাত্রাভ্যামহনি রাত্রৌ চ পাপং করোতি স্পষ্টম্। সং তদ্বৃঙ্ক্তে তদশাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম ফলতঃ সংবৃঙ্ক্তে সম্যক্‌পরিত্যজতি পাপফলং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। একমিদমুপাসনং কর্ম্মাত্মকম্। ইদানীং দ্বিতীয়মাহ—অথ পূর্ব্বস্মাৎকর্ম্মরূপাদুপাসনাৎ প্রতাদর্থ্যাদগিরূপাদাদিত্যাদনন্তরং কর্ম্মরূপমুপাসনান্তরমাদিত্যস্য বাসপ্রাণস্য সুষুম্নানাড়ীরূপসোমাত্মকং মাসি মাসি প্রতিমাসমভ্যাসবলাদাসম্বৎসরমিতি নির্দ্ধারয়ে। অমাবাস্যামমাবাস্যায়াং সোমস্য নিবাসদিবসে

করিবে, জানুদ্বয় ভূতলে স্থাপন করিয়া অঘোর মন্ত্রের সহিত জলপূর্ণ চষক মৌলি পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া সম্যক উপস্থান করিবে। মন্ত্র বলিতেছেন ;—তুমি বর্গ এই সকল জগৎকে আত্মজ্ঞান দ্বারা যিনি তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করেন, তিনি বর্গ তুমি তথাবিধ বর্গ হইতেছ; সুতরাং সম্যক অর্ঘ্যদ্বারা তোমার আমি উপস্থান করিতেছি, তুমি আমার কৃত এবং কর্ত্তব্য পাপকে ফলের সহিত বিনাশ কর। ইত্যাকার পরিপাটি অবলম্বন করিয়াই মধ্যবিদ্যমান মধ্যাহ্নকালে আদিত্যদেবের উপস্থাপন করিবে। তাহার মন্ত্র যথা,—তুমি উৎকৃষ্ট বর্গ হইতেছ, তুমি আমার পাপকে অতিশয় বিনাশ কর। ঐরূপ প্রণালী অনুসারেই অস্ত গমনকারী আদিত্যদেবের উপস্থান করিবে। মন্ত্র যথা ;—তুমি সম্যক বর্গ হইতেছ, তুমি আমার পাপকে বিনাশ কর। এইরূপে আদিত্যের অর্ঘ্য করিলে, তাহার ফল কি, তাহা বলিতেছেন ;—অহোরাত্র যে পাপ করে, যাহার ফল দুঃখ বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, সে তাহা সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট করিতে পারে, তাহার ফল আর তাহাকে

হাস্মাৎপূর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতি নু জাতপুত্রস্যাথাজাতপুত্রস্যাহঃ প্যায়স্ব সমেতু তে সং তে পয়াংসি সমু যস্তু বাজা যমাদিত্যা

তেনেক্তেন চন্দ্রমণ্ডলস্থেন হৃদয়েন হেতুনাঽমৃতত্বস্যাঽঽনন্দরতিপ্রজাতিরূপ স্যানিরতিশয়ানন্দাভিব্যক্তিহেতুত্বেনচ নিরপেক্ষমা মোক্ষস্যেশানে হে নিয় মাঽহং পৌত্রমঘং রুদমহং সোমাত্মিকা স্ত্রী, অগ্ন্যাত্মকঃ পুমানিতিজ্ঞানবান পাপং নিরুপমদুঃখকরং পুত্রসম্বন্ধি পুত্রস্য প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভ্যাং শারীরব্যাধ্যাদি সন্তত্যাদ্যভাবেন চ কৃতং পৌত্রং মা রুদং রোদনং মা কুর্য্যাম্। তবেশানায় প্রসাদত ইতি শেষঃ। ইতি মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ন হাস্মাৎপূর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রৈ অস্মাদুক্তপ্রকারিণো হ প্রসিদ্ধাদুপাসকাৎপূর্ব্বাঃ প্রথমত এতন্মরণমন্তরেণেত্যর্থ প্রজাঃ পুত্রাদিরূপা ন প্রৈতি ন প্রয়ন্তি ন ম্রিয়ন্তে। ইতি নু, এবং খল্বয়ং এক ইত্যর্থঃ। জাতপুত্রস্যোৎপন্নসুতস্য ন ত্বনুৎপন্নসুতস্য। অথ জাতপুত্রস্যোপ স কথনানন্তরম্। অজাতপুত্রস্যানুৎপন্নতনয়স্যোপাসনপ্রকারঃ কথ্যত ইতি শেষ অজাতপুত্রো জাতপুত্রবৎসর্ব্বং তন্ত্রং সম্পাদ্য হরিততৃণে স্বীকৃত্য যাজ্যমন্ত্রমপেক্ষ্যানাহ আপ্যায়স্বাঽঽপ্যায়নং গচ্ছ। সমেতু সমাগচ্ছতু। তে তব ত্বরীত্যর্থঃ। অয় পাদঃ শ্রুত্যা প্রতীকত্বেন পঠিতঃ। এতাবৎপাদৌ পরিশিষ্টৌ—বিশ্বতঃ

করিয়া বর্ত্তমান আছে; সেই চন্দ্র মণ্ডলস্থ হৃদয় তোমার আছে বলিয়া, কারণে, আনন্দ, রতি ও প্রজাতিরূপ, ও নিরতিশয়ানন্দের অভিব্যক্তি বলিয়া নিরপেক্ষ মোক্ষের হে নিয়মন কারিণি! আমি, সোমাত্মিকা স্ত্রী আগ্ন্যাত্মক পুরুষ, ইত্যাকার জ্ঞানশালী নিরুপম দুঃখকর, পুত্র হয় নাই হইয়া মরিয়াগিয়াছে, বা পুত্রের শরীর পীড়াদি দ্বারা বা সন্ততিআদির অ দ্বারা জাত পুত্রসম্বন্ধী পাপে যেন রোদন না করি। তোমার প্রসাদে টুকু অবশিষ্ট পূরণ করিতে হইবে। এরূপ করিলে, এই প্রকার ক প্রসিদ্ধ উপাসকের অগ্রে, উপাসকের মরণের পূর্ব্বে পুত্রাদি প্রজাসকল ম না। যাহার পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার এই প্রকার উপাসনা। অনন্তর যা পুত্র হয় নাই, তাহার উপাসনা প্রকার বলা যাইতেছে, অজাত পুত্র জাতপু ন্যায় সমস্ত বিধান পালন করিয়া দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বয়ের সহিত অর্ঘ্য করিয়া যে ম করিবে, তাহা বলিতেছেন; "আপ্যায়স্ব সমেতু তে", "সংতে পয়াংসি সম

অংশুমাপ্যায়যন্তীত্যেতাস্তিস্র ঋচো জপিত্বা মাহস্মাকং প্রাণেন

বৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে। বিশ্বতঃ সর্ব্বতোঽগ্নিরূপাৎপুরুষগাত্রাৎ। সোম হে সোম স্ত্রীরূপ বৃষ্ণ্যং বৃষ্ণঃ পুরুষস্য হেতুভূতং শুক্রমাগ্নেয়ং তেজো বাজস্যান্নস্য সঙ্গথে সঙ্গতে ভব। অয়মর্থঃ। পুত্রোৎপত্তিদ্বারা পিতৃণাং পিণ্ডাদ্যন্নদো ভবেতি। প্রজাসম্পত্ত্যা ত্বদীয়ং বৃষ্ণ্যমাপ্যানং বিশ্বতঃ সমেতু মহ্যং বিশ্বতো বাজস্য সঙ্গমায় ভবেতি বাঽর্থঃ। ইদানীং মন্ত্রান্তরপ্রতীকভূতং পাদান্তরমাহ—সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজা ইতি। তে তব সোমাত্মিকায়াঃ প্রকৃতেঃ সম্পয়াংসি সম্যক্ক্ষীরাণি স্তনেন্দুমেঘমণ্ডলস্থানি সমু যন্তু বাজা উ অপি বাজা বাজিনোঽন্নোপ-জীবিনস্তনয়ান্সংযন্তু সম্যগ্গচ্ছন্তু। ইদমপি পঠিতং শ্রুত্যা। শিষ্টং পাদত্রয়ম্—সংবৃষ্ণ্যান্যভিমাতিষাহঃ। আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব। সংবৃষ্ণ্যানি সম্যক্পুরুষোপকারীণি। অভিমাতিষাহো বৈরিসাহঃ পুত্রপ্রবৃদ্ধ্যা ক্ষীরাণি বৈরিণামভিভবকারীণীত্যর্থঃ। হে সোমামৃতায়ামৃতত্বায় পুত্রোৎপত্ত্যর্থ-মিত্যর্থঃ। আপ্যায়মানঃ স্বেনাংশেনৈন চ তেজসাঽপ্যায়নমাহ্লাদনং গচ্ছন্দিবি স্বর্গে শ্রবাংস্যুত্তমানি শ্রবণ যোগ্যানি যশাংসি প্রোত্তানি ধিষ্ব ধৎস্ব।

তৃতীয়মন্ত্রস্য প্রতীকং পাদমাহ—

বাজা", "যমাদিত্যা অংশু মাপ্যায়য়ন্তী" এই তিনটি ঋক্ জপ করিয়া "মাস্মাকং ইত্যাদি পাঠ করিবে। শ্রুতি তিনটি ঋকের তিনটি পাদ মাত্র ধরিয়াছেন; অবশিষ্ট ঋক্ সংহিতায় দ্রষ্টব্য প্রথম ঋকের এইরূপ অর্থ, হে সোম হে স্ত্রীরূপ! তুমি পুরুষের সর্ব্বগাত্র হইতে উৎসিক্ত পুরুষোৎপত্তির কারণ স্বরূপ আগ্নেয় তেজঃ শুক্রকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হও। তুমি আপ্যায়িত হও। তুমি অন্নের সঙ্গতির নিমিত্ত হও। অর্থাৎ পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতৃদিগের পিণ্ডাদি অন্নপ্রদ হও। অথবা প্রজাসম্পত্তি দ্বারা তোমার তেজঃ সর্ব্বথা আপ্যায়িত হউক, তুমি আমার সর্ব্বথা অন্নের সঙ্গমনিমিত্ত হও। দ্বিতীয় ঋকের অর্থ যথা,—হে সোম! তুমি সোমাত্মিকা প্রকৃতি, স্তন, চন্দ্র, ও মেঘমণ্ডলস্থ তোমার উৎকৃষ্ট ক্ষীররাশি অন্নোপ-জীবী পুত্রাদিকে সাধুভাবে প্রাপ্ত হউক।

তোমার ক্ষীররাশি পুরুষের প্রকৃষ্টরূপ উপকারী এবং পুত্রের বৃদ্ধি দ্বারা বৈরীদিগের অভিভবকারী। তুমি পুত্রোৎপত্তির জন্য স্বীয় আগ্নেয় তেজোরূপ

প্রজয়া পশুভিরাপ্যায়য়িষ্ঠা যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরাপ্যায়স্বেতি দৈবীমাবৃতমাবর্ত্ত আদিত্যস্যা-ন্বাবৃতমন্বাবর্ত্ত ইতি দক্ষিণং বাহুমন্বাবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥

যং তৃতীয়ং প্রসিদ্ধং সর্ব্বোৎপত্তিকারণম্। আদিত্যা অগ্ন্যাত্মকাঃ পুমাংসোঽংশুং সূর্য্যস্য সৌষুম্নং কিরণং সোমং স্ত্রীরূপমাপ্যায়য়ন্ত্যাহ্লাদয়ন্তি। অস্য মন্ত্রস্য পঠিতং শত্যা পাদত্রয়ম্—যমক্ষিতমক্ষিতয়ঃ পিবন্তি। তেন নো রাজা বরুণো বৃহস্পতিরাপ্যায়য়ন্তু ভুবনস্য গোপাঃ। যং সোমং রাজানং স্বর্ণং প্রকৃতিরূপং সুষুম্নানাড়ীরূপেণাক্ষিতমক্ষীণমক্ষিতয়ঃ ক্ষয়শূন্যা আদিত্যাদয়ঃ পুরুষাঃ পতিপুত্রাদিনা বর্ত্তমানাঃ পিবন্তি লাবণ্যতুগ্ধাদিরূপেণ পানং কুর্ব্বন্তি। তেনাংশুনা ক্ষিতরূপেণ সুষুম্নানাড্যেত্যর্থঃ। নোঽস্মান্সোমস্যোপাসকান্ ভুবনস্য গোপা লোকস্য রক্ষকঃ প্রজাপতির্বৃহস্পতির্বরুণো রাজা চাপ্যায়য়ন্ত্বানন্দয়ন্ত্বিতি মন্ত্রস্য প্রত্যক-পাদত্রয়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। এতা উক্তপাদত্রয়াত্মিকা স্মৃতিসংখ্যাকা ঋচঃ পাদবক্ষ্যমাণাঃ জপ্তা বাচনিকং জপং বিধায়। অনেন বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ সোমাভিমুখং দক্ষিণং ভুজং নিঃসারয়েদিত্যাহ—মাঽস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরাপ্যায়য়িষ্ঠাঃ, অস্মাকং সোমোপাসকানাং মুখবিলান্তঃসংচারিণা বায়ুনা প্রাণেন পুত্রাদিরূপয়া প্রজয়া গবাদিরূপৈঃ পশুভিরস্মৎপ্রাণপ্রজাপশুভাবেনেত্যর্থঃ। মাঽপ্যায়য়িষ্ঠা অস্মাচ্ছত্রু-নানন্দং মা নয়েথাঃ।

কিন্তু যঃ প্রসিদ্ধোঽস্মদ্দ্বেষী, অস্মান্সোমোপাসকান্দ্বেষ্টি দ্বেষং করোতি যঞ্চ কৃতাপকারমকৃতাপকারং বা প্রসিদ্ধং প্রতিকূলম্, চকারোঽস্মাসু দ্বেষিণোঽস্য চ সমুচ্চয়ার্থঃ। বয়ং সোমোপাসকা দ্বিষ্মো দ্বেষং কুর্ম্মঃ। তস্যাস্মদজ্ঞাতস্য বৈরিণঃ প্রাণেন প্রজয়া পশুভিব্যাখ্যাতম্। আপ্যায়স্বাস্মানানন্দয়েতি এবমেতন্মন্ত্রার্থ-রূপাং দৈবীং দেবেন ভবতা সংপাদ্যমানাবৃতং সঞ্চরণক্রিয়ামাবর্ত্তে সমন্বাবর্ত্তনং কুর্ব্বে।

শুক্র দ্বারা আহ্লাদন প্রাপ্ত হইতে হইতে শ্রবণ যোগ্য যশোরাশিকে স্বর্গে প্রবাহিত করিয়া ধারণ কর। তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ যথা—সকলের উৎপত্তির কারণ, সুষুম্না-নাড়ীর কিরণ স্বরূপ, স্ত্রীরূপ যে সোমকে আদিত্যরূপ পুরুষ সকল আহ্লাদিত করে; সুষুম্নানাড়ীরূপ সূর্য্যপ্রবৃত্তিক, অক্ষীণ যে সোমকে পতিপুত্রাদিরূপে বর্ত্তমান ক্ষয় রহিত আদিত্যরূপ পুরুষ সকল লাবণ্য ও দুগ্ধাদি রূপে পান করে, সেই

অথ পৌর্ণমাস্যাং পুরস্তাচ্চন্দ্রমসং দৃশ্যমানমুপতিষ্ঠেতৈত-
য়ৈবাঽঽবৃতা সোমো রাজাঽসি বিচক্ষণঃ পঞ্চমুখোঽসি প্রজাপতি-

আদিত্যা সোমাত্মকাঽঽবৃতঃ সঞ্চরণক্রিয়ানুবর্ত্তী ভবতঃ সোমস্য প্রসাদ-মাবর্ত্তনং কুর্বে। ইতি মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। এতন্মন্ত্রান্তে। দক্ষিণং বাহুং দক্ষিণং ভুজং পূর্ব্বং সোমাভিমুখং নীতমাবর্ত্তয়েৎ মন্ত্রপাঠমনু নিঃসারয়েৎ। ৫।

উপাসনদ্বয়মুক্ত্বা তৃতীয়মুপাসনং পুনঃ সোমস্যাহ—

অথামাবাস্যোপাসনাৎ প্রকৃতাদুপাসনানন্তরং কথ্যতে ইতি শেষঃ। পৌর্ণমাস্যাং পঞ্চদশ্যাং ষোড়শকলচন্দ্রসহিতায়াং পুরস্তাচ্চন্দ্রমসং দৃশ্যমানং স্বস্থাভিমুখেন প্রত্যহং ষোড়শকলং সোমমুপতিষ্ঠেতৈতয়ৈবাঽঽবৃতা পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্। উপস্থানমন্ত্রমাহ— সোমউমযা বিশ্বপ্রকৃত্যা সহ বর্ত্তমানঃ প্রিয়দর্শনঃ সোমো বা রাজা দীপ্তিমানসি ভবসি। বিচক্ষণঃ সর্ব্বলৌকিকবৈদিককার্য্যকুশলঃ পঞ্চমুখঃ পঞ্চবদনোঽসি ভবসি।

স্বপ্রাণাত্মক অগ্নিস্বরূপ কিরণ দ্বারা ত্রিভুবনের রক্ষক প্রজাপতি, বৃহস্পতি ও বরুণ-রাজ সোমের উপাসক আমাদিগকে আহ্লাদিত করুন। ইতিশব্দ মন্ত্র সমাপ্তির জ্ঞাপক। এই তিনটি পাদবদ্ধ মন্ত্রাংশ জপ করিয়া পাঠ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সোমের অভিমুখে দক্ষিণ বাহু নিঃসারিত করিবে মন্ত্রার্থ যথা,—আমরা প্রাণোপাসক। অতএব আমাদিগের প্রাণ, প্রজা ও পশুদ্বারা শত্রুদিগের আহ্লাদ ঘটাইও না। অর্থাৎ প্রাণ, প্রজা ও পশু সকলের অভাব হইয়া শত্রুদিগের আহ্লাদ বাড়াইও না। কিন্তু যে আমাদিগের দ্বেষী বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে আমাদিগের দ্বেষ করে, এবং প্রত্যক্ষপ্রকারেই হউক, আর অপ্রত্যক্ষপ্রকারেই হউক, যাহাকে সোমোপাসক আমরা দ্বেষ করিয়া থাকি সেই দ্বেষকারীর প্রাণ প্রজা ও পশুর অভাব ঘটাইয়া আমাদিগকে আহ্লাদিত কর। এই মন্ত্রার্থরূপ দেবসম্পাদ্য সঞ্চরণক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করি, তুমি অগ্নীষোমাত্মক সোম তোমার সঞ্চরণক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করি। এই মন্ত্রপাঠ করিয়া সোমের অভিমুখে উত্থিত বাহুকে নিঃসারিত করিবে, নামাইবে। ৫॥

উপাসনাদ্বয় বলিয়া আবার সোমের উপাসনা বলিতেছেন, প্রকৃত অমাবস্যার উপাসনা বলিয়া, এখন অন্যবিধ উপাসনার কীর্ত্তন করিতেছেন,—ষোড়শকলাসম্পন্ন চন্দ্রের সহিত বিদ্যমান পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিকে প্রত্যহ দৃশ্যমান চন্দ্রের উপস্থান

ব্রাহ্মণস্ত একং মুখং তেন মুখেন রাজ্ঞোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু রাজা ত একং মুখং তেন মুখেন বিশোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু শ্যেনস্ত একং মুখং তেন মুখেন পক্ষিণোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুর্বগ্নিষ্ট একং মুখং তেন মুখেনেমং লোকমৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু ত্বয়ি পঞ্চমং মুখং তেন

প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং পালয়িতা। পঞ্চাপি মুখানি বিভাগেন প্রার্থয়তে। ব্রাহ্মণো দ্বিজোত্তমস্তে তব সোমস্যৈকং মুখমেকং বদনং তেন মুখেনোক্তেন বদনেন রাজ্ঞো রাজজাতীয়ান্ ক্ষত্রিয়ানৎসি ভক্ষয়সি তেন মুখেনোক্তেন বদনেন মাং সোমোপাসকমন্নাদং কুরু, স্পষ্টম্। রাজা ত একং মুখং তেন মুখেন বিশোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরুং। রাজা শ্যেনস্তএকং মুখং তেন মুখেন পক্ষিণোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। অগ্নিষ্ট একং মুখং তেন মুখেনেমং লোক মৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। ত্বয়িপঞ্চমং মুখং তেন মুখেন সর্ব্বাণি ভূতান্যৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। মূর্দ্ধাভিষিক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ। বিশো বৈশ্যপ্রধানাঃ প্রজাঃ। শ্যেনঃ পক্ষিমাংসাশী ক্রূরঃ পক্ষী। পক্ষিণঃ কপোতাদীন্ বিহংগমান্। অগ্নির্দাহপাকপ্রকাশহেতুঃ প্রসিদ্ধঃ কৃশানুঃ। ইমং লোকং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগম্যমবায়্বাকাশং বিশ্বম্। ত্বয়ি সোমে রাজনি পঞ্চমং ব্রাহ্মণরাজন্য-

---

করিবে। পরিপাটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাসনার যাদৃশ, এ উপাসনেও তাদৃশ পরিপাটি। উপস্থানের মন্ত্র বলিতেছেন;—তুমি বিশ্বপ্রকৃতি যে উমা, তাঁহার সহিত বর্ত্তমান ও প্রিয়দর্শন, তুমি দীপ্তিমান্ রাজা হইতেছ। তুমি সর্ব্ববিধ লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যে কুশল, তোমার মুখ পাঁচ খানি। তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রজাসকলের পালয়িতা। বিভাগ করিয়া পঞ্চমুখের প্রার্থনা করিতেছেন;—দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণ তোমার (সোমের) একখানি মুখ। তুমি সেই মুখদিয়া ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজাদিগকে ভোজন করিয়া থাক। তুমি সেই মুখে সোমোপাসক আমাকে অন্নাদ কর। রাজা তোমার একখানি মুখ। তুমি সেই মুখ দিয়া বৈশ্যদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাক। তুমি সেই মুখদিয়া আমাকে অন্নাদ কর। শ্যেন (বাজপক্ষী) তোমার একখানি মুখ। তুমি সেই মুখ দিয়া পক্ষী সকলকে ভক্ষণ করিয়া থাক। সেই মুখদিয়া তুমি আমাকে অন্নাদ কর। অগ্নি তোমার একখানি মুখ। তুমি সেই মুখদিয়া

মুখেন সর্ব্বাণি ভূতান্যৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু মাঽস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষেষ্ঠা যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষীয়স্বেতি দৈবীমাবৃতমাবর্ত্ত আদিত্যস্যাঽঽবৃতমন্বাবর্ত্ত ইতি দক্ষিণং বাহুমন্বাবর্ত্ততে।

অথ সম্বেশ্যন্ত্রায়ায়ৈ হৃদয়মভিমৃশেদ্যত্তেস্বসীমে হৃদয়ে হিত-

শ্যেনাদ্যপেক্ষয়া পঞ্চসংখ্যাপূরণম্। সর্ব্বাণি ভূতানি নিখিলানি স্থিরজঙ্গমানি। শেষং ব্রাহ্মণপর্য্যায়বদ্রাজশ্যেনাগ্নিসোমপর্য্যায়েষু ব্যাখ্যেয়ম্। মাঽস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষেষ্ঠা যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভির-বক্ষীয়স্বেতি দৈবীমাবৃতমাবর্ত্ত আদিত্যস্যাঽঽবৃতমন্বাবর্ত্ত ইতি দক্ষিণং বাহুমন্বাবর্ত্ততে। অবক্ষেষ্ঠা অস্মদ্বন্ধূনামবক্ষয়ং মা কার্ষীঃ। অবক্ষীয়স্বাস্মদ্বৈরিবন্ধূনবক্ষয়ং নয়। অন্যৎপূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্। অথবাঽঽপ্যায়নাবক্ষয়ৌ ভাবিশুক্লকৃষ্ণপক্ষাপেক্ষয়া চন্দ্রনিষ্ঠৌ ব্যাখ্যেয়ৌ। তথাচৈকেনৈব পক্ষেণ স্বাত্মনো বৃদ্ধির্বৈরিণো নাশশ্চেতি ফলপ্রাপ্তিরর্থাদুক্তা ভবতি।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য বায়ু ও আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বকে ভক্ষণ কর। তুমি সেই মুখদিয়া আমাকে অন্নাদ কর। আর তোমাতে যে পঞ্চম মুখ আছে, সেই মুখ দিয়া তুমি স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতকেই ভক্ষণ করিয়া থাক। তুমি সেই মুখ দিয়া আমাকে অন্নাদ কর। আমাদিগের প্রাণ, প্রজা, ও পশুর অবক্ষয় করিও না। যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, এবং আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহার প্রাণ, প্রজা, ও পশুর অবক্ষয় কর। শত্রুর বন্ধুগণের বিনাশ কর। অথবা আমাদিগের প্রাণ, প্রজা, ও পশু দ্বারা আপ্যায়িত হইও না, এবং শত্রুর প্রাণ, প্রজা, ও পশুদ্বারা অবক্ষয় প্রাপ্ত হও। এই আপ্যায়ন ও অবক্ষয় ভাবি শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষাপেক্ষা, চন্দ্র নিষ্ঠ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিবে। তদ্দ্বারা আপনার বৃদ্ধি, ও শত্রুর অবক্ষয় রূপ ফল প্রাপ্তি অর্থাৎ হইয়া যাইবে।

সোমপ্রার্থনানন্তর, ভার্য্যার সহিত সম্প্রয়োগ করিতে করিতে জায়ার স্তনমণ্ডলাধার হৃদয়ের অভিমর্শন করিবে। অভিমর্শন শব্দে সর্ব্বতোভাবে স্পর্শ করা বুঝায়। তাহার মন্ত্র যথা :—

মন্তঃ প্রজাপতৌ মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসং তেন মাঽহং পৌত্রমঘং রুদমিতি ন হাস্মাৎপূর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতি ॥ ৬ ॥

অথৈবং সোমপ্রার্থনানন্তরম্। সংবেশনভার্য্যয়া সহ সমাগানন্দরতিপ্রজাতার্থং বেশনমুপবেশনং করিষ্যঞ্জায়ায়া হৃদয়ং স্তনমণ্ডলাধারদেশমভিমৃশেদঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ মন্ত্রেণ সর্ব্বতঃ স্পৃশেৎ। মন্ত্রমাহ—যৎপ্রসিদ্ধং শরীরান্তরকারণং সুখং তে তব সোমরূপায়াঃ স্ত্রিয়াঃ সুসীমে হে শোভনগাত্রে হে সুসীমন্নিতি বা। অথবা সপ্তম্যন্তমিদং হৃদয়বিশেষণম্। শোভনা সীমা পুরুষস্য কেদাররূপা যস্য তৎ-সুসীমং তস্মিন্‌হৃদয়ে হৃদয়পুণ্ডরীকাখ্য আনন্দাত্মনিবাসে স্থিতং চন্দ্রমণ্ডল ইবামৃতম্। অমৃতমধ্যে প্রজাপতৌ প্রজাপালকে। অথবা প্রজাপতৌ প্রজাপতিনা স্রষ্ট্রা ময়েত্যর্থঃ। মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসম্। অহং সোমোপাসকস্তব পতিস্তদুক্তং প্রজাপতিনা নিহিতং মাং সোমোপাসকং বিদ্বাংসং সমস্তশাস্ত্রার্থবিদং মন্যেঽবগচ্ছামি। তেন সত্যেন মাঽহং পৌত্রমঘং রুদমিতি ন হাস্মাৎপূর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতিব্যাখ্যাতম্। ৬।

হে শোভনাঙ্গি! তুমি সোমরূপা স্ত্রী, তোমার হৃদয় পুরুষের কেদার স্বরূপ, সেই হৃদয় পুণ্ডরীকাখ্য আনন্দাত্ম নিবাসের মধ্যে যে চন্দ্রমণ্ডলের অমৃতের ন্যায় অমৃত আছে, তাহা প্রজাপতির প্রজাপতিত্বের নিমিত্ত। অথবা তোমার হৃদয়ে জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি যে হিতকর পদার্থ নিহিত করিয়াছেন, আমি মনে করি, আমি তাহা জানি। অথবা, আমি মনে করি, আমি সোমোপাসক সকলশাস্ত্রার্থবিৎ বলিয়া, সেই অমৃত আমাকে তোমার পতি বলিয়া জানে। সেই সত্য অনুসারে পুত্রের অভাব জনিত পাপে আমি রোদন করিব না। অর্থাৎ আমি জানি, তুমি সোমরূপিনী স্ত্রী; তোমার হৃদয়ে সোমের অমৃতরাশি নিহিত আছে, সুতরাং তোমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিয়াছে ও জন্মিবে, তাহারাও সোমোদ্ভূত বলিয়া অমৃতপায়ী অমরের ন্যায় কালযাপন করিবে। আমি সোমের উপাসনা করিতেছি। তিনি আমার উপর প্রসন্ন থাকিয়া আমাকে পুত্রাভাব জনিত পাপ দুঃখে দুঃখী করিতে পারিবে না। শাস্ত্র সত্য, উপাসনা সত্য, তাহার ফল সত্য এবং সেই ফলে যে পুত্র সকল আমার পূর্ব্বে কেহ মরিবে না, জন্মিয়া অমর প্রায় থাকিবে, তাহা শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া আমি জানিতেছি। শ্রুতি বলিতেছেন,—উপাসনার ফল এতই প্রসিদ্ধ যে, তাহার পূর্ব্বে তাহার প্রজা সকল মরিবে না। ৬॥

অথ প্রোষ্যাঽঽয়ন্‌পুত্রস্য মূর্ধানমভিমৃশেৎ। অঙ্গাদঙ্গাৎসংভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা ত্বং পুত্র মাঽঽবিথ স জীব শরদঃ শতমসাবিতি নামাস্য গৃহ্নাতি। অশ্মা ভব পরশুর্ভব

ইদানীং সপুত্রস্য সোমোপাসকস্য পুনঃ কৃত্যান্তরমাহ—

অথোক্তসোমোপাসনানন্তরং প্রোষ্য গ্রামান্তরং দেশান্তরং বা গত্বাঽঽয়ন্নাগচ্ছন্নাগতঃ সন্নিত্যর্থঃ। পুত্রস্য পিতৃদুঃখনিবারকস্য বাহুপ্রাণস্য মূর্ধানং মস্তকমভিমৃশেৎ করেণ সংস্পৃশেৎ। সংস্পর্শমন্ত্রমাহ—অঙ্গাদঙ্গাৎ্যাত্রাদাত্রাচ্ছিরঃপাণ্যাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো গাত্রেভ্য ইত্যর্থঃ। সংভবসি নির্গচ্ছসি হৃদয়াদধিজায়সে সর্ব্বেভ্যো গাত্রেভ্যো নির্গতো হৃদয়াদধিকং প্রকটী ভবসি। আত্মা মৎস্বরূপঃ পুত্র হে পুত্র ত্বং পুন্নাম্নো নিরয়ান্মা মামাবিথ মম রক্ষণং কৃতবান্। স মম রক্ষকো জীব প্রাণান্ ধারয় শরদঃ শতং শতসংবৎসরানসাবেতন্নামা, ইত্যনেন মন্ত্রেণ নামাস্য গৃহ্নাতি অস্য পুত্রস্য নামগ্রহণং করোতি পিতা। নামগ্রহণে পুনর্মন্ত্রান্তরমাহ—অশ্মা ভব পাষাণো ভব রোগৈরনুপদ্রুতো বজ্রসারশরীরো ভবেত্যর্থঃ। পরশুর্ভব কুঠার-

এইক্ষণ সোমোপাসক সপুত্র হইলে, তাহার অন্যবিধ কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন ;—

উক্ত সোমোপাসনানন্তর দেশান্তরে, বা গ্রামান্তরে প্রবাস করিয়া বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া, পিতৃদুঃখ নিবারক বাহুপ্রাণ পুত্রের মূর্দ্ধা কর দ্বারা অভিমর্শন করিবে। সংস্পর্শের মন্ত্র বলিতেছেন ;—

তুমি আমার সকল গাত্র হইতে নির্গত হইয়াছ ; কিন্তু তথাপি হৃদয় হইতেই সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছ। হে পুত্র! তুমি আমার স্বরূপ। তুমি পুংনামক নিরয় হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছ। সেই তমোভূত তুমি শতবৎসর বাঁচিয়া থাক। হে শ্রীমন্ অমুক। এই মন্ত্রে পুত্রের নাম গ্রহণ করিবে। অন্য মন্ত্র পাঠ করিয়াও নাম গ্রহণ করিবে। মন্ত্র যথা,— পাষাণ হও,—রোগ দ্বারা অনাক্রান্ত হও, বজ্রসার শরীর হও। কুঠার হও, বৈরিবৃক্ষের ছেদকারী হও, স্বর্ণের ন্যায় সর্ব্বপ্রিয় হও। সর্ব্বগাত্রের সার ভূত যে তেজঃ সংসারবৃক্ষের বীজ স্বরূপ, হে পুত্র! তুমি সেই তেজোনামা হইতেছ। হে শ্রীমন্ অমুক, তুমি শতবর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাক। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুত্রের নাম গ্রহণ করিবে।

হিরণ্যমস্তৃতং ভব তেজো বৈ পুত্র নামাসি স জীব শরদঃ শতম-সাবিতি নামাস্য গৃহ্ণাতি যেন প্রজাপতিঃ প্রজাঃ পর্যগৃহ্ণাদরিষ্ট্যৈ তেন ত্বা পরিগৃহ্ণাম্যসাবিতি নামাস্য গৃহ্ণাত্যথাস্য দক্ষিণে কর্ণে জপত্যস্মৈ প্রযন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিতীন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহীতি সব্যে মা চ্ছিত্থা মা ব্যাথষ্ঠাঃ শতং শরদ আয়ুষো জীব পুত্র তে

বন্ধোরবৃক্ষচ্ছেদকরো ভব হিরণ্যমস্তৃতং ভবাস্তৃতমাস্তৃতং সর্ব্বতঃ পরিস্তৃতং কনকবৎ-সর্ব্বপ্রজাপ্রিয়ো ভব। তেজো বৈ পুত্র নামাসি বৈ প্রসিদ্ধং সর্ব্বগাত্রসারভূতং যত্তেজঃ সংসারবৃক্ষবীজং তন্নাম ত্বমসি ভবসি হে পুত্র। স জীব শরদঃ শতমসাবিতি নামাস্য গৃহ্ণাতি। ব্যাখ্যাতম্।

তৃতীয়ংবারনামগ্রহণে তৃতীয়ং মন্ত্রমাহ—

যেন প্রসিদ্ধেন স্বয়ম্প্রকাশেন তেজসা প্রজাপতিঃ প্রজানাং পালকো ধাতা প্রজাঃ স্বসন্তানভূতাঃ স্থিরজঙ্গমাখ্যাঃ পর্যগৃহ্ণাৎসর্ব্বতঃ স্বীকৃতবান্। অরিষ্টৌ প্রজানামবিনাশার্থং তেন প্রজাপতিপ্রজাগ্রহণেন তেজসা ত্বা ত্বাং পুত্রং পরিগৃহ্ণামি সর্ব্বতঃ স্বীকরোমি। অসাবিতি নামাস্য গৃহ্ণাতি ব্যাখ্যাতম্। (অথাস্য দক্ষিণে কর্ণে পিতা জপতি। অস্মৈ প্রযন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিতি, ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহীতি পুত্রস্য সব্যে কর্ণে পিতা জপতি।) ইদানীং মূর্দ্ধ আঘ্রাণে মন্ত্রমাহ—

আবার তৃতীয়বার নাম গ্রহণের মন্ত্র বলিতেছেন ;—যে স্বয়ং প্রসিদ্ধ প্রকাশ-ময় তেজঃ দ্বারা প্রজাপালক প্রজাপতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রজাসকলকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রজাসকলের রিষ্টি বিনাশের জন্য সেই তেজঃ দ্বারা তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি। হে! শ্রীমন্ অমুক! অনন্তর পুত্রের দক্ষিণ কর্ণে পিতা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিবে। যথা,—হে মঘবন্! সরল ভাব অবলম্বন করিয়া এই পুত্রকে রক্ষাকর। হে ইন্দ্র! শ্রেষ্ঠ ধন সকল ইহাকে দাও। এই মন্ত্র পিতা পুত্রের দক্ষিণ কর্ণে জপ করিবেন। এখন মূর্দ্ধার আঘ্রাণ করিতে মন্ত্র বলিতেছেন ;—আমার সন্তানচ্ছেদ করিও না ; শরীরেন্দ্রিয় মনঃ দ্বারা ব্যথা পাইও না ; শতবর্ষ আয়ু লইয়া বাঁচিয়া থাক। হে পুত্র! তোমার নামের সহিত তোমার মূর্দ্ধার অবঘ্রাণ লইব। (হে শ্রীমন্ অমুক।) আমি তোমার পিতা শ্রীঅমুক

নাম্না মূর্ধানমবজিঘ্রাম্যসাবিতি ত্রির্মূর্ধানমবজিঘ্রেদ্গবাং ত্বা হিংকারেণাভি হিং করোমীতি ত্রির্মূর্ধানমভি হিং কুর্যাৎ ॥ ৭ ॥

অথাতো দৈবঃ পরিমর এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদগ্নির্জ্বলত্যথৈত

মা চ্ছিথা মৎসন্তানচ্ছেদং মা কার্ষীর্মা ব্যথিষ্ঠাঃ শরীরেন্দ্রিয়মনোভির্ব্যথাং মা গাঃ। শতং শরদ আয়ুষো জীব শতং সংবৎসরাঞ্জীবেত্যর্থঃ। পুত্র হে পুত্র তে নাম্না তব পুত্রস্যাভিধানেন দেবদত্তাদিলক্ষণেন মূর্ধানং মস্তকমবজিঘ্রাম্যাঘ্রাণং করোমি। অসাবেতন্নামাঽহং তব পিতা। ইত্যনেন মন্ত্রেণ ত্রিস্ত্রিবারং মূর্ধানমবজিঘ্রেন্মূর্ধ্ন্যাঘ্রাণং কুর্য্যাৎ। ইদানীং হিংকারমন্ত্রমাহ—গবাং কামধেন্বাদীনাং সবৎসানাং ঘটোঘ্নীনাং ত্বা ত্বাং পুত্রং হিংকারেণ বৎসাকারণার্থং গোভিঃ ক্রিয়মাণং স্বরো হিংকারস্তেনাভি হিং করোমি সর্ব্বতো হিংকারেণাঽহকারয়ামি। ইত্যনেন মন্ত্রেণ ত্রিস্ত্রিবারং মূর্ধানমভি হিং কুর্য্যাৎসর্ব্বতো মূর্ধ্নি হিমিতি শব্দং কুর্য্যাৎ। ৭।

এবং কৌষীতকেস্ত্রীণ্যুপাসনান্যুক্ত্বা প্রকৃতং প্রাণস্য ব্রহ্মত্বং সংবর্গবিদ্যারূপেণাস্থিতং বিবক্ষুঃ ফলান্তরায় নামান্তরমাহ—

অথ প্রাণস্য ব্রহ্মত্বকথনানন্তরম্। অতো যস্মাৎস্ববৈরিণো মরণস্যেচ্ছাঽস্যাৎ-

এই মন্ত্রে তিনবার পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিবে। এখন হিংকারের মন্ত্র বলিতেছেন ;—ঘটোঘ্নী সবৎসা কামধেন্বাদি গোর হিংকার অনুকরণ করিয়া হে পুত্র তোমাকে আমি হিংকৃত করিতেছি। যেমন বৎসকে স্নেহ জানাইবার জন্য গাভি হিংকার শব্দ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও স্নেহ ভাবে তোমাকে স্নেহের আকার হিংকার করিয়া জানাইতেছি। এই মন্ত্রে তিনবার পুত্রের মস্তকে হিংকার করিবে। ৭ ॥

এইরূপে কৌষীতকির তিনটি উপাসনা বলিয়া এখন প্রকৃত প্রাণের ব্রহ্মত্ব সংবর্গবিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত আছে, ইহা বলিতে ইচ্ছা করিয়া অন্য বিধফলের জন্য অন্যান্য নাম বলিতেছেন ,—

প্রাণের ব্রহ্মত্ব কথনানন্তর, যে হেতু উপাসকের নিজবৈরীর মরণে ইচ্ছা হয়, সেই হেতু দৈব পরিমর বলা যাইতেছে ;—অগ্নি ও বাগাদিদেবগণের সর্ব্বতো মরণ যেরূপে হয়, তাহা বলা যাইতেছে ;—প্রাণ ব্রহ্মরূপে পরিমর, ইহাই বলা হইতেছে ;—

ন্ম্রিয়তে যন্ন জ্বলতি তস্যাঽঽদিত্যমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদাদিত্যো দৃশ্যতেঽথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন দৃশ্যতে তস্য চন্দ্রমসমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চন্দ্রমা দৃশ্যতে।

কারণাৎ। দৈবো দেবানামগ্নিবাগাদীনাং সম্বন্ধী দৈবঃ। পরিমরঃ প্রাণং পরিতো ম্রিয়ন্তেঽগ্ন্যাদ্যাবাগাদ্যাশ্চেতি প্রাণো ব্রহ্মরূপঃ পরিমর কথ্যত ইতি শেষঃ। এতৎ প্রত্যক্ষং বৈ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম প্রাণোপাধিকং সত্যজ্ঞানাদিরূপং দীপ্যতে প্রকাশতে যদ্‌যদাঽগ্নির্দ্দাহপাকপ্রকাশহেতুঃ কৃশানুঃ। জ্বলতি দীপ্তিমান্‌ভবতি। অথ তদা, এতদুক্তং ব্রহ্ম ম্রিয়তে প্রাণং মুঞ্চতি যন্ন জ্বলতি যদাঽগ্নির্দীপ্তিমান্ন ভবতি তস্য দীপ্তিশূন্যস্যাগ্নেরাদিত্যমেব ভাস্করমেব ন অন্যং তেজো গচ্ছতি দীপ্তিঃ প্রাপ্নোতি বায়ুমাধিদৈবিকং প্রাণং বাতং প্রাণঃ প্রকর্ষেণ চেষ্টাহেতু-র্বাতো গচ্ছতি। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যৎপূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্। আদিত্যো দৃশ্যতে ভাস্করো নয়নপথমাগচ্ছতি। অথৈতন্ম্রিয়তে যৎ পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্। ন দৃশ্যতে। নয়নাভ্যাং ন নিরীক্ষ্যতে তস্যাদৃষ্টস্যাঽঽদিত্যস্য চন্দ্রমসমেব সোম-মেব ন অন্যং তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চন্দ্রমা দৃশ্যতে।

এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে প্রাণোপাধিক সত্য জ্ঞান ও আনন্দরূপ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, যখন দাহ পাক প্রকাশের হেতু অগ্নি দীপ্তিমান্ হন। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম প্রাণ পরিত্যাগ করেন, যখন অগ্নি দীপ্তিমান না হন। তখন সেই দীপ্তিশূন্য অগ্নির তেজঃ আদিত্যেই যাইয়া থাকে, আর অগ্নির যে প্রাণ আধিদৈবিক প্রাণ বায়ুকে সে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অগ্নির দাহাদিকার্য্যে প্রবৃত্তির কারণ যে প্রাণরূপ বায়ু, সে তখন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, প্রাণোপাধিক সত্যজ্ঞান ও আনন্দ রূপ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, যখন আদিত্য নয়নপথগামী হন। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন ভাস্কর দেব নয়নদ্বয়দ্বারা নিরীক্ষিত না হন। তখন তাঁহার জ্যোতিঃ চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহার প্রেরণাকার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়।

অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন দৃশ্যতে তস্য বিদ্যুতমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ্বিদ্যুদ্বিদ্যোততেঽথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন বিদ্যোততে তস্য বায়ুমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ।

তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতা বায়ুমেব প্রবিশ্য বায়ৌ মৃতা ন মূর্চ্ছন্তে তস্মাদেব উ পুনরুদীরত ইত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মমেতদ্বৈব্রহ্ম দীপ্যতে যদ্বাচা বদত্যথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন বদতি তস্য চক্ষুরেব

অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন দৃশ্যতে তস্য বিদ্যুতমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যৎ। চন্দ্রমাঃ সোমস্তস্য চন্দ্রমসো বিদ্যুতমেব সৌদামিনী-মেব নয়নম্। অন্যৎপূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্। বিদ্যুৎসৌদামিনী বিদ্যোততে বিদ্যোতনং কুরুতে দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন বিদ্যোততে তস্য বায়ুমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। ন বিদ্যোততে ন দৃশ্যতে তস্য বিদ্যুদ্রূপস্য তেজঃপ্রাণো বায়ুমেবাভিগচ্ছতঃ। অন্যৎপূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্।

তা উক্তা বৈ প্রসিদ্ধা এতা অগ্ন্যাদিত্যচন্দ্রমোবিদ্যুদ্রূপাঃ সর্ব্বা নিখিলা দেবতা দেবতাশব্দাভিধেয়া বায়ুমেব বাহ্যং প্রাণমেব ন অন্যং প্রবিশ্য প্রবেশনং কৃত্বা বায়াবাধিদৈবিকে প্রাণে মৃতা অস্তং গতা ন মূর্চ্ছন্তে ন বিনশ্যন্তি বায়ুতাদাত্ম্যেন। তস্মাদেব উ অপি তত এব বায়োর্ন অন্যস্মাৎপুনরুদীরতে ভূয় উদয়মাগচ্ছন্তি। ইত্যনেন প্রকারেণাধিদৈবতং দেবতামধিকৃত্যোক্তমধি-দৈবতম্। অথাধিদৈবতকথনানন্তরম্। অধ্যাত্মমাত্মানমধিকৃত্যোক্তমধ্যাত্মম্।

এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, ব্রহ্ম দীপ্ত পান, যখন চন্দ্রমা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন চন্দ্রমা দেখিতে পাওয়া না যায়। তখন তাঁহার তেজঃ বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে। এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, ব্রহ্ম দীপ্ত পান, যখন বিদ্যুৎ বিদ্যোতন করে। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন বিদ্যুৎ বিদ্যোতন করে। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন বিদ্যুৎ বিদ্যোতন না করে, তখন তাঁহার তেজ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ ও বায়ুকে প্রাপ্ত হয়। প্রসিদ্ধ এই সকল সেই অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎ স্বরূপ দেবতাগণ বায়ুরূপ প্রাণে প্রবেশ করিয়া সেই

তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চক্ষুষা পশ্যত্যথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন পশ্যতি তস্য শ্রোত্রমেব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণোত্যথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন

বাচা চক্ষুষা শ্রোত্রেণ মনসাচেন্দ্রিয়েণ বদনমবলোকনং শ্রবণং ধ্যানঞ্চ যথাক্রমেণ কুরুতেচেদ্দীপনং ন চেন্মরণম্। অগ্নেৰ্বাগাদিত্যস্য চক্ষুশ্চন্দ্রমসঃ শ্রোত্রং বিদ্যুতো মনো বায়োঃ প্রাণ ইত্যত্র বিশেষঃ। অন্যৎপূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্।

দৈবপরিমরজ্ঞানস্য ফলমাহ—

তত্তস্মিন্দৈবে পরিমরে জ্ঞাতে যদি পক্ষান্তরেৎসম্ভাবিতমিদম্। অথ কথঞ্চিদিচ্ছা ভবেৎ। হ প্রসিদ্ধা বৈ স্বর্গমাণাঃ। এবং বিদ্বাংস উক্তেন প্রকারেণ দৈবপরিমরজ্ঞানবন্ত উভৌ দ্বৌ পর্ব্বতৌ গিরী অভিপ্রবর্ত্তেয়াতামভিপ্রবর্ত্তয়েরন্সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তিং দ্বন্দযুদ্ধৈরিবোৎপতনাধোভূমিপ্রবেশাদিকং কারয়েয়ুঃ।

আধিদৈবিক প্রাণে অস্ত যাইয়া মরেন না ; কিন্তু বায়ুর সহিত অভিন্ন ভাবেই অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই জন্য বায়ু হইতেই তাঁহারা আবার উদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইপ্রকার দেবতাকে অধিকার করিয়া বলা হইল। অনন্তর আত্মাকে অধিকার করিয়া বলা যাইতেছে। এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, ব্রহ্ম প্রকাশ পান, যখন বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলা হয়। আবার তখন এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন বাগিন্দ্রিয় কথা না বলে। তখন তাহার তেজঃ চক্ষুকে আশ্রয় করে। প্রাণ প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, ব্রহ্ম প্রকাশ পান, যখন চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায়। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন না দেখে। তখন তাহার তেজ শ্রোত্র প্রাপ্ত হয়, প্রাণ প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, ব্রহ্ম দীপ্তি পান, যখন শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করে। আবার যখন কথিত এই ব্রহ্ম শ্রবণ না করে, তখন মরিয়া যায়। তখন তাহার তেজকে মনঃ প্রাপ্ত হয়, প্রাণকে প্রাণ। এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে ব্রহ্ম দীপ্ত হন, যখন মন দ্বারা ধ্যান করে। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন ধ্যান না করে। তখন তাহার তেজ প্রাণকে প্রাপ্ত হয় প্রাণকে প্রাণবায়ু। সেই সকল এই দেবতাগণ প্রাণে প্রাণে প্রবেশ

শৃণোতি তস্য মন এব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যন্মনসা ধ্যায়ত্যথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন ধ্যায়তি তস্য প্রাণমেব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণস্য বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ প্রাণমেব প্রবিশ্য প্রাণে মৃতা ন মূর্চ্ছন্তে তস্মাদেব উ পুনরুদীরতে তদ্যদি হ বা এবং বিদ্বাংস উভৌ পর্ব্বতাবভিপ্রবর্ত্তেয়াতাং তুস্তূর্ষমাণৌ দক্ষিণশ্চোত্তরশ্চ ন হৈবৈনং স্তৃণ্বীয়াতাম্।

তৌচ পর্ব্বতৌ কিমন্নাবেকদেশৌ চেত্যাশঙ্ক্য নেত্যাহ—তুস্তূর্ষমাণৌ দক্ষিণশ্চোত্তরশ্চাহংপূর্ব্বং বুবাণৌ। দক্ষিণ এবং দৃশশ্চোত্তরঃ চকারৌ দক্ষিণোত্তরয়োস্তুস্তূর্ষমাণপদসম্বন্ধার্থৌ। অয়মর্থঃ। উত্তরপূর্ব্বাদিদেশস্থ একোঽপরশ্চ ভারতবর্ষাদিস্থঃ। উভাবপি ভ্রমণগতিনিরোধকৌ পৃথিবীং পাদপীড়নেন পাতালং নয়ন্তৌ বিশ্বাবকাশং স্বদেহেন গ্রসন্তাবিতি। ন হৈবৈনং স্তৃণ্বীয়াতাম্। এনমেতানবিদুষঃ। হ প্রসিদ্ধং নৈব স্তৃণ্বীয়াতাং নৈব হিংস্যাতামতিক্রমণং নৈব কুর্ব্বীয়াতাং যতক্রমেভিস্তদেব কুর্ব্বীয়াতামিত্যর্থঃ।

করিয়া প্রাণে অস্ত যাইয়া প্রাণের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। আবার সেই প্রাণবায়ু হইতেই উদয়কে প্রাপ্ত হয়। এখানে বুঝিতে হইবে, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনঃরূপ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বলা, দেখা শোনা ও ধ্যান করা। অগ্নি হইতে বাক্, আদিত্য হইতে চক্ষুঃ চন্দ্রমা হইতে শ্রোত্র, বিদ্যুৎ হইতে মন ও বায়ু হইতে প্রাণ হয়। এখন দৈব পরিমর জ্ঞানের ফলকি, তাহা বলিতেছেন, সেই দৈব পরিমর জ্ঞাত হইলে, যদি কথঞ্চিৎ ইচ্ছা হয়, এইরূপ জ্ঞান শালী দৈবপরিমর জ্ঞানবন্ত যেমন দ্বন্দ্বযুদ্ধে করিয়া থাকে, সেইরূপ একেবারে দক্ষিণদিকে ও একেবারে উত্তরদিকে আস্থরণ করিয়া অবস্থিত উভয় পর্ব্বতকে উৎপতন ছুড়িয়া ফেলাও অধোভূমি প্রবেশনাদি (পুড়িয়া ফেলা) করাইবে, তবে সে পর্ব্বত হিংসা করে না। অর্থাৎ যদি এই প্রকার দৈব পরিমর জ্ঞানশালী বিদ্বান্ কখনও ইচ্ছা করে যে, আমি উত্তর কচ্ছ ও ভারতবর্ষে উভয় পর্ব্বতকে একই সময়ে আকাশে ছুড়িয়া ফেলিব, বা ভূতলে পুড়িয়া ফেলিব, কিংবা পরিবর্ত্তিত করিয়া স্থাপন করিব। অথবা কিছু উচ্চ করিয়া দিব, তবে সেই জ্ঞান-

অথ য এনং দ্বিষন্তি যাংশ্চ স্বয়ং দ্বেষ্টি ত এনং সর্ব্বে পরিম্রিয়ন্তে ॥ ৮ ॥

অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানং সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ।

অথৈনং সকলদৈবপরিমরজ্ঞানানন্তরং যে দৈবপরিজ্ঞানশূন্যা গতভাগ্যা এনং দৈবপরিজ্ঞানবন্তং দ্বিষন্তি, অসহিষ্ণবোঽপকারানুর্ব্বন্তো ন বহু মন্যন্তে যাংশ্চ প্রসিদ্ধানগতভাগ্যান্। চকারঃ পূর্ব্বোক্তামপি সমুচ্চয়ার্থঃ। স্বয়ং দৈবপরিমরজ্ঞানবান্দ্বেষ্টি ন সহতে কুতশ্চিদভাগ্যযোগাত্ত এনং সর্ব্বে পরিম্রিয়ন্তে, এনং দৈবপরিমরজ্ঞানবন্তং ত এতস্মিন্দ্বেষিণ এতস্য দ্বেষ্যাশ্চ সর্ব্বে নিখিলাঃ সপুত্রপশুবান্ধবা ইত্যর্থঃ। পরিম্রিয়ন্তে সর্ব্বতো নিধনং গচ্ছন্তি ॥ ৮ ॥

অথ পরিমরগুণোপাসনানন্তরম্। অতো যস্মাৎফলান্তরাপেক্ষাঽস্মাৎকারণান্নিঃশ্রেয়সাদানং নিঃশ্রেয়সং সর্ব্বস্মাদুৎকর্ষরূপো গুণো মোক্ষবিশেষস্তদ্গুণবিশিষ্টস্য প্রাণস্যাঽঽদানং স্বীকারঃ ক্রিয়ত ইতি শেষঃ। তত্র প্রাণে নিঃশ্রেয়সমিতি নাবিচার্য্য স্নেহাদিনা স্বীকৃতং কিন্তু মহতা সংঘর্ষেণ বিচারিতম্ এতদর্থমাখ্যায়িকামাহ—সর্ব্বা নিখিলা হ কিল বৈ প্রসিদ্ধা দেবতা দেবতা-

---

শালী বিদ্যানের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া তাহার শক্তিকে অতিক্রম করে না, কিন্তু সে যাহা করিবে বা করাইতে চাহিবে, জড় পর্ব্বতও তাহাই করিতে সম্মত হইবে।

সকল দৈব পরিমর জ্ঞানানন্তর; যে, সকল দৈব পরিমর জ্ঞানশূন্য হতভাগ্য এই দৈব পরিমর জ্ঞানশালীকে দ্বেষ করে, অসহিষ্ণু হইয়া অপকার করে, সম্মান করেনা; আর এই উপাসক স্বয়ং যে সকল হতভাগ্যকে দ্বেষ করে, এই সকল সেই দ্বেষকারী ও দ্বেষ্যগণ সকলেই পুত্র, পশুও বান্ধবাদির সহিত সর্ব্বতোভাবে নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮ ॥

পরিমর গুণোপাসনান্তর, যেহেতু ফলান্তরেরও অপেক্ষা থাকিয়া যায়; সেই হেতু নিঃশ্রেয়সাদান নামক উপাসন বলা যাইতেছে। নিঃশ্রেয়স শব্দে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষরূপ গুণ, মোক্ষবিশেষ আর কি, সে গুণ বিশিষ্ট প্রাণের উপাসন বুঝিতে হইবে। প্রাণ যে নিঃশ্রেয়স, তাহা বিচার না করিয়াই স্নেহাদিবশতঃ স্বীকার

অস্মাচ্ছরীরাদুচ্চক্রমুস্তদ্দারুভূতং শিশ্যেঽথৈনদ্বাক্প্রাবিবেশ তদ্বাচা বদচ্ছিশ্য এব।

শব্দবাচ্যা বাগাদ্যাঃ অহংশ্রেয়সেঽহংবাদেনাঽঽত্মনঃ শ্রেয় আধিক্যং তদর্থং বিবদমানা মামন্তরেণ কা ভবত্য ইতি স্বব্যতিরিক্তাঃ পরাণ্তিরস্কুবত্য ইত্যর্থ।

স্বয়ং নিশ্চয়ং কর্ত্তুমশক্তাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কা নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। স হি প্রাণে শ্রৈষ্ঠ্যং জানন্নপি স্বসুতানাং দুঃখং দাতুমশক্তোঽমুমুপায়ং প্রত্যপদ্যত। যস্মিন্ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপিষ্ঠং শব সমানং ভবিষ্যতি স বঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যুক্তে তথৈব স্বশ্রৈষ্ঠ্যনির্দ্ধারণার্থং ক্রমেণোৎক্রমণং কৃতবত্য ইত্যাহ—

অস্মাৎ প্রত্যক্ষাচ্ছরীরান্মনুষ্যাদিদেহাদুচ্চক্রমুর্বাগাদয়ঃ ক্রমেণোৎক্রমণং চক্রুঃ। তৎস্থূলশরীরং বাগাদীনাং প্রত্যেকমুৎক্রমণে বদনাদিব্যাপারমকুর্ব্বৎ-স্থিতং যদা পুনর্মুখ্যপ্রাণ উৎক্রান্তস্তদা দারুভূতং চিতাকাষ্ঠসমানমস্পৃশ্যং সর্ব্ব-ব্যাপারশূন্যং শিশ্যে শয়নং কৃতবৎ। এবং ব্যতিরেকেণ নিশ্চয়ে সম্পন্নেঽপ্যতি-স্পর্দ্ধাবশাদন্বয় মন্তরেণ নিশ্চয়মনধিগচ্ছন্তোঽন্বয়মপ্যনুষ্ঠিতবন্ত ইত্যাহ—অথ শরীরস্য দারুভূতস্য শয়নানন্তরমেতচ্ছরীরং বাগ্বাগিন্দ্রিয়ং প্রবিবেশ প্রবেশং কৃতবৎ। তচ্ছরীরং বাচা বাগিন্দ্রিয়েণ বদদ্বাগ্‌ব্যাপারং কুর্ব্বচ্ছিশ্য এব শয়নং কৃতবদেব ন তুত্থিতবৎ।

করা হয় নাই; কিন্তু মহান্ সংঘর্ষ করিয়া বিচার করা হইয়াছে, তবে স্বীকার করা হইয়াছে। এই জন্য আখ্যায়িকা একটি বলিতেছেন;—

প্রসিদ্ধ নিখিল বাগাদিদেবগণ, অহংবাদে নিজের শ্রেয় অধিক বলিয়া বিদ্যমান হইয়া আমি ব্যতিরেকে তোমরা কে? এইরূপ উক্তি করিয়া অন্যসকল দেবতাকে তিরস্কার করিতে করিতে এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়াছিল। নিজেরা কে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, তাহাদিগের পিতা যে প্রজাপতি, তাঁহার নিকট যাইয়া বলিয়াছিল ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি প্রাণকে শ্রেষ্ঠ জানিয়াও পুত্রদিগকে দুঃখ দিতে অক্ষম হইয়া এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি বলিয়া ছিলেন, দেখ, তোমাদিগের মধ্যে যে এই শরীর হইতে উক্রান্ত হইলে এই শরীর পাপিষ্ঠতম হয়, শবসমান হয়, সেই তোমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতি এই কথা বলিলে, সেইরূপ নিজের শ্রেষ্ঠতানির্দ্ধারণ

অথৈনচ্চক্ষুঃ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছিশ্যে এবা-
থৈনচ্ছ্রোত্রং প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণ্বচ্ছিশ্যে
এবাথৈনন্মনঃ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণ্বন্ম-
নসা ধ্যায়চ্ছিশ্যে এবাথৈনং প্রাণঃ প্রবিবেশ তত্তত এব সমু-
ত্তস্থৌ তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মা-
নমভিসংভূয় সহৈতৈঃ সর্ব্বৈরস্মাল্লোকাদুচ্চক্রমুঃ।

বাক্‌প্রবেশানন্তরং চক্ষুরিন্দ্রিয়ং প্রবিষ্টং ততশ্চাবলোকনং বদনঞ্চাভূৎ। অনন্তরং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং প্রবিষ্টং ততশ্চ শ্রবণাবলোকনবদনান্যভূবন্। অনন্তরং মনঃ প্রবিষ্টং ততশ্চ ধ্যানশ্রবণাবলোকনবদনান্যাসন্তু শরীরমুত্থিতম্‌পাদিতং ত্বেতৎ-পর্য্যায়ত্রয়েণাহহ—

অথৈনচ্চক্ষুঃ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদদিত্যাদি। স্পষ্টম্। অথ বাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃ প্রবেশানন্তরমেতচ্ছরীরং বদৎপশ্যচ্ছৃণ্বদ্ধ্যায়ৎপ্রাণো মুখ্যবিলান্তর্বর্ত্তী পঞ্চবৃত্তি র্বায়ুবিশেষঃ প্রবিবেশ প্রবেশং কৃতবান্। তচ্ছরীরং তত এব তৎপ্রাণ প্রবেশাদেব ন ত্বন্যস্মাৎসমুত্তস্থৌ সমুত্থানং কৃতবৎ। তে বাগাদয়ঃ প্রকাশকত্বাভিমানা দেবা দেবশব্দাভিধেয়াঃ প্রাণে শরীরোত্থাপনহেতৌ প্রকৃষ্টচেষ্টাবতি নিঃশ্রেয়সং সর্ব্বেভ্যো বাগাদিভ্য উৎকর্ষং বিদিত্বা প্রাণমেব প্রকৃষ্টচেষ্টাবন্তং ন ত্বন্যং প্রজ্ঞাত্মানং। প্রজ্ঞাত্মনো ভূম উপাধিভূতং সংপ্রসাদম্। অথবা প্রাণে সতি প্রজ্ঞায় দর্শনাদসতি চাদর্শনাৎপ্রাণস্য প্রজ্ঞাত্মত্বমবিরুদ্ধমভিহিতং প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মান-মিতি। অভিসংভূয় সম্যক্ সম্ভবনং প্রাপ্তিং কৃত্বা সহৈতৈঃ সর্ব্বৈরেতৈঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানৈর্নির্দিষ্টৈঃ সহ যথা প্রাণবৃত্তিভেদা আধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদ শূন্যা স্তদ্বদ্বাগাদয়োঽপীত্যর্থঃ। অস্মাৎপ্রত্যক্ষাল্লোকাত্তত্তদ্রূপাচ্ছরীরাচ্চক্ষুবাদ্যভিমানাদিত্যর্থঃ। উচ্চক্রমুরুৎক্রমণং চক্রুঃ।

করিবার জন্য এক এক করে শরীর হইতে দেবগণ উৎক্রমণ করিয়াছিল। এই কথা বলিতেছেন,—এই প্রত্যক্ষ মানবাদি দেহ হইতে ক্রমে উৎক্রমণ করিয়া-ছিল। সেই স্থূল শরীর বাগাদিদেবগণের প্রত্যেকে উৎক্রান্ত হইলে বদনাদি ব্যাপার না করিয়াও ছিল; কিন্তু যখন মুখ্য প্রাণ উৎক্রান্ত হইলেন, তখন চিতাকাষ্ঠের ন্যায় অস্পন্দভাবে সর্ব্ববিধ ব্যাপারশূন্য হইয়া শয়ন করিয়াছিল।

তে বাগ্নু প্রতিষ্ঠা আকাশাত্মানঃ স্বরীয়ুস্তথো এবৈবং বিদ্বান্-সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মানমভিসংভূয় সহৈতৈঃ সর্ব্বৈর-

তে পরিত্যক্তত্দভিমানা বাগাদয়ো বায়ুপ্রতিষ্ঠা বায়াবাধিদৈবিকে প্রাণে প্রতিষ্ঠা প্রাণো নিঃশ্রেয়সমিতি জ্ঞানমাশ্রয়ো যেষাং তে বায়ুপ্রতিষ্ঠাঃ। আকাশাত্মান আকাশবৎসর্ব্বগত আত্মা যেষাং ত আকাশাত্মানঃ। স্বরীয়ুঃ স্বঃ স্বর্গমহাদিস্বরূপমীয়ুর্গতবন্ত ইত্যর্থঃ। তথো এব, উ অপি তদ্বদেব যথা দেবা ন অন্যথা। এবং বিদ্বানুক্তেন প্রকারেণ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং জানন্‌সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিখিলানাং স্থিরজঙ্গমানাং প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মানমভিসংভূয় সহৈতৈঃ

এইরূপ ব্যতিরেক প্রমাণ দ্বারা প্রাণের মুখ্যতা সম্পন্ন হইলেও আবার অত্যন্ত স্পৃহা বশতঃ অন্বয় প্রমাণ ব্যতীত স্থির নিশ্চয় লাভ করিতে না পারায়, অন্বয়েরও অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এই কথা বলিতেছেন;—শরীর কাষ্ঠবৎ শয়ন করিয়া পড়িয়া থাকার পর, বাগিন্দ্রিয় এই শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল' কিন্তু বাগিন্দ্রিয় দ্বারা সে শরীর কথা বাক্য বলিয়াও শয়ন করিয়াই ছিল। অনন্তর চক্ষুরিন্দ্রিয় সে শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা ও চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিয়াও শয়ন করিয়াছিল। তারপর শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু কথা বলিয়া, দর্শন করিয়া ও শ্রবণ করিয়াও শয়ন করিয়াছিল। তৎপরে মনঃ প্রবিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু কথা বলা, দর্শন করা, শ্রবণ করা, ও ধ্যান করা হইলেও শয়ন করিয়াছিল। উত্থিত হয় নাই। এই কথা বলা হইতেছে;—অনন্তর বাক্ প্রবিষ্ট হইয়াছিল: কিন্তু বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলিয়াও শয়ন করিয়াছিল। এইরূপে চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ও মনঃপ্রবেশের পর দর্শন, শ্রবণ ও ধ্যান করিয়াও শয়ন করিয়াই ছিল, উত্থিত হয় নাই। অনন্তর সেই শরীরে সর্ব্বশরীর চারী মুখ্যপ্রাণ পঞ্চবিধ বৃত্তির সহিত শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তখন সেই প্রাণে প্রবেশ বশতঃ শরীর সমুত্থিত হইয়াছিল। তখন সেই বাগাদিদেবতারা স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রবৃষ্ট চেষ্টার হেতু সেই প্রাণে নিঃশ্রেয়স-সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ জানিয়া, প্রবৃষ্ট চেষ্টাবান্, প্রজ্ঞাত্মার উপাধি স্বরূপ প্রাণকেই, অথবা প্রাণ থাকিলে, তবে প্রজ্ঞার দর্শন হয়, না থাকিলে দর্শন হয় না এই জন্য প্রাণকে প্রজ্ঞার আত্মা বলা হইয়াছে; এটা কিছুই বিরুদ্ধ হয় নাই; সেই

স্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি স বায়ুপ্রতিষ্ঠ আকাশাত্মা স্বরেতি স তদ্ভবতি যত্রৈতে দেবাস্তৎপ্রাপ্য তদমৃতো ভবতি যদমৃতা দেবাঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বৈরস্মাৎ। ব্যাখ্যাতম্। শরীরাচ্ছরীরাভিমানাদুৎক্রামত্যুত্তিষ্ঠতি শরীরাভিমানং পরিত্যজতীত্যর্থঃ। স বায়ু প্রতিষ্ঠ আকাশাত্মা স্বরেতি। ব্যাখ্যাতম্। উপাসকস্যৈকত্বাদেকবচনং বিশেষঃ। স্বঃ স্বর্গং প্রাণং ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদনদ্বারাহহনন্দাত্মানং বৈতি গচ্ছতি। স্বরেতীত্যেতদ্ব্যাকরোতি—স উপাসকস্তদ্ভবৎযুক্তং প্রাণস্বরূপং ভবতি। তচ্ছব্দার্থমাহ—যত্র যস্মিন্‌প্রাণস্বরূপে এতে দেবা এতে বাগাদয়োঽগ্ন্যাদ্যাত্মকা দেবশব্দাভিধেয়াঃ। নন্থ বাগাদীনামগ্ন্যাদ্যাপ্তিলক্ষণমমৃতত্বং জাতং তৎপ্রাপ্তাবুপাসকস্য পুনস্তৎপ্রাপ্তৌ কিং স্যাদিত্যত আহ—তৎপ্রাণস্বরূপং প্রাপ্যাবাপ্য তদমৃতস্তৎসর্ব্বপরিচ্ছে শূন্যমমৃতত্বং যস্য সোঽয়ং তদমৃতো ভবতি স্পষ্টম্। যদমৃতা যৎপ্রসিদ্ধং সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্যমৃতত্বং যেষাং তে যদমৃতা দেবা বাগাদ্যাঃ। ৯ ॥

প্রজ্ঞাত্মাপ্রাণকেই পরিবেষ্টন করিয়া, এই সকলের সহিত, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক নিখিল বৃত্তি বিশেষের সহিত, যে প্রাণ বৃত্তিবিশেষ আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদ শূন্য, সেইরূপ বাগাদিইন্দ্রিয়গণও এই প্রত্যক্ষলোক শরীর হইতে চক্ষুরাদির অভিমান হইতে উৎক্রমণ করিয়াছিল। পরিত্যক্ত শ্রেষ্ঠত্বাভিমান বাগাদি ইন্দ্রিযগণ আধিদৈবিক প্রাণে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া 'প্রাণই নিঃশ্রেয়স' এইরূপ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত স্বরূপে অগ্ন্যাদি স্বরূপ স্বর্গে গমন করিয়াছিল। সেই রূপই এই প্রকার জ্ঞানশালী প্রাণে নিঃশ্রেয়স জানিয়া, স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল ভূতের প্রাণাপানাদি এই সকল বৃত্তির সহিত প্রজ্ঞাত্মা প্রাণকে (পরিবেষ্টন করিয়া) সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গন করিয়া, এই শরীরের অভিমান হইতে উৎক্রান্ত হয় শরীরাভিমান পরিত্যাগ করে। সে আধিদৈবিক প্রাণ বায়ুতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আকাশবৎ সর্ব্বগতভাবে স্ব স্বরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হয় প্রাণকে পায়, বা ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদন দ্বারা আনন্দ আত্মাকে পায়। সে উপাসক তাহাই (প্রাণস্বরূপ) হয়, যে প্রাণে এই সকল বাগাদি দেবতা, অগ্ন্যাদ্যাত্মক হইয়া গিয়াছে।

অথাতঃ পিতাপুত্রীয়ং সম্প্রদানমিতি চাহচক্ষতে। পিতা পুত্রং প্রেষ্যন্নাহ্বয়তি নবৈস্তৃণৈরগারং সংস্তীর্য্যাগ্নিমুপসমাধায়োদকুম্ভং সপাত্রমুপনিধায়াহতেন বাসসা সম্প্রচ্ছন্নঃ স্বয়ং শ্যেত

ইদানীং প্রাণবিদঃ সংপ্রত্তিকর্ম্মাহ—

অথ প্রাণোপাসনানন্তরম্। অতো যস্মান্মরণমবশ্যংভাবি, অস্মাৎকারণাৎ-পিতাপুত্রীয়ং পিত্রা পুত্রায় দীয়মানং পিতাপুত্রীয়ং সম্প্রদানং সম্যক্প্রদীয়ত ইতি সম্প্রদানং সংপ্রত্তিকর্ম্মেত্যর্থঃ। ইতি চাহচক্ষতেঽনেনৈব প্রকারেণ কথয়ন্তি। পিতা পুত্রং প্রেষ্যন্কুতশ্চিন্নিমিত্তান্মরিষ্যামীতি নিশ্চিতোত্যর্থঃ। পিতা জনকঃ পুত্রমৌরসং তনয়মাহ্বয়তি, আকারয়তি সংপ্রত্তিকর্ম্মার্থম্। আকারণ ইতি কর্ত্তব্যতামাহ—নবৈস্তৃণৈর্নবীনৈঃ কুশাদিভিস্তৃণৈরগারং সংস্তীর্য গৃহমাচ্ছাদ্যাগ্নিমুপসমাধায় তস্মিন্গৃহে শ্রৌতং স্মার্ত্তং বাঽগ্নিং সংস্থাপ্যাগ্নেরুত্তরতঃ পূর্ব্বতো বোদকুম্ভং সপাত্রমুপনিধায় নীরপূর্ণং কলশং ব্রীহিপূর্ণপাত্রসহিতং সমীপে সংস্থাপ্যাহতেন বাসসা সংপ্রচ্ছন্নো নবীনবস্ত্রেণ সংবৃতঃ স্বয়ং শ্যেতঃ শ্বেতং সিতমা-

---

আচ্ছা, বাগাদি দেবতাদিগের ত অগ্ন্যাদিস্বরূপ প্রাপ্তি রূপ অমৃতত্ব জন্মিয়াছে, উপাসক যদি তাহাই পায়, তবে তাহার তাহাতে কি হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—তাহা পাইয়া সেই সর্ব্বপরিচ্ছেদ শূন্য অমৃতত্ব লাভ করে, বাগাদি ও অগ্ন্যাদি দেবগণ যে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ উপাসক দেবগণের ন্যায় অমৃত হইয়া যায়। মৃত্যু আর উপাসককে ভোগ করিতে হয় না। ৯॥

এখন প্রাণবিতের সংপ্রত্তি কর্ম্ম বলিতেছেন, প্রাণোপাসনানন্তর, পিতাপুত্রীয় ও সম্প্রদান নামক কর্ম্ম বলা যাইতেছে;—যেহেতু মরণ অবশ্যম্ভাবী সেই কারণে পিতা কর্ত্তৃক পুত্রকে দীয়মান এই অর্থে পিতাপুত্রীয়, এবং সম্যক্ প্রদান করা যায়, এই অর্থে সম্প্রদান সংপ্রত্তিকর্ম্ম এইরূপে এই এই নামে সেই কর্ম্মের আখ্যান করা হয়। এস্থানেও পিতাপুত্রীয়, সম্প্রদান ও সম্প্রত্তি নামে একটি কর্ম্ম বলিব,—কোনও নিমিত্ত বশতঃ 'আমি মরিয়া যাইব" পিতা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্বজন্য পুত্রকে আহ্বান করিবে। নূতন কুশ আদি তৃণ দ্বারা আগারআস্তীর্ণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে স্বগৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানা-

এত্য পুত্র উপরিষ্টাদভিনিপদ্যতে, ইন্দ্রিয়ৈরস্যেন্দ্রিয়াণি সংস্পৃশ্যাপি বাহস্যাভিমুখত এবাহংসীতাথাস্মৈ সম্প্রযচ্ছতি বাচং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা বাচং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ প্রাণং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা প্রাণং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। চক্ষুর্মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা চক্ষুস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। শ্রোত্রং মে ত্বয়ি

ল্যাম্বরধর ইত্যর্থঃ। এত্যাহংগত্যাংহস্বাতীত্যন্বয়ঃ। পুত্র আগতে তনয় উপরিষ্টাদুপরিভাগেঽভিনিপদ্যতে সর্ব্বতো নিতরাং প্রাপ্নোতি।

অভিনিপদন ইতি কর্ত্তব্যতামাহ—

ইন্দ্রিয়ৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ স্বকীয়ৈরস্য পুত্রস্যেন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি সংস্পৃশ্য সম্যক্‌স্পর্শনং বিধায়াভিনিপদ্যত ইত্যন্বয়ঃ। পক্ষান্তরমাহ—অপি বাঽথবা। অস্য পুত্রস্যাভিমুখত এব সংমুখত এব ন ত্বগ্রথোপরিপতনস্য লোকগর্হিতত্বাদিত্যর্থঃ।

আসীতোপবিশেৎ। অথানন্তরমস্মৈ পুত্রায় সংপ্রযচ্ছতি সম্যক্‌প্রযচ্ছেদ্বক্ষ্যমাণেন বিধিনা স্ববাগাদীন্দদ্যাদিত্যর্থঃ। বাচং বাগিন্দ্রিয়ং মে মম পিতুর্মুমূর্ষোস্ত্বয়ি পুত্রে মমাঽঽনৃণ্যস্য বিবাতরি দধানি ধারয়াণি। ইত্যনেন প্রকারেণ পিতা জনকঃ। আহেতি শেষঃ। এবং পিত্রোক্তে বাচং বাগিন্দ্রিয়ং তে তব পিতুর্ম্ময়ি পুত্রে দধে ধারয়ে। ইত্যনেন প্রকারেণ পুত্রস্তনয় আহেতি শেষঃ * ॥

প্রাণং ঘ্রাণং মুখ্যঞ্চ প্রাণম্। চক্ষুঃশ্রোত্রে স্পষ্টে। অন্নরসানম্মধুরাদীন্।

নুসারে আয়স্থাপন করিয়া অগ্নির উত্তর বা পূর্ব্বদিকে নিকটে ব্রীহিপূর্ণ পাত্রের সহিত জলপূর্ণ কলসি স্থাপন করিয়া, আহত (নূতন) বস্ত্র দ্বারা সংবৃত হইয়া, স্বয়ং শ্বেত মাল্যাদি ধারণ করিয়া আসিয়া আহ্বান করিবে। পুত্র আগমন করিলে, উপরি ভাগে অভিনিপদন করিবে।

অভিনিপদনের ইতি কর্ত্তব্যতা বলিতেছেন,—

ইন্দ্রিয় দ্বারা পুত্রের ইন্দ্রিয়াদি সংস্পর্শ করিয়া অভিনিপদন করিবে। অথবা, পুত্রের অভিমুখ উপবেশন করিবে। অনন্তর পুত্রকে সম্প্রদান করিবে এইমন্ত্র পাঠ করিবে। পিতা বলিবেন, আমার বাগিন্দ্রিয় তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে, তোমার বাগিন্দ্রিয় আমি ধারণ করি। পিতা বলিবেন, আমার মুখ্য প্রাণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে

দধানীতি পিতা শ্রোত্রং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। অন্নরসান্মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, অন্নরসাংস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। কর্ম্মাণি মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা কর্ম্মাণি তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। সুখদুঃখে মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা সুখদুঃখে তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। আনন্দং রতিং প্রজাতিং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, আনন্দং রতিং প্রজাতিং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। ইত্যা মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, ইত্যাস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামান্মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামাংস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ।

...র্থং করণগ্রহণমিত আরভ্য বিষয়গ্রহণম্। উভয়ত্র করণবিষয়য়োঃ সমর্পণার্থং ...স্মাদিত্যবগন্তব্যম্। সুখদুঃখে শরীরোপভোগ্যে। আনন্দং রতিং প্রজাতিং ...মৈথুনসাধ্যম্ আনন্দসুখং প্রীতিসুখং প্রজাতিঃ পুত্রাদ্যা। ইত্যা-...তীঃ॥

ধিয়োঽন্তঃকরণবৃত্তীঃ। বিজ্ঞাতব্যং তাসাং বিষয়ঃ। কামানিচ্ছাবিশেষান্; ...নান্যেষ্বপি পর্য্যায়েষু বাক্যপর্য্যাবসানাধ্যাহার্য্যম্।

...তোমার প্রাণ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার চক্ষুঃ তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে, তোমার চক্ষুঃ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার শ্রোত্র তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার শ্রোত্র আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন, আমার মধুরাদি অন্নরস তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার অন্নরস আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার কর্ম্ম সকল তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার কর্ম্ম সকল আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন, আমার শরীরোপভোগ্য সুখ দুঃখ তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার সুখ দুঃখ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার আনন্দ রতি ও প্রজাতি তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে, তোমার আনন্দ, রতি, ও প্রজাতি আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার গতি

অথ দক্ষিণাবৃৎপ্রাঙুপনিষ্ক্রামতি তং পিতাঽনুমন্ত্রয়তে যশো ব্রহ্মবর্চসমন্নাদ্যং কীর্ত্তিস্ত্বা জুষতামিত্যথেতরঃ সব্যমংসমন্বেক্ষতে পাণিনাঽন্তর্ধায় বসনান্তেন বা প্রচ্ছাদ্য স্বর্গাল্লোঁকান্‌কামানাপ্নুহীতি স যদ্যগদঃ স্যাৎপুত্রস্যৈশ্বর্য্যে পিতা বসেৎপরি বা ব্রজেৎ

অথানন্তরম্। দক্ষিণাবৃৎপিতুঃ প্রদক্ষিণপ্রকারেণ প্রাঙ্‌প্রাচ্যাং দিশি উপনিষ্ক্রামতি পিতুঃ সমীপদেপান্নির্গচ্ছতি। তং পুত্রং পিতা জনকঃ, অনুমন্ত্রয়তে পশ্চাৎসংবোধ্য ব্রূতে। অনুমন্ত্রণবাক্যমাহ—যশো লৌকিকী বন্ধুজনাদিভ্যঃ কীর্ত্তিঃ। ব্রহ্মবর্চসং ব্রহ্মতেজঃ। অন্নাদ্যমন্নঞ্চ তদাদ্যং চান্নাদ্যম্। কীর্ত্তিঃ শাস্ত্রীয়ং যশস্ত্বা ত্বাং পুত্রং জুষতাং সেবতাম্। ইত্যনেন প্রকারেণানুমন্ত্রয়ত ইত্যন্বয়ঃ। অথৈতদনুমন্ত্রণানন্তরম্। ইতরঃ পুত্রঃ সব্যং বামমংসং বাহুমূলং স্বস্যান্বেক্ষতে পশ্চাদবলোকয়তে॥

অবলোকনপ্রকারমাহ—

পাণিনা করেণান্তর্ধায় ব্যবধায় বসনান্তেন বা, বাশব্দঃ পূর্ব্বেণ সহেচ্ছাবিকল্পার্থঃ। প্রচ্ছাদ্যাঽঽচ্ছাদ্য পিতরং প্রত্যাহ। স্বর্গাল্লোঁকান্নিরতিশয়প্রীতিজনকান্‌দেশবিশেষান্‌কামান্‌কমনীয়াংস্তত্র স্থিতান্‌ভোগান্‌বাঽঽপ্নুহি প্রাপ্নুহি। ইত্যনেন প্রকারেণ ব্রূয়াদিত্যনুষঙ্গঃ। এবং পুত্রেণ ব্রূতে স পিতা যদি

সকল তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার গতি সকল আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার ধীসকল বিজ্ঞাতব্য, ও কাম সকল তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—ধীসকল, বিজ্ঞাতব্য, ও কামসকল তোমার আমাতে ধারণ করি। অনন্তর পুত্র পিতার প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্বদিকে পিতার নিকট হইতে উপনিষ্ক্রান্ত হইবে। উপনিষ্ক্রমণকারী পুত্রের পিতা অনুমন্ত্রণ করিবেন, পশ্চাৎ সম্বোধন করিয়া বলিবেন,—লৌকিক বন্ধুজনাদি হইতে কীর্ত্তি, ব্রহ্মতেজঃ, অন্ন আদি, ও শাস্ত্রীয় যশঃ তোমাকে সেবা করুক। এইরূপে অনুমন্ত্রণ করিবেন। অনন্তর ইতর পুত্র বামবাহুমূল অন্বেক্ষণ পশ্চাদবলোকন করিবে।

অবলোকন প্রকার বলিতেছেন,—

পাণি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, বসনের অন্তদ্বারা বা প্রচ্ছাদন করিয়া,

যত্ন্যু বৈ প্রেয়াদ্‌যদেবৈনং সমাপয়তি তথা সমাপয়িতব্যো ভবতি তথা সমাপয়িতব্যো ভবতি। ১০ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত কৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকক্রমেণ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। ৭ ॥

কথঞ্চিদগদঃ স্বাস্থীরোগো ভবেৎ। পুত্রস্য তনয়স্যৈশ্বর্যে বিভূতৌ পিতা জনকো বসেন্নিবাসং কুর্যাৎপ্রবাসিবদ্‌গৃহকার্য্যং কিমপি নানুসংদধ্যাদিত্যর্থঃ। পরি বা ব্রজেৎ। বাশব্দঃ পক্ষান্তরার্থঃ। যদি বৈরাগ্যং তদা পরিব্রজেৎসর্বসঙ্গপরিত্যাগং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যত্ন্যু বা অপি কথঞ্চিৎপ্রসিদ্ধং প্রেয়াৎপরলোকং গচ্ছেৎ। যদেব প্রসিদ্ধমেব বাগাদিকং ন ত্বন্যৎ। এনং পুত্রং প্রতি সমাপয়তি সম্যক্‌প্রাপয়তি। তথা তদ্বদেব সমাপয়িতব্যো ভবতি সম্যক্‌প্রাপণীয়ো ভবতি। সর্বৈঃ কামৈবিতি শেষঃ। তথা সমাপয়িতব্যো ভবতি। ব্যাখ্যাতম্। বাক্যাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ১০ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্মপূজ্যপাদশিষ্যস্য
শঙ্করানন্দভগবতঃ কৃতৌ কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদ্দীপিকায়াম্ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

(বা শব্দের ইচ্ছা বিকল্প অর্থ) পুত্র পিতার প্রতি বলিবে,—নিরতিশয় প্রীতিজনক স্বর্গলোক সকলও তত্রত্য কামনীয় ভোগ সকল প্রাপ্ত হও। এই প্রকার বলিবে। পুত্র এরূপ করিলে যদি পিতা কথঞ্চিৎ অরোগ হয়, তবে পিতা পুত্রের ঐশ্বর্য্যে বাস করিবে, প্রবাসীর ন্যায় কোন কর্ম্মের অনুসন্ধান করিবে না। অথবা, প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে। বৈরাগ্য জন্মিলে পিতা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগই বা করিবে। যদি পরলোক গমনই করে, তবে যে রূপে বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল পুত্রকে পাওয়াইলে, পুনর্লাভ সমাপিত হয়, সেইরূপে সমাপন করাইবে। এস্থলে বাক্যের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির জন্য করা হইয়াছে। ১০ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত কৌষীতকি ব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়। ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

প্রতর্দ্দনো হ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম।

যস্মা হেতোঃ পর্য্যঙ্কোপাসনা প্রাণোপাসনা চ বিবিধগুণোক্তা তাং ব্রহ্মবিদ্যাং বিবক্ষুস্তস্যামাস্তিক্যং জনয়িতুং প্রতর্দ্দনং কাশ্যং দেবেভ্যোঽপ্যধিকবলং লক্ষ্ম্যাদিমন্তং ব্রহ্মবিদ্যার্থিনং শিষ্যং দেবরাজস্য সত্যপাশনিবদ্ধং মনুষ্যেষু ব্রহ্মবিদ্যাং বক্তুমনিচ্ছন্তমপি গুরুং সংপাদ্যাঽঽখ্যায়িকামাহ—

প্রতর্দ্দনঃ প্রকর্ষেণ তর্দ্দয়তি ভংসয়ত্যভিভবতি স্বশত্রূনিতি সার্থকনামা প্রতর্দ্দনঃ। হ কিল। দৈবোদাসির্দ্দিবোদাসস্য কাশিরাজস্য পুত্রো দৈবোদাসিঃ। ইন্দ্রস্য দেবরাজস্য পরমৈশ্বর্য্যসংপন্নস্য। প্রিয়ং ধাম প্রিয়ং স্থানং স্বর্গমিতি যাবৎ। উপজগাম প্রাপ্তবান্॥

তৎপ্রাপ্তৌ কারণমাহ

যে জন্য বিবিধগুণ সমন্বিত পর্য্যঙ্কবিদ্যা ও প্রাণোপাসনা কথিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে ইচ্ছা করিয়া, তাহাতে আস্তিক্য বুদ্ধি জন্মাইবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যার্থী, লক্ষ্ম্যাদিমান্ দেবগণ অপেক্ষাও অধিক বল সম্পন্ন, কাশ্য প্রতর্দ্দনকে শিষ্য করিয়া সত্যপাশ নিবদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র মনুষ্যগণকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিতে অনিচ্ছু হইলেও তাঁহাকে গুরু সম্পাদন করিয়া একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন :—

কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় ধাম স্বর্গে উপগত হইয়াছিলেন। যিনি প্রকৃষ্টরূপে নিজশত্রুদিগকে তর্দ্দন, ভৎসন, বা অভিভব করিতে সমর্থ, তিনি প্রতর্দ্দন নামা।

স্বর্গে উপগত হইবার কারণ বলিতেছেন,—

যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ তং হেন্দ্র উবাচ।
প্রতর্দ্দন বরং তে দদানীতি স হোবাচ প্রতর্দ্দনঃ।
ত্বমেব মে বৃণীষ্ব

যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ সমরযজ্ঞেনানেকভটপশ্বাহুতিদীপ্যমানশস্ত্রাগ্নিনা পুরুষসংবন্ধিনোৎসাহেন চ স্বর্গমর্ম্মপরিজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। চকারাবুভয়োরপি কারণত্বসমুচ্চয়ার্থৌ। তং সমরশৌণ্ডমুৎসাহিনং স্বর্গমাগতং প্রতর্দ্দনম্। হ কিল। ইন্দ্রো যুদ্ধপৌরুষাভ্যাং পরিতোষং প্রাপ্তো দেবরাজঃ। উবাচোক্তবান্॥

ইন্দ্রোক্তিমাহ—

প্রতর্দ্দন হে প্রতর্দ্দন। বরমভিলষিতমর্থম্। তে তুভ্যং প্রতর্দ্দনায় মৎপরিতোষকারিণে। দদানি প্রযচ্ছানীত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ। স ইন্দ্রেণোক্তঃ। হ কিল। উবাচ প্রতর্দ্দনঃ। স্পষ্টম্।

প্রতর্দ্দনোক্তিমাহ—

ত্বমেব মৎপুরতঃ স্থিতো হিতাহিতজ্ঞো দেবরাজো ন ত্বন্যঃ। মে মহ্যং প্রতর্দ্দনায় হিতার্থিনে মদর্থমিত্যর্থঃ। বৃণীষ্ব হিততমং মহ্যমাত্মনে চ প্রার্থয়স্ব॥

অনেক সৈনিকরূপ পশুর আহুতি দ্বারা দীপ্যমান শস্ত্ররূপ অগ্নি যাহার, তাদৃশ সমরযজ্ঞ ও পুরুষসম্বন্ধী স্বর্গমর্ম্মপরিজ্ঞানরূপ উৎসাহ দ্বারা স্বর্গে উপগত হইয়াছিলেন। সমরশৌণ্ড, উৎসাহী ও স্বর্গে আগত প্রতর্দ্দনকে যুদ্ধ ও পৌরুষ দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রের উক্তি বলিতেছেন,—

হে প্রতর্দ্দন! তোমার অভিলষিত বিষয়রূপ বর আমার পরিতোষকারী তোমাকে প্রদান করিব। এইরূপ বলিয়াছিলেন। ইন্দ্র এই কথা বলিলে, কাশ্য প্রতর্দ্দন বলিয়াছিল,—তুমি হিতাহিতজ্ঞ দেবরাজ আমি হিতার্থী। অতএব তুমিই আমার জন্য হিতবর প্রার্থনা কর। যে বর তুমি অজ্ঞানান্তরবর্ত্তী, অনেক শুভাশুভ ব্যামিশ্র ফলরূপ দাবাগ্নি দ্বারা সন্তপ্তদেহ মনুষ্য জাতির জন্য অতিশয় হিত বলিয়া মনে কর, নিশ্চয় কর। এইরূপ বলিয়াছিল। ইন্দ্রের প্রতি প্রতর্দ্দন এই কথা বলিলে, দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন, প্রতর্দ্দন ব্রহ্মবিদ্যা না

যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যস ইতি তং হেন্দ্র উবাচ।
ন বৈ বরোঽবরস্মৈ বৃণীতে ত্বমেব বৃণীষ্বেত্যেবমবরো বৈ কিল ম ইতি হোবাচ প্রতর্দ্দনোঽথো খল্বিন্দ্রঃ সত্যাদেব নেয়ায়।

প্রার্থ্যমানবরমাহ—

যং প্রসিদ্ধমভীষ্টমর্থং ত্বং সর্ব্বজ্ঞো দেবরাজঃ। মনুষ্যায়াজ্ঞানান্তরবর্ত্তিনেঽনেকশুভাশুভব্যামিশ্রফলদাবগ্নিসন্তপ্তগাত্রায় মনুষ্যজাতিযুজে। হিততমমতিশয়েন হিতং নাতঃপরং হিতমিত্যর্থঃ। মন্যসে নিশ্চিনোষি। ইতি, অনেন প্রকারেণ। তমিন্দ্রং প্রত্যেবংবাদিনং প্রতর্দ্দনম্। হ কিল। ইন্দ্রো দেবোজো ব্রহ্মবিদ্যাজ্ঞানাবৃতদৃষ্টিনাঽযাচিতং পরোক্ত্যা তর্হি কিল নিশ্চিতং দাতুমশক্তঃ। উবাচোক্তবাল্লৌকিকং নয়ম্॥

ইন্দ্রোক্তিমাহ—

ন বৈ বরোঽবরস্মৈ বৃণীতে। বৈ প্রসিদ্ধমবরস্মা অন্যার্থং বরো বরং ন বৃণীতেঽন্যো ন প্রার্থযতে। যত এবমতঃ স্বার্থং বরং ত্বমেব বৃণীষ্বেতি। স্পষ্টম্! এবমিন্দ্রেণোক্তঃ। অবরঃ। বরং দদানীতি প্রতিজ্ঞায় ভবতা নির্দ্দিষ্টোঽথোঽদত্তঃ স্যাদিতি শেষঃ। বৈ প্রসিদ্ধো মনুষ্যায় মে মহ্যং হিতাহিতজ্ঞানশূন্যায়। ইতি হোবাচ প্রতর্দ্দনঃ কিল। এবমুক্তবান্প্রতর্দ্দনো দেবরাজানং স্বার্থো বরোঽয়মিতি। অথো, অথ প্রতর্দ্দনবাক্যানন্তরম্। খলু নিশ্চিতম্। ইন্দ্রঃ সত্যবাদিনামগ্রগণ্যো

জানায় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থনা করিতে পারিতেছে না, কিন্তু এমন কৌশল অবলম্বন করিয়াছে, যদ্দ্বারা প্রার্থনা না করিলে ও আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে। যাহাই হউক, তাহা কিন্তু আমি বলিতে বা দিতে অসমর্থ। এইরূপ চিন্তা করিয়া, লৌকিক ন্যায় অবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, অন্যের জন্যবর অন্যে প্রার্থনা করে। অতএব তুমিই বর প্রার্থনা কর। তোমার বর তোমারই প্রার্থনা করা উচিত। ইন্দ্রের এই কথায় প্রতর্দ্দন বলিয়াছিল, বর প্রদান করি, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ দান করিলে না। আমিত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মনুষ্য। এ বরটিত আপনার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রতর্দ্দন এই কথা বলিলে, সত্যবাদীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য দেবরাজ ইন্দ্র 'তোমায় বর প্রদান করি' বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সত্য

সত্যং হীন্দ্রঃ স হোবাচ।

মামেব বিজানীহ্যেতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে।

দেবরাজঃ। সত্যাদ্বরং তে দদানীতি স্বপ্রতিজ্ঞাতাত্মার্থবচনাৎ। এব নেয়ায় নাপজগামৈব। প্রতর্দ্দনার্থং বরদাতাঽপি স্বয়ং স্বস্মৈবরং যাচিতবান্ন তু লৌকিকং নয়মঙ্গীচকারেত্যর্থঃ॥

সত্যাদনপগমনে কারণমাহ—

সত্যং হীন্দ্রঃ সত্যং যথার্থস্বরূপং যৎকিঞ্চিদ্বাগর্থস্বরূপম্। ইন্দ্রো দেবরাজো হি যস্মাত্তস্মান্নেয়ায়েত্যন্বয়ার্থঃ। স সত্যপাশনিবদ্ধ ইন্দ্রঃ। হ কিল। উবাচোক্তবান্ প্রতর্দনার্থমাত্মানং বরং যাচিতবানিত্যর্থঃ॥

অদ্বৈতোপক্রম ইন্দ্রোক্তিমাহ—

মামেবাস্মৎপ্রত্যয়ে ব্যবহারযোগ্যমানন্দাত্মানমেব ন ত্বন্যম্। বিজানীহ্যবগচ্ছ সাক্ষাৎকুর্ব্বিত্যর্থঃ। এতদেব মজ্জ্ঞানমেব ন ত্বন্যৎ। অহং ভবতে বরস্য দাতা যাচিতা চ। মনুষ্যায় হিততমম্। ব্যাখ্যাতম্। মন্যে নিশ্চিন্বে॥

প্রতিজ্ঞা হইতে অপগত হন নাই। অর্থাৎ প্রতর্দ্দনের পক্ষে বর প্রদাতা হইযাও নিজেই নিজের জন্য বরের যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু লৌকিক ন্যায় স্বীকার করিতে পারেন নাই।

সত্য হইতে অপগত হইতে পারেন নাই যে কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন,—

যাহা কিছু বাক্যার্থ স্বরূপ, সেই যথার্থ স্বরূপ সত্যই হইতেছেন, ইন্দ্র, সুতরাং তিনি তাঁহার স্বরূপ কি করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? সেই সত্যপাশ নিবদ্ধ ইন্দ্র বলিয়াছিলেন,—প্রতর্দ্দনের জন্য নিজের নিকট নিজেই বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত পদার্থ বলিবার উপক্রম করিয়া ইন্দ্রের উক্তি কীর্ত্তন করিতেছেন;—

'আমি করিতেছি' 'আমি দেখিতেছি' 'আমি যাইতেছি' ইত্যাদি ব্যবহার স্থলে যে 'আমি' শব্দের ব্যবহার হয়, সেই 'আমি' শব্দের অর্থ হইতেছে, আত্মা। আত্মা আনন্দ স্বরূপ। সেই আনন্দময় আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া

যস্মাং বিজানীয়াৎ।

ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনমরুন্মুখান্যতীন্‌সালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছং

এতচ্ছন্দার্থমাহ—

যৎপ্রসিদ্ধং বেদান্তেষু 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইত্যাদিনা। মমুক্তমানন্দাত্মানং বিজানীয়াৎসাক্ষাৎকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যস্মাং বিজানীয়াদেতদেব হিততমং মন্য ইত্যন্বয়ঃ॥

ননু কিং ত্বদ্বিজ্ঞানেন তবান্যস্মাদ্যদি কশ্চনাতিশয়ো ভবেত্তর্হি তদ্ধিততমং ন ত্বন্যথেতি শঙ্কায়ামদ্বৈতজ্ঞানং গুরুমাতৃবধপ্রমুখপাপোন্মূলকমিত্যাহ—

ত্রিশীর্ষাণং ত্রিশীর্ষম্। ত্বাষ্ট্রং ত্বষ্টৃরূপত্যং বিশ্বরূপম্। অহনং নিপাতিতবান। অরুন্মুখান্, রুচ্ছন্দো বেদাধ্যয়নং তেনোপনিষদর্থবিচারো ব্রহ্মমীমাংসাপরপর্য্যায়ো লক্ষ্যতে স যেষাং মুখে নাস্তি তেঽরুন্মুখাস্তান্। যতীন্‌প্রবজ্রবতশ্চতুর্থাশ্রমিণঃ। সালাবৃকেভ্যঃ সালাবৃকাণামপত্যানি সালাবৃকাঃ সালাবৃককেয়া ইতি যাবৎ

'আমি' শব্দে ব্যবহার ও জ্ঞান করা হয়। তুমি সেই 'আমি' শব্দে ও 'আমি' জ্ঞানে ব্যবহার যোগ্য আনন্দ ময় আত্মা 'আমাকে' অবগত হও সাক্ষাৎ কর। এইটিই আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মনুষ্যজাতির পক্ষে অতিশয় হিত বলিয়া মনে করি যে, 'আমাকে' বিজ্ঞাত হইবে। 'ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রে যে আনন্দময় ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধই আছেন, সেই আনন্দময় ব্রহ্মাত্মাকে যে মনুষ্যজাতি অবগত হইবে, সাক্ষাৎ করিবে, এইটিই আমি মনুষ্যজাতির পক্ষে অতিশয় হিত বলিয়া মনে করি।

আচ্ছা, 'তোমার' বিজ্ঞানে তোমার কি হইবে? যদি অন্যকোন কিছু হইতে কোনরূপ অতিশয় অদৃষ্টাদি জন্মে, তবে তাহাইত হিততম বলিয়া মনে কর যায়। অন্য কিছুকেত হিততম বলা যায় না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, দেখ, অদ্বৈতজ্ঞান গুরুবধ ও মাতৃবধ প্রমুখ পাপের উন্মূলক। যথা,—

আমি ত্রিশীর্ষ ত্বাষ্ট্রকে নিপাতিত করিযাছি। ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা। তাহার পুত্র বিশ্বরূপকে ত্বাষ্ট্র বলে। রুৎ শব্দে বেদাধ্যয়ন বুঝায়। তদ্দ্বারা উপনিষদের অর্থ বিচার যে ব্রহ্ম মীমাংসা, তাহা পাওয়া যায়। তাহা যে যতিদিগের

বহ্বীঃ সংধা অতিক্রম্য দিবি প্রহ্লাদীয়ানতৃণমহমন্তরিক্ষে পৌলো-মান্‌পৃথিব্যাং কালখাঞ্জান্‌। তস্য মে তত্র নলোম চ মা মীয়তে।

তেভ্য আবণ্যবেভ্য ইত্যর্থঃ। প্রাযচ্ছং প্রকর্ষেণ বজ্রেণ শতধা বিভজ্য দত্তবান্‌। অদ্যাপি চ তেষাং মস্তকবিপাকাঃ করীরা দৃশ্যন্তে। বহ্বীর্ভূয়সীঃ স্বরূপতঃ সংখ্যাতশ্চ। সংধাঃ সন্ধীনিত্যর্থঃ। অতিক্রম্য ত্যক্ত্বা দিবি স্বর্গে। প্রহ্লাদীয়ান্‌প্রহ্লাদিনঃ প্রহ্লাদেন নিত্যসংবন্ধিনঃ। অনেককোটিসংখ্যাকান্মহামায়াননেকচ্ছিদ্রঘাতিনোঽসুরান্‌প্রহ্লাদপরিচারকানিত্যর্থঃ। অতৃণং হিংসিতবান্‌। অহমাত্মজ্ঞানীন্দ্রস্তত্তং বরস্য দাতা। অন্তরিক্ষে ভুবর্লোকে। পৌলোমানপুলোম সংবন্ধিনোঽসুরবিশেষান্‌। বহ্বীঃ সংধা অতিক্রম্যাতৃণমিত্যনুবর্ত্ততে বক্ষ্যমাণে চ। পৃথিব্যাং ভূলোকে চ কালখাঞ্জান্‌কালখঞ্জসংবন্ধিনোঽসুরান্‌ভূয়াংসঃ পরস্পরসংবন্ধস্যাবশ্যংভাবিত্বাৎ। কালখঞ্জা এব কালখাঞ্জাস্তান্‌॥

নন্ব কিং প্রকৃত ইত্যত আহ—

তস্য গুরুব্রাহ্মণবধস্য কর্ত্তুঃ সন্ন্যাসিনাঞ্চ শ্বভ্যো দাতুর্লোকত্রয়েঽপি যজ্ঞাদিসংপন্নমহামায়াসুরসংঘস্যোপসংহর্ত্তুরাত্মজ্ঞানিনোঽন্যেন মনসাঽপি কর্ত্তুমশক্যং কুর্ব্বতো মে মমেন্দ্রস্য তবোপদেশকস্য। তত্র তস্মিন্নতিক্রূরে কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে

মুখে নাই, সেই সকল ব্রহ্মবিচারে অপরাঙ্মুখ অরুন্মুখ যতিদিগকে আরণ্য কুক্কুর দিয়া খাওয়াইয়াছি। অবশ্য বজ্রদ্বারা শতধা বিভক্ত করিয়া সালবৃক (ঘ'বোবাঘ) দিগকে দিয়া খাওয়াইয়াছি। এখনও তাহাদিগের করীরকপে দেখিতে পাওয়া যায়। করীর শব্দে বাঁশের গোড়া বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনেক কোটি সংখ্যক, মহামায়াবী অনেকছিদ্রঘাতী, প্রহ্লাদের পরিচারক অসুরদিগকে হ. করিয়াছি। ভুবর্লোকে পুলোমাসুরের পরিচারক অনেক অসুরকে বিনষ্ট করিয়াছি। আমি পৃথিবীতে অনেক সংখ্যক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কালখঞ্জ নামক অসুরের পরিচারক দিগকে নিহত করিয়াছি।

তাহাকে কি? এইজন্য বলিতেছেন,

সেই গুরুব্রাহ্মণ বধের কর্ত্তা, কুক্কুরদিগের খাইবার জন্য সন্ন্যাসীদিগের

স যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে।

ব্রহ্মবধাদিলক্ষণে। নলোম চ মা মীয়তে। নলোমাপি। অল্পোঽপি কেশ ... মা মীয়তে ন হিংস্যতে। উক্তেন কেনচিৎকর্ম্মণাঽধিকারিশরীরবানিতি ... স্থাপনায়েদং কৃতবানহমিতি হৃদয়ম্॥

ন তেত্তথত এব ন ত্ব মদাদেবিত্যত আহ—

স মদন্যো মজ্জ্ঞানী প্রসিদ্ধঃ। যো যঃ কশ্চিদ্দেবো মনুষ্যো বা। মামানন্দাত্মা-নমিন্দ্রম্। বিজানীয়াদহমিন্দ্রোঽস্মীতি সাক্ষাৎকুর্য্যাৎ। নাস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে। অস্য মামানন্দাত্মানং সাক্ষাৎকুর্ব্বতঃ কেনচ বক্ষ্যমাণেন ভ্রূণহত্যা-দিনা কর্ম্মণা পাতকেন শাস্ত্রনিষিদ্ধেন ব্যাপারেণ লোকঃ কৃতস্য করিষ্যমাণস্য চ সুকৃতস্য ফলভূতকঃ ন মীয়তে ন হিংস্যতে॥

দাতা, যজ্ঞাদিসম্পন্ন মহামায়াবী অসুরসংঘের উপসংহার কর্ত্তা, আত্মজ্ঞানিভিন্ন অন্যের মনে করিতেও অশক্য কর্ম্মকারী হইলেও আমার সেই ব্রহ্মবধাদিরূপ অতিক্রূর কর্ম্ম করাতে একটু লোমও ছিন্ন হয় নাই। ইন্দ্রের হৃদয়ের ভাব এই যে, আমি অবিকারি শরীরবান্, এই হেতু ত্রৈলোক্য স্থাপনের জন্য এই সকল কর্ম্ম আমি করিয়াছি। আমি আত্মজ্ঞানী, এসকল কর্ম্মে আমার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

হাঁ, এটা তোমার পক্ষে, আমাদিগের পক্ষে নহে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—

সে আমা হইতে ভিন্ন, এবং মহাজ্ঞানী 'আমার' জ্ঞানশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে কেহ দেবই হউক, আর মনুষ্যই হউক, আনন্দাত্মা আমাকে জানিবে 'আমি ইন্দ্র হইতেছি' বলিয়া সাক্ষাৎ করিবে, তাহার কোনও কর্ম্ম দ্বারা লোক বিনষ্ট হয় না। তাহার আমাকে আনন্দাত্মা বলিয়া সাক্ষাৎকারকারীর কোনও কর্ম্মদ্বারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভ্রূণহত্যাদি পাতকব্যাপার দ্বারা কৃত ও করিষ্যমাণ সুকৃতের ফল হানি হয় না।

ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া নাস্য পাপঞ্চ ন চক্রুষো মুখান্নীলং বেতীতি। ১॥

হিংসকানি কর্ম্মাণ্যেব দর্শয়ন্নাহ—

ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া। মাতাপিতরৌ প্রসিদ্ধৌ তয়োর্ব্বধো লোকদ্বয়ভ্রংশহেতুঃ প্রত্যেকং প্রসিদ্ধঃ। স্তেয়ং সুবর্ণপরিমিতসুবর্ণস্য ততোঽপ্যধিকস্য বা স্বামিনঃ পরোক্ষমাদানং তেন। ভ্রূণো বেদস্য বেদয়োর্ব্বেদানাং বাঽধিগমেনাধ্যয়নেন সহ বর্ত্তমানো দ্বিজোত্তম ইত্যর্থঃ। তস্য মনসা বাচা কর্ম্মণা বাঽপরাধশূন্যস্য স্বহস্তাদিনা বধো ভ্রূণহত্যা। তথা কর্ম্মসামান্যস্য বিশেষোঽয়মিতি দর্শয়িতুং পর্য্যায়চতুষ্টয়েঽপি নকারচতুষ্টয়ম্। নাস্য পাপঞ্চ ন চক্রুষো মুখান্নীলং বেতীতি। কিং বহুনাঽস্য মদাত্মজ্ঞানিনঃ পাপঞ্চ ন চক্রুষঃ পাপমপি কর্ত্তুমিচ্ছোর্ম্মুখাদ্বদনান্নীলং মুখকান্তিস্বরূপং নীলং নীলিমাশ্রয়স্বরূপং বা মুখাৎকণ্ঠজিহ্বাবদনান্নবেতি ন ব্যেতি নাপগচ্ছতি। ইতিশব্দঃ প্রকৃতব্রহ্মজ্ঞানস্তুতিপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ১।

হিংসক কর্ম্মসকল দেখাইতেছেন,—

মাতৃবধ দ্বারা নয়, পিতৃবধ দ্বারা নয়, স্তেয়দ্বারা নয়, ভ্রূণ হত্যা দ্বারা নয়, অধিক কি, যে কোনও পাপকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেও মুখ হইতে নীল বর্ণ বহির্গত হয় না। পিতা মাতা প্রসিদ্ধ। তদুভয়ের বধকার্য্য ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রংশ করিবার হেতু। সুবর্ণ পরিমিত স্বর্ণের বা ততোধিক স্বর্ণের স্বামীর পরোক্ষে গ্রহণকে স্তেয় বলে। ভ্রূণশব্দে যে দ্বিজোত্তম বেদসকলের অধ্যয়ন ও বেদার্থের অধিগম করিয়াছে, তাহাকে বুঝায়। মনঃ, বাক্য, বা কর্ম্ম দ্বারা অপরাধ শূন্য সেই ব্রাহ্মণের নিজের হস্তে বধ করাকে ভ্রূণহত্যা বলে। এই সকল হইল বিশেষ কর্ম্ম। ইহা বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই একএকটি নকার গ্রহণ করা হইয়াছে। মুখ হইতে নীলবর্ণ বহির্গত হয় না—মুখ বিবর্ণ হয় না। অথবা কণ্ঠ, জিহ্বা ও বদন হইতে নীলিমার আশ্রয় স্বরূপ ক্লেশমাত্রও অপগত বা স্ফুরিত হয় না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতিপরিসমাপ্তপ্রাপ্ত্যর্থ ইতিশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। ১॥

স হোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব।
আয়ুঃ প্রাণঃ।

এবং ব্রহ্মজ্ঞানং স্তুত্বাঽঽত্মনো ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিবক্ষুঃ স ইন্দ্রঃ। হ কিলো-বাচোক্তবান্। প্রাণঃ প্রাণশব্দাভিধেয়ঃ প্রাণোপাধিকো বা। অস্মি ভবামি॥ প্রজ্ঞাত্মা বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিফলিতঃ প্রজ্ঞানৈকস্বভাবঃ। তং প্রাণপ্রজ্ঞাত্মস্বরূপম্। মামানন্দাত্মানমিন্দ্রম্। আয়ুঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং জীবনকারণং প্রাণাপানব্যতিরিক্তং প্রাণাপানয়োরাশ্রয়ভূতম্। অমৃতং মরণশূন্যং ষড্‌ভাববিকারশূন্যমিত্যর্থঃ। ইতি প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মেন্দ্র আয়ুরমৃতমস্মীত্যনেন রূপেণ। উপাসস্ব যাবদাত্মসাক্ষাৎকারং বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্যসজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহং কুরু।

নন্বেকস্যৈব ভবত ইন্দ্রস্য প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মাঽয়ুরমৃতমিতি গুণাঃ কিমিত্যাশঙ্ক্য নেত্যাহ—

আয়ুরুক্তং যৎ সপ্রাণ উক্তঃ॥

নন্বায়ুষঃ প্রাণত্বেঽপি ন প্রাণস্যাঽঽয়ুষ্ট্বং যথা সাস্নায়া গোত্বেঽপি ন গোঃ সাস্নাত্বমিত্যত আহ—

এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি করিয়া আপনার ব্রহ্ম স্বরূপ বলিতে ইচ্ছা করিয়া সেই ইন্দ্র বলিয়াছিলেন। প্রাণশব্দের অভিধেয়, অথবা প্রাণোপাধিক আমি হইতেছি। আমি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিফলিত প্রজ্ঞানৈক স্বভাব। সেই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা স্বরূপ আনন্দময় যে আত্মা আমি, সকল প্রাণীর জীবন কারণ, প্রাণাপানাদি পঞ্চ বিধ বৃত্তি হইতে ভিন্ন, প্রাণাপানাদি বৃত্তি বিশেষের আশ্রয়স্বরূপ আয়ুঃ, অমৃত মরণ শূন্য ষড়্‌বিধ ভাববিকার রহিত ভাবিয়া উপাসনা কর। প্রাণ, প্রজ্ঞাত্মা, আয়ুঃ ও অমৃত ইন্দ্রই আমি হইতেছি, এইরূপ ভাবিয়া যতদিনে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বিজাতীয় জ্ঞানধারা রহিত করিয়া সজাতীয় জ্ঞানধারা প্রবাহিত কর।

আচ্ছা, তুমি একমাত্র ইন্দ্র, তোমার কি করিয়া প্রাণ, প্রজ্ঞাত্মা, আয়ুঃ অমৃত, এতগুলি সগুণ নাম হইল? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন এতগুলি আমার সগুণ নাম নয়।

যাহাকে আয়ুঃ বলা হয়, সেই প্রাণ।

আচ্ছা, আয়ুকে প্রাণের ধর্ম্ম বলা যায় বটে, কিন্তু প্রাণ ত আর আয়ু নয়,

প্রাণো বা আয়ুঃ।
প্রাণ এবামৃতম্।
যাবদ্ধ্যস্মিন্‌শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ।
প্রাণেন হ্যেবামুষ্মিল্লোঁকেঽমৃতত্বমাপ্নোতি।

প্রাণো বা আয়ুঃ প্রাণ এবাঽঽয়ুঃ। ন ত্বঙ্গাঙ্গিগুণগুণ্যাদিভেদঃ।

ন হ্যেতদায়ুষ এব কিন্তু অমৃতত্বস্যাপীত্যাহ—

প্রাণ এবামৃতং ন জায়তেঽস্তি বর্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে নশ্যতি চ। অমৃতমপি প্রাণ এব।

প্রাণস্যাঽঽয়ুষ্ট্বমমৃতত্বং চোপপাদয়তি—

যাবৎ, যাবন্তং কালম্। হি যস্মাৎ। অস্মিন্‌প্রত্যক্ষে শরীরে শীর্ণাবয়বে কলেবরে। প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ, তাবত্তাবন্তং কালম্। স্পষ্টমন্যৎ।

ইদানীমমৃতত্বমুপপাদয়তি—

প্রাণেন হ্যেব হি যস্মাৎপ্রাণেনৈব ন তু শরীরেণাপি। অমুষ্মিন্‌পরোক্ষে লোকে স্বর্গাদৌ। অমৃতত্বং সুখম্। আপ্নোতি স্পষ্টম্।

যেমন গলকম্বলাদি গোর ধর্ম, কিন্তু গলকম্বলাদি ত আর গো নয়, সেইরূপ প্রাণের সহিত আয়ুর ধর্ম্ম ধর্ম্মিভাব সম্বন্ধ হইতে পারে, অভিন্ন সম্বন্ধ নহে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, প্রাণই আয়ু, প্রাণের সহিত আয়ুর ধর্ম্মধর্ম্মিভাব সম্পর্ক নহে।

কেবল যে আয়ুর পক্ষেই এই ব্যবস্থা, তাহা নহে, কিন্তু সেইরূপ অমৃতের ও, ইহা বলিতেছেন,—

প্রাণই অমৃত। যে অমৃত, সে জন্মায় না, জন্মের পর সত্তালাভ করিয়া পালিত হয় না, আহার্য্য বস্তুর উপচয় করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, এক আকার হইতে অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার কোন গুণের, অবয়বের, বা রূপের অপচয় হয় না, এবং সে একেবারে মরে না। এইরূপ অমৃতই প্রাণ।

প্রাণই যে আয়ুঃ ও অমৃত, ইহা উপপন্ন করিতেছেন, যেহেতু যতকাল এই শরীরে প্রাণ বাস করে, ততকাল আয়ুঃ থাকে।

প্রাণ যে আয়ুঃ, তাহা উপপন্ন করিয়া, এখন প্রাণ যে অমৃত, তাহা উপপন্ন করিতেছেন,—

প্রজ্ঞয়া সত্যং সংকল্পম্।

স যো মমাহহয়রমৃতমিত্যুপাস্তে সর্ব্বমায়ুরস্মিল্লোঁক এতি।

আপ্নোত্যমৃতত্বমক্ষিতিং স্বর্গে লোকে।

ননু প্রাণস্য ক্রিয়াশক্তের্ভবতু কিং প্রজ্ঞয়েত্যত আহ—

প্রজ্ঞয়া জ্ঞানশক্তিরূপেণ। সত্যং সত্যবচনং নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্ম বা। সংকল্পমিদং মে স্যাদিত্যেবংরূপং মনসঃ প্রচারমধিগচ্ছতীতি শেষঃ।

এবং প্রজ্ঞাদীনামুপযোগমুক্ত্বাহহয়ুষ্ট্বামৃতত্বোপাসনয়োঃ ফলমাহ—

স প্রসিদ্ধ উপাসকঃ। যঃ কশ্চিন্মমেন্দ্রস্য। প্রাণাত্মনা প্রত্যগ্‌ভূতমায়ুরমৃতমিতি ব্যাখ্যাতম্। উপাস্তে স্পষ্টম্। য উপাস্তে স ইত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বমায়ুরস্মিল্লোঁক এতি নিখিলং শতসংবৎসরমায়ুরাপ্নোতি।

আয়ুরুপাসনস্য ফলমুক্ত্বাহমৃতোপাসনস্য ফলমাহ—

আপ্নোত্যমৃতত্বমক্ষিতিং স্বর্গে লোকে। ক্ষয়রহিতমমৃতত্বম্। স্পষ্টমন্যৎ।

প্রতর্দ্দনঃ প্রাণশব্দং শ্রুত্বা প্রাণানামিন্দ্রিয়াণামেকত্বং স্বয়মবগতং প্রসঙ্গাৎপৃচ্ছতি—

যেহেতু কেবল প্রাণদ্বারাই অন্য শরীর দ্বারা নহে, স্বর্গাদি পরলোকে অমৃতত্ব বা সুখ প্রাপ্ত হয়!

ভাল, প্রাণত ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ; সুতরাং এতাদৃশ ভাব তাহার হইতে পারে, কিন্তু প্রজ্ঞার প্রয়োজন কি? এইহেতু বলিতেছেন,—

জ্ঞানশক্তিরূপ প্রজ্ঞাদ্বারা সত্য বাক্য, বা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম, এবং সঙ্কল্প— 'ইহা আমার হউক, ইত্যাকার মনের প্রচার অধিগত হয়।

এইরূপে প্রজ্ঞাদির উপযোগ বলিয়া আয়ুরূপে ও অমৃতরূপে উপাসনার ফল কি, তাহা বলিতেছেন,—

সেই প্রসিদ্ধ উপাসক যে কেহই হউক, ইন্দ্ররূপ আমার প্রাণরূপে প্রত্যগ্‌ভূত আয়ুঃ ও অমৃতের উপাসনা করে, সে শতবর্ষরূপ সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়।

আয়ু উপাসনের ফল বলিয়া অমৃত উপাসনের ফল বলিতেছেন,—

ক্ষয় রহিত অমৃতত্ব স্বর্গলোকে প্রাপ্ত হয়।

প্রতর্দ্দন প্রাণশব্দ শুনিয়া প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের একত্ব নিজে অবগত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—

তদ্ধৈক আহুরেকভূয়ং বৈ প্রাণা গচ্ছন্তীতি।

ন হি কশ্চন শক্নুয়াৎসকৃদ্বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং চক্ষুষা রূপং শ্রোত্রেণ শব্দং মনসা ধ্যাতুমিত্যেকভূয়ং বৈ প্রাণাঃ।

একৈকমেতানি সর্ব্বাণ্যেব প্রজ্ঞাপয়ন্তি।

তত্তত্র প্রাণানামনেকত্বে সতি। হ কিল। একে কেচিদ্বিদ্বাংসঃ। আহুঃ কথয়ন্তি। একভূয়ং বৈ, একভাবমেব। প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি। গচ্ছন্তি স্পষ্টম্। ইত্যনেন প্রকারেণাঽঽহুরিত্যন্বয়ঃ।

প্রাণানামেকভাব উপপত্তিং যাং কথয়ন্তি তামাহ—

ন হি কশ্চন শক্নুয়াৎ। হি যস্মাৎকোঽপি ন শক্নুয়াৎ। সকৃদেকবারং যুগপদিত্যর্থঃ। বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং চক্ষুষা রূপং শ্রোত্রেণ শব্দম্। বাগিন্দ্রিয়েণ নাম বক্তুমিতি শেষঃ। প্রজ্ঞাপয়িতুমবগময়িতুমবগন্তুমিতি যাবৎ। এতচ্চক্ষুঃশ্রোত্রাভ্যাং সংবধ্যতে। স্পষ্টমন্যৎ। মনসা ধ্যাতুং মনসা ধ্যানং কর্ত্তুম্। ইত্যনেন প্রকারেণৈকচেষ্টয়া ব্যাপারাভাবেন। একভূয়ং বৈ প্রাণাঃ। ব্যাখ্যাতম্। পুনরভিধানং নিগমনার্থম্।

উক্তং হেতুং বিবৃণোতি—

একৈকং রূপরসাদিকং সর্ব্বাণ্যেব নিখিলান্যেকৈকমেবেত্যনেন সংবধ্যতে। স্পষ্টমন্যৎ। এতানি বাগাদীনি করণানি। প্রজ্ঞাপয়ন্তি প্রকর্ষেণ নিষ্পাদয়ন্তি।

প্রাণ অনেক হইলে, কোনও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়গণ একভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাণগণে একতার যে উপপত্তি তাঁহারা বলেন; তাহা বলিতেছেন,—

যেহেতু কেহই একেবারে একই সময়ে যুগপৎ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা নাম বলিতে, প্রজ্ঞাপিত করিতে, বা প্রজ্ঞাত করাইতে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ দেখিতে, শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ শুনিতে ও মনঃ দ্বারা ধ্যান করিতে সক্ষম হয় না; একচেষ্টা দ্বারা একই সময়ে বহুবিধ ব্যাপার করিতে পারে না, সেই জন্য প্রাণরূপ ইন্দ্রিয়গণ একতা প্রাপ্ত।

উক্ত হেতুর বিবৃতি করিতেতেছেন,—

বাগাদিইন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে একএকটি বিষয়কেই বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। এস্থলে একৈকশব্দটি কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত

বাচং বদন্তীং সর্ব্বে প্রাণা অনু বদন্তি।

চক্ষুঃ পশ্যৎসর্ব্বে প্রাণা অনু পশ্যন্তি শ্রোত্রং শৃণ্বৎসর্ব্বে প্রাণা অনু শৃণ্বন্তি মনো ধ্যায়ৎসর্ব্বে প্রাণা অনু ধ্যায়ন্তি প্রাণং প্রাণন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনু প্রাণন্তীতি।

একৈকমেব প্রজ্ঞাপয়ন্তীত্যুক্তে শৃঙ্গগ্রাহিকয়াহহ—

বাচং বদন্তীং বাগিন্দ্রিয়ং স্বব্যাপারং কুর্ব্বৎসর্ব্বে প্রাণা নিখিলানীন্দ্রিয়াণি রাজানমিব বদন্তং সর্ব্বে সভাগতা অনু বদন্তি পশ্চাদ্বদনোপলক্ষিতং স্বং স্বং ব্যাপারং কুর্ব্বন্ত্যনুমোদন্তে বা ন হ্যেকহেলয়া ব্যাপারং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।

যথা বাচো ব্যাপার ইতরেষাং স্বব্যাপারাদুপরমস্তথা চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃপ্রাণানাং ব্যাপারেঽপীত্যাহ পর্য্যায়চতুষ্টয়েন—

চক্ষুঃ পশ্যৎসর্ব্বে প্রাণা অনু প্রাণন্তি। স্পষ্টম্। অনেনানেকাবধানাদ্যেককালে সূচ্যগ্রেণ শতপত্রসহস্রপত্রবেধনবদস্পষ্টবিভিন্নকালানি ব্যাখ্যেয়ানি। ইতিঃ প্রতর্দনপ্রশ্নপরিসমাপ্ত্যর্থঃ।

অন্বিত হইবে। প্রজ্ঞাপিত করে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাপিত, বা নিষ্পাদিত করে।

সামান্যাকারে বলিয়া শৃঙ্গগ্রাহী ন্যায়ে বিশেষ আকারে বলিতেছেন,—

বাগিন্দ্রিয় বলিতে থাকিলে অন্য সমস্ত প্রাণ নিখিল ইন্দ্রিয় রাজা, বলিতে থাকিলে যেমন অন্য সভাগত সকলে তাহারই অনুবাদ করিতে থাকে, সেইরূপ অনুবাদ করিতে থাকে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বদনোপলক্ষিত স্বস্বব্যাপার করিতে থাকে, সেই বলারই অনুমোদন করিতে থাকে, কিন্তু অসাধারণ চেষ্টা করিয়া স্বস্বব্যাপার পৃথক্‌ভাবে করে না। অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ে কথা বলিতে থাকিলে, অন্য ইন্দ্রিয়গণ যেন বাগিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিয়া একই যোগে কার্য্য করিতে থাকে, পৃথগ্‌ভাবে কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সাধিত হয় না যেমন বাগিন্দ্রিয়ে ব্যাপার কালে অন্য ইন্দ্রিয়গণের স্বস্বব্যাপার উপরত থাকে, সেইরূপ চক্ষুঃ শ্রোত্র ও মনইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কালেও অন্য ইন্দ্রিয়েরে ব্যাপার উপরত থাকে। এই কথা বলিতেছেন,—

চক্ষুরিন্দ্রিয় দেখিতে থাকিলে, অন্য ইন্দ্রিয়গণও অনুদর্শন করিতে থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ করিতে থাকিলে, অন্য ইন্দ্রিয়গণ অনুশ্রবণ করিতে থাকে।

এবমু হৈতদিতি হেন্দ্র উবাচ।
অস্তি ত্বেব প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সমিতি। ২ ॥

প্রতর্দ্দন প্রশ্নস্যেন্দ্রোঽঙ্গীকারেণৈবোত্তরমুক্তবানিত্যাহ—

এবম্, ইথমেবৈকহেলয়া ন সর্ব্বে প্রাণাঃ স্বস্বব্যাপারবন্তঃ। হ প্রসিদ্ধং সর্ব্বজনীনানুভবেন। এতদেকহেলয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং স্বস্বব্যাপারাকরণম্। ইতি হ, এবং কিল। ইন্দ্র উবাচ। স্পষ্টম্।

নমু সর্ব্বেষাং তবোপাধিত্বেসমানে কঃ পক্ষপাতস্তব প্রাণোঽস্মীত্যভিমান ইত্যত আহ—

অস্তিত্বেব তুশব্দঃ শঙ্কানিরাকরণার্থঃ। প্রাণো হি মম নিঃশ্রেয়সাত্মন উপাধির্নিঃশ্রেয়সরূপঃ। প্রসিদ্ধং তস্য নিঃশ্রেয়সং প্রাণসংবাদাদৌ ন চ তদাসীত্তবিষ্যতি

মনঃ ধ্যান করিতে থাকিলে ও অন্য ইন্দ্রিয়গণও যেন অনুধ্যান করিতে থাকে। সেইরূপ প্রাণ প্রাণন করিতে থাকিলে, সকল প্রাণ অনুপ্রাণন করিতে থাকে। তবে যে একই কালে অনেকানেক অবধান দেখা যায়, সূচ্যগ্রদ্বারা একই কালে শত পত্র, বা সহস্র পত্র বেধের ন্যায় কালক্রম থাকিলেও এতই অস্পষ্ট যে, তাহা ধরিতে পারা যায় না। এস্থলে যে ইতিশব্দ আছে, তাহার অর্থ হইতেছে যে, প্রতর্দ্দনের প্রশ্ন এই পর্য্যন্ত।

প্রতর্দ্দন কৃত প্রশ্ন ইন্দ্র অঙ্গীকার করিয়াই উত্তর করিয়াছিলেন, এই কথা বলিতেছেন,—

ইন্দ্র বলিয়াছিলেন,—সর্ব্বজনীন অনুভবে এইটিই এইরূপে প্রসিদ্ধ। হাঁ তুমি যে বলিলে, এক এক চেষ্টায় সকল ইন্দ্রিয়ে স্বস্বব্যাপার হয় না, তাহা সত্যই। অর্থাৎ একই কালে চেষ্টায় সকল ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার হইতে পারে না, বা করেনা এটি সত্যই। এই কথা ইন্দ্র বলিয়াছিলেন।

আচ্ছা, সমস্ত প্রাণই ত তোমার সমান উপাধি, তবে প্রাণের উপর তোমার এত পক্ষপাত কেন যে, 'আমি প্রাণই হইতেছি' বলিয়া উপাসনা করিতে বলিলে?—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—

এস্থলে তুশব্দটী অশঙ্কানিবারণার্থ।

জীবতি বাগপেতো মূকান্ হি পশ্যামো জীবতি চক্ষুরপেতো-ঽন্ধান্ হি পশ্যামো জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামে জীবতি মনোপেতো বালান্ হি পশ্যামো জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীব-ত্যূরুচ্ছিন্ন ইতি।

বা কিঞ্চন্তোব বর্ত্তত এব ন তু কদাচিন্ন বর্ত্ততে। প্রাণানাং প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তীন নিঃশ্রেয়সং শরীরধারণোচ্ছ্বয়নাদিকম্। ইতি নিঃশ্রেয়সবর্ত্তমানত্বপ্রতিজ্ঞাপরি সমাপ্ত্যর্থঃ। ২।

নচৈতন্নিঃশ্রেয়সং বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রাণামপি ভবতীত্যাহ পর্য্যায়ক্রমেণ সহে কম্—

জীবতি বাগপেতো বালান্হি পশ্যামঃ। স্পষ্টম্। বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমনোভি পেতো রহিতো জীবতীতি প্রজ্ঞাঽত্র হেতুঃ। মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ দর্শনম্। অ মর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণাং কার্য্যৈকগম্যত্বাৎকার্য্যাভাবে তদভাব ইতি চ। জীবতি বাহুচ্ছি জীবত্যূরুচ্ছিন্নঃ॥ স্পষ্টম্। পর্য্যায়দ্বয়েন হস্তপাদরহিতস্য জীবনমুচ্যতে। ই প্রকৃতপর্য্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ॥

শরীরধারণার্থ প্রাণের পঞ্চবৃত্তির উচ্ছ্বয়নরূপ নিঃশ্রেয়স আছেই। আ নিঃশ্রেয়সাত্মা; আমার উপাধিও নিঃশ্রেসরূপ। প্রাণসম্বাদাদিতে প্রা নিঃশ্রেয়স প্রসিদ্ধই আছে। অবশ্য তাহা কখন ছিল, কি কখন হইবে তাহা নহে; কিন্তু আছেই. কখন যে নাই, তাহা নহে। এস্থলের ই নিঃশ্রেয়সের বর্ত্তমান ভাববিষয়িনী প্রতিজ্ঞার পরিসমাপ্তিরজন্য॥ ২॥

এই নিঃশ্রেয়স বাক্, চক্ষুঃ ও শ্রোত্রের নাই; এই কথা পর্য্যায়ক্রমে সহেতু কীর্ত্তন করিতেছেন;—

জীবিত থাকিতে বাগিন্দ্রিয় রহিত হইলে, তাহাদিগকে মূক (বোবা) ব দেখিতে পাই; জীবিত থাকিতে চক্ষুরিন্দ্রিয় রহিত হইলে, তাহাদিগকে বলিয়া দেখিতে পাই। জীবিত থাকিতে শ্রোত্রহীন হইলে, তাহাদিগকে ব বলিয়া দেখিতে পাই। জীবিত থাকিতে মনো রহিত হইলে, তাহাদিগকে বা বলিয়া দেখিতে পাই। জীবিত থাকিতে ছিন্নবাহু হইলে, বা জীবিত থাকি ছিন্নোরু হইলেও তাহাদিগকে বাহুকুণ্ঠ বা খঞ্জ বলিয়াইত দেখিতে পাই;

এবং হি পশ্যাম ইতি।

অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি।

তস্মাদেতদেবোকৃথমুপাসীত।

একহেলয়োভয়ত্র হেতুমাহ—

এবং হি পশ্যামঃ। হি যস্মাদেবং ছিন্নহস্তপাদানাং জীবনং পশ্যামোঽবলোকয়ামঃ। নচ দৃষ্টেঽনুপপন্নং নামেত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণাঙ্গীকৃত্য। ইতি হেন্দ্র উবাচেত্যন্বয়ঃ। অথবাঽঽদ্য ইতিশব্দোঽঙ্গীকারার্থোঽন্ত্যস্ত প্রকারার্থ ইতি॥

এতন্নিঃশ্রেয়সমস্ত্যোবেত্যস্মিন্নর্থ উপপত্তির্মৃগ্যেত্যাহ—

অথ যস্মাৎখলু নিশ্চিতং সর্ব্বপ্রত্যক্ষমিতি যাবৎ। প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ক্রিয়াশক্ত্যুপাধিক এব জ্ঞানশক্ত্যুপাধিকো ন ত্বন্যঃ। ইদং প্রত্যক্ষং শরীরং দেহং পরিগৃহ্যাহং মমেতি বা স্বীকৃত্যোত্থাপয়তি শয়নাসনাদিভ্য ঊর্দ্ধং নয়তি॥

ইদানীং প্রসঙ্গাদুপাসনান্তরং শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধং প্রাণে স্মারয়তি।

জীবিতই থাকে। ইন্দ্রিয়গণকে কেহই দেখিতে পায় না; তবে কার্য্য দ্বারা তাহাদিগের অস্তিত্ব বোধ হয় মাত্র। সেই জন্য যখন তাহাদিগের কার্য্য করিব র ক্ষমতা থাকে না, তখন সুতরাং সে ইন্দ্রিয় নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এস্থলে যে ইতিশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে প্রকৃত পর্য্যায়ের পরিসমাপ্তি।

একচেষ্টায় উভয়স্থলেই হেতু দেওয়া হইতেছে।

যেহেতু এইরূপে ছিন্ন হস্ত পদাদি ব্যক্তির জীবন আছে, দেখিতে পাওয়া যায়, অবশ্য যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে আর অনুপপত্তি কি হইতে পারে? সেই হেতু প্রাণই আমার শ্রেষ্ঠ উপাধি, এবং 'আমি প্রাণই হইতেছি' এইপ্রকার উপাসনা করিতে বলিতেছি, জানিবে। ইতিশব্দের অর্থ প্রকার। অর্থাৎ ইন্দ্র এই প্রকারে অঙ্গীকার করিয়া উত্তর করিয়া ছিলেন। অথবা প্রথম ইতিশব্দ অঙ্গীকারার্থ, দ্বিতীয় ইতিশব্দ প্রকারার্থ জানিবে।

এই নিঃশ্রেয়স আছেই, এই অর্থে উপপত্তি অনুসন্ধেয় এই কথা বলিতেছেন;—

যেহেতু এটি সর্ব্বপ্রত্যক্ষ যে ক্রিয়াশক্ত্যুপাধিক প্রাণ জ্ঞানশক্ত্যুপাধিক, অন্য নহে। সেই প্রাণ এই দেহকে 'আমি, ও আমার' বলিয়া স্বীকার করিয়া

যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ।

সহ হ্যেতাবস্মিঞ্ছরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতস্তস্যৈষৈব দৃষ্টিঃ।

তস্মাদ্‌যত ইদং শরীরমুত্থাপয়তি প্রাণঃ ত এতদেবোত্থাপনহেতুভূতমেব নান্যৎ। উক্‌থমুক্‌থশব্দাভিধেয়ম্‌। উপাসীত। ব্যাখ্যাতম্‌॥

নন্বু যদি প্রাণ উক্‌থত্বেনোপাস্যস্তর্হি পঞ্চবৃত্তিমাত্রং বিবক্ষিতং ন পরমাত্মেত্যত আহ—

যো বৈ প্রাণো য এবাত্র প্রাণশব্দাভিধেয়ঃ। সা প্রসিদ্ধা প্রজ্ঞা সর্ব্ববোধসাক্ষিণী সংবিৎ। যা বা যা বৈ প্রজ্ঞোক্তা। স প্রসিদ্ধঃ। প্রাণঃ প্রাণোপাধিকঃ পরমাত্মা॥

নন্বু কস্মাদেতদেকমেব তবোপাধিভূতমিত্যত আহ—

সহ মিলিত্বা। হি যস্মাৎ। এতৌ প্রজ্ঞাপ্রাণৌ। অস্মিঞ্ছরীরে। স্পষ্টম্‌। বসতো নিবাসং কুরুতো জীবেন সহ মিলিত্বোৎক্রামতোঽস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রমণং কুরুতে মরণে। পাঠান্তরে যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণ ইতি। তস্য প্রাণোপাধিকস্য। এষৈবেত্থমেব বক্ষ্যমাণা। দৃষ্টির্দর্শনাপরপর্য্যায়ঃ বর্ণিতিঃ। অস্যাম বস্থায়াং প্রাণশব্দাভিধেয়োঽবগন্তব্য ইত্যর্থঃ॥

শয্যা ও আসনাদি হইতে উত্থাপিত উদ্ধোন্নয়ন করে, প্রসঙ্গক্রমে এখন শ্রুত্যন্তরসিদ্ধ প্রাণের উপাসনাবিশেষ স্মারিত করিতেছেন ;—

সেই হেতু এই উত্থাপনের হেতুভূত প্রাণকে উক্‌থ শব্দের অভিধেয়, বলিয়া উপাসনা করিবে।

আচ্ছা, যদি এই প্রাণই তোমার উক্‌থরূপে উপাস্য হয়, তবেত পঞ্চবৃত্তিমাত্রই তোমার উপাস্য হইল, পরমাত্মাত আর উপাস্য হইলেন না। এইজন্য বলিতেছেন ;—

এস্থলে যে প্রাণশব্দের অভিধেয়, সেই প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞা বা সর্ব্ববোধসাক্ষিণী সংবিৎ। যাহাকে প্রজ্ঞা বলা হইল, সেই প্রসিদ্ধ প্রাণোপাধিক পরমাত্মা।

আচ্ছা, তুমি এক, এই দুইটি তোমার কি করিয়া একই উপাধি হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।

যেহেতু এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ একযোগে মিলিয়া এই শরীরে নিবাস করে ;

এতদ্বিজ্ঞানম্।

যত্রৈতৎপুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্প্রাণ এবৈকধা ভবতি।

এষৈব দৃষ্টিরিতি ব্যাকরোতি—

এতদ্বিজ্ঞানং যদেতৎসুষুপ্তং তদেবাঽঽত্মনঃ প্রাণস্বরবিজ্ঞপ্তিকারণম্॥

এতচ্ছব্দার্থমাহ—

যত্র যস্যামবস্থায়াম্। এতৎসর্ব্ববিশেষবোধশূন্যং যথা স্যাত্তথা। পুরুষো বস্তুতঃ পরিপূর্ণোঽপি পুরিশয়ঃ। সুপ্তঃ শয়নমাধগতঃ। স্বপ্নং জাগ্রদ্বাসনারূপং পদার্থজাতং ন কঞ্চন পশ্যতি কমপি নাবলোকয়তি। অথ তদা স্বপ্নানবলোকনকালে। অস্মিন্মুখাদিসঞ্চারিণি তিরস্কৃতজ্ঞানশক্তৌ। প্রাণ এব ক্রিয়াশক্তাবেব ন ত্বন্যত্র। একধা ভবতি, একত্বং গচ্ছতি। প্রাণোপাধিকঃ প্রাণশব্দার্হঃ পুরুষো ভবতীত্যর্থঃ॥

নন্বু তদা বাগাদীনি করণানি ক্ব যান্তীতি আহ—

আবার জীবের সহিত মিলিয়া উভয়েই একযোগে এই শরীর হইতে মরণকালে উৎক্রমণ করে। পাঠান্তর থাকিলে, যেহেতু প্রাণ, সেই প্রজ্ঞা, যে প্রজ্ঞা সেই প্রাণ, সেই প্রাণোপাধিকের এই প্রকারে বক্ষ্যমাণ দৃষ্টি, দর্শন, অবগতি কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় প্রাণশব্দের অভিধেয় অবগন্তব্য।

এই প্রকারে দৃষ্টি কর্ত্তব্য, একথার প্রকাশ করিতেছেন ;—

এই সুষুপ্ত, সেই আত্মার প্রাণস্বরবিজ্ঞপ্তির কারণ। এই শব্দের অর্থ বলিতেছেন ;—

যে অবস্থায় সর্ব্ববিশেষ বোধ শূন্য হয় যাহা হইলে, সেইরূপে বস্তুতঃ পূর্ণ হইলেও নবদ্বার পুরে শায়ী পুরুষ সুপ্ত শয়ন প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্ন জাগ্রদ্বাসনারূপ পদার্থ সমূহের কিছুই অবলোকন করে না ; তখন এই মুখাদিতে সঞ্চরণকারী জ্ঞানশক্তি রহিত প্রাণরূপ ক্রিয়াশক্তিতে, অন্য কিছুতে নহে, একতাকে প্রাপ্ত হয়। তখন পুরুষ প্রাণোপাধিক ও প্রাণশব্দেরযোগ্য হয়।

আচ্ছা, তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ কোথায় যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;—

তদেতন্মূ।

বাক্সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি। স যদা প্রতিবুধ্যতে।

যথাঽগ্নের্জ্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেব-

---

তদা তস্মিন্‌প্রাণ একধাভবনকালে। এনং প্রাণোপাধিকমাত্মানম্‌॥

বাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনাংসি সবিষয়াণি লয়ং গচ্ছন্তীতি পর্য্যায়চতুষ্টয়েনাঽহ—

বাক্‌সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি। স্পষ্টম্‌॥

নন্থু প্রাণে লীনানাং তেষাং সমুদ্র ইব সরিতাং কুতঃ পুনরুৎপত্তিরিত্যত আহ—

স প্রাণোপাধিকঃ পুরুষো যদা যস্মিন্‌কালে প্রতিবুধ্যতে জাগরণং গচ্ছতি॥

জাগরণাবসর এতস্মাদুৎপত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—

যথা দৃষ্টান্তে। অগ্নের্জাতবেদসো জ্বলতো জাজ্বল্যমানাৎ। সর্ব্বা দিশো বিস্ফু-লিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রা অগ্নিকণা বিপ্রতিষ্ঠেরন্‌বিবিধাসু দিক্ষু নির্গচ্ছন্তি। এবমেবানেনৈব প্রকারেণ ন ত্বন্যথা। এতস্মাৎপ্রাণোপাধিকাদাত্মন আনন্দাত্মনঃ প্রাণা বাগাদয়ো

পুরুষ যখন প্রাণে একতা প্রাপ্ত হয়, তখন এই প্রাণোপাধিক আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া বাক্‌, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনঃ, এই সকল করণ বিষয়ের সহিত লয় পাইয়া যায়। এই কথা পর্য্যায় চতুষ্টয় দ্বারা বলিতেছেন ;—

সর্ব্ববিধ নামের সহিত বাগিন্দ্রিয় লয় প্রাপ্ত হয় ; সর্ব্বপ্রকার রূপের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয় লয় হয় ; সকল শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয় বিলয় পাইয়া থাকে ; নিখিল ধ্যানের সহিত মনঃ বিলীন হয়।

ভাল, যেমন সমুদ্রে নদীসকলের লয় হয়, সেই রূপ প্রাণে ইন্দ্রিয় বিলীন হইয়া আবার কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;—

সেই প্রাণোপাধিক পুরুষ যখন জাগরণ প্রাপ্ত হয়, প্রতিবোধ প্রাপ্ত হয়, প্রত্যেক বোধের অনুগমন করে, অর্থাৎ জাগ্রৎ হয়,—

সেই জাগরণ সময়ে পুরুষ হইতে ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন ;—

যেমন জাজ্বল্যমান অগ্নি হইতে সকলদিকে ক্ষুদ্র অগ্নিকণাসকল বিচ্ছুরিত

মেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ।

তস্যৈষৈব সিদ্ধিঃ।

এতদ্বিজ্ঞানম্।

যত্রৈতৎপুরুষ আর্ত্তো মরিষ্যন্নাবল্যং ন্যেত্য সংমোহং ন্যেতি তদাহুঃ।

যথায়তনং যস্য যাদৃশং স্থানং জিহ্বাদি তত্তদ্দিশ্য বিপ্রতিষ্ঠন্তে বিবিধং নিগচ্ছন্তি। প্রাণেভ্যো দেবা অগ্ন্যাদয়ঃ। বিপ্রতিষ্ঠন্ত এতদনুবর্ত্ততেঽত্র বক্ষ্যমাণে চ। দেবেভ্যোঽগ্ন্যাদিভ্যো লোকা নামাদয়ো বিষয়াঃ॥

জীবতঃ প্রাণোপাধিকত্বমুক্ত্বা মরণেঽপি প্রাণোপাধিকত্বমাহ—

তস্য প্রাণোপাধিকস্য। এষৈব মরণাবস্থারূপৈব নত্বন্যা। সিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধিঃ প্রাণত্বে॥

এষৈব সিদ্ধিরিতি ব্যাকরোতি—

এতন্মরণং সর্ব্বপ্রত্যক্ষম্। বিজ্ঞানং বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি বিজ্ঞানং প্রমাণমিতি যাবৎ॥

এতচ্ছব্দোক্তং মরণমাহ—

হইতে থাকে, এই প্রকারে এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইলে বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল যাহার যেরূপ আয়তন, জিহ্বাদি, তাহাতে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। প্রাণ সকল হইতে অগ্নি আদি দেবগণ, এবং অগ্ন্যাদি দেবগণ হইতে নামাদি বিষয় সকলও বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

এইরূপ জীবিত পুরুষের প্রাণ উপাধি বলিয়া মৃতপুরুষেরও প্রাণই উপাধি, ইহা বলিতেছেন,--

সেই প্রাণোপাধিক পুরুষের মরণাবস্থাও প্রাণত্বে প্রসিদ্ধ।

এই প্রসিদ্ধির প্রমাণ করিতেছেন ;—

এই সর্ব্বপ্রত্যক্ষ মরণ বিশিষ্টজ্ঞানের প্রমাণ।

এই শব্দের লক্ষ্য যে মরণ, সেই মরণটি কি, তাহা বলিতেছেন ;—

উদক্রমীচ্চিত্তম্।

ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন ধ্যায়ত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি যদা প্রতিবুধ্যতে যথাঽগ্নের্জ্জ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ। ৩॥

যত্র যস্যামবস্থায়ামেতৎপুরুষোঽয়ং পুমান্ প্রত্যক্ষো মনুষ্যত্বাদ্যভিমানী। আর্ত্তো জরাব্যাধ্যাদীনাং বশ্যং প্রাপ্তঃ। মরিষ্যন্মরণং করিষ্যন্নাসন্নমরণ ইত্যর্থঃ। আবল্যমবলস্য দুর্ব্বলস্য ভাব আবল্যং হস্তপাদাদ্যবশ্যত্বমিত্যর্থঃ। ন্যেত্য নিতরামাগত্য। সংমোহং বন্ধ্বাদ্যপরিজ্ঞানলক্ষণং ন্যেতি নিতরামাগচ্ছতি। তদাহুঃ সমীপস্থাঃ কথয়ন্তি।

সমীপস্থোক্তিমাহ—

উদক্রমীত্তৎক্রমণমকরোৎ। চিত্তং মনঃ॥

চিত্তোৎক্রমণে লিঙ্গান্যাহুঃ—

ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন ধ্যায়তি। স্পষ্টম্। ইত্যনেন প্রকারেণাঽহুরিত্যন্বয়ঃ। অথাস্মিন্ প্রাণ দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ। অথ তদাঽস্মিন্মরণকালে

যে অবস্থায় এই মনুষ্যত্বাভিমানী পুরুষ জরা, ও ব্যাধি আদির বশীভূত হইয়া আসন্ন মৃত্যু হয়, তখন অবলের ভাব যে হস্তপদাদির অবশতারূপ আবল্য নিতরাং প্রাপ্ত হইয়া, বন্ধনাদির অপরিজ্ঞানরূপ সম্মোহ ও নিতরাং প্রাপ্ত হয়। তখন নিকটস্থ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে :—

সমীপস্থব্যক্তিদিগের কথা বলিতেছেন,—

ইহার চিত্ত, মনঃ উৎক্রমণ করিয়াছে।

চিত্ত উৎক্রান্ত হইবার চিহ্নসকল বলিতেছেন,—

শ্রবণ করিতেছে না, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলিতেছে না, এবং মন দ্বারা ধ্যানও করিতেছে না তখন এই প্রাণে সকলে যাইয়া একতা প্রাপ্ত হয়। তখন

স যদাঽস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি বাগস্মাৎ সর্ব্বাণি নামান্যভিবিসৃজতে।

এ বিবুদ্ধঃ উৎপত্যতে প্রাণাদ্দেবতাঃ ... শরীরে মোহাদিমতে ভবতীত্যর্থঃ। বাক্য ইত্যেকং॥ ৩॥

এবং মরণকালে ... ইন্দ্রিয়াণাং মূর্চ্ছাভিধায় শরীরাদুৎক্রমণে তস্মিন্নেব লয়ে বিশেষমাহ—

স মুমূর্ষুর্যদা যস্মিন্ কালে। অস্মাৎ প্রত্যক্ষদৃষ্টাচ্ছরীরাৎ ... গচ্ছতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি। বাগিন্দ্রিয়মস্মাৎ স্বামিনঃ সকাশাৎ সর্ব্বাণি নামানি স্ববিষয়ভূতানি। অভিবিসৃজতে সর্ব্বতঃ পরিত্যজতি স্ববিষয়ব্যাপারাৎ সম্বন্ধ-যোগোপরমং প্রাপ্য পুনর্ভোগ্যং ন প্রয়চ্ছতীত্যর্থঃ॥

ননু যদি বাঙ্নামান্যভিবিসৃজতে তস্মাৎ তর্হ্যন্যেন তৎপ্রাপ্তিরস্ত্বিত্যত আহ—

বাগিন্দ্রিয় সর্ব্ববিধ নামের সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয় ইহা লয় পায়; চক্ষুঃ সর্ব্ববিধ রূপের সহিত ইহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্র সকল শব্দের সহিত ইহাতে লয় হয়, মনও সর্ব্ববিধ ধ্যানের সহিত ইহাতে বিলীন হয়। যখন আবার শরীরান্তর গ্রহণ করিয়া প্রতিবুদ্ধ হয়, জাগরণ প্রাপ্ত হয়, তখন আবার সেই শরীরে সেই মোহ হইতে বিমুক্ত হয়। তখন যেমন জাজ্বল্যমান অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হয় সেইরূপ এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতে প্রাণ সকল যাহার যে আয়তন, তাহাতেই বিশিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাণ সকল হইতে দেবগণ এবং দেবগণ হইতে নামাদি বিষয় সকল বিনিক্রান্ত হয়॥ ৩॥

এইরূপে মরণকালে ইন্দ্রিয়গণের মূর্চ্ছারূপে লয় বলিয়া, শরীর হইতে উৎক্রমণ কালে সেই লয়ে কিছু বিশেষ আছে, বলিতেছেন,—

সেই মুমূর্ষু যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন এই সকলের সহিতই উৎক্রান্ত হয়। তখন বাগিন্দ্রিয় এই স্বামী হইতে স্ববিষয়ীভূত নাম সকল অভি-বিসৃষ্ট করে,—স্ববিষয় ব্যাপার হইতে সম্বন্ধ উপরত হইয়া আবার ভোগ প্রদান করে না।

ভাল, যদি বাগিন্দ্রিয় এই স্বামী হইতে নাম সকল অভিবিসৃষ্ট করে, তবে অন্যে তাহা প্রাপ্ত হউক? এই জন্য বলিতেছেন;—

বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি।

প্রাণোঽস্মাৎ সর্ব্বান্‌গন্ধানভিবিসৃজতে প্রাণেন সর্ব্বান্‌গন্ধানাপ্নোতি চক্ষুরস্মাৎসর্ব্বাণি রূপাণ্যভিবিসৃজতে চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি শ্রোত্রমস্মাৎসর্ব্বাঞ্‌শব্দানভিবিসৃজতে শ্রোত্রেণ সর্ব্বাঞ্‌শব্দানাপ্নোতি মনোঽস্মাৎসর্ব্বাণি ধ্যানান্যভিবিসৃজতে মনসা সর্ব্বাণি ধ্যানান্যাপ্নোতি সৈষা প্রাণে সর্ব্বাপ্তিঃ।

বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি। স্পষ্টম্। অথবা নাম্নাং পরিত্যাগং চেদ্বাক্‌করোতি তথাচ স্বয়ং প্রাণে বিলীনা স্ববিষয়রহিতা স্যাদিত্যত আহ -বাচেত্যাদি। অয়মর্থঃ, ন বাঙ্মাত্রং প্রলীয়তে প্রাণে কিন্তু প্রাণো বাচা সহ সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি বাগা ন স্ববিষয়রহিতা প্রাণে প্রলীয়ত ইতি।

যথা বাক্‌তথা ঘ্রা (প্রা) ণচক্ষুঃশ্রোত্রমনাংসীতি পর্য্যায়চতুষ্টয়েনাহহ --

প্রাণোঽস্মা ধ্যানান্যাপ্নোতি। বাক্‌পর্য্যায়বৎ প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনঃপর্য্যায়াঃ সবিষয়া ব্যাখ্যেয়াঃ। সা প্রসিদ্ধা। এষা স যদেত্যাদিনোক্তা। প্রাণে প্রাণোপাধিক আত্মনি। সর্ব্বাপ্তির্বিষয়েন্দ্রিয়াদিলক্ষণস্য সর্ব্বস্য প্রাপ্তিঃ।

বাগিন্দ্রিয়ের সহিত নাম সকলকে প্রাপ্ত হয়।

অথবা, বাগিন্দ্রিয় যদি নামের পরিত্যাগ করে, তবে প্রাণে স্বয়ং বিলীন হইয়া স্ববিষয় রহিত হউক? এই জন্য বলিতেছেন; --প্রাণে কেবল মাত্র বাগিন্দ্রিয়ের লয় হয় না; কিন্তু প্রাণ বাগিন্দ্রিয়ের সহিত নামসকলকে প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ নাম ও বাগিন্দ্রিয়, এ উভয়ই প্রাণে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

যেমন বাগিন্দ্রিয়, সেইরূপ প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ ও বিষয়ের সহিতই বিলীন হয়, এই কথা পর্য্যায় চতুষ্টয়দ্বারা বলিতেছেন;—

এই স্বামী হইতে প্রাণ সমস্ত গন্ধকে অভিবিসৃষ্ট করে, প্রাণের সহিত সর্ব্ব গন্ধকে প্রাপ্ত হয়। এই স্বামী হইতে চক্ষুঃ সমস্ত রূপের অভিবিসৃষ্ট করে, চক্ষুর সহিত সমস্তরূপকে প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্র এই স্বামী হইতে সর্ব্বপ্রকার শব্দের অভিবিসৃষ্টি করে, শ্রোত্রের সহিত সমস্ত শব্দকে প্রাপ্ত হয়। মনঃ এই স্বামী হইতে সকল ধ্যানকে অভিবিসৃষ্ট করে; মনের সহিত সকল ধ্যানকে প্রাপ্ত হয়। এই হইল

যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ সহহ্যেতা-বস্মিঞ্ছরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ।

অথ খলু যথাঽস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্ব্বাণি ভূতান্যেকং ভবন্তি তদ্‌-ব্যাখ্যাস্যামঃ। ৪॥

ন চায়ং প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিমাত্রং কিন্তু ক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যুপাধিক আত্মেত্যেতদুক্তং স্মারয়তি—

যো বৈ প্রাণঃ সহোৎক্রামতঃ। ব্যাখ্যাতম্।

নন্থ প্রাণে সর্ব্বেষাং ভূতানামেকীভাব উক্তো নতু প্রজ্ঞায়াং তৎকথং প্রাণ-প্রজ্ঞয়োঃ সর্ব্বাত্মনৈক্যমিত্যাশঙ্ক্য প্রজ্ঞায়া অপি প্রাণবৎ সার্ব্বাত্ম্যকথনায়াহ—

অথ প্রাণস্য সার্ব্বাত্ম্যকথনানন্তরম্। খলু নিশ্চিতম্। যথা যেন প্রকারেণ। অস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ, অস্যাং প্রজ্ঞায়াং জ্ঞানশক্তৌ চৈতন্যে সাক্ষিণ্যাম্। সর্ব্বাণি ভূতানি নিখিলানি বাগাদীনি সবিষয়াণি স্থিরজঙ্গমশব্দাভিধেয়ানি। একং ভবন্তি প্রাণবদেকধা ভবন্তি। তত্তথা। ব্যাখ্যাস্যামো বিস্পষ্টমাসমন্তাৎ প্রকথয়িষ্যামঃ। ৪॥

সেই প্রাণে সর্ব্ব প্রাপ্তি। প্রাণোপাধিক আত্মাতে বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলের প্রাপ্তি এই প্রকারের।

এই প্রাণ পঞ্চবৃত্তিমাত্র নহে; কিন্তু জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যাহার উপাধি, সেই আত্মা। এই কথাটী স্মরণ করাইয়া দিতেছেন;—

যে প্রাণ, সেই প্রজ্ঞা, যে প্রজ্ঞা, সেই প্রাণ; এশরীরে এদুটি পরস্পর সহবাস করে ও সহ উৎক্রমণ করে।

ভাল, প্রাণে সকল ভূতের একীভাব উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রজ্ঞাতে একীভাব উক্ত হয় নাই। তবে কি কারণে প্রাণ ও প্রজ্ঞাতে সকলের সর্ব্বথা ঐক্য বলিতেছ? এই আশঙ্কা করিয়া, প্রাণের ন্যায় প্রজ্ঞারও সর্ব্বাত্মতা কথনের জন্য বলিতেছেন,—

প্রাণের সর্ব্বাত্মতা কথনানন্তর প্রজ্ঞার সর্ব্বাত্মতা কীর্ত্তন করা যাইতেছে;—যে প্রকারে এই সাক্ষিস্বরূপ জ্ঞানশক্তি চৈতন্যরূপ প্রজ্ঞাতে সমস্ত সবিষয় বাগাদি

বাগেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্যৈ নাম পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

একভাবং প্রতিজ্ঞায় প্রথমতঃ প্রজ্ঞায়া বিভাগমাহ—

বাগেব বাগিন্দ্রিয়মেব প্রসিদ্ধং ন স্তুতৎ। অস্যাঃ প্রজ্ঞায়াঃ। একমঙ্গমেকং ভাগং গোরিবৈক স্তনং। অদূদুহদদূদুহৎ। স্বাধীনং কৃতবতী ইত্যর্থঃ। তস্যৈ তস্যা ছ্বৈকভাগভূতায়া বাচো নাম বক্তব্যং শব্দজাতম্। পরস্তাদ্বিষয়ত্বেন পরস্মিন্‌বহির্দেশে। প্রতিবিহিতা বিনির্মিতা ভূতমাত্রা ভূতভাগঃ। মীয়ত ইতি মাত্রা তস্যা বিষয়ত্বেন প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা বা নামৈবেত্যর্থঃ।

যথা বাক্‌প্রজ্ঞায়া একমঙ্গমদূদুহদ্‌যথা চ তস্যাঃ পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা নামৈবং প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্ররসনহস্তশরীরোপস্থপাদবুদ্ধিমনাংসি এবৈকমঙ্গমদূদুহৎ। আসাং যথাক্রমং পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা গন্ধরূপশব্দান্নরসকর্ম্মসুখদুঃখানন্দরতিপ্রজাতিপ্রাণিধাবিজ্ঞাতব্যকামা ইতি পর্য্যালোচনেনাহ—

ইন্দ্রিয় ও স্থির জঙ্গমাদি শব্দাদিগের ভূত সকল একত্র প্রাপ্ত হয়, তাহা বিস্পষ্ট করিয়া সর্ব্বতোভাবে বলিবে॥ ৪॥

একভাব বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রথমতঃ প্রজ্ঞার বিভাগ কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যেমন গোর স্তন গোর একটি অঙ্গ; সেইরূপ বাগিন্দ্রিয় এই প্রজ্ঞার একটি অঙ্গ দোহন করিয়াছে। অর্থাৎ স্বায়ত্তাধীন করিয়াছে। সেই বাগিন্দ্রিয়ের নাম বক্তব্য শব্দ সমূহ পরদেশে ভূতভাগকে বিনির্ম্মিত করিয়াছে। অর্থাৎ যাহার বিষয় রূপে ভূতমাত্রা বা নাম প্রতিবিহিত হইয়াছে।

এই বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, রসন, হস্ত, শরীর, উপস্থ, পাদ ও বুদ্ধিমনঃইন্দ্রিয় ও এক একটি অঙ্গের দোহন করিয়াছে। নামের ন্যায় বহির্দেশে যথাক্রমে ভূতমাত্রাকেই গন্ধ, রূপ, শব্দ, অন্নরস, কর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, রতি, প্রজাতি, ইত্যাদি ও প্রাণিধাবিজ্ঞাতব্য, এবং কামও বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এই কথা বলিতেছেন,

প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি।

এবং প্রজ্ঞায়া বিভাগমুক্ত্বেদানীমবিভাগমাহ—

প্রজ্ঞয়া বাচা উক্তয়োক্তয়া সংবিদা বাচং বাগিন্দ্রিয়ং সমারুহ্য সম্যক্তাদাত্ম্য লক্ষণেন সংবন্ধেনাধিরোহণং কৃত্বা চ বাগস্মীত্যভিমানং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। বাচা উক্তপ্রজ্ঞাভিন্নেনোক্তেনেন্দ্রিয়েণ। সর্ব্বাণি নিখিলানি নামানি বক্তব্যান্যাপ্নোতি বাচাধিরূঢ়া প্রজ্ঞা প্রাপ্নোতি। অয়মর্থঃ। ন প্রজ্ঞামন্তরেণোক্তবিষয়প্রাপ্তিরতো যদ্যদ্বিনা ন ভবতি নোপলভ্যতে বা তত্তদাত্মকং যথা তন্তূন্বিনানুপলভ্যমানঃ পটস্তন্ত্বাত্মকঃ শুক্তিকামন্তরেণ চানুপলভ্যমানং রজতং শুক্ত্যাত্মকং তথা চোক্তেন্দ্রিয়মন্তরেণাবিদ্যমানোঽনুপলভ্যমানো বিষয় উক্তেন্দ্রিয়াত্মকঃ। উক্তঞ্চ "ইন্দ্রিয়ং প্রজ্ঞামন্তরেণানুপলভ্যমানং প্রজ্ঞাত্মকম্" ইতি।

যথা বাঙ্নামনী প্রজ্ঞানা ভেদরহিতে এবং ঘ্রাণগন্ধৌ চক্ষুরূপে শ্রোত্রশব্দে

গতিরূপে প্রতিবিধান করিয়াছে। বুদ্ধিস্থ সংবিৎ প্রজ্ঞা ইহার এক অঙ্গকে দোহন করিয়াছে। তাহার বহির্দ্দেশে ভূতমাত্রাকে ধীবৃত্তি, বিজ্ঞাতব্য, ও কামকে প্রতিবিধান করিয়াছে।

এইরূপে প্রজ্ঞার বিভাগ বলিয়া, এখন প্রজ্ঞার যে অবিভাগ আছে, তাহা বলিতেছেন,—

বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উক্ত যে উক্ত সংবিদাখ্য প্রজ্ঞা, যে বাগিন্দ্রিয়ে সমারোহণ করিয়া সম্যক্ তাদাত্ম্য লক্ষণ সম্বন্ধ দ্বারা আরোহণ করিয়া, 'আমি বাগিন্দ্রিয় হইয়াছি' এইরূপ অভিমান প্রাপ্ত হইয়া, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা সকল নামকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ প্রজ্ঞা বাগিন্দ্রিয়ের আরূঢ় হইয়া শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহার অর্থ এই,— যেহেতু প্রজ্ঞাব্যতিরেকে বিষয় প্রাপ্তি হয় না, সেই হেতু বিষয় প্রজ্ঞাত্মক। যদ্ব্যতীত যাহা হয় না, বা উপলব্ধি করা যায় না, তাহা তদাত্মক; যেমন বস্ত্র তন্তু ব্যতিরেকে হয় না, বা উপলব্ধ হয় না; সুতরাং বস্ত্র সূত্রাত্মক; বা শুক্তিকা ব্যতিরেকে রজত হয় না, বা রজত উপলব্ধ হয় না, সুতরাং রজত শুক্তিকাত্মক; সেইরূপ ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে বিষয় হয় না, বা উপলব্ধ হয় না বলিয়া বিষয়ও ইন্দ্রিয়াত্মক বলিতে হইবে। উক্ত হইয়াছে, প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় আর কিছু বলিয়া উপলভ্যমান নহে বলিয়া ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাত্মক।

প্রজ্ঞয়া প্রাণং সমারুহ্য প্রাণেন সর্ব্বান্‌গন্ধানাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া শ্রোত্রং সমারুহ্য শ্রোত্রেণ সর্ব্বাঞ্ শব্দানাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া জিহ্বাং সমারুহ্য জিহ্বয়া সর্ব্বানন্নরসানাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া হস্তৌ সমারুহ্য হস্তাভ্যাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্যশরীরেণ সুখদুঃখে আপ্নোতি প্রজ্ঞয়োপস্থং সরুমাহ্যোপস্থেনাঽঽনন্দং রতিং প্রজাতিমাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া পাদৌ সমারুহ্য পাদাভ্যাং সর্ব্বা ইত্যা আপ্নোতি প্রজ্ঞয়ৈব ধিয়ং সমারুহ্য প্রজ্ঞয়ৈব ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামানাপ্নোতি। ৬॥

জিহ্বয়েবসৌ হস্তকর্ম্মাণি শরীরস্থদুঃখাদ্যুপস্থানন্দরতিপ্রজাতয়ঃ পাদগতয়ঃ প্রজ্ঞাবিজ্ঞাতব্যকামাশ্চেত্যাহ—

প্রজ্ঞয়া প্রাণং সমারুহ্য ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামানাপ্নোতি। বাক্‌পর্য্যায়বদ্বক্ষ্যপ ব্যাখ্যেয়ম্। ৬॥

এই বাগিন্দ্রিয় ও নাম যেমন প্রজ্ঞার সহিত ভেদশূন্য, এইরূপ ঘ্রাণগন্ধ, চক্ষুরূপ, শোত্রশব্দ, জিহ্বা অন্নরস, হস্তকর্ম্ম, শরীর সুখদুঃখ, উপস্থ আনন্দ রতি প্রজাতি, পাদগতি ও প্রজ্ঞা এবং ধী, বিজ্ঞাতব্য ও কাম ও পরস্পর প্রজ্ঞাত্মকই বলিতেছেন :-

প্রজ্ঞা প্রাণে সমারোহণ করিয়া, প্রাণ দ্বারা সমস্তগন্ধের লাভ করে। প্রজ্ঞা চক্ষুতে সমারোহণ করিয়া চক্ষুর্দ্বারা রূপ সকলকে প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা শ্রোত্রে সমারোহন করিয়া শোত্রদ্বারা শব্দসকলকে প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা জিহ্বাতে সমারোহণ করিয়া জিহ্বাদ্বারা নিখিল অন্নরস প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা হস্তে সমারোহণ করিয়া হস্ত দ্বারা সর্ববিধ কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা শরীরে সমারোহণ করিয়া সর্ব্ববিধ সুখ ও দুঃখকে প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা উপস্থে সমারূঢ় হইয়া উপস্থদ্বারা আনন্দ, রতি ও প্রজাতি প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা পাদে সমারোহণ করিয়া পাদ দ্বারা সকল প্রকার গতিকে প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা ধীতে সমারূঢ় হইয়া প্রজ্ঞাদ্বারাই ধী, বিজ্ঞাতব্য, ও কামসকলকে প্রাপ্ত হয়। ৬॥

ন হি প্রজ্ঞাপেতা বাঙ্‌নাম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ।
অন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ।

নন্বু কিং প্রজ্ঞয়া যাবতা বাগাদিভিরেব স্বঃ স্বোঽর্থোঽবগম্যত ইত্যাশঙ্ক্য বাগাদীনাং প্রজ্ঞয়া রহিতানাং সত্যপি স্বার্থসংবন্ধে ন তদবগমহেতুত্বমিতি সর্ব্বজনীনানুভবেনাহ—

ন হি প্রজ্ঞাপেতা বাঙ্‌নাম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ। হি যস্মাৎপ্রজ্ঞারহিতং বাগিন্দ্রিয়ং কিমপি বক্তব্যং স্বং পরং নাবগময়েৎ। প্রজ্ঞারহিতা বাকস্বব্যাপারং ন কুরুতে কুর্ব্বত্যাপ্যবিবক্ষিতার্থমসংবন্ধার্থং বা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

নন্বু প্রজ্ঞারহিতা বাগ্‌ন প্রজ্ঞাপয়েদিত্যস্মিন্নর্থে কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বজনীনমনুভবমভিনয়েন প্রমাণয়তি—

অন্যত্র বিষয়ান্তরে মে মমেন্দ্রিয়স্বামিনো মনোঽন্তঃকরণধীবৃত্তিজনকং প্রজ্ঞাসাক্ষ্যভূদভবদিত্যাহৈবং ব্রূতে।

আচ্ছা, প্রজ্ঞার প্রয়োজন কি? বাগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারাইত স্ব স্ব বিষয় অবগত হইতে পারা যায়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল যদি প্রজ্ঞা রহিত হয়, তবে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেও তাহা অবগত করাইতে পারে না;—

যে হেতু বাগিন্দ্রিয় প্রজ্ঞাহীন হইলে, নিজের কোন বক্তব্য নাম প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। প্রজ্ঞারহিত হইয়া বাগিন্দ্রিয় নিজের ব্যাপার করিতে পারে না। করিতে পারিলেও অবিবক্ষিত, বা অসম্বন্ধ নাম প্রজ্ঞাপিত করিবে।

ভাল, প্রজ্ঞাহীন বাগিন্দ্রিয় যে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? এই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বজনীন অনুভবের অভিনয় করিয়া প্রমাণ দিতেছেন।—

আমার মনঃ অন্য বিষয়ে ছিল। এই কথা বলে। আমার ইন্দ্রিয়স্বামীর, মনঃ অন্তঃকরণ, ধীবৃত্তিজনক প্রজ্ঞা সাক্ষী।

নাহমেতন্নাম প্রাজ্ঞাসিষমিতি।

ন হি প্রজ্ঞাপেতঃ প্রাণো গন্ধং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতং গন্ধং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষু রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতদ্রূপং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতং শ্রোত্রং শব্দং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতং শব্দং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতা জিহ্বাঽন্নরসং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽ-

---

মনসোঽন্যত্রাবস্থানে কিং স্যাদিত্যত আহ—

নাহমেতন্নাম প্রাজ্ঞাসিষমিতি। অহমিন্দ্রিয়স্বামী। এতত্ত্বয়া কথ্যমানং নাম বক্তব্যমস্যেন্দ্রিয়স্য বিষয় ইত্যর্থঃ। ন প্রাজ্ঞাসিষং ন প্রকর্ষেণ জ্ঞাতবান্। উক্তমপি বিশদমস্পষ্টবর্ণং বিক্ষিপ্তার্থং তদ্বিপরীতং বেত্যনেন প্রকারেণাঽহঽস্যেত্যনুষঙ্গঃ। অয়মর্থঃ। পরজ্ঞানাজ্ঞানয়োরপ্রত্যক্ষত্বেঽপি পরস্য তদ্বচনেন লিঙ্গেনানুমাতুং শক্যতে। তথাচ প্রজ্ঞারহিতমুক্তমিন্দ্রিয়ং ন স্বব্যাপারকরমিতি।

যথা বাক্তথা প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রজিহ্বাহস্তশরীরোপস্থপাদপ্রজ্ঞা ইতি পর্য্যায়নবকেনাঽহ—

মনঃ বিষয়ান্তরে থাকিলে কি হয় ? তাহা বলিতেছেন,—

আমি এই কথা ভাল করিয়া জ্ঞাত হই নাই। আমি—ইন্দ্রিয়স্বামী, এই—তুমি যাহা বলিলে, বা তোমার বক্তব্য, এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় উক্ত হইলেও বিশদ ও সুস্পষ্টাক্ষর করিয়া বলিলেও তাহা বিক্ষিপ্তার্থ বা বিপরীত করিয়া গ্রহণ করে। যদিও পরের জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না ; অনুমান করিয়া—বক্তার কথা বলার ভঙ্গি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্দ্বারা অনুমান করিয়া বুঝিতে পারা যায় ; তথাপি প্রজ্ঞারহিত উক্ত ইন্দ্রিয় নিজের ব্যাপার করিতে পারে না বলিয়া অনুমাপক লিঙ্গেরও প্রত্যক্ষ হয় না ; সুতরাং কি করিয়া পরের কথিত বিষয়াভিধান পর-শব্দরাজীর সুচারু জ্ঞান হইবে ?

যেরূপ বাগিন্দ্রিয় ; সেইরূপ প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, জিহ্বা, হস্ত, শরীর, উপস্থ, পাদ, ও প্রজ্ঞা। এই কথা নয়টি পর্য্যায় দ্বারা বলিতেছেন ;—

ভূদিত্যাহ নাহমেতমন্নরসং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ হস্তৌ কর্ম্ম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েতামন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতৎকর্ম্ম প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতং শরীরং সুখং দুঃখং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতৎসুখং দুঃখং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেত উপস্থ আনন্দং রতিং প্রজাতিং কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতমানন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ পাদাবিত্যাং কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েতামন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতামিত্যাং প্রাজ্ঞাসিষমিতি।

ন হি প্রজ্ঞাপেতঃ প্রাজ্ঞাসিষমিতি। বাকপর্য্যায়বৎপর্য্যায়াষ্টকং ব্যাখ্যেয়ম্।

প্রজ্ঞাহীন প্রাণ কোনও গন্ধকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার মন ছিল, এই জন্য বলে, আমি গন্ধকে প্রজ্ঞাত হইতে পারি নাই। প্রজ্ঞাহীন চক্ষু কোনওরূপ প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার মন ছিল, এই জন্য বলে, আমি এই রূপটিকে প্রজ্ঞাত হইতে পারি নাই। প্রজ্ঞারহিত শ্রোত্র কোন শব্দকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার মনঃ ছিল, এই জন্য বলে,—আমি এই শব্দকে প্রজ্ঞাত হইতে পারি নাই। প্রজ্ঞাহীন জিহ্বা কোনও অন্নরসকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, এই জন্য বলে,—আমি এই অন্নরসকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারি নাই। প্রজ্ঞাপেত হস্তদ্বয় কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার মনঃ ছিল, এই জন্য বলে,—আমি এই কর্ম্মের বিষয় জানিতে পারি নাই। প্রজ্ঞা বর্জ্জিত শরীর কোনও সুখদুঃখ প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার মনঃ ছিল, এই জন্য বলে,—আমি এই সুখ দুঃখকে প্রজ্ঞাত করিতে পারি নাই। প্রজ্ঞাহীন উপস্থ কোনও আনন্দ, রতি ও প্রজাতিকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। আমার মন, অন্য বিষয়ে ছিল, এই জন্য বলে,—আমি এই আনন্দ, রতি ও প্রজাতিকে জানিতে পারি নাই। প্রজ্ঞাহীন পাদদ্বয় কোন

ন হি প্রজ্ঞাপেতা ধীঃ কাচন সিধ্যেৎ।
ন প্রজ্ঞাতব্যং প্রজ্ঞায়েত। ৭॥
ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত।

বিজ্ঞাতব্যকামযোর্ব্বুদ্ধিব্যতিরেকেণানুপলম্ভশ্চ সর্ব্বজনীন ইত্যঙ্গীকৃত্যা-
হ

ন হি প্রজ্ঞাপেতা ধীঃ কাচন সিধ্যেৎ। কাপি বিজ্ঞাতব্যকামাদিভেদভিন্না ধীরন্তঃকরণবৃত্তিঃ প্রজ্ঞাপেতা সাক্ষিরহিতা ন সিধ্যেন্ন প্রজায়েত নাবগম্যেত ইত্যর্থঃ।

ননু মিথোঽপেক্ষাবত্ত্বাদিন্দ্রিয়তদ্বিষয়াণাং সমানপ্রজ্ঞানাং কথং কেবলং প্রাণোপাধিকা প্রজ্ঞৈবোপাস্যেতি নিয়মোঽত্যাশঙ্ক্য প্রজ্ঞায়ামেবান্যেষাং কল্পিতত্বমাহ—

ন প্রজ্ঞাতব্যং প্রজ্ঞাতে প্রজ্ঞাতব্যো বিষয়ো ন প্রজ্ঞায়েত ন চ গম্যেত যোগ্যানুপলব্ধ্যা বুদ্ধেরভাব ইত্যর্থঃ। ৭॥

ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রজ্ঞায়া অভেদশ্চেত্তর্হি তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্বেত্যত্র বাচমিব যা রী যা বাগেবোপাস্যা ইত্যাহ—

প্রকার গতিকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। আমার অন্য বিষয়ে মনঃ ছিল, এই জন্য বলে,—আমি এই গতিকে প্রজ্ঞাত হইতে পারি নাই।

বিজ্ঞাতব্য ও কাম, এ দুটি বুদ্ধি ব্যতিরেকে যে দেখিতেই পাওয়া যায় না, এটি সর্ব্বজনীন। অতএব ইহাকে স্বীকার করিয়া বলিতেছেন,—

কোনও বিজ্ঞাতব্য ও কামাদি ভেদ ভিন্ন অন্তঃকরণবৃত্তি, অসাক্ষিক হইলে সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ জন্মায় না, বা অবগত হয় না।

আচ্ছা, পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষাকারী ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় পরিমান প্রজ্ঞার সাম্য হেতু কি করিয়া কেবলমাত্র প্রাণোপাধিক প্রজ্ঞাই উপাস্য, এইরূপ নিয়ম হইতে পারে? এই আশঙ্কা করিয়া প্রজ্ঞাতে অন্য সকলই কল্পিত, এই কথা বলিতেছেন।

বুদ্ধির অভাবে যোগ্যানুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা অন্তঃকরণ বৃত্তির বিষয় যে সকল প্রজ্ঞাতব্য, তাহা জানা যায় না। ৭॥

ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রজ্ঞার যদি অভেদই হয়, তবে 'সেই আমাকে আয়ু ও অমৃত, বলিয়া উপাসনা কর, এই যে বলা হইয়াছে, তাহাতে এই বুঝিতে পারা

বক্তারং বিদ্যাৎ।

ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বাগিন্দ্রিয়মুপাস্যেত্যেবং ন বিজিজ্ঞাসীত ন বিচারয়েন্নাবগচ্ছেদিত্যর্থঃ।

তর্হি কিমবগম্যমিত্যত আহ—

বক্তারং বাগিন্দ্রিয়প্রেরকমানন্দাত্মানং সর্ব্বকরণবৃত্তিসাক্ষিণমিত্যর্থঃ। বিদ্যাৎ-প্রাণোঽস্মি প্রাজ্ঞাত্মা বক্তাঽঽয়ুরমৃতমিত্যবগচ্ছেৎ। অথবা প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা বক্তেত্যেবাবগচ্ছেৎ। অত্রৈবাঽঽয়ুরমৃতত্বয়োরন্তর্ভাবাদতএব প্রাণপ্রজ্ঞে সর্ব্বপ্রাণো মুখ্য ইতি প্রাণে তাবৎপ্রত্যঙ্গীকৃত্য সহ হেতাবিত্যাদ্যুক্তম্। অথবা বাগাদিভ্যঃ প্রাণো মুখ্য ইতি প্রাণে ব্রহ্মামৃতত্বোপাসনং সমর্পিতম্। অধুনা বক্তর্য্যাত্মনি প্রাণস্যাপি প্রাণে ব্রহ্মামৃতত্ববুদ্ধিরুপদিশ্যত ইতি রহস্যম্। পূর্ব্বং ন বাচং বিজিজ্ঞাসীতেতি করণনিষেধঃ রতোঽন্তে চ ন মনো বিজিজ্ঞাসীতেতি তস্যৈব নিষেধং করিষ্যতি তেনাঽঽদ্যন্তাভ্যামিন্দ্রিয়নিষেধঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপলক্ষণার্থং মধ্যে পর্য্যায়াঽকেন বিষয়ং নিষিধ্যতি পূর্ব্বোত্তরয়োঃ করণস্যেবেতরবিষয়নিষেধোপলক্ষণার্থম্। ন চাত্রানেকশ ইন্দ্রিয়প্রায়ে শরীরস্য পাঠাচ্ছরীরমপীন্দ্রিয়মিতি মন্তব্যম্। করণস্যেব বিষয়োপলব্ধেৰ্ব্বিবক্ষিতত্বাত্তস্য চ ভোগায়তনেঽপি শরীরে যথাকথঞ্চিৎসংপাদয়িতুং সুশক্যত্বাৎ। অথৈবমপি প্রায়পাঠস্যাঽঽগ্রহস্তর্হি শরীরশব্দেন ত্বগিন্দ্রিয়মস্তু। ন চৈবং সুখদুঃখয়োরিন্দ্রিয়ত্বং বিরুধ্যতে তাভ্যামুপলক্ষিতস্য তজ্জনকস্য স্পর্শস্যৈব কল্পয়িতুং শক্যত্বাৎ। এবঞ্চ শরীরেঽপি প্রায়োপাঠো ন বাধিতো ভবেৎ।

যাইতেছে যে, বাচনিক রীতি অনুসারে বাগিন্দ্রিয়েরই উপাসনা করিতে হইবে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন :—

বিচার করিয়া বাগিন্দ্রিয়কে অবগত হইবে না।

তবে অবগম্য পদার্থটি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

বাগিন্দ্রিয়ের প্রেরক সর্ব্বকরণবৃত্তির সাক্ষী আনন্দ স্বরূপ আত্মাকে জানিবে। প্রজ্ঞাস্বরূপ, বক্তা, আয়ু ও অমৃত প্রাণই আমি হইতেছি।' ইত্যাকার অবগত হইবে। অথবা আমি প্রজ্ঞাত্মা ও বক্তা প্রাণই এই প্রকার অবগতি করিবে, আয়ু ও অমৃতভাবের অবগত করিতে হইবে না; কারণ, প্রজ্ঞাত্মা প্রাণেই আয়ু ও অমৃতভাব অন্তর্ভূত। সেইজন্যই প্রাণোপাধিক আত্মাতে উক্ত প্রাণ ও প্রজ্ঞা অন্তর্ভূত হইয়াছে স্বীকার করিয়া লইয়া বলা হইয়াছে যে, এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ এই শরীরে

ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত ঘ্রাতারং বিদ্যান্ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত রূপবিদং বিদ্যান্ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত শ্রোতারং বিদ্যান্নান্নরসং বিজিজ্ঞাসীতান্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যান্ন কর্ম্ম বিজিজ্ঞাসীত কর্ত্তারং বিদ্যান্ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত সুখদুঃখয়োর্ব্বিজ্ঞাতারং বিদ্যান্নাঽঽনন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং বিজিজ্ঞাসীতাঽঽনন্দস্য রতেঃ প্রজাতের্ব্বিজ্ঞাতারং বিদ্যান্মেত্যাং বিজিজ্ঞাসীতৈতারং বিদ্যাৎ।

পর্য্যায়াইকেন বিষয়ং নিষিধ্য তত্তদ্বিষয়িণ এবাঽঽত্মনো বেত্ত্বমাহ—

ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীতৈতারং বিদ্যাৎ। রূপবিদং রূপবিদম্। এতারং গন্তারম্। স্পষ্টমন্যৎ।

জীবের সহিত একভাবে বাস করে, এবং জীবের সহিত একইভাবে এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়। আরও বলা হইয়াছে যে, প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মারূপে আত্মার উপাসনাকারীর পক্ষে নিঃশ্রেয়সগুণসম্পন্ন বলিয়া প্রাণই মুখ্য; অবশ্য সর্ব্বপ্রাণই মুখ্য, ইহা বলিতে হইবে। অথবা, বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে প্রাণই মুখ্য; এইজন্য প্রাণে ব্রহ্মাত্মভাবের উপাসনা শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এখন প্রাণেরও প্রাণ বক্তৃস্বরূপ আত্মাতে ব্রহ্মাত্মত্ববুদ্ধি করিয়া উপদেশ দেওয়া হইতেছে, এইটেই গুপ্ত রহস্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাগিন্দ্রিয়ের বিচার করিবে না। আবার অন্তে বলা হইয়াছে, মনের বিচার করিবে না। তাহা হইলে আদি ও অন্তে ইন্দ্রিয়ের নিষেধ করায় সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই বিচার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মধ্যে আটটি পর্য্যায়ে বিষয়ের নিষেধ যে করা হইয়াছে, তাহা নিখিল বিষয়ের নিষেধার্থই বলিতে হইবে। করণের ন্যায় বিষয়োপলব্ধিই বিবক্ষিত, সুতরাং ভোগায়তন শরীরেও তাহা কথঞ্চিৎ সম্পাদন করিতে পারা যায়। যদিই বল, এস্থলে যাহা কিছু শুনিতে বা পাঠ করিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার সকলটিই প্রায় করণ, এই জন্য এস্থলে শরীর শব্দে ত্বগিন্দ্রিয়, তবে আমরাও বলিব ভালই কথা, স্বীকার করি, শরীর শব্দে ত্বগিন্দ্রিয়ই। তাহাতে বলিতে পার, ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়ত সুখ ও দুঃখ নহে। ইহার উত্তরে বলিব, হাঁ, সুখ দুঃখের

ন মনো বিজিজ্ঞাসীত মন্তারং বিদ্যাৎ।

তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধি-

আদাবিন্দ্রিয়ং নিষিধ্যেন্দ্রিয়স্বামিনো যথা জ্ঞাতব্যত্বমুক্তং তথাঽন্তেঽপ্যাহ—

ন মনো বিজিজ্ঞাসীত মন্তারং বিদ্যাৎ। বাক্যার্থাববদ্ধ্যোক্তঃ।

এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়সাক্ষিণো জ্ঞানমভিধায় প্রসঙ্গাৎসর্ব্বানর্থমূলং সংসারচক্র-মিন্দ্রিয়বিষয়াভ্যামিতরেতরসাপেক্ষাভ্যাং প্রবর্ত্ততেঽন্যতরাভাবে চ ন প্রবর্ত্তত ইত্য-ভিপ্রায়বানাহ—

জন্য যে স্পর্শ সুখ ও স্পর্শ দুঃখ, তাহাও শরীরেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে। এইরূপ হইলে শরীর শব্দের পাঠ আর কোনরূপে বিরুদ্ধ হইবার নহে।

আটটি পর্য্যায় দ্বারা বিষয়ের নিষেধ করিয়া, তদ্বিষয়ী যে আত্মা, তিনিই বেদ্য, এই কথা বলিতেছেন,—

গন্ধকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু আঘ্রাণকারীকে জানিতে ইচ্ছা করিবে ও জানিবে। রূপ জানিতে ইচ্ছা করিবে না কিন্তু রূপ বেত্তাকে জানিবে। শব্দকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু শ্রোতাকে জানিবে। অন্নরসকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জানিবে। কর্ম্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু কর্ত্তাকে জানিবে। সুখ দুঃখ জানিতে ইচ্ছা করিবে না, সুখ দুঃখ বিজ্ঞাপককে জানিবে। না আনন্দকে না রতিকে, এবং প্রজাতিকেও জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু আনন্দ, রতি ও প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জানিবে, গতিকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু গন্তাকে জানিবে।

আদিতে যেমন ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিষেধ করিয়া ইন্দ্রিয় স্বামী জ্ঞান করিতে বলিয়াছেন, সেইরূপ অন্তেও বলিতেছেন,—

মনকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু মন্তাকে জানিবে।

এইরূপে সর্ব্বইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সাক্ষীর জ্ঞানের কথা বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে সকল অনর্থের মূল যে সংসার চক্র, তাহা এই ইতরেতর সাপেক্ষ ইন্দ্রিয় ও বিষয় দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং তদুভয়ের অন্যতরের অভাব হইলে আর সংসার চক্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এই অভিপ্রায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই কথা সকল বলিতেছেন,—

ভূতং যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুর্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ।

ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ।

তাঃ প্রকৃতাঃ সংসারচক্রস্য মূলভূতাঃ। বৈ প্রসিদ্ধাঃ। এতাঃ প্রত্যক্ষা অনুমেয়াশ্চ। দশৈব। দশসংখ্যাকা এব ন ত্বধিকাঃ। শরীরস্য সুখদুঃখয়োঃ স্পর্শস্য চান্তরভাবেন মনসশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়েষ্বন্তর্ভাবেন চ ভূতমাত্রা বক্তব্যাদ্যা বিষয়াঃ। অধিপ্রজ্ঞং প্রজ্ঞানীন্দ্রিয়াণ্যধিকৃত্য বর্ত্তন্ত ইত্যধিপ্রজ্ঞম্। দশ দশসংখ্যাকাঃ প্রজ্ঞামাত্রা বাগাদীনীন্দ্রিয়াণি। অধিভূতম্। স্পষ্টম্। যদ্যদি হি প্রসিদ্ধা ভূতমাত্রা নামাদিরূপা ন স্যুর্ন ভবেয়ুস্তর্হি ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুর্ন নির্ব্বিষয়মিন্দ্রিয়ং ভবতি যদ্বা পক্ষান্তরে প্রজ্ঞামাত্রা উক্তানীন্দ্রিয়াণি ন স্যুর্ন ভবেয়ুঃ। ভূতমাত্রা উক্তা ভূতমাত্রাঃ স্যুর্ন ভবেয়ুঃ।

তত্র হেতুমাহ—

অন্যতরত একস্মাৎ প্রজ্ঞামাত্রাভূতমাত্রয়োর্মধ্যে। হি যস্মাৎ। কিঞ্চন কিমপি রূপং বিষয় ইন্দ্রিয়ং ন সিধ্যেৎ। অবগম্যঃ। ন হি বিষয়ো বিষয়েণেন্দ্রিয়ং বেন্দ্রিয়েণাবগম্যতে কিন্ত্বিন্দ্রিয়েণ বিষয়ো বিষয়েণেন্দ্রিয়মিতি।

প্রকৃত সংসার চক্রের মূলস্বরূপ প্রসিদ্ধ এই প্রত্যক্ষ ও অনুমেয় দশটি ভূতমাত্রা, অর্থাৎ বক্তব্য আদি বিষয়। শরীর ও সুখ দুঃখের স্পর্শ একটি অবান্তর ভাব, এবং মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মধ্যে মন্ত, সুতরাং উহারা পৃথক্ নহে। তবেই ঐ দশটি ভূতমাত্রা দশটি ইন্দ্রিয়কে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছে আর দশটি প্রজ্ঞমাত্রা বাগাদি ইন্দ্রিয় দশটি ভূতমাত্রাকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছে। যদি প্রসিদ্ধ ঐভূতমাত্রা নামাদি বিষয় দশটি না থাকে, তাহা হইলে প্রজ্ঞামাত্রা বাগাদিইন্দ্রিয় দশটিও থাকে না। অথবা, যদি প্রজ্ঞামাত্রা দশটি না থাকে, তবে ভূতমাত্রা দশটিও থাকে না।

কেন থাকে না, তাহার কারণ কি, বলিতেছেন,—

যেহেতু অন্যতর হইতে অন্যতরের কোনরূপ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ বিষয় দ্বারা বিষয় সিদ্ধ হয়। আবার পক্ষান্তরে কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়ও সিদ্ধ হয় না। তবে হয় কি? না,—ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ের, এবং বিষয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধ হয়।

নো এতন্নানা।

তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা এতমে-বৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মাঽঽনন্দোঽজরোঽমৃতঃ।

নমু যদি বিষয়েন্দ্রিয়মিতরেতরসাপেক্ষং তর্হ্যস্য পরস্পরং বিভিন্নত্বাৎপ্রজ্ঞায়া অপি তন্নিমিত্তং বিভেদঃ স্যাত্তথা চ যথা প্রজ্ঞায়াং সর্ব্বাণি ভূতান্যেকং ভবন্তীতি প্রতিজ্ঞা ব্যাহতা স্যাদিত্যত আহ—

নো এতন্নানা, এতৎপ্রজ্ঞামাত্রাভূতমাত্রারূপং নানা ভেদবন্নো।

নানাত্বাভাবং প্রতিজ্ঞায় তত্র দৃষ্টান্তমাহ—

তত্তত্র। যথা দৃষ্টান্তে। রথস্য বথচক্রস্যারেষু নাভিপ্রতিষ্ঠিতেষু তীক্ষ্ণাগ্রেষু কাষ্ঠেষু নেমিররেভ্যো বহির্দ্দেশবর্ত্তি বর্তুলং কাষ্ঠম্। অর্পিতোঽরেষু বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। নাভাবন্তঃকাষ্ঠেঽক্ষাধারচ্ছিদ্রবতি বর্ত্তুলেন। অরা দীর্ঘাণি তীক্ষ্ণানি কাষ্ঠানি। অর্পিতাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। এবমেব তদ্বদেব ন ত্বন্যথা। এতা উপলভ্যমানা ভূতমাত্রা বিষয়া নেমিস্থানীয়াঃ। প্রজ্ঞামাত্রাসু, ইন্দ্রিয়েষ্বরস্থানীয়েষু। অর্পিতাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। প্রজ্ঞামাত্রা ইন্দ্রিয়াণ্যরভূতানি প্রাণে মুখনাসিকাসঞ্চারিণি নাভিস্থানীয়েঽর্পিতাঃ

আচ্ছা, যদি বিষয় ও ইন্দ্রিয় পরস্পব পরস্পরের সাপেক্ষ, তাহা হইলে ত বিষয় ও ইন্দ্রিয় পরস্পর ভিন্ন, সুতরাং তন্নিমিত্ত প্রজ্ঞাও পরস্পর বিভিন্ন হইবে। ভাল, তাহা হইলেত পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার আকার হইতেছে,—যাহা হইলে প্রজ্ঞাতে সকল ভূত একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বলিব। এইজন্য বলিতেছেন,—

এই যে প্রজ্ঞামাত্রা, ও ভূতমাত্রা, ইহা পরস্পর ভিন্ন নহে, নানা হইতে পারে না।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—

যেমন রথচক্রের অর সকলে নেমি অর্পিত হয়, এবং নাভিতে অরসকল অর্পিত হয়; সেইরূপই এই ভূতমাত্রাসকল প্রজ্ঞামাত্রাতে অর্পিত, এবং প্রজ্ঞামাত্রাসকল প্রাণে অর্পিত আছে। এই প্রাণই সেই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত আর নাভিতে (ধুরোয়) প্রতিষ্ঠিত, তীক্ষ্ণাগ্র কাষ্ঠ সকল (চাকার

ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্।

প্রতিষ্ঠিতাঃ। স পাণোপাধিক এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ধীবৃত্তৌ প্রতিফলিতঃ প্রাজ্ঞ উপাধিবিরহে প্রজ্ঞা নিত্যয়া স্বয়ম্প্রকাশয়াঽবিযুক্ত আত্মা ব্যাপকো ব্যবহারাবস্থায়া-ম্যহং প্রত্যয়ে ব্যবহারযোগ্যঃ। আনন্দঃ সুখৈকস্বভাবঃ। অজরো জরারহিতঃ। অমৃতো মরণরহিতঃ স্বয়ম্প্রকাশবিজ্ঞানানন্দাত্মস্বরূপঃ সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্য ইত্যর্থঃ।

নম্বেবংরূপস্যাপি সাধ্যসাধককর্ম্মভ্যামাধিক্যন্যূনতে স্যাতাং সমুদ্রস্যেবোদয়া-স্তময়াবিত্যত আহ—

ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্। সাধুনা শাস্ত্রবিহিতেন কর্ম্মণা পুণ্যরূপেণ ন ভূয়া-ন্নাধিকো ভবতীতি শেষঃ। নো এব নৈব। অসাধুনা শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধেন কর্ম্মণা। কনীয়ান্‌কনিষ্ঠো ন্যূন ইত্যর্থঃ। ভবতীতি শেষঃ। অয়মর্থঃ। বিক্রিয়াবতো হ্যতিশয়ো দৃষ্টঃ সমুদ্রাদের্ন তু বিপরীতস্য গমনেঽদর্শনাদিতি।

পাখি)। নেমি অরর বহির্দেশে থাকে যে গোলাকার কাষ্ঠ (চক্রধারা, বা চাকার প্রান্ত)। নাভি অক্ষাধারচ্ছিদ্র বিশিষ্ট বর্তুল অন্তঃকাষ্ঠ (ধুবো, ঘুবো, বা হেঁড়ে)। এইরূপ বিষয় সকল নেমি স্থানীয়, ইন্দ্রিয় সকল অরস্থানীয়। প্রাণ নাভি স্থানীয়। ইহাদ্বারাই সংসার চক্র গঠিত। এই প্রাণ মুখনাসিকা-কারী। সেই প্রাণোপাধিক এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, ধীবৃত্তিতে প্রতিফলিত প্রাজ্ঞ, আর ঐ প্রাণরূপ উপাধির অভাবে স্বয়ম্প্রকাশ নিত্য প্রজ্ঞা স্বরূপ। তখন আর প্রজ্ঞা বিশিষ্ট নহেন। আত্মা ব্যাপক। ইনিই ব্যবহারাবস্থায় 'আমি' বা 'আমার' যে জ্ঞান হয়, সেই অহং প্রত্যয়ে ব্যবহার যোগ্য। আনন্দ সুখৈকস্বভাব অমৃত মরণ রহিত। স্বয়ং প্রকাশ বিজ্ঞানানন্দাত্ম স্বরূপ সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্য।

আচ্ছা, যেমন সমুদ্রের উদয় ও অস্তময় আছে, সেইরূপ এতাদৃশ স্বভাব আত্মারও সাধ্য ও সাধক কর্ম্মদ্বারা আধিক্য ও ন্যূনতা হউক?—এইজন্য বলিতেছেন,—

শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ইনি অধিক হন না, এবং শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ পাপকর্ম্ম দ্বারা ন্যূনও হন না। অর্থাৎ বিক্রিয়াবিশিষ্ট বস্তুরই অতিশয় দেখা যায়, যেমন সমুদ্র আদির, কিন্তু যে তদ্বিপরীত, তাহার আর সেই অতিশয় দেখা যায় না,

এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।

সাধ্বসাধুকর্ম্মণা আত্মানং ন স্পৃশত ইত্যস্মিন্নর্থে হেতুমাহ—

এষ হ্যেব হি যস্মাদেষ এব প্রাণপ্রজ্ঞোপাধিক এব ন স্বতঃ। এনং শরীরাত্ম্যভিমানিনম্। সাধু কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিতং কর্ম্ম শুভরূপম্। কারয়ত্যয়স্কান্তবচ্ছরীরাবিষ্টঃ স্বয়ং নির্ব্যাপারস্তচ্ছরীরাভিমানিনং বিবিধান্ ব্যাপারান্ কারয়তি। তমেনং প্রকৃতং বক্ষ্যমাণং যং প্রসিদ্ধং স্বর্গার্থিনম্। এভ্যঃ প্রত্যক্ষেভ্যো লোকেভ্যঃ উন্নিনীষত ঊর্দ্ধং নেতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। এষ উ এব যথোক্ত এব ন স্বতঃ। এনং শরীরাত্ম্যভিমানিনম্। অসাধু শাস্ত্রনিষিদ্ধং কর্ম্ম পাতকং কারয়ত্যনিচ্ছন্তমপাত্যন্তি। তং প্রিয়স্বপসপানশীলিনং যং প্রসিদ্ধং পাতকিনমেভ্যঃ প্রত্যক্ষেভ্যো লোকেভ্যো মনুষ্যাদিনিবাসেভ্যঃ। অধো নিনীষতেঽধো নেতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ।

সাধ্বসাধুকর্ম্মকারয়িতৃত্বং স্বর্গনরকনয়নার্থমিত্যুক্তং তদপ্যত্র শরীরোপাধ

যেমন আকাশের। আত্মা সেই আকাশকল্প সুতরাং আত্মারও আতিশয্য নাই।

সাধু ও অসাধু কর্ম্ম আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই বিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন,—

যেহেতু এই প্রাণ প্রজ্ঞোপাধিক আত্মা, এই শরীরাদিতে আত্মত্বাভিমানী সেই জীবকে শাস্ত্রবিহিত সাধু কর্ম্ম করান, অয়স্কান্ত মণির ন্যায় শরীরে আবিষ্ট হইয়া নিজে ব্যাপার রহিত হইলেও সেই শরীরাভিমানী জীবকে বিবিধ ব্যাপার করান, যে প্রসিদ্ধ স্বর্গার্থীকে এই প্রত্যক্ষলোক হইতে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। ইনিই আবার তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করান, যাহাকে যে প্রিয় অনর্থার্থী, পাতকিকে এই প্রত্যক্ষ মনুষ্যাদি লোক হইতে অধো নিতে ইচ্ছা করেন।

সাধু ও অসাধু কর্ম্ম কারয়িতৃত্ব স্বর্গ ও নরকে নয়নার্থ এই কথা বলা হইল

এষ লোকপালঃ।

এষ লোকাধিপতিঃ।

এষ সর্ব্বেশঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ ।৮॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গতকৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদি

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। ২॥

ব্রাহ্মণারণ্যকক্রমেণ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। ৩॥

রহিতস্য চিন্মাত্রস্য নিরস্তসর্বশক্তিমাত্রোপহিতস্যান্তর্যামিণঃ প্রক্রান্তস্যোপপন্নমিত্যাহ—

এষ স্বর্গনরকয়োর্নেতা। লোকপালো লোকানাং সাধূনাং সুখেনাসাধূনাং দুঃখেন চ পালকো রক্ষকো লোকপালঃ।

তথা চ লোকপালত্বং মন্ত্র্যাদিবৎস্যাদিত্যত আহ—

এষ উক্তো লোকপালঃ লোকাধিপতির্লোকানাং রক্ষকঃ। পিত্রাদিবদধিষ্ঠায় পালয়তীতি লোকাধিপতিঃ।

তথাঽপি সঙ্কুচিতৈশ্বর্য্যমস্য স্যাদ্রাজাদিবদিত্যত আহ—

এষ উক্তো লোকাধিপতিঃ। সর্ব্বেশঃ সর্ব্বস্য নিখিলস্য ভূতভৌতিকস্যেশো

স্ক তাহাও এই শরীরোপাধি রহিত চিন্মাত্রনিরস্ত সর্ব শক্তি মাত্রোপহিত অন্তর্যামীর প্রক্রান্তত্বই উপপন্ন হয়, এই কথা বলিতেছেন—

এই স্বর্গেও নরকের নেতা লোক সকলের রক্ষক লোকপাল। সাধুকে সুখ দ্বারা, অসাধুকে দুঃখদ্বারা রক্ষা করেন।

তা সে লোকপালত্ব ত মন্ত্রী আদির ন্যায়ও হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—

এই লোকপাল লোকাধিপতি। পিত্রাদি যেমন পুত্রাদি শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া পালন করেন, ইনিও সেই রূপ লোকদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পালন করেন।

তথাপি রাজাদির ন্যায় ঐশ্বর্য্য সঙ্কুচিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—

নিয়ন্তা সর্কেশঃ। স উক্তঃ সর্কেশত্বাদিগুণঃ। মে মমেন্দ্রস্য বক্তুঃ আত্মা, অস্মৎপ্রত্যয়ে ব্যবহারযোগ্যো মামেব বিজানীহীতি মদুক্ত আত্মা স্বরূপম্। ইতি বিদ্যাদেবং জানীয়াৎ। স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ। ব্যাখ্যাতম্। বাক্যাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ৮॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্মপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীশঙ্করানন্দ-
ভগবতঃ কৃতৌ ঋগ্বেদান্তর্গতকৌষীতকিব্রাহ্মারণ্য-
কোপনিষদ্দীপিকায়াং তৃতীয়ো-
ঽধ্যায়ঃ। ৩॥

এই লোকাধিপতিই সকলের ভূতভৌতিক নিখিল প্রপঞ্চের ঈশনকর্ত্তা নিয়ন্তা। সেই সর্কেশত্বাদিগুণ যুক্ত আত্মাই আমার ইন্দ্রের বক্তার আত্মা 'আমি' বা 'আমার' জ্ঞানে ও শাব্দিক ব্যবহারে ব্যবহারের যোগ্য। আমাকেই এইরূপে আত্মা বলিয়া বিজ্ঞাত হও। সেই আমার স্বরূপ,ইহা জানিবে। এস্থলে বাক্যের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির জন্য প্রদত্ত হইয়াছে ॥৮॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত কৌষীতকি ব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদে
তৃতীয় অধ্যায় ॥৩॥

ব্রাহ্মণারণ্যক ক্রমে অষ্টম অধ্যায়। ৮॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

অথ গার্গ্যো হ বৈ বালাকিরনূচানঃ সংস্পৃষ্ট আস সোঽবসদুশীনরেষু স বসন্মৎস্যেষু কুরুপঞ্চালেষু কাশিবিদেহেষ্বিতি স হাজাতশত্রুং কাশ্যমেত্যোবাচ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে পূর্ব্বং প্রায়েণ প্রাণোপাধিক আত্মোক্তস্তত্র চ ভবতি কস্যচিদ্বিভ্রমঃ প্রাণ এব চৈতন্যবিশিষ্ট আনন্দাদিগুণক আত্মেতি তদ্ভ্রমনিবারণার্থং প্রাণাৎসুষুপ্ত্যবস্থাদপগতবাহ্যচৈতন্যাৎপরং চেতনমানন্দাদিরূপমাত্মানং বিবক্ষুঃ পূর্ব্বোত্তরপক্ষাভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যায়া অমানিত্বাদিগুণানন্তরেণাতিদুর্লভত্বং দর্শয়িতুমাখ্যায়িকামাহ—

অথেত্যধিকারার্থঃ। গার্গ্যো গর্গগোত্রীয় এতন্নামা। হ বৈ কিল প্রসিদ্ধো দৃপ্তত্বেন শ্রুত্যন্তরে। বালাকির্বলাকস্যাপত্যম্। অনূচান আচার্য্যং বেদমন্বয়মপ্যুচ্চারয়তীত্যনূচানোঽধীতবেদ ইত্যর্থঃ। সংস্পৃষ্টঃ সম্যক্ স্পৃষ্টঃ সর্ব্বত্র প্রথিতকীর্ত্তিরিত্যর্থঃ। আস বভূব। স প্রকৃতো গার্গ্যঃ। অবসন্নিবাসমকরোৎ। উশীনরেষূশীনরসংজ্ঞকেষু দেশেষু। স বসন্সঞ্চরন্স্বকীর্ত্তিকামঃ সর্ব্বত্র পর্য্যটন্নিত্যর্থঃ। মৎস্যেষু মৎস্যসংজ্ঞকেষু। অবসদিত্যেতদুত্তরবাক্যদ্বয়েহপ্যনুবর্ত্ততে। কুরুপ-

---

পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রথমতঃ প্রায়ই প্রাণোপাধিক আত্মা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে কাহারও মতি বিভ্রম ঘটিতে পারে যে, প্রকৃত প্রাণই চৈতন্য বিশিষ্ট ও আনন্দাদিগুণ সম্পন্ন আত্মা। সেই ভ্রম নিবারণের জন্য বাহ্য চৈতন্য বিহীন সুষুপ্তাবস্থ প্রাণ হইতেও পর চেতন, আনন্দাদিরূপ আত্মাকে বলিতে ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর পক্ষদ্বারা অমানিত্বাদি গুণ ব্যতিরেকে ব্রহ্ম বিদ্যা যে অতীব দুর্লভ, ইহা দেখাইবার জন্য আখ্যায়িকা বলিতেছেন,—

এখন ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার করা যাইতেছে,—গর্গ গোত্রীয় গার্গ্য বালাকঋষির পুত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া অতিদৃপ্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র প্রথিত

ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ।

সহস্রং দদ্মস্ত ইত্যেতস্যাং বাচি জনকো জনক ইতি বা উ জনা ধাবন্তীতি। ১ ॥

ঞ্চালেষু কুরুসংজ্ঞকেষু দেশেষু পঞ্চালসংজ্ঞকেষু। কাশিবিদেহেষু কাশ্যুপলক্ষিতেষু বিদেহসংজ্ঞকেষু। ইত্যেবং প্রকারেষন্যেষ্বপি ত্রৈবর্ণিকনিবাসদেশেষ্ববসদিত্যর্থঃ। স নানাদেশনিবাসী প্রথিতকীর্ত্তিগর্ব্বাঢ্যো গার্গ্যঃ। হ কিল। অজাতশত্রুং ন বিদ্যতে জাত উৎপন্নো যদপেক্ষয়া শত্রুঃ শাত্রবঃ স্বস্য স্বেন বা সমবর সমবৃদ্ধেঃ সোঽয়ং সার্থকনামধার্য্যাজাতশত্রুস্তম্। কাশ্যং কাশিদেশাধিপতিম্। এতা কদাচিৎসভাগতং প্রাপ্য। উবাচোক্তবান্।

গার্গ্যোক্তিমাহ—

ব্রহ্মানুপচরিতব্রহ্মশব্দাভিধেয়ং তে তুভ্যমজাতশত্রবে। ব্রবাণি যদি ভবতো-ঽপেক্ষা তদা বদানীত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ। তমেবং বদন্তং গার্গ্যং হ কিল। উবাচোক্তবানজাতশত্রুরজাতশত্রুনামা রাজা।

অজাতশত্রুক্তিমাহ—

সহস্রং গবাং সহস্রম্। দদ্মো বয়ং রাজানোঽন্যেঽপি কার্য্যে প্রভূতং প্রযচ্ছামঃ

কীর্ত্তি হইয়াছিলেন। সেই গার্গ্য উশীনরসংজ্ঞক দেশে বাস করিতেন। তিনি নিজের কীর্ত্তি কামনা করিয়া মৎস্য নামক দেশে কুরুনামক দেশে, পাঞ্চাল দেশে, কাশী প্রদেশে, এবং বিদেহ প্রদেশেও সঞ্চরণ করিয়া বাস করিতে-ছিলেন। তদ্ভিন্ন ত্রৈবর্ণিকের নিবাস যে দেশে আছে, সে সকল দেশেও তিনি সঞ্চরণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই নানা দেশবাসী প্রথিত কীর্ত্তি গর্ব্বাঢ্য গার্গ্য অজাতশত্রুনামক সভাগত কাশী দেশাধিপতিকে প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

গার্গ্যের উক্তি বলিতেছেন,—

যদি তোমার শ্রবণে স্পৃহা থাকে, তবে শ্রবণ কর, আমি তোমার ব্রহ্ম যে কি, তাহা বলিতেছি। গার্গ্য এই কথা বলিলে অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, অজাতশত্রুর উক্তি বলিতেছেন,—

তোমাকে এই কথার জন্যই গোসহস্র দান করিব। আমরা রাজা,

[আদিত্যে বৃহচ্চন্দ্রমস্যন্নং বিদ্যুতি সত্যং স্তনয়িত্নৌ শব্দো বায়াবিন্দ্রো বৈকুণ্ঠ আকাশে পূর্ণমগ্নৌ বিষাসহিরিত্যপ্সু তেজ ইত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মমাদর্শে প্রতিরূপশ্ছায়ায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রতিশ্রুৎকায়ামসুরিতি শব্দে মৃত্যুঃ স্বপ্নে যমঃ শরীরে প্রজাপতির্দক্ষিণেঽক্ষিণি বাচঃ সব্যেঽক্ষিণি সত্যস্য]। ২ ॥

কিমুত ত্বাদৃশানামিত্যর্থঃ। তে তুভ্যং ব্রাহ্মণায় ব্রহ্মবিদে দানপাত্রায়। নেয়ং ব্রহ্মবিদ্যায়া দক্ষিণা কিংত্বিতোতস্যামিদানীমুক্তায়াং বাচি ব্রহ্ম তে ব্রবাণীত্যেবং-রূপবাঙ্মাত্রনিমিত্তম্। জনক এতন্নামা মিথিলেশ্বরো ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সম্প্রদানায় দাতা জনকঃ স এব ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রতিগ্রহীতা। ইত্যনেন প্রকারেণ তং জ্ঞাত্বাঽত্যর্থং বৈ প্রসিদ্ধাঃ। উ অপি জনাস্ত্রৈবর্ণিকা ধাবন্তি গচ্ছন্তি। অয়মর্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যায়া যো দাতা বক্তাঽপি চেত্যেবং বদন্তো জনা মিথিলেশ্বরমেত্য গচ্ছন্তি। অপি মাং তাদৃশং ততোঽপ্যধিকং বা ন জানন্তীত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ। ১ ॥ ২ ॥

অন্নকার্য্যেও প্রভৃত দান করিয়া থাকি, আর তুমি ব্রহ্মদান করিবে বলিয়াছ; সুতরাং তোমার ঐ কথায় আমরা তোমায় গোসহস্রদান করিব। তুমি ব্রাহ্মণ, ও ব্রহ্মবিৎ, তুমি ত দানপাত্র। এই দান ব্রহ্মবিদ্যার দক্ষিণা নহে, কিন্তু তুমি যে এখন বলিলে, ব্রহ্ম তোমায় বলিব, এই কথার দক্ষিণা ঐ গোসহস্র। জনক নামক মিথিলেশ্বর সম্প্রদান ব্রহ্মবিদ্যার দাতা, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিগ্রহীতা। এই রূপ জানিয়া ত্রৈবর্ণিক জনগণ তাহার নিকট অত্যন্ত গমন করিয়া থাকে। 'যিনি ব্রহ্মবিদ্যার দাতা ও বক্তাও' ইত্যাকার বলিতে বলিতে জনগণ মিথিলেশ্বরের নিকট গমন করিয়া থাকে, কিন্তু আমি যে তাদৃশ বা ততোধিক ও ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মদ, তাহা জানে না। এইরূপ কথা অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় খণ্ডের টীকা নাই সুতরাং এস্থলে তাহার ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইল না ॥ ২ ॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদিত্যে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাঃ। বৃহন্‌পাণ্ডরবাসা অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধেতি বা অহ-

---

স উক্তঃ। হ কিলোবাচোক্তবান্‌। বালাকির্ব্বালাকস্যাপত্যম্‌। য এব প্রসিদ্ধ এব ন ত্বন্যঃ। এষ মাদৃশস্য প্রত্যক্ষঃ। আদিত্যে, আদিত্যমণ্ডলে। পুরুষঃ পুরুষাকারশ্চেতনঃ। তমেবোক্তস্থানস্থমেব ন ত্বন্যম্‌। অহং গার্গ্যো ব্রহ্মবিৎ। উপাস্যে বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্যেন সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহেণ ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকুর্ব্বে। ইত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ। তমেবং ব্রুবাণং গার্গ্যং হ কিলোবাচোক্তবান্‌। অজাতশত্রুরেতন্নাম্ন্য হস্তসংজ্ঞয়া নিবারয়ন্‌। মা মা, আবাধায়াং দ্বির্বচনম্‌। এতস্মিন্নুক্তপুরুষে। উক্তপুরুষোপদেশনিমিত্তমিত্যর্থঃ। আবয়োর্জ্ঞানে সমানে সতি সংবাদয়িষ্ঠাঃ, ত্বং গুরুরহং শিষ্য ইতি গুরুশিষ্যোক্তিরূপং সংবাদং মা কারয়। এতস্মিন্‌কার্য্যমাণে বয়ং বাধিতাঃ স্যামঃ।

নন্থ যদ্যপি ত্বং জানীষঃ এনং পুরুষং তথাঽপি তদ্‌গুণোপাসনাং ফলঞ্চ ন জানীষ ইত্যত আহ—

বৃহন্নত্যধিকঃ পাণ্ডরবাসাঃ শুক্লগুণোজ্জ্বলবস্ত্রশ্চন্দ্রমসঃ সূর্য্যস্সুষুম্নানাড়ীরূপ-

---

সেই বলাকি বলিয়ছিলেন —যে প্রসিদ্ধ এই মাদৃশ জনের প্রত্যক্ষ আদিত্য মণ্ডলে পুরুষাকার চেতন আছেন, উক্ত আদিত্যমণ্ডলস্থ সেই পুরুষকে আমি ব্রহ্মবিৎ গার্গ্য উপাসনা করিতেছি,—বিজাতীয় প্রত্যয় শূন্য করিয়া সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ দ্বারা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া সাক্ষাৎ করিতেছে। এই প্রকারে বলিয়াছিলেন। গার্গ্য এই কথা বলিলে, সেই অজাত শত্রু হস্তসংকেত করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন,—উক্তবিধ পুরুষের উপদেশের নিমিত্ত, তুমি গুরু, আমি শিষ্য, আমাদিগের গুরুশিষ্যোক্তিরূপ সম্বাদও করি না। এরূপ করিলে আমরা পীড়িত হইয়া পড়িব।

ভাল, তুমি যদিও এই পুরুষকে জান, তথাপি তাহার গুণও উপাসনা ও ফল তুমি জান না, এই জন্য বলিতেছেন,—

অত্যন্ত অধিক, শুক্লগুণোজ্জ্বল বসন, কারণ, চন্দ্রমাঃ সূর্য্যস্সুষুম্নানাড়ীরূপ

মেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা ভবতি। ৩॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ চন্দ্রমসি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাঃ সোমো রাজাঽন্নস্যাঽঽত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তেঽন্নস্যাঽঽত্মা ভবতি। ৪॥

স্থাং। এতৌ শাস্ত্রান্তরোক্তৌ গুণৌ সর্য্যোঽপ্যবিরুদ্ধৌ। অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যতীত্য তিষ্ঠতীত্যতিষ্ঠাঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিখিলানাং স্থিরজঙ্গমানাং মূর্দ্ধা মস্তকম্। ইত্যনেন প্রকারেণ। বৈ প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদ্যাং নিরভিমানিনাম্। অহমজাতশত্রুঃ। এতং ত্বয়োক্তং পুরুষমুপাস উপসনয়া সাক্ষাৎকুর্ব্বে। ইতিরুক্তপুরুষগুণপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। স যো হৈতমেবমুপাস্তে। যঃ প্রসিদ্ধ উপাসকঃ। হ কিল। এতমুক্তগুণকং পুরুষম্। এবমুপাস্তে, উক্তগুণোপাসনয়া সাক্ষাৎকুরুতে। সঃ, অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা। ব্যাখ্যাতম্। ভবতি যদ্‌গুণং ব্রহ্মোপাস্তে স্বয়মপি তদ্‌গুণো ভবতি। উপাসনস্থানমেতন্ন তু শুদ্ধং নিরুপাধি ব্রহ্মেত্যুক্তং ভবতি। ৩॥

চন্দ্রমসি চন্দ্রমণ্ডলে। সোমো রাজা প্রিয়দর্শনো দীপ্তিমান্। অন্নস্যাঽঽত্মা।

শাস্ত্রান্তরোক্ত এই গুণ দুইটি, সূর্য্যেও বিরুদ্ধ নহে। সমস্ত ভূতকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন বলিয়া অতিষ্ঠা, স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল ভূতের মূর্দ্ধা বা মস্তক। এইরূপে বলিয়াছিলেন। নিরভিমান সকল ব্রহ্মবিদের প্রসিদ্ধ অজাতশত্রু নামক আমি, তোমার কথিত এই পুরুষের উপাসনা করিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছি। এস্থলে যে ইতিশব্দ আছে, তাহা উক্ত পুরুষের গুণ পরিসমাপ্ত্যর্থ। যে প্রসিদ্ধ উপাসক এই উক্তগুণক পুরুষের এই প্রকারে উপাসনা করিবে, উক্তগুণ উপাসনা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, সেব্যক্তি সকল ভূতকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে, অতিষ্ঠ হয়, সকল ভূতের মূর্দ্ধা হয়। যদ্‌গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, সে নিজে তদ্‌গুণ হইবে। এটা উপাসনার স্থান, কিন্তু শুদ্ধ নিরুপাধি ব্রহ্ম নহে, এটুকু জানিতে হইবে॥ ৩॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন, যে পুরুষ এই চন্দ্র মণ্ডলে প্রত্যক্ষ হয়,

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বিদ্যুতি পুরুষস্তমেবাহমুপাস
ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাস্তেজ
আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে তেজ
আত্মা ভবতি। ৫ ॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ স্তনয়িত্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপা
ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাঃ শব্দস্যাহহ
ত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে শব্দস্যাহ
হত্মা ভবতি। ৬ ॥

চতুর্বিধস্যাদনীয়স্যাহহত্মা কারণং স্বরূপং বা। ফলে তু তদ্বান্‌ভবতীতি। ব্যাখ্
য়ম্। ৪ ॥

বিদ্যুতি সৌদামনীমণ্ডলে। তেজস আত্মা তেজস্বীত্যাত্মভিমানঃ। ৫ ॥

স্তনয়িত্নৌ মেঘমণ্ডলে। শব্দস্যাহহত্মা ধ্বনিবর্ণভেদভিন্নস্য কারণং স্বরূপং বা।

আমি তাঁহার উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অজাতশত্রু সেই বাল
কিকে বলিয়াছিলেন, না না,—উক্তবিধ পুরুষের উপদেশের নিমিত্ত গুরুশি
সম্বাদ করিও না। এরূপকরিলে আমাদের কোন কার্য্যই সমাহিত হই
না। প্রিয়দর্শন দীপ্তিমান্ সোম অন্নের আত্মা, চতুর্বিধ অদনীয় দ্রব্যের কা
স্বরূপ। এইরূপ জানিয়া আমি এই সোমের উপাসনা করিয়াছি। ইঁহা
এইরূপ জানিয়া যে উপাসনা করে, সে চতুর্বিধ অন্নের কারণ স্বরূপ আ
হয়। ৪ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন;—বিদ্যুন্মণ্ডলে যে প্রত্যক্ষ পুরুষাকার চে
আছেন, আমি তাঁহার উপাসনা করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া অজাতশ
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন;—না, না,—এই পুরুষের উপদেশের মিনিত্ত আমা
দের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। উনি তেজের আত্মা উঁহ
আমি তেজস্বী, ইত্যাকার অভিমান আছে, এইরূপ ভাবিয়া আমি ইঁহার উপ
সনা করিয়াছি। যে উঁহাকে এইরূপ উপাসনা করে, তেজের আত্মা তেজ
হইয়া থাকে। ৫ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—এই সোমমণ্ডলে পুরুষাকার চেতন আছে

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আকাশে পুরুষস্তমেবাহমুপাস
ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাঃ পূর্ণমপ্রবর্ত্তি
ব্রহ্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে পূর্যতে
প্রজয়া পশুভিঃ।

নো এব স্বয়ং নাস্য প্রজা পুরা কালাৎপ্রবর্ত্ততে। ৭ ॥

আকাশে গগনেঽব্যাকৃতে বা। পূর্ণমপ্রবর্ত্তি ক্রিয়াশূন্যং ব্রহ্ম বৃহৎসর্ব্বস্মাদপ্যা-
কং পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিঃ। পূর্ণে গুণোপাসনফলং পুত্রগবাদিপরিপূর্ত্তিঃ।

অপ্রবর্ত্তিগুণোপাসনফলমাহ—

নো এব স্বয়ং প্রবর্ত্ততে। শতসংবৎসরকালাৎপূর্ব্বং স্বয়মুপাসকো নো এব
বর্ত্ততে প্রমীয়তে। অস্যোপাসকস্য প্রজা তনয়াদিকা। পুরা কালান্ন প্রবর্ত্ত
ত্যনুবর্ত্ততে। ৭ ॥

ত্যক্ষ হয়, আমিই তাঁহাকে উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অজাত-
ক্র হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, না, না,—এই
রুষের উপদেশের জন্য আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না।
নির বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের কারণ স্বরূপ আত্মা, এই ভাবিয়া আমি
নার উপাসনা করিয়াছি। যে ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করে, সে শব্দের
াত্মা হয়॥ ৬॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—যিনি এই আকাশে বা অব্যাকৃত প্রদেশে
রুষাকার চেতন প্রত্যক্ষ হন. তাঁহাকেই আমি উপাসনা করিয়াছি। এই
থা শুনিয়া অজাতশত্রু হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়া
লেন ,—না, না, আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ এই পুরুষের উপদেশের জন্য
বর্ত্তিত করাইও না। আমিও ইঁহাকে পূর্ণ ও অপ্রবর্ত্তি ক্রিয়াশূন্য ব্রহ্ম
র্বাপেক্ষা বৃহৎ অধিক ভাবিয়া উপাসনা করিয়াছি। যে ইঁহাকে এইরূপ
পাসনা করে, সে প্রজা ও পশুদ্বারা পরিপূর্ণ হয়। পূর্ণে গুণোপাসনার ফল
ত্রগবাদি পরিপূর্ত্তি।

অপ্রবর্ত্তিগুণোপাসনার ফল বলিতেছেন ,—

সে স্বয়ং নিয়মিত কালের পূর্ব্বে শতসম্বৎসর কালের পূর্ব্বে এসংসার

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বায়ৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে।

জিষ্ণুর্হ বা।

অপরাজয়িষ্ণুঃ।

বায়ৌ পবনে। ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ। বৈকুণ্ঠো বিগতা কুণ্ঠা পরেণ নিবারণা যস্মাৎ স বিকুণ্ঠঃ। বিকুণ্ঠ এব বৈকুণ্ঠঃ। অপরাজিতা সেনা ন পরৈঃ পরাজিতাঽপরাজিতা সেনা।

ইন্দ্রগুণফলমাহ—

জিষ্ণুর্হ বা জয়নশীলঃ। হ প্রসিদ্ধৌ বাশব্দ এবকারার্থঃ।

বৈকুণ্ঠগুণফলমাহ—

অপরাজয়িষ্ণুঃ পরৈর্জ্জেতুমশক্যশীলঃ।

ত্যাগ করিতে প্রবর্ত্তিত হয় না, বা মরে না। তাহার প্রজা ও শতসংবৎসর কালের পূর্ব্বে মরে না॥ ৭॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—যিনি এই বায়ু মণ্ডলে পুরুষাকার চেতন প্রতীয়মান হন, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করিয়াছি। একথা শুনিয়া অজাতশত্রু হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—না, না, এই পুরুষের উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না পরমৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ইন্দ্র, কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠ, অপরাজিতা সেনা ভাবিয়া আমি ইহাঁকে উপাসনা করিয়াছি।

ইন্দ্রগুণোপাসনার ফল বলিতেছেন,—

যে ইহাঁকে এরূপ জানিয়া উপাসনা করে, সে জিষ্ণু বা জয়শীল হয়, ইহ প্রসিদ্ধ।

বৈকুণ্ঠগুণোপাসনার ফল বলিতেছেন,—

অপরাজয়িষ্ণু হয়। শত্রু তাহাকে কখনই পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না।

অন্যতস্ত্যজায়ী ভবতি। ৮ ॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষোঽগ্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠা বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হৈবাস্বেষ ভবতি। ৯ ॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষোঽপ্সু পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠা নাম্ন আত্মেতি বা

অপরাজিতসেনাগুণফলমাহ—

অন্যতস্ত্যজায়ী, অন্যতস্ত্যোঽন্যতো ভবো বৈরী তজ্জয়লক্ষণং শীলমস্যেত্যন্যতস্ত্যজায়ী। ৮ ॥

অগ্নৌ জাতবেদসি। বিষাসহির্বিবিধসহনশীলো দুঃসহো বাঽন্যৈঃ। হৈবাস্বেষ ভবতি। হ প্রসিদ্ধম্। এষ এব ন ত্বন্যঃ। অনুপাসনাদেষ উপাসকো ভবতি। ৯ ॥

অপ্সু জলেষু। নাম্নঃ স্বাত্মনাম্নঃ। আত্মা স্বরূপং কারণং বা ভবতি। ন চ শাখান্তরপ্রতিরূপগুণেন বিরোধঃ। অস্তি হি সাদৃশ্যং নাম্নো বস্তুনা। তথা হি।

অপরাজিত সেনাগুণোপাসনার ফল বলিতেছেন,—

সে বৈরিকলোদ্ভব বৈরিদিগের জয়কারী হয়। ৮ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—যিনি এই অগ্নিমণ্ডলে পুরুষাকার চেতন প্রতীয়মান হন, তাঁহাকেও আমি উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অজাতশত্রু হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন ;— না,না,- এই পুরুষের উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। ইনি বিবিধ সহনশীল, বা অন্যের দুঃসহ, এইরূপ ভাবিয়া আমি ইহাঁকে উপাসনা করিয়াছি। যে ইহাঁকে এতাদৃশ জানিয়া উপাসনা করে, সে উপাসনার পর বিবিধ সহনশীল, বা অন্যের দুঃসহ হয়। ৯।

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—এই যে অপ্‌ সমূহের মধ্যে পুরুষাকার চেতন প্রত্যক্ষ হন, তাঁহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হস্ত সঙ্কেত

অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে নাম্ন আত্মা ভবতী-ত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মম্। ১০ ॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদর্শে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাঃ প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপো হৈবাস্য প্রজায়ামাজায়তে নাপ্রতিরূপঃ। ১১ ॥

ঘট ইতি বস্তু ঘট ইতি নামেতি বাহত্যন্তসাদৃশ্যোপলম্ভাৎ। ইত্যধিদৈবতমনেন প্রকারেণ দৈবতমধিকৃত্যোক্তমধিদৈবতম্। অথাধিদৈবতোপাসনানন্তরম্। অধ্যাত্মমাত্মানং শরীরমধিকৃত্যোচ্যমানমুপাসনমধ্যাত্মম্। ১০ ॥

আদর্শে দর্পণে ভাস্বরে দ্রব্য ইত্যর্থঃ। প্রতিরূপঃ সদৃশো রোচিষ্ণুরিত্যর্থঃ। প্রতিরূপো হৈবাস্য, উপাসকস্য সদৃশঃ প্রসিদ্ধ এব প্রজায়াম্। প্রজায়াং সন্তাননিমিত্তম্। আজায়তে পুত্রঃ স্পষ্ট উপপদ্যতে। নাপ্রতিরূপো ন বিলক্ষণঃ। ১১ ॥

দ্বারা নিষেধ করিয়া অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন, না, না, আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। আমি ইঁহাকে স্বাত্মানামের আত্মা জানিয়া উপাসনা করিয়াছি। এই হেতু বলিতে পারি, যে ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করে, যে নামের স্বাত্মনামের আত্মা স্বরূপ কারণ হয়। ইহাদ্বারা শাখান্তরোক্ত প্রতিরূপগুণের সহিত বিরোধ হয় না, কারণ, বস্তুর সহিত নামের সাদৃশ্য আছে। যেমন ঘট এই নামের সহিত ঘট বস্তুর অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে দৈবত অধিকার করিয়া বলা হইল। এই দৈবতোপাসনান্তর আত্মাকে শরীরকে অধিকার করিয়া উপাসনার কথা বলা যাইতেছে ॥ ১০ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন;—এই যে ভাস্বর দ্রব্য দর্পণে পুরুষাকার চেতন প্রতীয়মান হয়, তাহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অজাতশত্রু হস্তসঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, না, না, এই পুরুষের উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। প্রতিরূপ রোচিষ্ণু ভাবিয়া আমি ইহার উপাসনা করিয়াছি। এই জন্য বলিতেপারি,

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ প্রতিশ্রুৎকায়াং পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠা দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে।

বিন্দতে দ্বিতীয়াৎ।

দ্বিতীয়বান্‌ভবতি। ১২॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ শব্দঃ পুরুষমন্বেতি তমেবাহ-

প্রতিশ্রুৎকায়াং শ্রবণং শ্রবণং প্রত্যধিতিষ্ঠতীতি প্রতিশ্রুৎকা। দ্বিতীয়ো দ্বিসংখ্যাপূরণঃ। অনপগো গমনশূন্যঃ।

দ্বিতীয়গুণস্য ফলমাহ—

বিন্দতে লভতে। দ্বিতীয়াদ্ভার্য্যাশরীরাদ্দ্বিতীয়মিতি শেষঃ।

অনপগগুণস্য ফলমাহ—

দ্বিতীয়বান্‌ভবতি। অনপগতপুত্রপৌত্রাদির্ভবতীত্যর্থঃ। ১২॥

শব্দঃ পুরুষমন্বেতি। গচ্ছন্তং পুরুষং যোঽয়ং ধ্বন্যাত্মকঃ শব্দঃ পশ্চাদ্গচ্ছতি।

যে ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, সেই উপাসকের প্রজাতে প্রতিরূপ হয়,—উপাসকের সদৃশ পুত্র জন্মায়, বিসদৃশ পুত্র জন্মায় না॥ ১১॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন;—যিনি এই প্রতিশ্রুৎকার প্রতিধ্বনিতে পুরুষাকার চেতন প্রতীয়মান হন. তাঁহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হস্তসঙ্কেত দ্বারা অজাতশত্রু নিষেধ করিয়াছিলেন, না, না, এই পুরুষের উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। গমন হীন দ্বিতীয় ইত্যাকার জানিয়া ইহার আমি উপাসনা করিয়াছি। এইজন্য বলিতে পারি, যে ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে—

দ্বিতীয়গুণের ফল বলিতেছেন,—

ভার্য্যাশরীর হইতে দ্বিতীয় লাভ করে।

অনপগমগুণের ফল বলিতেছেন;—

দ্বিতীয় বান্ হইবে, অর্থাৎ অপগত পুত্র পৌত্রাদি হইবে। ১২।

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন;—এই যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ পুরুষ গমন করিতে

মুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠা অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে নো এব স্বয়ং নাস্য প্রজা পুরা কালাৎসংমোহমেতি। ১৩॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ চ্ছায়াপুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠা মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে নো এব স্বয়ং নাস্য প্রজা পুরা কালাৎ প্রমীয়তে। ১৪॥

অসুর্জীবনহেতুরিত্যর্থঃ। নো এবেত্যাদ্যাকাশপর্য্যায়ে ব্যাখ্যাতম্‌। সংমোহমেতি নিধনং গচ্ছতি। ১৩॥

ছায়াপুরুষশ্ছায়ারূপঃ। মৃত্যুর্ম্মরণহেতুঃ। নো এবৈত্যাদিকমাকাশপর্য্যায়ে ব্যাখ্যাতম্‌। প্রমীয়তে নিধনং গচ্ছতি। ১৪॥

থাকিলে পশ্চাৎ গমন করে, আমি তাহার উপাসনা করিয়াছি। এই কথা বলিলে, হস্তের সঙ্কেত দ্বারা অজাতশত্রু নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, না, না, ইহার উপদেশের জন্য আমাদির গুরুশিষ্য সম্বাদের প্রবৃত্তি করাইও না। জীবনের হেতু অসু জানিয়া আমি ইহার উপাসনা করিয়াছি। এই জন্য বলিতে পারি, যে ইহাকে এইরূপে উপাসনা করে, সে স্বয়ং নির্যামিত কালের পূর্ব্বে এবং তাহার প্রজাও নিয়তকালের পূর্ব্বে শতসম্বৎসরের পূর্ব্বে নিধন প্রাপ্ত হয় না॥ ১৩॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—এই যে ছায়ারূপ পুরুষ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি। একথা শুনিয়া হস্তসঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন,—না, না এই পুরুষের উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। ইনি মৃত্যু মরণের হেতু, এই জানিয়া আমি ইহার উপাসনা করিয়াছি। এইজন্য বলিতে পারি, যে ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, সে স্বয়ং এবং তাহার প্রজা শতসংবৎসরের পূর্ব্বে মরণ প্রাপ্ত হয় না॥ ১৪॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ শারীরঃ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ প্রজাপতিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে প্রজায়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ১৫ ॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ প্রাজ্ঞ আত্মা যেনৈতৎপুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্ন্যয়া চরতি তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা যমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে সর্ব্বং হাস্মা ইদং শ্রৈষ্ঠ্যায় যম্যতে। ১৬ ॥

শরীরে ভবঃ শারীরঃ। প্রজাপতিঃ প্রজায়াঃ পালকঃ। প্রজায়তে প্রজয়া পশুভিঃ। প্রজাপশুবৃদ্ধির্ভবতি। ১৫ ॥

সুষুপ্তঃ প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া নিত্যযুক্তঃ প্রাণোপাধিকঃ। আত্মাঽহংত্মশব্দপ্রত্যয়ালম্বনম্। যেন প্রাজ্ঞেনাঽঽত্মনা সহৈকতায়ৈ। এতৎস্বপ্ন এতৎস্বপ্নদর্শনরূপং শয়নং প্রাপ্তঃ স্বপ্ন্যয়া চরতি স্বপ্নেন গচ্ছতি স্বপ্নানন্নুভবতি। সর্ব্বং নিখিলং হ প্রসিদ্ধম্। অস্মা অস্যোপাসকস্য। ইদং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরুপলভ্যমানম্। শ্রৈষ্ঠ্যায়াধিকত্বায়। যম্যতে নিয়মেন প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ১৬ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—এই শরীরোদ্ভব শারীর পুরুষ প্রতীত হন, তাঁহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন,—না, না, এই পুরুষের উপদেশের জন্য আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। প্রজাপালক ভাবিয়া আমি ইঁহার উপাসনা করিয়াছি। এইজন্য বলিতে পারি, যে ইঁহাকে এইরূপ ভাবিয়া উপাসনা করে, তাহার প্রজা ও পশুর বৃদ্ধি হয়॥ ১৫ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—এই যে প্রাজ্ঞ আত্মা আত্মশব্দ ও আত্মজ্ঞানের বিষয়, পুরুষ প্রজ্ঞার সহিত নিত্যযুক্ত প্রাণোপাধিক হইয়া, যে প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত একতার জন্য এই স্বপ্নদর্শনরূপ শয়নপ্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নের অনুভব করে, তাহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি। এইকথা বলিলে, হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন,—না, না, এই পুরুষের উপদেশের

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা নাম্ন আত্মাঽগ্নেরাত্মা জ্যোতিষ আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে এতেষাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতি। ১৭॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ সব্যেঽক্ষন্পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্সংবাদয়িষ্ঠাঃ সত্যস্যাঽ-

দক্ষিণেঽক্ষন্দক্ষিণেঽক্ষি দক্ষিণে চক্ষুষি। নাম্ন আত্মা বর্ণাত্মকশব্দস্য কারণস্বরূপম্। জ্যোতিষ আত্মা প্রকাশমাত্রস্য স্বরূপম্। এতেষাং নামাগ্নিজ্যোতিষাং সর্ব্বেষাং নিখিলানামাত্মা ভবতি স্বরূপং ভবতি। ১৭॥

সব্যেঽক্ষন্সব্যেঽক্ষণি বামে চক্ষুষি। সত্যস্য প্রাণরূপস্যাঽঽত্মা স্বরূপম্ বিদ্যুত আত্মা সৌদমেন্যাঃ স্বরূপং তেজস আত্মা জ্যোতির্মাত্রস্য স্বরূপম্। এতেষা

জন্য আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদের প্রবৃত্তি করাইও না। দীপ্তিমান্ যম জানিয়া আমি ইঁহার উপাসনা করিয়াছি। এই জন্য বলিতে পারি, যে ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করে, তাহার শ্রেষ্ঠতারজন্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা উপলভ্যমান এই সকল ভূত ভৌতিক পদার্থ নিয়মানুসারে প্রবর্ত্তিত হয়॥ ১৬॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—এই যে দক্ষিণ অক্ষিতে পুরুষাকার প্রতীয়মান্ হয়, তাহার উপাসনা আমি করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন,—না, না, এই পুরুষের উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্যসম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। ইনি বর্ণাত্মক নামের আত্মা, প্রকাশমাত্রের আত্মা, অগ্নির আত্মা, ইত্যাকার জানিয়া আমি ইঁহার উপাসনা করিয়াছি। এই জন্য আমি বলিতে পারি, যে ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, সে এই নাম, অগ্নি ও তেজঃ সকলের আত্মা, বা স্বরূপ হয়॥ ১৭॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন;—যিনি এই বাম অক্ষিতে পুরুষাকারে প্রতীয়মান হন, তাহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি এই কথা বলিলে অজাতশত্রু হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন;—না, না, এইপুরুষে

হত্মা বিদ্যুত আত্মা তেজস আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্ত এতেষাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতীতি। ১৮ ॥

তত উ হ বালাকিস্তূষ্ণীমাস তং হোবাচাজাতশত্রুঃ।

এতাবন্নু বালাকা৩ই ইত্যেতাবদ্ধীতি হোবাচ বালাকিস্তং হোবাচাজাতশত্রুর্মৃষা বৈ কিল মা সমবাদয়িষ্ঠা ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি।

সত্যবিদ্যুত্তেজসাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতি সর্ব্বেষাং স্বরূপং ভবতি। শেষং পর্য্যায়-পঞ্চদশকেঽপি প্রথমপর্য্যায়বদ্ব্যাখ্যেয়ম্। ইতিঃ পুরুষোপদেশপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ১৮ ॥

ততঃ সব্যে চক্ষুষি পুরুষস্য নিরাকরণানন্তরম্। উ এব তদনন্তরমেব। হ কিল। বালাকির্ব্বালাকস্যাপত্যং তূষ্ণীমাস মৌনী বভূব। তং তূষ্ণীংভূতং বালাকিম্। হোবাচাজাতশত্রুঃ। ব্যাখ্যাতম্।

রাজোক্তিমাহ—

এতাবদিয়ৎপ্রমাণম্। নু বিতর্কে। উতান্যদপীত্যর্থঃ। বালাকা৩ই। হে বালাকে। প্লুতির্নির্ভৎসনার্থা। যদ্যপ্যযোগ্যং ব্রাহ্মণস্য ভৎসনং তথাঽপি গর্ব্ব-পরিহারার্থং ক্রিয়মাণং ন বিরুদ্ধম্। গর্ব্বো হাস্য মহান্তং পুরুষার্থং নাশয়ন্‌কণ্টকঃ

উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। প্রাণরূপ জানিয়া উপাসনা সত্যের স্বরূপ, বিদ্যুতের আত্মা, তেজের আত্মা, এই প্রকার জানিয়া আমি ইঁহার উপাসনা করিয়াছি। এই জন্য বলিতে পারি, যে ইঁহাকে এইরূপ করে, সে সত্য, বিদ্যুৎ ও জ্যোতিঃ, এই সকলের আত্মা, বা স্বরূপ হয়। এই স্থলে যে ইতি শব্দ আছে, সেটি পুরুষোপদেশ পরিসমাপ্তির জন্য গৃহীত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

তারপরেই বালাকি মৌনী হইয়াছিলেন। বালাকিকে তূষ্ণীম্ভূত দেখিয়া অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন।

বামচক্ষুতে পুরুষের অস্তিত্ব নিরাকরণের পরই বালাকের পুত্র বালাকি মৌনী হইয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

রাজার উক্তি বলিতেছেন,—

ওহে বালাকে! বলি এই মাত্র, না আরও আছে। এস্থলে যে প্লুতি

স হোবাচ।

যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতৎকর্ম্ম স

কণ্টকোদ্ধরণঞ্চরাজ্ঞা করণীয়মিতি ন্যায়াৎ। ইত্যনেন প্রকারেণ রাজোবাচেত্য স্বয়ঃ। এবং রাজ্ঞোক্তেঽপগতগর্ব্বঃ। এতাবদ্ধি, ইয়দেবোক্তং নাতোঽধিকমহং কিঞ্চিদ্ব্রহ্ম বেদ্মীতি শেষঃ। ইতি হোবাচ বালাকিঃ, এবং কিলোক্তবান্‌বালাকস্যা পত্যম্। তমপগতগর্ব্বং বালাকিম্। হোবাচাজাতশত্রুঃ। ব্যাখ্যাতম্। মৃষ বৈ কিল মা মামজাতশত্রুম্। মৃষা বৈ বিতথমেব কিল নিশ্চিতম্। সমবাদয়িষ্ঠ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। ব্যাখ্যাতম্।

এবমুক্ত্বা পুনর্ব্বালাকেরর্ব্বাগ্বদনস্য লজ্জাজড়স্যাপগতগর্ব্বস্যানুগ্রহার্থং সোঽ জাতশত্রুই কিলোবাচোক্তবান্‌বালাকিং প্রতি।

রাজোক্তিমাহ—

যস্ত্বয়া প্রস্তাবিতো ব্রহ্মত্বেন। বৈ প্রসিদ্ধঃ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণঃ। বালাকে

স্বরের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা নির্ভর্‌সনের জন্য, যদিও ব্রাহ্মণকে ভৎর্সন করা রাজার অনুচিত,তথাপি গর্ব্বপরিহারের জন্য ভৎর্সনা করা বিরুদ্ধ হয় নাই বালাকির মহান্ পুরুষার্থ বিনষ্ট করে, বলিয়া গর্ব্ব তাঁহার পক্ষে কণ্টক স্বরূ কণ্টকোদ্ধার রাজার অবশ্য করণীয়। অতএব ন্যায়ানুসারেও এটা ত দোষাবহ নহে। রাজা এই প্রকারে বলিয়াছিলেন,—রাজার এই কথা শুনিয় বালাকি বলিয়াছিলেন, যাহা বলিয়াছিলেন এই মাত্রই, ইহা অপেক্ষ অধিক কিছুকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া জানি না। বালাকের পুত্র এই কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে বালাকির গর্ব্ব অপগ হইলে, অজাত শত্রু বলিয়াছিলেন, তোমাকে ব্রহ্ম বলিতেছি বলিয়া তুমি আমাকে নিশ্চয় মিথ্যা মিথ্যাই গুরুশিষ্য সম্বাদে প্রবর্ত্তিত করাইয়া ছিলে, এই কথা বলিয়া অপগত গর্ব্ব, লজ্জা জড়, বিনম্রমুখ বালাকির অনুগ্র হের জন্য প্রসিদ্ধি আছে যে, সেই অজাতশত্রু বালাকির প্রতি রাজা বলিয়া ছিলেন।

রাজার উক্তি বলিতেছেন,—

হে বালাকে। তুমি যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রস্তাবিত করিয়াছ, তিনি প্রত্য

বৈ বেদিতব্য ইতি তত উ হ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম উপায়ানীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তৎস্যাদ্‌যৎক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ।

বালাকে। এতেষামাদিত্যাদীনাং পুরুষাণাং ত্বয়োক্তানাং পুরুষাণাং কর্ত্তোৎপাদকঃ। যস্য বা যস্য প্রসিদ্ধস্য বেদান্তেষু। বাশব্দঃ পূর্ব্বোক্তব্যুদাসার্থঃ। কিমত্রাভিধানেনেত্যর্থঃ। এতদ্ভূতভৌতিকরূপং বিশ্বম্। কর্ম্ম ক্রিয়ত ইতি, কর্ম্ম। যেনোৎপাদ্যত ইত্যর্থঃ। স ত্বদুক্তপুরুষৈঃ সহ বিশ্বকর্ত্তা। বৈ প্রসিদ্ধঃ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণঃ। বেদিতব্যঃ সাক্ষাৎকরণীয়ঃ শ্রবণাদ্যুপায়ৈঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ স হোবাচেত্যন্বয়ঃ। তত উ তত এব রাজোক্তেরনন্তরং হ কিল বালাকির্ব্বালাকস্যাপত্যং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুঃ সমিৎপাণিঃ সমিৎকরঃ প্রতিচক্রমে প্রতিচক্রাম রাজানং প্রতি ব্রহ্মোপদেশার্থং গৃহীতোপায়ন আজগামেত্যর্থঃ। বাচা চৈবং ব্যাহৃতবান্। উপায়ানীতি যদি ভবতোঽনুজ্ঞা তদা ভবন্তং গুরুত্বেন সমীপ আগচ্ছামীত্যনেন প্রকারেণ প্রতিচক্রামেত্যন্বয়ঃ। তমপগতগর্ব্বং ব্রাহ্মণং দীনতমামবস্থাং প্রাপ্তং হ কিলোবাচাজাতশত্রুরুক্তবান্ রাজা। প্রতিলোমরূপমেব বিপরীতরূপমেব ন স্বানুরূপং তৎস্যাদ্ভবেৎ। যৎক্ষত্রিয়ো ন্যূনবর্ণঃ ক্ষতত্রাণকারী ব্রাহ্মণমুত্তমবর্ণং দ্বিজোত্তমমুপনয়েদ্‌ব্রহ্মবিদ্যায়ৈ দীক্ষয়েৎ।

আদিত্যাদি পুরুষ সকলের কর্ত্তা উৎপাদক। অথবা, বেদান্তে প্রসিদ্ধ যাঁহার কর্ম্ম এই ভূত ভৌতিকরূপ বিশ্ব। যৎ কর্ত্তৃক এই সকল উৎপাদিত হইয়া থাকে, ত্বদুক্ত পুরুষগণের সহিত সেই বিশ্বকর্ত্তা যিনি সত্যজ্ঞানানন্দ লক্ষণ দ্বারা প্রসিদ্ধ, সেই তিনিই শ্রবণাদি উপায় দ্বারা বেদিতব্য সাক্ষাৎ করণীয়। এই প্রকারে বলিয়াছিলেন, এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। রাজার এবম্প্রকার উক্তির পর, বালাকের পুত্র বালাকি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হইয়া সমিৎহস্তে ব্রহ্মোপদেশার্থ উপায় পরিগ্রহ করিয়া রাজার নিকট আসিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন, যদি আপনার অনুজ্ঞা হয়, তবে আপনাকে গুরু বলিয়া আপনার নিকট আমি আগমন করি। এইরূপ বলিয়া রাজার নিকটে গিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের গর্ব্ব অপগত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ দীনতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া রাজা অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন, সেটা বিপরীতরূপ হয় যে, ক্ষতত্রাণ

এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি তং হ পাণাবভিপদ্য প্রবব্রাজ তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুস্তং হাজাতশত্রুরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে।

বৃহন্‌পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্নিতি।

মা চ তে ভয়ং যদসৌ রাজা ন বক্ষ্যতীত্যেবমাহ---

এহ্যস্মাজ্জনসমাজাদেকান্তমাগচ্ছ। ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামি ত্বা ত্বাং গুরুং বিজ্ঞাপয়িষ্যাম্যেব যজ্জানামি তত্ত্বং ভ্যং বদন্ন বঞ্চয়িষ্যামীত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণোক্ত্বাঽনন্তরং তং বালাকিং ব্রহ্মবিদ্যার্থিনং হ কিল পাণাবভিপদ্য করে সস্নেহং গৃহীত্বা প্রবব্রাজ সভাদেশাদ্দেশান্তরং জগাম। তৌ রাজবালাকী। হ কিল সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুরনেককর্ম্মশ্রমাকুলং শয়ানং রাজপুরুষং কঞ্চিদয়িতুঃ প্রাপ্তবন্তৌ। তং সুপ্তং পুরুষং হ কিলাজাতশত্রুরেতন্নামা রাজাঽঽমন্ত্রয়াঞ্চক্রে বক্ষ্যমাণৈর্নামভিঃ সংবোধয়াঞ্চক্রে।

সম্বোধননামান্যাহ---

বৃহন্, হে সর্ব্বস্মাদপ্যধিক প্রাণ। পাণ্ডরবাসঃ পাণ্ডরা আপো বাসসী যস্য

কারী ন্যূনবর্ণ ক্ষত্রিয় উত্তমবর্ণ দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য দীক্ষিত করিবে।

ইনি রাজা; হয়ত ব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে নাও বলিতে পারেন, এই প্রকার ভয় তোমার নাই, এই কথা বলিতেছেন,--

এস, বিশেষ করিয়া নিশ্চিতরূপে তোমাকে জ্ঞাপিত করিব, এস, এই জনসমাজ হইতে একান্তে এস, যাহা জানি, তুমি গুরু বলিয়া তোমাকে বলিব বঞ্চনা করিব না। এই প্রকারে বলিয়া, পরে সেই ব্রহ্মবিদ্যার্থী বালাকিকে স্নেহ পূর্ব্বক করে ধারণ করিয়া প্রব্রজন সভাগৃহ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তারপর সেই বালাকি ও রাজা অজাতশত্রু, অনেককর্ম্মশ্রমে আকুল বলিয়া শয়ান কোন রাজপুরুষকে উভয়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা-অজাতশত্রু সেই শয়ান পুরুষের বক্ষ্যমাণ নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন;--

সম্বোধনের নামসকল বলিতেছেন,--

হে বৃহন্--হে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাণ! হে পাণ্ডরবাসঃ--পাণ্ডর--অপ-

স উ হ তূষ্ণীমেব শিশ্যে।

তত উ হৈনং যষ্ট্যাঽঽবিচিক্ষেপ স তত এব সমুত্তস্থৌ তং হোবাচাজাতশত্রুঃ।

তে প্রাণস্য তস্য সম্বোধনং হে পাণ্ডরবাস প্রাণ। সোম হে সোমাত্মক প্রাণ। রাজন্ হেদীপ্তিমন্প্রাণ। ইতিঃ সম্বোধনপরিসমাপ্ত্যর্থঃ।

স বৃহন্নিত্যাদিনা সম্বোধিতঃ প্রাণঃ। উ হাপি প্রসিদ্ধো যো জাগর্ত্তি ততোঽন্যো জীবোঽবস্থান্তরাত্মত্বেন তূষ্ণীমেব মৌনেনৈব শিশ্যে শয়নং চক্রে।

তত উ তদনন্তরমেব। হ কিল। এনং শয়ানং পুরুষং। যষ্ট্যা বেত্রাদি-তনুকাষ্ঠেনাঽঽবিচিক্ষেপাঽঽসমন্তাত্তাড়িতবান্। স শয়ানঃ পুরুষঃ প্রাণাদ্ব্যতি-রিক্তো যষ্টিপাতসংজাতবেদনস্তত এব তদানীমেব ন তু কালান্তরে সমুত্তস্থৌ সম্য-গুত্থানং কৃতবান্। তং হোবাচাজাতশত্রুঃ। তং প্রাণাত্মবাদিনং বালাকিম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ।

সকল হইয়াছে বাসদ্বয় যাহার, হে তাদৃশ প্রাণ! হে সোম—হে সোমাত্ম প্রাণ! হে রাজন্—হে দীপ্তিমান্ প্রাণ! এই সকল নামে সম্বোধন করিয়া-ছিলেন। এস্থলে ইতিশব্দ ঐ সম্বোধন নামের সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য গৃহীত হইয়াছে।

সে 'বৃহন্' ইত্যাদি নামে প্রাণরূপে সম্বোধিত হইয়া, প্রসিদ্ধ যে জীব জাগ্রৎ থাকে, তদন্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত জীব মৌনভাবেই শয়ন করিয়া-ছিল।

তারপর এই শয়ান পুরুষকে যষ্টিদ্বারা বিশেষ ভাবে তাড়িত করিয়াছিলেন। সেই শয়ান পুরুষ প্রাণ অপেক্ষা ভিন্ন বলিয়া যষ্টিপ্রহারের বেদনা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎই সম্যক্রূপে উত্থান করিয়াছিল। তারপরে সেই প্রজ্ঞাত্মবাদী বালা-কিকে রাজা অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন;—

ক্বৈষ এতদ্বালকে পুরুষোঽশয়িষ্ট ক্বৈতদভূৎ।
কুত এতদাগাতদিতি।

তত উ হ বালাকির্ন বিজজ্ঞে তং হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট যত্রৈতদভূদ্যত এতদাগাদিতি।

এবং প্রাণ আত্মা ন ভবতি যো জাগ্রদপি ন বুদ্ধবান্। ক কুত্র। এষ প্রাণাদ্ব্যাতিরিক্তঃ শয়ানঃ। এতৎসর্ব্বচৈতন্যশূন্যং যথা তথা। বালাকে হে বালাকে। পুরুষশ্চেতনঃ প্রাণাদীনাং স্বামী। অশয়িষ্ট শয়নমকুরুত ক কস্মিন্প্রদেশে এতদুক্তং শয়নমভূজ্জাতম্।

উক্তঃ প্রশ্নঃ পুরুষবিষয়েঽপরোঽবস্থাবিষয়ে। পুরুষশয়নয়োর্দ্দেশং পৃষ্ট্বা পুরুষস্যাঽঽগমনদেশং পৃচ্ছতি—

কুতঃ কস্মাদ্দেশাৎ। এতজ্জাগরণং প্রত্যেতদাগমনং বা আগাদাগতবান্প্লুতির্বিচারার্থা। বিচার্য্য কথয়েত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ প্রশ্নমকরোদিতি শেষঃ।

তত উ অপি রাজ্ঞা পৃষ্টং হ কিল বালাকির্ব্বালাকস্যাপত্যং ন বিজজ্ঞে ন বিজ্ঞাতবান্। তমজ্ঞাতস্বপ্রশ্নং বালাকিম্। হোবাচ এতদাগাদিতি। ব্যাখ্যাতম্।

তুমি যে প্রাণকে আত্মা বলিতেছিলে, সে প্রাণ আত্মা হইতে পাবে না, কারণ, সে ত জানিয়া থাকিলেও বুঝিতে পারে না। হে বালাকে। এই যে প্রাণ হইতে ব্যতিরিক্ত শয়ন পুরুষ, এই পুরুষ সর্ব্বচৈতন্য শূন্য ভাবে কোথায় শয়ন করিয়াছিল? এত প্রাণাদির স্বামী ও চেতন। অর্থাৎ এই চেতন পুরুষ চৈতন্য শূন্যভাবে কোথায় শয়ন করিয়াছিল?

পুরুষ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইল এখন অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করা হইতেছে। পুরুষ শয়নের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এখন পুরুষের আগমন দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—

কোন্ দেশ হইতে এই চৈতন্য জগরণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? এস্থলে যে প্লুতি স্বরের প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহাতে বুঝাইতেছে যে, তুমি এই বিষয়টি বিচার করিয়া বল। এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

রাজা অজাতশত্রু এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, সেই বালাকের পুত্র সেই প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। বালাকিকে প্রশ্নার্থ বিষয়ে অজ্ঞ দেখিয়া রাজা

হিতা নাম হৃদয়স্য নাড্যো হৃদয়াৎপুরীততমভিপ্রতন্বন্তি তদ্‌যথা সহস্রধা কেশো বিপাটিতস্তাবদণ্ব্যঃ পিঙ্গলস্যাণিম্না তিষ্ঠন্তি।

শুক্লস্য কৃষ্ণস্য পীতস্য লোহিতস্যেতি তাসু তদা ভবতি।

স্বয়ং তদ্দেশবিশেষমাহ রাজা—

হিতা নাম প্রাণিনাং হিতকারণান্বিতা ইত্যভিধানম্। হৃদয়স্য হৃদয়পুণ্ডরীকসম্বন্ধিন্যো হৃদয়পুণ্ডরীকান্নির্গতা ইত্যর্থঃ। নাড্যঃ শিরাঃ। হৃদয়াদ্ধৃদয়পুণ্ডরীকান্নির্গত্য পুরীততমাস্যং হৃদয়বেষ্টনমভিপ্রতন্বন্তি সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ বিস্তারয়ন্তি বেষ্টয়ন্তীত্যর্থঃ। তদ্‌যথা যাবৎপরিমাণা ইত্যর্থঃ। সহস্রধা কেশো বিপাটিতঃ। বালঃ সহস্রপ্রকারেণ বিবিধং পাঠিতঃ কেশস্য সহস্রাংশ ইত্যর্থঃ। তাবত্তৎপরিমাণা অণ্ব্যঃ সূক্ষ্মাঃ পিঙ্গলস্য চিত্রবর্ণস্যাণিম্নাঽণুতমেন রসেনাতিসূক্ষ্মেণেত্যর্থঃ। তিষ্ঠন্তি পূর্ণা বর্ত্তন্তে।

সামান্যতো বর্ণমুক্ত্বা বিশেষেণ বর্ণানাহ—

শুক্লস্য শ্বেতস্য। অণিম্নেতি সর্ব্বেষু বর্ণেষ্বনুবর্ত্ততে। কৃষ্ণস্য কালস্য পীতস্য সুবর্ণবর্ণস্য লোহিতস্য রক্তস্যেত্যেবংপ্রকারস্য ধাতুরসস্যাণিম্না রসেন পূর্ণাস্তিষ্ঠন্তি। তাসু হৃদয়বেষ্টনপুরীতৎপ্রতিষ্ঠিতাসু হৃদয়গমনমার্গভূতাসু সামীপ্যেন

অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে বালাকে! এই পুরুষ যেখানে শয়ন করিয়াছিল, যেখানে যাইয়া অবস্থিত হইয়াছিল, এবং যেখান হইতে এই চৈতন্য আসিয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রাণীদিগের হিতের কারণ বলিয়া হিতানামে হৃদয় পুণ্ডরীকের নাড়ী সকল আছে। তাহারা হৃদয় প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া পুরীতৎ নামক অন্ত্রকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। সেই পরিমাণ তাহাদিগের; যেমন একটি কেশ সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া চিরিলে যে পরিমাণ হয়, সেইরূপ ততটা পরিমাণ সূক্ষ্ম। সে গুলি চিত্রবর্ণের অণুতম রসদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সামান্যাকারে বর্ণ বলিয়া বিশেষাকারে বর্ণ বলিতেছেন, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, ও লোহিত বর্ণের অণুতম রসে পূর্ণ হইয়া তাহারা বর্ত্তমান আছে। সেই

যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্‌সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাহগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ। ১৯ ॥

তদা ভবতি তস্মিন্ শয়নকালে বর্ত্তে। ন স্বপ্নোঃ ন্যনাড়ীষু বর্ত্তমানস্য ভবতীত্যর্থঃ।

স্বপ্নস্থানমভিধায় বিস্তৃতং সুষুপ্তস্থানং সজাগরণমাহ—

যদা যস্মিন্‌কালে। সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতীত্যাদি লোকা ইত্যন্তং ব্যাখ্যাতম্। অয়মর্থঃ। নাড়ীদ্বারা পুরীতদ্বৈ নৈকনাড়ীকারণে হৃদয়পুণ্ডরীকে স্থিতাকাশান্তর্বর্ত্তিক্রিয়াশক্ত্যুপাধাবানন্দাত্মনি সুষুপ্তিং প্রাপ্য তত এব জাগরণং গচ্ছতি স উপগতাধারাধেয়ভেদো বিজ্ঞানানন্দস্বরূপো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়ো ন তু ভবদভিমতঃ প্রাণাদিরধিদৈবতসথাদ্যাত্মকেতি। ১৯ ॥

হৃদয় বেষ্টন পুরীতৎ প্রতিগত হৃদয় গমন মার্গের নিকটেই সেই শয়ন কালে অবস্থান করে। অন্য নাড়ীতে থাকিলে স্বপ্ন হয় না।

স্বপ্নস্থান বলিয়া, জাগরণস্থানের সহিত বিস্তৃতভাবে সুষুপ্তস্থানের বিষয় বলিতেছেন.—

যে কালে শয়ন করিয়া কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করে না, সেই কালে ইন্দ্রিয়সকল প্রাণে যাইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়। সেই সময়ে বাগিন্দ্রিয় সকল নামের সহিত প্রাণে যাইয়া একীভাব, বা লয় প্রাপ্ত হয়। চক্ষুঃ সকলরূপের সহিত যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়।

শ্রোত্র সকল প্রকার শব্দের সহিত যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। মনঃ সকল প্রকার ধ্যানের সহিত যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাণ যখন প্রতিবুদ্ধ হয়, তখন যেমন জাজ্বল্যমান অগ্নি হইতে সকলদিকে বিস্ফুলিঙ্গ সকল বিস্ফুরিত হইতে থাকে, সেইরূপ তখন এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতে প্রাণ সকল যাহার যে আয়তন, সে সেই সেই আয়তনে যাইয়া স্ফুরিত হইতে থাকে,

তদ্‌যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাৎ।

বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায় এবমেবৈষ প্রজ্ঞ আত্মেদংশরীর-মাত্মানমনুপ্রবিষ্টঃ।

কথমসৌ ব্রহ্মশব্দাভিধেয় উপলব্ধুং শক্যত ইতি বালাকের্হৃদয়গতাং শঙ্কাম-পাকরিষ্যন্ দৃষ্টান্তপুরঃসরমাহ—

তত্ত্রোপলব্ধৌ দৃষ্টান্তঃ। যথা দৃষ্টান্তে। ক্ষুরস্তীক্ষ্ণাগ্রঃ প্রসিদ্ধঃ ক্ষৌরকর্ম্মণি। ক্ষুরধানে ক্ষুরো ধীয়তে যস্মিন্‌পাত্রে তৎক্ষুরধানং তস্মিন্নবহিতঃ প্রক্ষিপ্তঃ স্যাদ্ভবেৎ। অয়ং হৃদয়পুণ্ডরীকে শরীরৈকদেশ উপলব্ধৌ দৃষ্টান্তঃ।

ইদানীং সর্ব্বশরীরোপলব্ধ্যর্থং দৃষ্টান্তমাহ—

বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভবোঽগ্নিঃ। বাশব্দো দৃষ্টান্তান্তরে। বিশ্বম্ভবকুলায়েঽগ্নি-নীড়েঽরণ্যাদৌ। এবমেবানেনৈব প্রকারেণ। এষ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি যো

ইন্দ্রিয় সকল হইতে অগ্নি আদি দেবগণ, এবং অগ্নি আদি দেবগণ হইতে বচন আদি লোক সকল স্ফুরিত হয়। এস্থলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে,—পুরীতদ্বেষ্টিত, অনেক নাড়ীর কারণ হৃদয় পুণ্ডরীকে নাড়ীর দ্বারা অবস্থিত আকাশান্তর্ব্বর্ত্তী ক্রিয়াশক্ত্যুপাধিক আনন্দময় আত্মা সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইয়া সুষুপ্তি হইতে জাগরণে আগমণ করেন। তিনিই আধার ও আধেয়ভেদ প্রাপ্ত হন; তিনি বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। তাহাকে ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করা হয়। তুমি যে বলিয়াছ, প্রাণাদি অধিদৈবত বা অধ্যাত্ম, তাহা নহে॥ ১৯॥

ইনি কিরূপে ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইয়া আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পাবেন। এইরূপ বালাকির হৃদয়গত আশঙ্কা দূর করিবাব জন্য দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন:—

উপলব্ধি বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা;—ক্ষৌরকর্ম্মে প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণাস্ত্র ক্ষুর যেমন ক্ষুর-ধানে (ক্ষুরের খাপে) প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের এক দেশ যে হৃদয় পুণ্ডরীক, তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আছেন। ত্রইরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে।

এখন সমস্ত শরীরেব উপলব্ধি বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন, যেমন

আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ।
তমেতমাত্মানমেত আত্মানোঽম্ববস্যন্তি।

ভবতা প্রকৃতঃ। প্রজ্ঞো নিত্যস্বয়ম্প্রকাশপ্রজ্ঞাযুক্তঃ। আত্মাঽস্মৎপ্রত্যয়ব্যবহার-যোগ্যঃ। ইদংশরীরমিদংশরীরে ভবমেতচ্ছরীরস্থেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। আত্মানমাত্ম-শব্দপ্রত্যয়াবলম্বনম্। অনুপ্রবিষ্টঃ সৃষ্টমনু প্রবেশং কৃতবান্।

প্রবেশাবধিমাহ—

আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ। লোমনখপর্য্যন্তং নখাগ্রশরীরবহির্গতকেশান্মুক্ত্বা সমগ্রে শরীর ইত্যর্থঃ।

স্বপ্নসুষুপ্তিজাগরণেষু প্রাণাদ্ব্যতিরিক্তমাত্মানমভিধায় তস্য চ সর্ব্বস্মিঞ্চ শরীরে হৃদয়ে চ সামান্যবিশেষাভ্যাং ব্যাপ্তিং চেদানীং তস্যৈব স্বামিত্বং বিবক্ষুর্দৃষ্টান্তপূর্ব্বং সরমাহ—

তমা লোমভ্য আ নখেভ্যঃ শরীরে সামান্যবিশেষাভ্যাং প্রবিষ্টতম্। এতং বুদ্ধিসাক্ষিণম্। আত্মানমস্মৎপ্রত্যয়ব্যবহারযোগ্যং বস্তুত আনন্দাত্মানম্। এতে-

---

বিশ্বম্ভর অগ্নি বিশ্বম্ভর কুলায়ে অগ্নির নীড় অরণ্যাদিতে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত আছে, এই প্রকারেই 'ব্রহ্ম তোমাকে বলিব' বলিয়া যে তুমি প্রস্তাব করিয়াছিলে, সেই প্রকৃত ব্রহ্ম নিত্য স্বয়ম্প্রকাশ প্রজ্ঞা যুক্ত অস্মৎ প্রত্যয় ব্যবহারযোগ্য আত্মা এই শরীরে অবস্থিত আত্মাশব্দ প্রত্যয়াবলম্বন ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাতে প্রবেশ করিয়া আছেন।

প্রবেশের অবধি বলিতেছেন ;—

লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত। নখের অগ্র ও শরীর হইতে বহির্গত কেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমগ্র শরীরেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগরণে প্রাণ হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত আত্মার লক্ষণ বলিয়া এবং সর্ব্বশরীরে ও হৃদয়ে সামান্যাকারে ও বিশেষাকারে তাঁহার ব্যাপ্তির কথা বলিয়া, এই ক্ষণে তাঁহারই স্বামিত্ব বলিবার ইচ্ছায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে-ছেন ;—

নখ হইতে চুল পর্য্যন্ত এই শরীরে সামান্যাকারে ও বিশেষাকারে প্রবিষ্ট সেই এই বুদ্ধির সাক্ষীর আপাততঃ অর্থাৎ প্রত্যয় ব্যবহার যোগ্য, বস্তুতঃ আনন্দ

যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বাঃ।

তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে।

ঽপগতাধিদৈবভেদা অধ্যাত্মং প্রত্যক্ষা ইব। আত্মনো বাগাদ্যাঃ। অন্ববস্যন্তি, আত্মনো নিশ্চয়মনু পশ্চান্নিশ্চয়ং কুর্ব্বন্তি।

তত্র দৃষ্টান্তমাহ—

যথা দৃষ্টান্তে। শ্রেষ্ঠিনং শ্রেষ্ঠত্বং প্রধানত্বং স গুণো যস্যাস্তি স তু শ্রেষ্ঠী তং প্রাধান্যবন্তং কুটুম্বিনমিত্যর্থঃ। স্বাঃ স্বসম্বন্ধিনো জ্ঞাত্যুপলক্ষিতা উপজীবকাঃ। অন্ববস্যন্তীত্যনুবর্ত্ততে।

নিশ্চয়ে প্রাধান্যমুক্ত্বা ভোগেঽপি প্রাধান্যং বক্তুং দৃষ্টান্তমাহ—

তত্তত্র ভোগপ্রাধান্যে। যথা দৃষ্টান্তে। শ্রেষ্ঠী কুটুম্বী স্বৈর্জ্ঞাত্যাদিভিঃ সহ ভুঙ্‌ক্তেঽন্নমত্তি। যথা বা যদ্বদ্বাশব্দঃ প্রকারান্তরেণ দৃষ্টান্তার্থঃ। শ্রেষ্ঠিনং প্রধানং কুটুম্বিনং স্বা জ্ঞাত্যাদ্যা ভুঞ্জন্ত্যদন্তি। এবমেবানেন প্রকারেণ ন অন্যথা। এষ প্রজ্ঞাত্মা। ব্যাখ্যাতম্‌। জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যুপাধিরিত্যর্থঃ। এতৈঃ প্রতিপ্রাণিব্যবস্থিতৈঃ। আত্মভিরাত্মশব্দপ্রত্যয়ালম্বনৈর্ব্বাগাদিভিঃ সহ। ভুঙ্‌ক্তেঽত্তি। অথ বা দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োস্তৃতীয়া করণার্থা। ন হি নির্দ্ধনস্যকুটুম্বিনো দ্রব্যবতোঽপি

ময় আত্মার নিশ্চয়ের পর এই প্রত্যক্ষ বাগাদি ইন্দ্রিয় গণ নিশ্চয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ বুদ্ধি সাক্ষী নিশ্চয় করিলে পর, তবে ইন্দ্রিয় নিশ্চয় হইয়া থাকে।

সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন ;—

যেমন প্রাধান্য গুণশালী কুটুম্বিকে স্বসম্বন্ধীয় জ্ঞাতি প্রভৃতি উপজীবক সকল অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ আত্মার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

নিশ্চয়ে প্রাধান্য বলিয়া ভোগেও প্রাধান্য বলিবার জন্য দৃষ্টান্ত করিতেছেন :—

ভোগ প্রাধান্যে দৃষ্টান্ত যথা ;—যেমন শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি প্রভৃতির সহিত ভোগ করে ; অথবা যেমন জ্ঞাতি প্রভৃতিরা প্রধান কুটুম্বী শ্রেষ্ঠীকে ভোজন করায়, এই রূপই

এবং বৈ তমাত্মানমেত আত্মানো ভুঞ্জন্তি।

ভোগঃ সম্ভবতি পরৈর্দ্রব্যাপহারাদেঃ সম্ভবাৎ। এবমসঙ্গোদাসীনস্য চিতিস্বভাবস্য। ইহত্মনোঽপি বিনা করণাদিকং ন ভোগঃ। যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ব্যাখ্যাতম্। উৎপন্নে কার্য্যে প্রধানকুটুম্বী যেন প্রকারেণ স্বৈর্জ্ঞাতিভিঃ সহ পর্য্যালোচ্যাম্ববস্তোবমে তৈরাত্মভিরয়মাত্মেতি বহিরেবাবগন্তব্যম্।

তমেতমাত্মানমিত্যস্য প্রপঞ্চার্থমাহ—

এবং বা, অনেনৈব যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বা ইতি বক্ষ্যমাণেন প্রকারেণ। এতমিন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাতারমাত্মানমেত আত্মানো ভুঞ্জন্তি। যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বা ব্যাখ্যাতম্। অত্রাঽঽত্মন্তপর্য্যায়য়োঃ সামান্যবিশেষাভ্যাং পুনরুক্তিপরিহারঃ। অথবা শ্রেষ্ঠিনং স্বা ইত্যস্য দার্ষ্টান্তিক এবং বা ইত্যাদিঃ। ন স্বাত্মনো নিশ্চয়মন্তরেণোপভোগঃ কর্ত্তুং শক্যঃ। অস্মিন্‌পক্ষে যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বা ইতি বচনদ্বয়ং নিগমনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ম্। অথবা নিশ্চয়ো দ্ব্যাত্মকো ভবতি। আপৎকালীনোঽনাপৎকালীনশ্চ। তত্রানাপৎকালীনঃ প্রধানবুদ্ধ্যনুসারী নিশ্চয়ো মৃগয়াদৌ মন্ত্রিণা তাদৃশং হৃদি নিধায় তমেবমাত্মানমিতি প্রথমমুক্তম্। আপৎকালীনস্তু বন্ধুভিঃ

এই প্রজ্ঞাত্মা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্ত্যুপহিত আনন্দ ময় ব্রহ্ম প্রতিপ্রাণি ব্যবহার আত্মশব্দ ও প্রত্যয়ের আলম্বন বাগাদি ইন্দ্রিয় সকলের সহিত ভোগ করে। অথবা, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ এই আত্মাকে ভোগ করায়। অথবা, এই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকে যে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা এই করণ কারকের প্রতীতি জন্য। অবশ্য মনুষ্যহীন কুটুম্বীর ভোগ সম্ভাবনা হয় না, কারণ, অপরে ভোগ্য দ্রব্যের অপহরণাদি করিতে পারে। এই রূপ অসঙ্গোদাসীন চিতিস্বভাব আত্মার ভোগ্য দ্রব্য থাকিলেও, করণ ব্যতিরেকে ভোগ সম্ভাবিত হইতে পারে না। উৎপন্ন কার্য্যে প্রধান কুটুম্বী যে প্রকারে স্বকীয় জ্ঞাতির সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া নিশ্চয় করে, সেইরূপ এই ইন্দ্রিয়াত্মাগণের সহিত এই আত্মা পর্য্যালোচনা করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। এই অর্থটি মূলের অনুগত হইবে না।

'সেই এই অত্মাকে' এই শব্দের বিস্তারার্থ বলিতেছেন ;—

এই প্রকারে এই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা আত্মাকে এই ইন্দ্রিয়গণ ভোগ করাইয়া থাকে। এস্থলে আদ্যন্ত পর্য্যায়দ্বয়ের সামান্য বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা

স যাবদ্ধ বা ইন্দ্র এতমাত্মানং ন বিজজ্ঞে তাবদেনমসুরা অভি-বভূবুঃ স যদা বিজজ্ঞেঽথ হত্বাঽসুরান্‌বিজিত্য সর্ব্বেষাং দেবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পরীয়ায় তথো এবৈবং বিদ্বান্‌ সর্ব্বান্‌-

দহ কুটুম্বিনঃ কুটুম্বিনা সহ বন্ধূনাঞ্চ বিচার্য্য ভবতি তাদৃশমঙ্গীকৃত্যোক্তং যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈরেবং বেত্যাদি। অস্মিন্‌পক্ষে যথা বা শ্রেষ্ঠিনং স্বা ভুঞ্জন্তীত্যস্যৈবমাত্মানং প্রাণা ভুঞ্জন্ত ইতি। ইদং বহিরেবাবগন্তব্যম্‌।

অস্যাঽঽত্মনো জ্ঞানেন কস্য কিং ফলং জাতমিতি বালাকিশঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়িতুম-জাতশত্রুরাহ—

স প্রসিদ্ধঃ প্রতর্দ্দনস্য গুরুঃ। যাবদ্যাবন্তং কালং হ কিল শ্রুতমস্মাভিঃ পূর্ব্বেভ্য ইত্যর্থঃ। বৈ প্রসিদ্ধঃ প্রজাপতিশিষ্য একাধিকশতবর্ষব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিদ্যার্থম্‌। ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্ত্রিলোকীপতিঃ। এতং ময়োক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়োপজীব্যম্‌।

করিয়া পুনরুক্তি পরিহার করিতে হইবে। অথবা, এটা পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক অবশ্য আত্মার নিশ্চয় ব্যতিরেকে উপভোগ করিতে পারা সম্ভব নয়। এইপক্ষে উক্ত বাক্যদ্বয় নিগমনের জন্য উক্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অথবা, নিশ্চয় দুই প্রকারের। আপৎ কালীন ও অনাপৎ কালীন। তন্মধ্যে অনাপৎ কালীন নিশ্চয় প্রধানবুদ্ধ্যনুসারী। মৃগয়াকালে দেখা যায়। তখন কার নিশ্চয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন যে, সেই এই আত্মার নিশ্চয়ের পর এই ইন্দ্রিয়রূপ আত্মাগণ নিশ্চয় করিয়া থাকে। আর আপৎ কালীন নিশ্চয় এই যে, বন্ধুর সহিত কুটুম্বীর এবং কুটুম্বীর সহিত বন্ধুদিগের বিচার করিয়া যে নিশ্চয় হইয়া থাকে। তাদৃশ নিশ্চয় অঙ্গীকার করিয়া শেষে বলা হইয়াছে,যেমন শ্রেষ্ঠী আত্মীয়গণের সহিত ভোগ করে ইত্যাদি। এই পক্ষে 'যথা বা শ্রেষ্ঠিনং" ইত্যাদি, "এবংবৈ ত মাত্মানমেতে আত্মানো ভুঞ্জন্তি" এই বাক্যদ্বয় বাহিরে বুঝিতে হইবে।

এই আত্মার জ্ঞানে কাহার কি ফল হইয়াছে? এইরূপ বালাকির আশঙ্কার ব্যাবর্ত্তিত করিবার জন্য অজাতশত্রু বলিতেছেন ;—

সেই প্রসিদ্ধ প্রতর্দ্দনের গুরু, আমারা পূর্ব্বাচার্য্য দিগের নিকট শুনিয়াছি, ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য একাধিক শতবর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী প্রজাপতি শিষ্য

পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ য এবং বেদ। ২০॥

আত্মানমানন্দাত্মানং ন বিজজ্ঞে বিশেষেণায়মসাবিতি ন জ্ঞাতবান্। তাবত্তাবন্তং কালম্। এনমাত্মজ্ঞানশূন্যমিন্দ্রম্। অসুরাঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধার্থপ্রবৃত্তা বাগাদয়ো বিরোচনাদয়ো বাঽভিবভূবুরভিভবং পরাভবং চক্রুঃ। সঃ, অসুরৈরভিভূতো যদা যস্মিন্‌কালে "য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংল্লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি" ইতি প্রজাপতিবাক্যং সভায়াং শ্রুত্বাঽনন্তরং বিজজ্ঞে য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত ইত্যাদেঃ প্রজাপতেরুপদেশাদ্বিশেষেণায়মসাবিতি জ্ঞাতবান্‌সাক্ষাৎকৃতবানিত্যর্থঃ। অথ তদা হত্বা নিপাত্যাসুরান্ জ্ঞানবিজিত্য বিজয়ং প্রাপ্য ত্রিলোকীং স্বাধীনাং বিধায়েত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং নিখিলানাং দেবানামগ্ন্যাদীনাং শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রেষ্ঠত্বং প্রাধান্যম্। স্বারাজ্যং স্বরাজস্য ভাবোঽপ্রতিহতেচ্ছত্বম্। আধিপত্যং গর্ভদাসানিব সর্ব্বানধিষ্ঠায় পালয়িতৃত্বমাধিপত্যং পর্য্যায় সর্ব্বতো গতবান্। তথো এব তদ্বদেব ন ত্বন্যথা। এবং বিদ্বানবস্থাত্রয়াতীতঃ প্রাণাদিভিরাশ্রয়ণীয়োঽসঙ্গোদাসীনস্বভাব আকাশবৎসর্ব্বগতোঽপি শরীরে হৃদয়ে চ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যমানচৈতন্যোঽপগতসর্ব্বধর্ম্ম আনন্দাত্মাঽহমস্মীত্যেবং জ্ঞানবান্। সর্ব্বান্‌পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যম্।

পরমৈশ্বর্য্যশালী ত্রিলোকীপতি ইন্দ্র যতকাল আমাকর্তৃক উক্ত সকল ইন্দ্রিয়ের উপজীব্য আনন্দময় এই আত্মাকে জানিতে না পারিয়াছিলেন, ততকাল এই আত্মজ্ঞান শূন্য ইন্দ্রকে শাস্ত্রনিষিদ্ধার্থ প্রবৃত্ত বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ, বা বিরোচনাদি অসুর সকল পরাভব করিয়া রাখিয়াছিল। সে ইন্দ্র অসুর কর্তৃক অভিভূত থাকিয়া, যে কালে 'যে আত্মা অপহত পাপ্মা জরাহীন, মৃত্যুরহিত, শোকশূন্য, ভোজনেচ্ছাবিধুর, পানেচ্ছা বিরহিত, সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্প, তিনিই অন্বেষ্টব্য, তিনিই বিজিজ্ঞাসিতব্য, তিনিই সমস্ত লোককে প্রাপ্ত হন, তিনিই সমস্ত কামকে প্রাপ্ত হন, যে সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষরূপে জানিতে পারে' এইরূপ প্রজাপতির বাক্য সভায় বলিয়া শুনিয়া, পরে 'যিনি এই অক্ষিতে পুরুষা-

ঋতং বদি বক্তারম্। ময়ি ভর্গো ময়ি মহো বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবির্ম্ময়েঽভূর্ব্বেদস্য ংসাঽঽণীশ্রুতং মা মা হিংসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রাৎসংবসাম্যগ্ন ইলা নমঃ ইলা নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমোঽস্তু দেবেভ্যঃ শিবা নঃ শংতমা ভব সুমৃলীকা সরস্বতি মা তে ব্যোম

তানাং স্থিরজঙ্গমানাম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। পর্য্যেতি প্রাপ্নোতি। যঃ শমাদি-াধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ। এবং বেদ, ইন্দ্রবদুক্তমাত্মানং জানীতে। য এবং বেদ। াখ্যাতম্। বাক্যাভ্যাস উপনিষৎসমাপ্ত্যর্থঃ। ২০॥

ারে দৃষ্ট হন' ইত্যাদি প্রজাপতির বাক্যদ্বারা বিশেষরূপে 'ইনি এই' ইত্যা-াবে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই অসুরগণকে নিপাতিত রিয়া বিজয়লাভ করিয়া ত্রিলোকীকে স্বাধীনা করিয়া অগ্নি আদি নিখিল দবতা গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা প্রাধান্য ও স্বারাজ্য অপ্রতিহততেজস্ত্ব গর্ভদাসের ্যায় সকলের উপর অধিষ্ঠান করিয়া পালয়িতৃত্বরূপ আধিপত্য সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত ইয়াছিলেন। সেই রূপই, অন্য রূপ নহে, যে অবস্থাত্রয়াতীত, প্রাণাদির াশ্রয়ণীয়, অসঙ্গোদাসীন স্বভাব, আকাশবৎ সর্ব্বগত হইলেও শরীরে ও দয়ে সমান্য ও বিশেষাকারে উপলভ্যমান চৈতন্য, অপগত সর্ব্বধর্ম্ম, আনন্দময় ামি, ইত্যাকার জানিতে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে, সে সমস্ত পাপকে অপহত রিয়া, সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, বা প্রাধান্য; স্বারাজ্য ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল তের আধিপত্য সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইবে। যে শমাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ুরুষ ইন্দ্রের ন্যায় উক্তবিধ আত্মাকে জানিতে, বা সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। স্থলে বাক্যের অভ্যাস উপনিষৎ সমাপ্তি হইল, ইহা জানাইবার জন্য গৃহীত ইয়াছে॥ ২০॥

সংদৃশি। অদব্ধং মন ইষিরং চক্ষুঃ সূর্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ। ১ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গতকৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদি
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

কৌষীতকীব্রাহ্মণারণ্যকক্রমেণ নবমোঽধ্যায়ঃ। ৯ ॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণ আত্মবিদ্যা গুপ্তাঽপি সম্যক্প্রকটীকৃতেয়ম্।
লোকোপকারায় ময়া শ্রুতীনাং পদাবলোকৈকপরেণ নিত্যম্। ১ ॥
ত্রয্যা অথর্ব্বাঙ্গিরসশ্চ তদ্বদ্যে বা প্রসিদ্ধা ইহ লোকমধ্যে।
অতো ময়াঽকারি পদাবলোকস্তেষাং কৃতেঽস্মিঞ্ শিব এতু তুষ্টিম্। ২ ॥
গঙ্গাদয়ঃ শীতলনীরপূরা নৈবাঽঽশ্রিতাশ্চেৎসরিতোঽহ্ভাগ্যৈঃ।
ন্যূনত্বমাসাং কিমিবাত্র ভূয়াম্মমাপি তদ্বৎকৃতয়ঃ প্রবৃত্তাঃ। ৩ ॥

---

* শান্তির অনুবাদ প্রথমে দেওয়া হইয়াছে দ্রষ্টব্য।

আমি লোকের উপকারের জন্য শ্রুতির পদ সকল দেখিয়া কৌষীতকি ব্রহ্মণে যে আত্মবিদ্যা গুপ্তভাবে আছে, তাহা এই সম্যক্ ভাবে প্রকাশ করিলাম ॥ ১ ॥

ঋক, যজুঃ ও সামের, আর অথর্ব্ববেদের, সেইরূপ আরও অন্য কিছু, যাহা এই লোক মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে, আমি এইরূপে যে সকলের পদার্থ প্রকাশ করিয়াছি। আমার এই কৃতকার্য্যে ব্রহ্ম তুষ্টি প্রাপ্ত হউন ॥ ২ ॥

যদি কোনও ভাগ্যহীন ব্যক্তিবর্গ শীতল ও পাত্রবারি পূর্ণ গঙ্গাদি নদী সকলের সেবা না করিয়া থাকে, তবে কি আর সেই নদীসকলের কিছু ন্যূনতা হয়? তা হয় না; সেইরূপ আমারও এই দীপিকারূপ বৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইতেছে; যদি কোন অভাগ্য ইহার সেবা না করে, তবে ইহার আর কি ন্যূনতা ঘটিবে? ন্যূনতা তাহাদিগেরই প্রকাশিত হইবে ॥ ৩ ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

নাদবিন্দূপনিষৎ।

নারায়ণবিরচিতদীপিকাসমেতা।

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রণবঃ পঞ্চাধাঽকারোকারমৈর্ব্বিন্দুনাদযুক্।
অন্ত্যো নাদস্তত্র বর্ণ্যস্ত্রিখণ্ডে নাদবিন্দুনি। ১ ॥

নাদো বিন্দুনা লেশেন বর্ণ্যতে তেন নাদবিন্দুস্তত্রাঽঽদ্যমক্ষরত্রয়ং সার্দ্ধমাত্রং হংসাভিধানপক্ষিরূপকেণ তাবদ্বিবিনক্তি—

অকার, উকার, ও মকারের সহিত নাদ ও বিন্দু যুক্ত হইয়া প্রণব পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে বিন্দুর পূর্ব্বে অবস্থিত নাদই এই খণ্ডত্রয়াত্মক নাদবিন্দু নামক উপনিষদ্ গ্রন্থে বর্ণনীয়।

এই গ্রন্থের নাম নাদবিন্দু হইল কেন? না, ইহাতে লেশমাত্রায় নাদের বর্ণনা করা হইবে। এই নাদবিন্দুনামক উপনিষদে অর্দ্ধমাত্রবর্ণের সহিত আদ্য অক্ষরত্রয়, হংস নামক পক্ষী রূপে বিবেচনা করিতেছেন;—

ওঁ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা। ১ ॥
পাদৌ রজস্তমস্তস্য শরীরং সত্ত্বমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চ দক্ষিণং চক্ষুরধর্ম্মশ্চোত্তরং স্মৃতম্। ২ ॥
ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবোলোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জগৎ। ৩ ॥

ওঁ অকার ইতি। পক্ষঃ পতত্রং যেন পক্ষীত্যুচ্যতে। পুচ্ছমন্ত্যত্বাৎ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। শির উত্তমাঙ্গমূর্দ্ধলোকফলত্বাৎ। ১ ॥

রজস্তমঃ পাদাবধস্ত্বসামান্যাৎ। সত্ত্বং শরীরং সর্ব্বাধারত্বাৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ ক্ষুর্গতিহেতুত্বাৎ। ২ ॥

সপ্তলোকান্ হংসশরীরে বিভজ্য দর্শয়তি—

ভূর্লোক ইত্যাদিনা। উত্তরাধর্যসাম্যাদ্ভূরাদীনাং পাদাদ্যাশ্রয়ত্বম্। ভুবো-

---

অকার দক্ষিণ পক্ষ; পক্ষ অর্থাৎ পতত্র, আকাশমার্গ হইতে পতনরূপ বিপদে যদ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায়। যে পক্ষ থাকে বলিয়া পক্ষীনাম, তাহারই মধ্যে দক্ষিণ পক্ষ হইতেছে অকার। উকার উত্তর পক্ষ বলিয়া আচার্য্যেরা স্মরণ করিয়াছেন। তাহার পুচ্ছ হইতেছে মকার। যেমন পুচ্ছটা পক্ষীর অন্ত্যভাগ, সেইরূপ মকারটিও প্রণবের অন্ত্যভাগ; সুতরাং পুচ্ছস্থানীয়। শির উত্তমাঙ্গ হইতেছে অর্দ্ধমাত্রা; কারণ, মস্তক যেমন ঊর্দ্ধে থাকে, সেইরূপ অর্দ্ধমাত্রা নাদও প্রণবের উপরে থাকে ॥ ১ ॥

রজোগুণ ও তমোগুণ তাহার পাদদ্বয়; কারণ, পদ যেমন, অধোভাগ, সেইরূপ গুণের মধ্যে রজঃ ও তমঃ, এই দুইটিই অধম; সুতরাং অধোভাগ। তাহার শরীর হইতেছে সত্ত্ব গুণঃ; কারণ, যেমন শরীরসর্ব্বাধার, সেইরূ সত্ত্বগুণ ও সর্ব্বাধার। গমন করিতে হইলে চক্ষুঃ আবশ্যক। সুতরাং ধর্ম্ম তাহার দক্ষিণ চক্ষুঃ অধর্ম্ম তাহার উত্তর চক্ষুঃ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥

বিভাগ করিয়া সপ্তলোককে হংসের শরীরে প্রদর্শন করিতেছেন;—

ভূ আদি অধোভাগস্থ অষ্টলোক তাহার পাদদ্বয়ে; কারণ, পাদদ্বয় যেমন

জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যালোকো ব্যবস্থিতঃ। ৪ ॥
সহস্রাহ্ন্যমিতি চাত্র মন্ত্র এষ প্রদর্শিতঃ।
এবমেনং সমারূঢ়ো হংসযোগবিচক্ষণঃ।
ন বধ্যতে কর্ম্মচারী পাপকোটিশতৈরপি। ৫ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ। ১ ॥

লোক ইতি। ভুবশ্চ মহাব্যাহৃতেরিতি সকারস্য রুত্বরেফয়োর্ব্বিধানাদ্রুত্বপক্ষে উত্বে গুণে চ রূপম্। মহর্জ্জগন্মহর্লোকঃ। ৩ ॥

ভ্রুবোর্ললাটমধ্যে চ সত্যালোকঃ। তুশ্চার্থে। ৪ ॥

সহস্রাহ্ন্যমিতি। অয়ঞ্চাত্রার্থে মন্ত্রঃ প্রদর্শিতঃ সম্মতিরূপেণ। যথা—"সহস্রাহ্ন্যং বিয়তাবস্য পক্ষৌ হরের্হংসস্য পততঃ স্বর্গং স দেবান্‌সর্ব্বানুরস্যুপদদ্য সংপশ্যন্যাতি ভুবনানি বিশ্বা" ইতি। স্বশাখায়াং পূর্ব্বকাণ্ডে পঠত্বাংসম্পূর্ণো নোদাহৃতঃ। অস্যার্থঃ। সহস্রমহানি কিরণা যস্য স সহস্রাহ্ন্যঃ সূর্য্য একঋষিঃ স চ মূর্ধাধি-

---

অধোভাগস্থ; সেইরূপ উক্ত অষ্টলোকও ক্রমে অধোভাগস্থ; সুতরাং উক্ত অষ্টলোক হংসের পাদদ্বয়ে আশ্রিতভাবে আছে। ভুবোলোক জানুদ্বয়ে, স্বর্লোক কটিদেশে, এবং মহর্লোক নাভিদেশে অবস্থিত। মহাব্যাহৃতির ভুবঃ শব্দের সকারস্থানে রেফ ও উকার হইবার নিয়ম আছে; সুতরাং উকার স্থানে গুণ করিয়া ওকার হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ভুবোলোক পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। মহর্জ্জগৎ অর্থাৎ মহর্লোক। ভূরাদি অধোভাগস্থ লোক অষ্টক সর্ব্বনিম্নভাগস্থ পাদস্থানীয় তদপেক্ষা উর্দ্ধভাগস্থ ভুবোলোক পাদাপেক্ষা উর্দ্ধভাগস্থ জানুস্থানীয়। তদপেক্ষাও উর্দ্ধভাগস্থ স্বর্লোক জানুঅপেক্ষা উর্দ্ধভাগস্থ কটিদেশস্থানীয়, এবং তদপেক্ষাও মহর্লোক উর্দ্ধভাগস্থ বলিয়া কটিদেশাপেক্ষা উর্দ্ধভাগস্থ নাভিদেশস্থানীয় ॥ ৩ ॥

সেই হংসের হৃদয়দেশে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপোলোক এবং ভ্রূদ্বয় ও ললাটের মধ্যে সত্যলোক ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

কথিতার্থে সম্মতি প্রদর্শন পর এই একটি মন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—সহস্র হইয়াছে কিরণ যাহার, সে সহস্রাহ্ন্যসূর্য্য একর্ষি। তিনি মস্তকে অধিষ্ঠান

অথ দ্বিতীয়খণ্ডঃ।

আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা বায়ব্যৈষা বশানুগা।

ষ্ঠানঃ। তদুক্তং প্রাণাগ্নিহোত্রে—"তত্র সূর্য্যোঽগ্নির্নাম মণ্ডলাকৃতিঃ সহস্ররশ্মিভিঃ পরিবৃত একঋষির্ভূত্বা মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠতি" ইতি। তমর্হতি সহস্রাহ্নান্তং সহস্রাহ্নাং স্বর্গং দ্যুলোকং পততো গচ্ছতোঽস্য হরের্বিষ্ণুরূপস্য হংসস্যোঙ্কাররূপস্য বিয়তৌ পূর্ব্বাপরাবাকাশভাগাবকারোকাররূপৌ পক্ষৌ পতত্রে জ্ঞাতব্যৌ। ওঁকারঃ সর্ব্বান্‌দেবান্‌সাত্বিকানুরসি হৃদয়ে সত্বরূপ উপদধ্য নিধায় বিশ্বানি ভুবনানি সাক্ষাৎপশ্যন্যাতি শাশ্বতব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং তদারূঢ় উপাসকোঽপি তাবদ্‌যাতীতি ভাবঃ। ৫॥

ইতি প্রথম খণ্ডঃ। ১॥

ওঁকারস্য হংসরূপেণোপাসনাং ফলঞ্চোক্ত্বা চতসৃণাং মাত্রাণাং দেবতা আহ—আগ্নেয়ীতি। এষা মধ্যমোকারাখ্যা বায়ব্যা বায়ুদেবতাকা মধ্যমবৃত্তিত্বাদুভয়ো

করেন। প্রাণাগ্নিহোত্র উপনিষদে তাহা কথিত হইয়াছে;—সেথানে সূর্য্য অগ্নিনামে মণ্ডলাকারে সহস্ররশ্মি দ্বারা পরিবৃতভাবে একগতি, বা একদৃষ্টি হইয়া মূর্দ্ধায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাদৃশ সূর্য্যকে পাইবার যোগ্য যে, সে সহস্রহ্ন স্বর্গ, বা দ্যুলোক। সেই দ্যুলোকে গমনকারী এই বিষ্ণুরূপ ওঁঙ্কারশরীর হংসের পূর্ব্বাকাশ পশ্চিমাকাশ অকার ও উকাররূপ পক্ষদ্বয় জ্ঞাতব্য। সেই ওঁঙ্কার রূপী হংস সমস্ত সাত্বিক দেবগণকে সত্বরূপহৃদয় দেশে ধারণ করিয়া নিখিল ভুবনকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে করিতে শাশ্বতব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া যে হংসযোগ বিচক্ষণ পুরুষ এই হংসে আরূঢ় হইতে পারে, সে উপাসকও শাশ্বত ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত যাইতে পরে। সে উপাসক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, যদি সেই কর্ম্ম হইতে কোটিশত পাপও জন্মে, তথাপি সে তদ্দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু মুক্ত হইয়াই যায়॥ ৫॥

ইতি প্রথম খণ্ড॥ ১॥

ওঁঙ্কারের হংসরূপে উপাসনাও সেই উপাসনার ফল বলিয়া চারিটি মাত্রার দেবতা বলিতেছেন;—

অকার নামে যে প্রথম মাত্রা, সেটি আগ্নেয়ী, অগ্নিমণ্ডলসদৃশ রূপ মণ্ডলধারিণী

আত্মাববোধায় মদুক্তিবারাং প্রবৃত্তিরেষোপনিষৎসমূহে।
বিবুধ্য সন্তঃ সততং স্বচিত্তং প্রক্ষালয়ন্তু প্রবিমুক্তিকামাঃ। ৪ ॥
সর্ব্বং ন সর্ব্বস্য হিতং প্রিয়ং বা ব্যবস্থিতং যেন লভামহেঽদঃ।
প্রিয়া হিতাস্তেন বিমুক্তিভাজাং পদাবলোকা বিহিতাস্ততোঽমী। ৫ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্মপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীশঙ্করানন্দভগবতঃ কৃতৌ
কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদ্দীপিকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ১ ॥

সমাপ্তেয়ং সদীপিকা কৌষীতক্যুপনিষৎ।

উপনিষৎ সমূহে আত্মাববোধের জন্য আমার উক্তিরূপ জলের এই প্রবৃত্তি হইয়াছে। ইহা বুঝিয়া সাধুগন সর্ব্বদা বিমুক্তিকাম হইয়া নিজচিত্তের প্রক্ষালন করুন ॥ ৪ ॥

সকল সকলের পক্ষে হিতকর ও প্রিয় বলিয়া ব্যবস্থিত হয় না, যাহা হইলে আমরা ইহা লাভ করিতে পারিব, সেই হেতু বিমুক্তি কামীদিগের প্রিয় ও হিতকর এই পদাবলোক সকল বিধান করিলাম ॥ ৫ ॥

ইতি কৌষীতকি ব্রহ্মণোপনিষদ্দীকাবঙ্গানুবাদে চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥
দীপিকার সহিত কৌষীতক্যুপনিষৎ সম্পূর্ণ ॥

॥০॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥০॥

ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা ভবেন্মাত্রা তথোত্তরা।
পরমা চার্দ্ধমাত্রা চ বারুণীং তাং বিদুর্বুধাঃ। ১॥
কলাত্রয়াননা বাঽপি তাসাং মাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।

বশবর্ত্তিনী বশানুগা। উত্তরা মকারাখ্যা ভানুমণ্ডলসঙ্কাশাঽর্গান্তানুদেবতা। অর্দ্ধমাত্রা চতুর্থী। ১॥

ইদানীং চতসৃণামুদাত্তাদিভেদেন প্রত্যেকং তিস্রস্তিস্রো মাত্রা দর্শয়িতুমাহ—

কলাত্রয়াননা বেতি। বাশব্দশ্চার্থে। তাসাং চতসৃণাং মাত্রাণাং মধ্য একৈকা মাত্রা কলাত্রয়াননা চ প্রতিষ্ঠিতা নিশ্চিতা। কলাত্রয়েণ মাত্রাত্রয়েণাননং প্রাণনং

এবং তাহার দেবতা ঐ অগ্নি। এই যে উকার নামে মধ্যমা মাত্রা, সেটি বায়বা, বায়ুমণ্ডলসদৃশ রূপমণ্ডল ধারিণী, এবং তাহার দেবতা বায়ু। সেই মাত্রাটি উভয় মাত্রার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ঐ উভয় মাত্রার বশবর্ত্তী ও অনুগত। আর মকার নামে যে উত্তরা মাত্রা, সেটি সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ বর্ণমণ্ডল ধারিণী, এবং তাহার দেবতাও ঐ সূর্য্য। আর চতুর্থী অর্দ্ধমাত্রা, এবং উৎকৃষ্টা পরমা বুধগণ তাহাকে বারুণী বলিয়া জানেন। তাহার দেবতা বরুণ, এবং বরুণ মণ্ডলের বর্ণের ন্যায় স্বচ্ছ ও শীতলবর্ণা॥ ১॥

দেবতা ও রূপ প্রদর্শন করিয়া, এখন মাত্রাচতুষ্টয়ের উদাত্তাদি ভেদে তিনতিনটি করিয়া মাত্রা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন,—

সেই চারিটি মাত্রার মধ্যে এক একটি মাত্রা আবার কলাত্রয়াননা—কলাত্রয় মাত্রাত্রয় ভেদে আনন প্রাণন স্পন্দন বা উচ্চারণ যাহার, সে কলাত্রয়াননা, অর্থাৎ মাত্রা ত্রয় শরীরা। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর ভেদে সেই অকারাদি মাত্রা প্রত্যেকে তিন প্রকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই জন্য তাহাদিগের মাত্রা তিন কলার প্রাণনে প্রতিষ্ঠিতা। ইহাদ্বারা প্রতি মাত্রায় তিন কলা পরিমাণ প্রাণনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রথমতঃ অকারের তিনকলা পরিমাণ প্রাণনে প্রতিষ্ঠা করিয়া উকারের মাত্রা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আবার তারপর মকারের এবং তারপর অর্দ্ধমাত্রার। এই শেষ প্রতিষ্ঠায় ওঁকারের উপসংহার হইবে। উপসংহারশব্দে পূর্ব্ব আকৃতির চ্যুতি মাত্রাত্রয় প্রতিষ্ঠিত হইলে

এষ ওঁঙ্কার আখ্যাতো ধারণাভিনিবোধতঃ। ২ ॥
ঘোষিণী প্রথমা মাত্রা বিদ্যুন্মালী তথাঽপরা।
পতঙ্গী চ তৃতীয়া স্যাচ্চতুর্থী বায়ুবেগিনী। ৩ ॥

যস্যাঃ সা মাত্রাত্রয়শরীরেত্যর্থঃ। এষ ইত্যুপসংহারঃ। ইদানীং দ্বাদশানাং কলানাং মধ্যে স্থানতো নামতশ্চ চিন্তনারূপা ধারণা দর্শয়তি—ধারণাভিরিতি। ২।
ঘোষ আজ্ঞা তৎফলা ঘোষিণী। বিদ্যুন্মালী যক্ষরাজস্তল্লোকপ্রদা বিদ্যুন্মালী। পতঙ্গী পক্ষিণী। আকাশগতিপ্রদত্বাৎ। বায়ুবেগিনী শীঘ্রগতিপ্রদা। ৩ ॥

চতুর্থী মাত্রার যে তিন কলাপরিমাণে প্রাণনদ্বারা প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা স্বাধীনভাবে হইতে পারে না ; কারণ, চতুর্থী হইতেছে অর্দ্ধমাত্রা ; সুতরাং স্বরযোগ ব্যতিরেকে তাহার উদাত্তাদি ভেদ অসম্ভব। এইজন্য প্রথম মাত্রাত্রয় অক্রুত সন্ধিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর চতুর্থী মাত্রার গ্রহণের পূর্ব্বে অকারোকার মকারের আকৃতি চ্যুতি ঘটাইয়া ওম্ প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং তাহার উপরি নাদবিন্দুকে সমারূঢ় করাইয়া ওঁম্ ইত্যাকার চতুর্থী মাত্রার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তদ্দ্বারা এইটি ওঁঙ্কাররূপে আখ্যাত হইবে। তাই বলিলেন, এইটি ওঁঙ্কার বলিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্তৃক আখ্যাত হইয়াছে। এখন দ্বাদশ কলার মধ্যে স্থানত ও নামতঃ চিন্তনরূপ ধারণা প্রদর্শন করিতেছেন ধারণা করিয়া নিশ্চয়রূপে তোমরা তাহা বুদ্ধ্যারূঢ় কর। কোনও দেশের সহিত চিত্তের সম্বন্ধকে ধারণা বলে। কোনও দেশে চিত্তকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া যদি চিত্ত অন্যস্থানে না যায়, তবেই বুঝিতে হইবে চিত্তের ধারণা হইয়াছে। তাদৃশভাবে ধারণা করিয়া ধ্যান দ্বারা নিশ্চয়রূপ বোধ কর। ইহা দ্বারা বলা হইল, প্রণবোপসনায় ধারণা ধ্যান ও সমাধির আবশ্যক থাকিলেও ধারণাদ্বারাই প্রণব বোধ উপার্জ্জিত হইবে ॥ ২ ॥

প্রথম মাত্রা ঘোষিণী। ঘোষ শব্দে আজ্ঞা। সেই আজ্ঞা প্রথম মাত্রা ধারণার ফল বলিয়া তাহার নাম ঘোষিণী। বিদ্যুন্মালী যক্ষরাজ। দ্বিতীয়মাত্রার ধারণার যক্ষরাজের লোকপ্রাপ্তি হয়, সুতরাং দ্বিতীয় মাত্রার নাম বিদ্যুন্মালী। তৃতীয়মাত্রার নাম পতঙ্গী। তৃতীয়মাত্রার ধারণা করিলে আকাশগতি প্রদান করে। এই জন্য তাহার পক্ষি নাম। চতুর্থী মাত্রা ধারণার আয়ত্ত হইলে

পঞ্চমী নামধেয়াচ ষষ্ঠী চৈন্দ্রী বিধীয়তে।
সপ্তমী বৈষ্ণবী নাম শাঙ্করীচ তথাষ্টমী। ৪ ॥
নবমী মহতী নাম ধ্রুবেতি দশমী মতা।
একাদশী ভবেন্মৌনী ব্রাহ্মীতি দ্বাদশী মতা। ৫ ॥

নামধেয়া পিতৃলোকপ্রদত্বাৎপিতরো হি নামভিরিজ্যন্তে। "যন্নাম্না পাতয়েৎ-পিণ্ডং তং নয়েদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। ঐন্দ্রীন্দ্রসাযুজ্যদত্বাৎ। বৈষ্ণবী বিষ্ণুলোকপ্রদত্বাৎ। শাঙ্করী শিবলোকপ্রদত্বাৎ। ৪ ॥

মহতী মহর্লোকপ্রদত্বাৎ। ধ্রুবা ধ্রুবলোকপ্রদত্বাৎ। মৌনী মুনীনাং লোকং তপোলোকং দদাতি তেন। ব্রাহ্মী ব্রহ্মলোকং দদাতি তেন। ততঃ পরন্তু ফলং নাদান্তে ন লভ্যতে। ৫ ॥

বায়ুর ন্যায় বেগ প্রদান করে। সেই হেতু তাহার নাম বায়ু বেগিনী শীঘ্রগতি প্রদায়িনী॥ ৩॥

পঞ্চমী মাত্রার নাম নামধেয়া। পঞ্চমী মাত্রা ধারণার আরম্ভ হইলে পিতৃলোক প্রদান করে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে;—যাহার নাম করিয়া পিণ্ডপাত করিবে তাহাকে শাশ্বত ব্রহ্ম পাওয়াইবে। এই জন্য পিতৃগন নামানুচ্চারণেই পূজিত হইয়া থাকেন। ষষ্ঠী মাত্রা ধারণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইলে, ইন্দ্রের সাযুজ্য প্রদান করে বলিয়া ঐন্দ্রী নামে বিহিত হইয়াছে। সপ্তমী মাত্রা ধারণার সুস্থির হইলে, বিষ্ণুলোক প্রদান করে বলিয়া বৈষ্ণবী নামে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টমী মাত্রা শিবলোক প্রদান করে বলিয়া তাহার নাম শাঙ্করী। ৪ ॥

নবমী মাত্রার নাম মহতী, কারণ, নবমীমাত্রা ধারণার স্থিরীকৃত হইলে মহর্লোক প্রদান করে। দশমী মাত্রার নাম ধ্রুবা। দশমী মাত্রা ধারণায় লব্ধপদ হইলে, ধ্রুবলোক প্রদান করে। জনলোককেই ধ্রুবলোক বলা হয়। ইহা আচার্যদিগের মত যে উপাসক সেই ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হইবে। একাদশী মাত্রার নাম মৌনী। ধারণায় বদ্ধ বৃত্তি ঐ একাদশী মাত্রা মুনিদিগের আশ্রয়ভূত যে তপোলোক তাহাই প্রদান করে। দ্বাদশী মাত্রা ব্রহ্মী নামে খ্যাত। আচার্য্যগণ বলেন, ব্রাহ্মী মাত্রার ধারণা করিয়া স্থিরপদ লাভ করিলে উক্তমাত্রা ব্রহ্মলোক প্রদান

প্রথমায়াং তু মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
স রাজা ভারতে বর্ষে সার্ব্বভৌমঃ প্রজায়তে। ৬ ॥
দ্বিতীয়ায়াং সমুৎক্রান্তো ভবেদ্‌যক্ষো মহাত্মবান্।
বিদ্যাধরস্তৃতীয়ায়াং গন্ধর্ব্বস্তু চতুর্থিকাম্। ৭ ॥
পঞ্চম্যামথ মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
ওষিতঃ সহ দেবত্বং সোমলোকে মহীয়তে। ৮ ॥
ষষ্ঠ্যামিন্দ্রস্য সাযুজ্যং সপ্তম্যাং বৈষ্ণবং পদম্।
অষ্টম্যাং ব্রজতে রুদ্রং পশূনাঞ্চ পতিং তথা। ৯ ॥
নবম্যাঞ্চ মহর্লোকং দশম্যাঞ্চ ধ্রুবং ব্রজেৎ।
একাদশ্যাং তপোলোকং দ্বাদশ্যাং ব্রহ্ম শাশ্বতম্। ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডঃ।

ইদানীং তত্তদ্ধারণাসু স্থিতান্তঃকরণস্য প্রাণবিয়োগে ফলবিশেষং নামভিঃ সূচিতমাহ--

প্রথমায়ামিত্যাদিনা। চতুর্থিকাং প্রাপ্য সমুৎক্রান্ত ইত্যন্বয়ঃ। দেবত্বং প্রাপ্য

করিয়া থাকে ইহাই হিরণ্যগর্ভের নিবাসস্থল। লোকের গতি এই পর্য্যন্ত। তারপর নাদান্তে আর কোনরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায় না॥ ৫ ॥

এইক্ষণে সেই সেই মাত্রার ধারণা করিয়া অন্তঃ করণকে স্থিরতর করিতে পারিলে পর, যদি সাধকের প্রাণ বিয়োগ ঘটে, তবে সে সাধক কি কি ফল পাইবে তাহা নামদ্বারা সূচনা করিয়া বলিতেছেন ;—

প্রথমা মাত্রার ধারণা করিয়া স্থিরপদলাভান্তে যদি প্রাণ সমূহের সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়, তবে সে সাধক ভারতবর্ষে আসিয়া সার্ব্বভৌম রাজারূপে প্রজাত হইবে। দ্বিতীয়ামাত্রার ধারণা স্থিরপদ লাভ করিলে সাধকের প্রাণ দেহ হইতে সমুৎক্রান্ত হয়, তবে সাধক মাহাত্ম্যশালী যক্ষরাজের সালোক্য ও স্বারূপ্য লাভ করে। তৃতীয়মাত্রার ধারণার স্থিরতা জন্মিলে যদি সাধক ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তবে সাধক বিদ্যাধর যোনিতে জন্মলাভ করে। চতুর্থী মাত্রার ধারণার দৃঢ়তা জন্মিলে, সাধক গন্ধর্ব্ব হয়। পঞ্চমী মাত্রার ধারণার দৃঢ়তা জন্মিলে যদি

অথ তৃতীয়খণ্ডঃ।

অতঃ পরতরং শুদ্ধং ব্যাপকং নিকলং শিবম্।

সহ দেবৈরোষিত আ উষিতঃ সন্। ব্রহ্ম ব্রহ্মলোকং শাশ্বতং ব্রাহ্মায়ুঃপরিমিতম্। ৬॥ ৭॥ ৮॥ ৯॥ ১০॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডঃ।

পঞ্চমাক্ষরস্য নাদনামকস্য ফলমাহ—

অত ইতি। অতঃ পরতরং পরং ব্রহ্মেত্যন্বয়ঃ। জ্ঞেয়মিতি শেষঃ। পূর্ব্বোক্তং ফলং পরং তস্মাদিদমুৎকৃষ্যত ইতি পরতরম্। নিষ্কলং কলা দ্বাদশমাত্রাস্তদ্বিষয়াতিগং নিষ্কলম্। যদ্বা কলাঃ ষোড়শ ষষ্ঠপ্রশ্নোক্তাস্তদ্রহিতম্। যতো জ্যোতিষাং

প্রাণ সকল সাধককে পরিত্যাগ করে, তবে দেবত্ব লাভ করিয়া দেবগণের সহিত বাস করিয়া চন্দ্রলোকে মহীয়মান হয়।

ষষ্ঠীমাত্রায় ধারণার স্থৈর্য্য ঘটিলে, ইন্দ্রের সাযুজ্য লাভ করে। সপ্তমী মাত্রার ধারণা স্থিতি পদ লাভ কলিলে সাধক বিষ্ণুপদ লাভ করে। অষ্টমীমাত্রার ধারণার প্রশান্ত রাহিতা জন্মিলে, পশুদিগের পতি হইয়া রুদ্র পদ প্রাপ্ত হয়। নবমী মাত্রায় ধারণা স্থির হইলে যদি সাধক দেহত্যাগ করে, তবে মহর্লোক প্রাপ্ত হয়। দশমী মাত্রায় ধারণা স্থির হইলে যদি সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হয়।

একাদশীমাত্রায় ধারণার স্থৈর্য্য জন্মিলে,যদি সাধক বিগত দেহ হয়, তবে তপোলোক প্রাপ্ত হয়। দ্বাদশী মাত্রায় ধারধার স্থিরতা ঘটিলে, যদি সাধকের প্রাণ বিয়োগ হয়, তবে উপাসক শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিতকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মরূপে বিরাজিত হয়॥ ৬—১০॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডঃ॥ ২॥

এই ক্ষণ পঞ্চমাক্ষর যে নাদ, তাহার ফল কি, তাহা বলিতেছেন ;—

অতঃপর ইহা অপেক্ষাও পরতর পরব্রহ্ম জ্ঞেয়। পূর্ব্বে যে ফল বলা হইয়াছে, তদপেক্ষাও এই ফলটি অতীব উৎকৃষ্ট, এইজন্য তাহা পরতর নিষ্কল কলা দ্বাদশ

সদোদিতং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষামুদয়ো যতঃ। ১ ॥
অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং মনো লীনং যদা ভবেৎ।
অনৌপম্যমভাবঞ্চ যোগযুক্তং তদাঽঽদিশেৎ। ২ ॥

মনআদীনাং চক্ষুরাদীনাং সূর্য্যাদীনাং চোদয়ঃ 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতেঃ। কথমিদং লভ্যতে যদা নাদে ধারণা ভবতি। কিং নাদধারণায়াঃ ফলং মনোলয় এব।

তদুক্তম্—"কাষ্ঠে প্রবর্ত্তিতো বহ্নিঃ কাষ্ঠেন সহ শাম্যতি।
নাদে প্রবর্ত্তিতং চিত্তং নাদেন সহ লীয়তে" ইতি। ১ ॥

তদেবাহ২ইহ—

মনো লীনমিতি। নন্বু মনোলয়ে মাধ্যমিবচ্ছূন্যমেব তত্ত্বং ফলং স্যাদত আহ— আদিশেদিতি। যদা মনো লীনং ভবেত্তদাঽঽদিশেদ্‌গুরুস্তদৈব হি পরমোঽধিকারো ন তু মনাগপি বিষয়াভিলাষে সতি মুখ্যোঽধিকারঃ। অথবা তদাঽঽদিশেদ্ব্রহ্মেতি কথয়েন্মধ্যস্থঃ। মধ্যে মনোবিশেষণানি। উপমৈবৌপম্যং স্বার্থে ষ্যঞ্। নৌপম্যং যস্য মনসোঽনৌপম্যম্। ন ভাবয়তি চিন্তয়ত্যভাবম্। জীবপরমাত্মনো-

মাত্রা, তাহার বিষয়কে অতিক্রম করিয়া এটি আছে, এইজন্য ইহা নিষ্কল অথবা, ষষ্ঠ প্রশ্নে কথিত কলা ষোড়শটি; তদ্‌ রহিত। তাহা হইতে মন আদি, চক্ষুরাদি ও সূর্য্যাদি জ্যোতির উদয় হয়, 'তাঁহার জ্যোতির্দ্বারাই এ সকল বিভাত হয়।' এই শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের জ্যোতি দ্বারাই সকলের প্রকাশ হইয়া থাকে। কি করিয়া এটি লাভ করিতে পারাযায়? যখন নাদে ধারণা জন্মে। নাদে ধারণার ফল কি? মনেরই লয়। তাহা কথিত হইয়াছে;—যেমন কাষ্ঠে বহ্নি প্রবর্ত্তিত হইয়া কাষ্ঠের সহিতই উপশান্ত হয়, সেইরূপ নাদে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হইলে, নাদের সহিতই লয় পায় ॥ ১ ॥

তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন;—

ইন্দ্রিয়ের অতীত এবংকামক্রোধাদি গুণের অতীত হইয়া যখন মনঃ নাদে লীন হয়, তখন মনঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যলক্ষণ যোগ প্রাপ্ত হয় বলিয়া উপমারহিত ও সর্ব্ববিধচিন্তা বিমুক্ত হয়। আচ্ছা, মনের যদি লয়ই হয়, তবেত মাধ্যমিক বৌদ্ধের ন্যায় ফলে শূন্যই তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইল? এইজন্য বলিতেছেন,—

তদ্ভক্তস্তন্মনাসক্তঃ শনৈর্ম্মুঞ্চেৎ কলেবরম্।
সুস্থিতো যোগচারেণ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ। ৩॥
ততো বিলীনপাশোঽসৌ বিমলঃ কেবলঃ প্রভুঃ।

রৈক্যং যোগস্তদ্যুক্তম্। দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়াং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধস্তদ্যুক্তম্। অথবা যোগযুক্তস্য মনসঃ কিং লক্ষণমত আহ—মন ইতি। যদা মনো লীনং ভবেত্তথা-ঽনৌপম্যমভাবঞ্চ তদা যোগযুক্তং প্রাপ্তযোগমিত্যাদিশেৎকথয়েদিত্যর্থঃ। ২॥

তস্মিন্ভক্তির্যস্য তদ্ভক্তঃ। ভক্ত্যা লভ্যস্বনন্যযেত্যুক্তত্বাৎ। তস্মিন্মনো যস্য স তন্মনাঃ। অসক্তো বিষয়েষু। ছান্দসঃ। সন্ধিঃ। অথবা তন্মনাঃ সক্ত ইতি পঠনীয়ম্। সক্ত আসক্তস্তত্রৈব। যোগচারেণ যোগমার্গেণ সুস্থিতঃ স্বস্থী-ভূতঃ। ৩॥

ইতি তৃতীয়খণ্ডঃ। ৩॥

পাশাঃ কর্ম্মাণি। কেবলঃ প্রভুর্জীবভাবরহিতঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায় সমাপ্ত্যর্থা।

সেই সময়ে গুরু আদেশ করিবেন, তোমারই অধিকার মুখ্য; কিন্তু ঈষৎ মাত্রও বিষয়াভিলাষ থাকিলে মুখ্য অধিকার হয় না। অথবা, তখনই মধ্যস্থ ব্যক্তি বলিবে, তুমি লাভ করিয়াছ। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যোগশব্দের অর্থ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ। তদ্ যুক্ত হইয়াছে মনঃ। অথবা, যোগযুক্ত মনের লক্ষণ কি? এইজন্য বলিতে-ছেন;—যখন মনঃ লীন হইবে, উপমারহিত ও সর্ব্বথা চিন্তা শূন্য হইবে, তখনই তাহাকে যোগযুক্ত বলিয়া আদেশ করিবে॥ ২॥

তাহাতে যাহার ভক্তি জন্মিয়াছে, সে তদ্ভক্ত ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে, বিষয়ান্তরের সম্পর্ক রহিত যে একভক্তি তাদৃশ একভক্তিদ্বারা সেই পদ লাভ করা যায়। তাহাতে মনঃ আছে যাহার, সে তন্মনাঃ, বিষয়ে আসক্তি শূন্য, 'তন্মনাঃ আসক্ত তন্মাসক্ত, এস্থলে যে সন্ধি হইল তাহা বৈদিক প্রক্রিয়াদ্বারা, লৌকিক প্রক্রিয়ায় এরূপ স্থলে সন্ধিই হয় না। অথবা, 'তন্মনাঃ সক্ত' ইত্যাকার পাঠই ঠিক। সক্ত অর্থে সাসক্ত,তাহাতেই আসক্ত। সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগ করিয়া যোগমার্গা-বলম্বন পূর্ব্বক সুস্থিত স্বস্থীভূত॥ ৩॥

তারপর, তাহার কর্ম্মপাশ বিলয় প্রাপ্ত হইলে; সেই সাধক বিগত মল, জীবভাব রহিত কেবল প্রভু, হইয়া সেই ব্রহ্মভাবে পরমানন্দ ভোগ করিতে পারে। শ্লোক

তেনৈব ব্রহ্মভাবেন পরমানন্দমশ্নুতে পরমানন্দমশ্নুত ইতি।৪॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত-নাদবিন্দূপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সমাপ্তোঽয়ং নাদবিন্দূপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

অত্র প্রণবস্য নাদবিন্দোর্নিরূপণাদকারাদিত্রয়ে সত্যপি প্রাধান্যান্নাদবিন্দূপনিষৎ-সংজ্ঞা। ৪ ॥

নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্দুলয়াত্মনে।
নিরঞ্জনপদং যান্তি নিত্যং বৈ যৎপরায়ণাঃ। ১ ॥
নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং দীপিকা নাদবিন্দুকে। ২ ॥

ইতি নারায়ণবিরচিতা নাদবিন্দূপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা। ২৩ ॥

শেষ পদ দুইবার পাঠ করা হইয়াছে তাহার কারণ যে, এই স্থলে অধ্যায় সমাপ্তি হইল। এই উপনিষদে প্রণবের নাদবিন্দু নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নাদবিন্দু। যদিও অকারাদি ত্রয়ও নিরূপিত হইয়াছে, তথাপি উক্ত পঞ্চকের মধ্যে নাদবিন্দুর প্রাধান্য আছে বলিয়াই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে, নাদবিন্দূপনিষৎ ॥৪॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥৩॥

অবিচ্ছিন্নভাবে যাহাকে পরম গতি ভাবিয়া সাধুগণ নিরঞ্জন পদ প্রাপ্ত হয়, সেই নাদবিন্দুলয়াত্মা শিবনামক গুরুকে নমস্কার।

নাদবিন্দুনামক উপনিষদে অস্পষ্ট পদ ও বাক্য সকলের দীপিকা শ্রুতিমাত্রোপজীবী নারায়ণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইল। ২।

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নাদবিন্দূপনিষদে প্রথম অধ্যায় ॥১॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ তৎসৎ। "অহং ব্রহ্মাস্মী"ত্যেবমনুভবাবসানেয় মৃচাং নাদবিন্দূপনিষৎ। তস্যাঃ 'প্রথমোঽধ্যায়ে ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিং বিধায় প্রণবস্য হংসরূপকেন ধারণয়ৈবোপাসনমুক্তং। সহ মাত্রাবিভাগেন সদৈবতেনচ ফলেনচ। দ্বাদশ্যাং ব্রহ্ম শাশ্বতং" প্রবিশতীত্যেব মন্তম্। তত্র চ "ব্রহ্মভাবেন পরমানন্দ মশ্নুত" ইতি কৃতস্তস্তোপসংহারঃ। পরাচেয়ং কর্ম্মগতির্হিরণ্যগর্ভ্যং নিবাসমুপেত্য ব্রহ্মগন্ধং ব্রহ্মরসঞ্চোপভুঞ্জান একরসং ব্রহ্মৈব ভবতি পরস্তাস্তে কৃতাত্মা প্রবিশন্ পরংপদম্। ক্রমমুক্তিশ্চেয়ম্। ইহ খলু ভবেৎ কস্যচিন্মন্দমতে র্মতির্নাতো জীবন্মুক্তি মুপাল্লুত ইতি। "যদি প্রাণৈর্বিযুজ্যতে" "দ্বিতীয়ায়াং সমুৎক্রান্তঃ" "মুঞ্চেৎ কলেবরম্" ইত্যাদি বর্ণেভ্যঃ। সৈবেহ পরীক্ষণীয়েতি দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। ত্রিবিধা খল্বস্থি গতিঃ কর্ম্মণঃ প্রারব্ধস্য। যদাহুর্জ্যোতির্বিদঃ ;—

ওঁ তৎসৎ। এই নাদবিন্দু উপনিষদের শেষে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার ফল হইতেছে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম ইত্যাকার অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান হইয়া যাওয়া। প্রথম অধ্যায়ের শেষ যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সেই ফল সাধিত হয় নাই। প্রথম অধ্যায়ে প্রণবকে হংসপক্ষী স্বরূপে কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি অঙ্গে, অর্থাৎ অকার, উকার, ও মকার দ্বারা যে নয়টি মাত্রা সাধিত হয়, আর অর্দ্ধমাত্রায় যে তিনটি মাত্রা নিষ্পন্ন হয়, সেই দ্বাদশ মাত্রায় ধারণা করিয়া উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। তাহার সহিত প্রতিমাত্রার দেবতা, ও সেই মাত্রার ধারণা করিলে যে ফল হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। তাহার শেষ মাত্রার দেবতা হইতেছেন ব্রহ্ম, যা হিরণ্যগর্ভ। উপাসক যদি দ্বাদশীমাত্রার ধারণা করিয়া দেহত্যাগ করে, তবে সে দেহান্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিত কাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করিতে পারিবে, এই কথা বলিয়া সেই প্রথমাধ্যায়ের উপসংহার করা হইয়াছে। অবশ্য কর্ম্মের এই গতিটি একবারে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে, হিরণ্যগর্ভের নিবাসে যাইয়া

আত্মানং সততং জ্ঞাত্বা কালং নয় মহামতে।

"আয়ুর্যোগাস্ত্রিধা প্রোক্তাঃ স্বল্প মধ্যচিরায়ুষঃ। দ্বাত্রিংশৎপূর্ব্বমল্পায়ুর্মধ্যমায়ুস্ততো ভবেৎ। সপ্তত্যাঃ প্রাক্ততঃ পূর্ণমায়ুরত্র বদন্তি হি।" ইতি

তত্রাস্তি কশ্চিন্মহাভাগঃ শতংসমা অপি ভুনক্তি ভোগং, যদেনং ভোজয়তি প্রারব্ধং সহৈবোপাসনয়া। নচাসৌ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে কুর্ব্বাণস্তোরস্তাভ্যাস মভস্ত কতমা হি গতিঃ, কথমপ্যনেন বা তীব্রা খল্বেষা শক্যা সোঢ়ুং কম্মবেদনেতি বিলপন্ত মাহ;—"আত্মানং সততং জ্ঞাত্বেতি। আত্মা কস্মাৎ? আপ্নোতেঃ। আপ্নোতি প্রৈব্যা নাপ্নোতি পালয়িতব্যানাপ্নোতি সংস্কৃতবান্। আপ্নোতিচ সাচ্চদানন্দময়ং স্বরূপম্। আগমোঽপ্যত্র ভবতি, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম।" ইতি। "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, আনন্দং ব্রহ্ম" ইতি। "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ।" ইতি মাণ্ডুক্যানাম্। শান্তমবিক্রিয়ং শিবং যতোঽদ্বৈতং ভেদবিকল্পরহিতং চতুর্থং তুরীয়ং মন্যন্তে, প্রতীয়মান পাদত্রয়রূপ বৈল

ব্রহ্মগন্ধ ও ব্রহ্মরস, যাহা ভোগকরিলে দিব্যগন্ধ ও দিব্যরসেও অরুচি জন্মে, তাদৃশ ভোগ গ্রহণ করিয়া, হিরণ্যগর্ভের আয়ুঃ শেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম পদে প্রবিষ্ট হয়, এবং একরস ব্রহ্মই হইয়া যায়। এটা হইল ক্রমমুক্তি। এই ত বলা হইল। ইহা পাঠ করিয়া হয়ত কোন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্থির হইতে পারে যে, ইহার দ্বারা বাঁচিয়া থাকিয়াই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তবে ইং, ক্রমমুক্তি সম্ভব বটে, কারণ, 'ধারণা করিয়া যদি প্রাণদ্বারা বিযুক্ত', 'দ্বিতীয়া মাত্রার ধারণা করিয়া স্থিরপদ লাভ করিলে পর, যদি এই দেহ হইতে সমুৎক্রান্ত হয়' 'যদি দেহ পরিত্যাগ করে', ইত্যাদি শব্দ রাজীর প্রত্যেক ধারণার স্থলেই বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা এই পাওয়া যায় যে, ধারণার সিদ্ধিলাভ করিয়া মরিলে তবে সেই সেই ফল পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে সে সকল ফল লাভ করিতে পারে না। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই বিপরীত সিদ্ধান্তের পরীক্ষা করা যাইবে। এই জন্যই এই দ্বিতীয়ধ্যায়ের প্রবৃত্তি করা হইয়াছে।

প্রারব্ধ কর্ম্মের গতি তিন প্রকারের জ্যোতিষে উক্ত হইয়াছে,—স্বল্পায়ু

ক্ষণাৎ। স আত্মা সবিজ্ঞেয় ইতি. প্রতীয়মান সর্প ভূচ্ছিদ্র দণ্ডাদি ব্যতিরিক্তা যথা রজ্জুস্তথা তত্ত্বমসীত্যাদি বাক্যার্থঃ। আত্মাঽদৃষ্টোদ্রষ্টা "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেবিপরিলোপো বিদ্যত" ইত্যাদিভিরুক্তো যঃ, স বিজ্ঞেয় ইতি ভূতপূর্ব্বগত্যা জ্ঞাতে দ্বৈতাভাবঃ। অভিধেয় প্রধান ওঙ্কার শ্চতুষ্পাদাত্মেতি ব্যাখ্যাতো মাণ্ডুক্যাদিভির্স্ত, ত্বমেতমাত্মানং সততং নিরবচ্ছিন্ন মন্যপ্রত্যয়ৈর্গঙ্গাপ্রবাহবদা মূলাদাচাগ্রাদা শৈলরাজাদাচ সমুদ্রাৎ সবিস্তরমেকপ্রবাহং যথা ভবতি, তথা জ্ঞাত্বাঽবগত সাক্ষাৎ কৃত্যাঽহংব্রহ্মাস্মীতি কালং যথাপ্রাপ্তং প্রারব্ধেন কর্ম্মণা ভোগাং বিপাকমায়ুরূপং ভবিষ্যন্তং ভুক্তস্যাতীতত্বাদ্ ভুজ্যমানস্য চ স্বক্ষণাদুপরি নশ্যমানত্বাঽঽরব্ধত্বাৎ সময়ং সূর্য্যাদিগতি ক্রিয়োপলক্ষিতং মহতো বিষ্ণোরূপবিশেষং নয় যাপয় কর্ম্মণোরাত্মকালয়োঃ ক্রিয়য়ো র্জ্ঞানযাপনয়োরানন্তর্য্যার্থেনচ প্রত্যয়ৈনৈক কর্ত্তৃকতয়া ক্রিয়াকর্ম্ম প্রত্যয়ানামপ্যেক ত্বাধ্যবসায়ঃ কর্ত্তব্যঃ। নচাত্মনঃ কালো ভিদ্যতে, মিথ্যাত্বাদুপাধিকল্পনায়াঃ। নাপ্যৌপাধিকস্যাস্তি সত্যতানাম ভেদস্য, দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন বস্তুসিদ্ধেঃ। তস্মান্নিরবচ্ছিন্ন আত্মসাক্ষাৎকার এব পালনীয় ইত্যুক্তং ভবতি। মহতী মতির্যস্য, স মহামতিঃ; মতের্মহত্ত্বঞ্চ নিরতিশয পরিমাণং সর্ব্বব্যাপিত্বমিতি, সর্ব্বজ্ঞত্বমিতি, সর্ব্বস্রষ্ট্‌ত্বমিতি চ। কথম্? কাষ্ঠাপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বজ্ঞবীজস্য; যদিদমতীতানাগত প্রত্যুৎপন্ন প্রত্যেক সমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়

মধ্যায়ুঃ, ও চিরায়ুভেদে পুরুষ ত্রিবিধ; সুতরাং তদনুসারে আয়ুর্যোগও ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা,—বত্রিশবৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বল্পায়ুঃ, সত্তর বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যায়ুঃ এবং তারপর শতবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ণায়ুঃ, এই কথা গর্গাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন। অতএব এমন কোন মহাভাগ্যশালী পুরুষ থাকিতে পারে যে, উপাসনা করিতে করিতে শতবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাই ভোগ করিতে থাকে, ইহাকে প্রারব্ধ কর্ম্মে উপাসনার সহিত যাহা যে ভাবে ভোগ করায়। অবশ্য এই লোকে প্রণবের উপাসনাও করিতে থাকে, অথচ প্রাণ বিয়োগ আর হয় না, সুতরাং এ ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবে, আর এব্যক্তি কি করিয়াই বা অতিরিক্তকর্ম্মের ফল ভোগ করা সহ্য করিবে? এইরূপে বিলাপকারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। 'হে মহামতে! তুমি আত্মাকে সবিস্তর ভাবে জানিয়া কাল যাপন কর। প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রত্যেকটির ফল ভোগ করিতে করিতে উদ্বেগ করিতে

গ্রহণমলং বহিরিতি সর্ব্বজ্ঞবীজমেতদ্বিবর্দ্ধমানং যত্র নিরতিশয়ং স সর্ব্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বজ্ঞ বীজস্য, সাতিশয়ত্বাৎ, পরিমাণবদিতি যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তির্জ্ঞানস্য ; সর্ব্বজ্ঞঃ। যদ্ধি সাতিশয়ং, তত্তৎ সর্ব্বংনিরতিশয়ং, যথা কুবলামলকবিল্বেষু সাতিশয়ং মহত্বং, গগনে নিরতিশয়প্রায়মাত্মনি চ নিরতিশয়মিতি ব্যাপ্তেরাত্ম সাক্ষাৎকারমত্যা মতেরপি নিরতিশয় মহত্বং। তাদৃশা হি মতির্যস্যাসৌ ভবত্যপি সর্ব্বাতিশয়ী মহান্, সর্ব্বব্যাপকঃ সর্ব্বজ্ঞশ্চ। সর্ব্বজ্ঞো হি উপাদান গোচরা পরোক্ষজ্ঞানবানপি ভবতি, ততঃ সর্ব্বস্রষ্টা। গুণানামুপাধিভূতানামীশ্বরস্য বিবেকরাহিত্যং ধর্ম্ম ইতি স্রষ্টা চেদসৌ, পালয়িতা, সংহর্ত্তাপি রজস্তমোভ্যাং ভবতি। তথা স্থমসি, মহামতিঃ। অস্তি চ পুরাণং—

পায় না।' আত্মা কি করিয়া হইল ? আপ্ ধাতু হইতে আত্মা শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি স্রষ্টব্য পদার্থ সমূহকে সৃষ্টি করিবার জন্য প্রাপ্ত হন, পালয়িতব্য নিখিল পদার্থকে পালনের জন্য প্রাপ্ত হন, যিনি সংহর্ত্তব্য পদার্থচয়কে সংহারের জন্য প্রাপ্ত হন। যিনি এইরূপে সমস্তই পান, আবার স্ব স্বরূপ যে সচ্চিদানন্দ, তাহাও যিনিসর্ব্বদাই পাইয়া রহিয়াছেন ; তিনিই আত্মা। এবিষয়ে আগমও আছে,—যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মিয়া থাকে, যাহাদ্বারা জন্মপরিগ্রহ করিয়া সেই ভূতসকল জীবিত হইয়া আছে, এবং যাহাতে প্রয়াণ করে, যাহাতে অভিসম্বিষ্ট হয় তাহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা কর। আনন্দ হইতে এই ভূতসকল জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে, আনন্দ দ্বারা জন্মিয়া জীবিত থাকে, এবং আনন্দে প্রয়াণ করে, বা আনন্দ অভিসম্বিষ্ট হয়, আনন্দই ব্রহ্ম। প্রশান্ত, মঙ্গলময়, দ্বৈতগন্ধ রহিত অদ্বৈতকে চতুর্থ বলিয়া মনে করেন। তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়। এটি মাণ্ডূক্য দিগের শ্রুতি। শান্ত অবিক্রিয়, যে হেতু অদ্বৈত ভেদ বিকল্প শূন্য, সেই হেতু শিব মঙ্গল, তাঁহাকেই চতুর্থ বলিয়া মনে করেন, চতুর্থ কেন ? না, অকার প্রথম পাদ বিরাড়াত্মা, উকার দ্বিতীয় পাদ সূত্রাত্মা, মকার তৃতীয় পাদ হিরণ্যগর্ভাত্মা, এই তিনপাদ হইতে পৃথক এবং এই তিন পাদের সমাহার যথায় হইয়াছে, সেই চতুর্থ। তিনিই আত্মা তিনিই বিজ্ঞেয়। কিরূপে বিজ্ঞেয় ? না প্রতীয়মান সর্প ভূচ্ছিদ্র, বা দণ্ডা আকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যেমন রজ্জু, রজ্জু যেমন কখনই সর্পাকারে থাকিতে পারে না, কিন্তু কদাচিৎ হয়ত প্রতীয়মান হইতে পারে মাত্র, সে

বায়বীয়ম্ ;--"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ,
স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্ত শক্তিঃ।
অনন্ত শক্তিশ্চ বিভোর্ব্বিধিজ্ঞাঃ
ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥" ইতি।

তথা ;—"জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্রষ্টৃত্বমাত্ম সংবোধোঽধিষ্ঠাতৃত্বমেবচ॥
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তিশঙ্করে।" ইতি

রূপ ব্রহ্ম বা আত্মা কখনই জীবাকারে থাকিতে পারে না; কিন্তু কদাচিৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। তাহাতে সে ব্রহ্মস্বরূপ কিছুই আসে যায় না, জীব ব্রহ্মই, বা ব্রহ্মই জীব। উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইহাই ঐ 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ বলা হইল। আত্মা দর্শনের বিষয় নহে, কিন্তু দ্রষ্টা; 'দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিতে যিনি অলুপ্তদৃষ্টি দ্রষ্টা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনিই বিজ্ঞেয়, যেরূপ বলা গেল, সেইরূপ তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে, আর দ্বৈত থাকিতে পারে না। যাহা কিছু অভিধানের যোগ্য তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে ওঁকার। সেই ওঁকার চতুষ্পাদ সমন্বিত হইয়াই আত্মা শব্দের বাচ্য, বা লক্ষ্য হন, এইরূপে যাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তিনিই আত্মা।

সেই মাণ্ডুক্যাদি উপনিষদ্বর্ণিত এই আত্মাকে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অন্য প্রত্যয় দ্বারা অব্যাহত ভাবে, যেমন উদ্ভবস্থান হিমাচল হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত সমান ও বিস্তররূপে গঙ্গার একই প্রবাহ চলিয়াছে, সেইরূপ জ্ঞান প্রবাহ অন্যবিষয়ে পরিচালিত যাহাতে না হয়, কিন্তু আত্ম বিষয়েই যাহাতে কেবল মাত্র পরিচালিত হয়, এইরূপে প্রযত্ন অবলম্বন পূর্ব্বক 'আমিই ব্রহ্ম হইতেছি' ইত্যাকারে সাক্ষাৎকার করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ্য আয়ুরূপ ভবিষ্যৎকাল যাপন কর। যে আয়ুর ভোগ হইয়াছে, তাহার অতীত যাহার ভোগ বর্ত্তমান চলিয়াছে, তাহাতে অতিশীঘ্র অতীত হইবে; সুতরাং যাহা ভবিষ্যতে আয়ুরূপ কাল, তাহাই যাপনীয়। সময় কি? না, সূর্য্যাদির গমনক্রিয়া দ্বারা উপলক্ষিত মহাবিষ্ণুর রূপবিশেষ। অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর মহাসত্তার মধ্যে সূর্য্যাদির গমনক্রিয়া যতটা হয়, ততটা সত্তাই সূর্য্যাদির গমনকে

প্রারব্ধমখিলং ভুঞ্জন্নোদ্বেগং কর্ত্তুমর্হসি। ১॥

এবমাদিঃ সম্পূর্ণো ধর্ম্ম ঈশ্বর সাক্ষাৎকারবতো ভবতি। স্মৃতিরিয়ম্। তথৈ-তদত্রাম্নায়তে;—'স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ইতি।

লক্ষ্য করিয়া যতটা সত্তার বোধ হইতে পারে, ততটা সত্তাই কাল। যেমন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে মানবের বসতি যতটায়, ততটাই গ্রাম, সেইরূপ অনন্তসত্তার সূর্য্যাদির গতি যতটায়, ততটাই কাল, যে স্থানে সূর্য্যাদির গতি নাই, সেখানে কালও নাই। আর পরিমিত কাল ও আত্মা, এই দুইটি হই-তেছে জ্ঞানক্রিয়া ও যাপন ক্রিয়ার কর্ম্ম। আর জ্ঞাধাতুর উত্তর যে আনন্তর্য্যার্থে ক্ত্বাপ্রত্যয় হইয়াছে, তদ্দ্বারা জ্ঞান ও যাপন ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবধান কিছুই নাই, ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। উক্ত জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তাও যে, যাপন ক্রিয়ার কর্ত্তা ও সেই, সুতরাং একাধিকরণে জ্ঞানও যাপন ক্রিয়া থাকায়, জ্ঞান বিশিষ্ট যাপন, এবং যাপন বিশিষ্ট জ্ঞান, এইরূপ পরস্পর অবচ্ছেদ্যাব চ্ছেদক হইয়া থাকে। এখন একটি নিয়ম এই আছে যে, উপাধিদ্বয় যদি এক দেশস্থ হয়, তবে তাহারা অভিন্ন হইয়া যায়, যেমন গৃহাকাশের মধ্যে ঘটাকাশ আসিলে, উভয়ে একই আকাশ হয়, সেইরূপ জ্ঞান ক্রিয়া ও যাপন ক্রিয়া এই উভয় ক্রিয়া একমাত্র কর্ত্তার উপস্থিত হওয়ায় একই হইয়া যাইবে। কেবল যে জ্ঞান, ও যাপন একস্থানস্থ বলিয়া এক হইবে, তাহাও নহে, জ্ঞানের অধিকরণ অন্তঃকরণ, আত্মারও অধিকরণ অন্তঃকরণ, সুতরাং আত্মার সহিত জ্ঞান ও জ্ঞানের সহিত যাপন পরস্পর অভিন্ন বলিয়া, আত্মা, কাল, জ্ঞানও যাপন, এসকলই অভিন্ন বুঝিতে হইবে। যদিও আত্মার সহিত জ্ঞানের অভেদ, বা জ্ঞানের সহিত আত্মার অভেদ বহুপ্রমাণসিদ্ধ, এবং কাল যাপন এই দুইয়ের ভেদই প্রমাণসিদ্ধ, তথাপি কাল বলিয়া পৃথক্ বস্তু কিছুই না থাকায় সূর্য্যাদি ক্রিয়োপহিত আত্মা ও অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্য, এ দুইয়ের কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। অধিকন্তু আত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদ সাক্ষাৎকার হইলে জগতের একমাত্র প্রত্যুপস্থিতির কারণ মায়ার বিলয় হইবে, এবং তজ্জন্য ক্রিয়াকারকাদির ভেদও তিরোহিত হইবে; সুতরাং আত্মা, কাল, ও ক্রিয়ার ভেদ না দেখিয়া জীব, ব্রহ্ম ও জগতের অভেদই দেখিবে। তবে

ব্রহ্মাত্মানঃ সাক্ষাৎ করোষি, ত্ব মাত্মাসি, ব্রহ্মাসি, তত্ত্বমসি ইত্যেবং সম্বোধয়ামি ত্বাং হে মহামতে ইতি। অতএব অখিলং প্রারব্ধ কর্ম্মণা ফলং যৎ প্রারব্ধং ত্বাং ভোক্ত-

---

কেহ বলিতে পারেন, কাল হইতেছে মহাবিষ্ণুরই মূর্ত্তি বিশেষ। সুতরাং যতক্ষণ মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার না হয়, বা মহাবিষ্ণুর স্বরূপে অবস্থান করা না যায়, ততক্ষণ আর কালকে অভিন্ন বলিতে পারা যায় না। ইহার উত্তরে আমরা বলি, মহাবিষ্ণু ও পরব্রহ্ম একই পদার্থ, সেই মহাবিষ্ণুত অভিন্ন পদার্থ তবে যে সূর্য্যাদি গমনক্রিয়ার সম্বন্ধ তাহাতে ঘটাইয়া ক্ষণ যামার্দ্ধ, অহোরাত্রা-দির কল্পনা করা হয়, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না, কারণ, উপাধি সম্বন্ধ কল্পিত বলিয়া মিথ্যা। যেমন ঘটশরাবাদির জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের সংখ্যা বহু বলিয়া বোধ হইলেও উপাধির বহুত্ব বিধায়, এবং উপাধি সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া বহু সূর্য্য বলিয়া কেহই স্বীকার করে না। কেন? না, উপাধি সম্বন্ধ কখনই সত্য নহে, এই জন্য, সেইরূপ এখানেও সূর্য্যাদির গতি ক্রিয়ার সম্বন্ধ ধরিয়া কালকে বহু বলিলেও কাল এক ও উপাধিসম্বন্ধ শূন্য। আরও দেখ, যেমন একখানি দর্পণ লইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, তোমার মুখখানি দর্পণের মধ্যে যেন গিয়াছে, তোমার মুখের দিকে যেন তাকাইয়া আছে, ইত্যাদি। বস্তুতঃ ইহাকি সত্য? তাহা হইতে পারে না, কারণ, যদিও এখন তোমার মুখ দুইখানি বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তথাপি দর্পণ খানি তথা হইতে অপসারিত করিলে, আর দুইখানি মুখ থাকিবে কোথায়? এস্থলে যেমন উপাধি সত্ত্বে মুখে দ্বৈতবিভ্রম হইয়াছে, এবং দর্পণের অসদ্ভাব দ্বৈত বিভ্রম থাকিতে পারে না, সুতরাং উপাধিসম্বন্ধে সত্য নহে, সেইরূপ ক্রিয়ারূপ উপাধির সম্বন্ধ মিথ্যা সত্য নহে। আরও যেমন দর্পণের মালিন্যাদি দোষ থাকিলে মুখে মালিন্যাদি বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যস্বচ্ছ দর্পণে দেখিলে সেই মালিন্য আর দেখা যায় না বলিয়া উপাধির কোন গুণ, বা দোষ উপাধেয়ে যাইতে পারে না, সেইরূপ সূর্য্য গতি আদি উপাধির বহুসং-খ্যা থাকিলেও সেই উপাধি দোষে আত্মাও দূষিত হইতে বাধ্য নহেন। তজ্জন্যই কালের বহুত্ব কল্পনাসাপেক্ষ মাত্র, বস্তুতঃ কিছুই নহে। তাহাহইলে অদ্বৈত কাল, বা অদ্বৈত আত্মা একই হইতেছেন এবং ঐ অদ্বৈত কাল, অদ্বৈত আত্মা, ও অদ্বৈত জীবের সামাহার দ্বারা চলিতে থাক। ইহাই ঐ

রিতুং নিমগ্নিতমিবোপ কুর্ব্বন্তং ব্রাহ্মণমুপরতেন, তদ্ ভুঞ্জন্নসমুদ্বেগং কর্ত্তুং নাহসীতি কৃতোঽয়মনুবাদঃ। ১॥

প্রথম মন্ত্রের অর্থ। উহার বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতেছে যে, আত্মাকেই কেবল জানিতে থাক. এই মাত্র। হে মহামতে! তুমি কেবল আত্মাকে জানিতে থাক এই মাত্র, কিন্তু, তন্মধ্যে সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে উদ্বেগ করিতে পার না। তুমি মহা মতি। কেন? না, যাহার বুদ্ধি মহতী হইয়াছে, সেই মহামতি। তোমার বুদ্ধি যখন আত্মাকে জানিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন সেত মহতীই হইয়াছে। কি হইলে মহতী হয়? না, নিরতিশয় পরিমাণ হইলেই মহতী হয়। নিরতিশয় পরিমাণ কি? না, সমস্ত পদার্থকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারা। যে সমস্ত পদার্থকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে, সে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, বা নিরতিশয় পরিমাণ বিশিষ্ট। যে সকলকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে, সেত সকল বিষয়ের মূল তত্ত্ব কি, তাহাও জানিতে পারে, সুতরাং সেত সর্ব্বজ্ঞ। যে সর্ব্বজ্ঞ, সেত সকলেরই স্রষ্টা। কি করিয়া? না, সর্ব্বজ্ঞতার কারণ যে জ্ঞান, তাহার একটা পরা কষ্ঠা আছে। এই যে অতীত অনাগত, ও বর্ত্তমান বিষয় সকল, ইহার প্রত্যেকটির গ্রহণ এবং সমুচ্চয়ের গ্রহণ, ইহার অতীন্দ্রিয় গ্রহণ, এবং ঐন্দ্রিয়ক গ্রহণ, হইা অল্প, ও বহুপরিমাণ হইয়া থাকে. এই জ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞবীজ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে হইতে যে স্থানে যাইয়া নিরতিশয় হইয়াছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ। অবশ্য পরিমাণের ন্যায় জ্ঞানের একটা পরাকাষ্ঠা আছে; কারণ, জ্ঞানকে সাতিশয় দেখা যায়। অতএব যে স্থানে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা সেই সর্ব্বজ্ঞ। যাহা কিছু সাতিশয় যে সকলই কখন না, কখন নিরতিশয়, যেমন কুল, আমলকিও বিল্বাদিতে সাতিশয় মহত্ত্ব দেখা যায়, কুল অপেক্ষা, আমলকি বড়; আমলকি অপেক্ষা বিল্ব বড়, এইরূপ পর পর মহত্ত্ব দেখা যায়, এই মহত্ত্বক্রমে আকাশে নিরতিশয় প্রায়, এবং আত্মায় যাইয়া একেবারে নিরতিশয়। সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান করিতে করিতে যখন আত্মাকে জানিয়াছে, তখন বুদ্ধিও নিরতিশয় মহৎপরিমাণশালী হইয়াছে। তাহার তাদৃশ মতি হইয়াছে, সে নিশ্চয় সর্ব্বাতিশয়ী মহান্ ও হইয়াছে। সর্ব্বাতিশয়ী মহান্, বা সর্ব্বব্যাপক বা সর্ব্বজ্ঞ, এটি একীয় কথা। সকলকে ব্যাপিয়া থাকিতে গেলে সকল পদার্থের জ্ঞান থাকা

স্যাদেতদাত্মজ্ঞানং করণীয়ং, আস্তাঞ্চ প্রারব্ধভোগোঽপি সাধকেনানুদ্বেগেন সম্পাদনীয়ঃ ; গুণপুরুষ সম্বন্ধস্তনানং পি শক্য উপেক্ষিতুং দেহবত্তা, প্রতিকূল বেদ-

অবশ্যম্ভাবী। সকল পদার্থের জ্ঞান থাকিলে, তাহাদিগকে কি করিয়া উৎপন্ন করিতে হয়, তাহাও তাহার সুবিদিত থাকে ; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞই সর্ব্ব স্রষ্টা হয়। ঈশ্বরের উপাধিতে যে গুণত্রয় আছে, সে গুণত্রয় পরস্পরাপেক্ষী, সুতরাং যে স্রষ্টা সেই পালয়িতা, এবং সেই গুণানুসারে সংহর্ত্তা হয়। ঈশ্বরের উপাধিতে যে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণ আছে, সেই গুণানুসারে ঈশ্বর স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। তোমার বুদ্ধির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া নিরতিশয় পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তুমিও সেই গুণত্রয়ানুসারে স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। পুরাণে কথিত হইয়াছে ;—সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি অনাদিজ্ঞান, স্বতন্ত্রতা, নিত্যঅলুপ্ত শক্তি, ও অনন্তশক্তি, এই ছয়টি বিভু মহেশ্বরের অঙ্গ, এই কথা বিধিজ্ঞগণ বলেন। আরও উক্ত হইয়াছে ;—জ্ঞান বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টৃতা, আত্মসংবোধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব, এই দশটি অব্যয় শঙ্করে নিত্যই বিদ্যমান আছে। এ সকল হইতেছে ঈশ্বরের ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিতে পারে, তাহারও এই ধর্ম্ম গুলি হইয়া থাকে। ইহা ঐ আত্মজ্ঞানীর স্বরূপাখ্যান, বা স্তুতি সাধক নিত্য কোলাহলময় সংসারে বিরক্ত হইয়া নিরতিশয় কোলাহল ময় ঈশ্বর দেহে বিরাজ করে, একথাটা যেন সাধকের প্রিয় নহে ; সুতরাং প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বরের সহিত ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই। সৃষ্টি ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া বিসৃষ্টির কথা বলা অসম্ভব বলিয়া বলা হয়, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বপাতা, সর্ব্বসংহর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মই হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুণ উপাধি বলিয়া আত্মালোকে ঐ গুণের কোনই সম্পর্ক নাই। সাধক ব্রহ্মই হয় ; সে জানিতে পারে যে, সে সকলই। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ;—যে সেই পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারে, সে ব্রহ্মই হয়। তুমিও আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতেছ, সুতরাং তুমি আত্মা হইতেছ, সেই তুমি হইতেছ এইরূপের বোধ জাগরূক করিয়া দিবার জন্য তোমাকে মহামতি বলিয়া সম্বোধন করিলাম। অতএব অখিল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল, উপকারী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া যেমন উপকৃত ব্যক্তি ভোজন করায়, এবং সেই উপকারী ব্রাহ্মণ বলিয়া তুষ্ণীম্ভাবে আহার করে, কোন কথাই বলে না, সেইরূপ তুমিও

উৎপন্নে তত্ত্ববিজ্ঞানে প্রারব্ধং নৈব মুঞ্চতি।

নীয় স্বরূপস্বাদ্ঃখাদেরিত্যত আহ ;—উৎপন্ন ইত্যাদি। উৎপন্নেঃ হ্যারব্ধে নোৎপন্নে বিরোধাৎ ; তত্ত্বস্য তদ্ভাবস্যাত্মনঃ স্বরূপস্য বিজ্ঞানে জ্ঞানস্য বৈশিষ্টে সাক্ষাৎকারে সতি মনোনোত্তরসীমাদৌ, যত্রৈবমুক্তম্ ;—"নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্ম প্রসাদঃ। ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা। শ্রুতানুমান প্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ।"

প্রারব্ধের ফল ভোগ করিতে করিতে কোনরূপ উদ্বেগ করিতে পার না। যে আত্মদর্শী হইয়াছে, সে অশঙ্কভাবেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তাহাকে কোনরূপ বিধান, বা নিষেধ দ্বারা সেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি যে এই প্রকার বলা হইল, এটি অনুবাদ মাত্র। ইহার ফল এই যে, 'প্রারব্ধবলে যেরূপ ফলভোগ করিতে হয় সেইরূপ ফল ভোগ হইতে থাকুক, তাহার প্রতিলক্ষ্য করিয়া আবশ্যক নাই তুমি কেবলই আত্মাসাক্ষাৎকার করিতে থাকে।' এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইবে॥ ১॥

আচ্ছা হউক আত্মজ্ঞান এইরূপে করণীয় ; থাক উদ্বেগহীন সাধক প্রারব্ধের ভোগ সম্পাদন করিতে ; কিন্তু যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন ত প্রকৃতিপুরুষের সম্বন্ধে উপেক্ষা দেখাইতে পারিবে না। সম্বন্ধ থাকা বশতঃ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতেই হইবে। অবশ্য ভোগ করিতে গেলেই উদ্বেগ আপনা হইতেই আসিবে। যাহা অনুকূল জ্ঞানের বিষয়, তাই সুখ, আর যাহা প্রতিকূল জ্ঞানের বিষয়, তাহাই দুঃখ। যদি সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, তাহা ত প্রতিকূল জ্ঞান হইলে উদ্বেগ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য বলিতেছেন,—উৎপন্ন ইত্যাদি। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার উদয় হইতে আরম্ভ করিলে, প্রারব্ধ কর্ম্ম ফল প্রসব ত্যাগ করে না বটে, কিন্তু তত্ত্ববিজ্ঞান উদয় হইলে পর, আর প্রারব্ধ কর্ম্মের সত্তা থাকে না।' উৎপন্নে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিলে উৎপন্ন হইলে নহে, কারণ, তত্ত্ব বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর কিছুই থাকে না ; তখন যদি, বলা যায় যে, প্রারব্ধ থাকে ও ফল দেয়, তবে সে কথাটি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে সুতরাং তত্ত্ববিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিলে, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। তত্ত্বশব্দের অর্থ তাহার ভাব, বা আত্মার স্বরূপ, সেই আত্মস্বরূপের বিজ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান সাক্ষাৎ কার হইতে আরম্ভ করিলে পর, অর্থাৎ মনের শেষসীমা-

ইতি (যোঃ দঃ, সঃ পাঃ, ৪৮—৪০) তথাচোক্তম্,—"প্রজ্ঞাপ্রসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতো জনান্।

ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃসর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি।" ইতি

যত্রৈবমুক্তম্;—"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাস রসেন চ।

ত্রিধাপ্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাংলভতে যোগমুত্তমম্॥" ইতি

তস্যামপ্যবস্থায়াং প্রারব্ধং কর্ম্ম নৈব মুঞ্চতি প্রসবম্। যথৈতদন্যত্রোক্তম্;—

"না ভুক্ত্বা ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥" ইতি।

দিতে,—যেসময়ে এইরূপে উক্ত হইয়াছে;—প্রকাশস্বভাব বুদ্ধিসত্ত্বের অশুদ্ধি রূপ আবরণ মল অপগত হইলে স্বচ্ছস্থিতি প্রবাহের আর ব্যাঘাত জন্মে। রজোগুণ ও তমোগুণ ঐ স্বচ্ছস্থিতি প্রবাহের অভিভব, বা ব্যাঘাত করে। কিন্তু নির্ব্বিচারসমাধি দ্বারা উক্ত রজোগুণ ও তমোগুণের অভিভব দৃঢ়পদ করিয়া দিলে, উক্তগুণদ্বয় অভিভূত থাকিয়া যায়, আর আবির্ভূত হইতে পারে না। যোগের এই অবস্থাকে নির্ব্বিচার বৈশারদ্যাবস্থা বলে। যখন নির্ব্বিচার সমাধির এই বৈশারদ্য জন্মে, তখন যোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ হয়। ভূতার্থ বিষয়ক ক্রমানমুরোধী পরিস্ফুট প্রজ্ঞালোককে অধ্যাত্ম প্রসাদ বলা যায়। যদিও এসময়ে আত্মসাক্ষাৎকার পরিস্ফুটভাবে হয় না, তথাপি এই হইতেছে বিজ্ঞানের শেষ সীমা। এ বিষয়ে পরমর্ষির পক্ষেই প্রমাণ আছে। যথা,—প্রাজ্ঞব্যক্তি প্রজ্ঞাপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া শোকতাপের অতীত হয়, এবং শৈলস্থ ব্যক্তির ন্যায় আপনাকে অশোচ্য দেখিয়া শোককারী জনগণকে ভূমিষ্ঠ ক্ষুদ্র মানবের ন্যায় দেখিতে থাকে। অর্থাৎ জ্ঞানালোক প্রকর্ষদ্বারা আত্মাকে সকলের উপরে দেখিতে পাইয়া দুঃখত্রয়াভিভূত শোককারী বলিয়া অন্যমানবকে জানিতে পারে। সেই সময়ে সমাহিতচিত্তের যে প্রজ্ঞাজন্মায়, তাহার নাম ঋতম্ভরা। এই নামটি সার্থক; কারণ, সেই প্রজ্ঞা সত্যকে ধারণ করে, তাহাতে মিথ্যার গন্ধমাত্রও থাকে না। এ বিষয়ে পারমর্ষীগাথা একটি আছে। যথা,—আগম দ্বারা, অর্থাৎ বেদবিহিত শ্রবণ দ্বারা, অনুমান দ্বারা, অর্থাৎ মননদ্বারা, এবং ধ্যান হইতেছে চিন্তা তাহার অভ্যাস পৌনঃপুন্যভাবে অনুষ্ঠান, তাহাতে যে রস বা আদর, তদ্দ্বারা, অর্থাৎ নিদিধ্যাসনদ্বারা প্রজ্ঞাকে

তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।

অথান্য সংস্কার প্রতিবন্ধিনি তজ্জনিতে সংস্কারে নিরুদ্ধে, নির্ব্বীজেচ সমাধৌ, তত্ত্বজ্ঞানসোদয়ো ভবতি তমসঃ পরস্তাদাদিত্যস্থেব, তত উর্দ্ধং পরস্তাৎ প্রারব্ধং

তিন প্রকারে কল্পনা করিয়া উত্তম যোগ লাভ করিবে। সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা শ্রবণ প্রজ্ঞা ও মনন প্রজ্ঞা হইতে অন্যবিষয়ক, যেহেতু তাহার বিষয় বিশেষ। ঐ সূত্রোক্ত শ্রুতশব্দে আগম বিজ্ঞান, সে সামান্য বিষয়ক, কারণ, আগমবাক্য কোনও বিশেষ বিষয়ের অভিধান করিতে পারে না। কেন পারে না? না, শব্দের সহিত যে অর্থের সম্বন্ধ আছে, যে সম্বন্ধ অনুসারে শব্দ অর্থের অভিধান করে, সে সম্বন্ধ বিশেষরূপে নাই; কিন্তু সামান্যাকারে; যেমন গো বলিলে গোসামান্যই বুঝাইবে, গোবিশেষ বুঝাইবে না, কেন গোবিশেষ বুঝাইবে না? না, গো শব্দের সম্বন্ধ গোবিশেষের সহিত নাই, গোসামান্যের সহিত আছে, সুতরাং গো শব্দদ্বারা গোবিশেষ না বুঝাইয়া গোসামান্যই বুঝাইবে। এইরূপ সকল শব্দেরই রীতি। এইজন্য আগম বাক্যের দ্বারা বিশেষ জ্ঞান জন্মায় না; কিন্তু সামান্য জ্ঞান জন্মে। সেইরূপ অনুমান ও সামান্য বিষয়। কেন? না, সামান্যাকারে ব্যাপ্তি স্থির করিয়া তদ্দারা অনুমান করা হয় সেই-জন্য উক্ত অনুমান দ্বারা কোনও একটা বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান জন্মে না। অতএব আগম ও অনুমানের বা শ্রবণ, ও মনের বিষয় কোন একটা বিশেষ বিষয় নাই। তারপর সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বা বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ও লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা কথনই গৃহীত হয় না। লোক প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ কারণ। উক্ত সূক্ষ্মাদি বিষয়ের গ্রহণ করা ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতায় কুলায় না। সেই জন্য ঐ সকল বিষয় লোক প্রত্যেক্ষের বিষয় নহে। আবার, তাই বলিয়া যে নাই তাহাও বলিতে পার না কারণ, প্রমাণ দ্বারা গৃহীত না হইলেও পদার্থ অভাব গ্রস্ত হয় না; যেমন পরমাত্মাদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ গ্রাহ্য না হইলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেইরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষের অগ্রাহ্য বিষয় হইলেও নাই বলা চলিবে না। কথিতরূপ সমাধি প্রজ্ঞার উদয় হইলে, সেই সকল বিশেষ বিষয়, সাক্ষাৎকৃত হইয়া পড়ে। ভূত সূক্ষ্মগত বিশেষ বা পুরুষগত বিশেষ, যে কোন বিশেষই সেই প্রজ্ঞার গ্রাহ্য হইয়া থাকে। অতএব সে প্রজ্ঞা আগমপ্রজ্ঞা, ও অনুমান প্রজ্ঞা হইবে ভিন্ন বিষয়ক; কারণ,

দেহাদীনামসত্ত্বাত্তু যথা স্বপ্নে বিবোধতঃ। ২ ॥

কর্ম্ম নৈব বিশ্যতে তিষ্ঠতি। কস্মাৎ? দেহাদীনামাত্মন্যস্তানামজ্ঞান প্রভবানাম-জ্ঞানমূল কতয়াঽধিষ্ঠান সত্ত্বয়ৈব সত্তাবতাং জ্ঞানেনাজ্ঞাননাশে তত্ত্বাদিনাশে পটাদী-নামিবাসত্ত্বাদাশ্রয়াভাবে কুতস্ত্যং প্রারব্ধং, কুতস্ত্যো বা তৎপ্রসবঃ? যথা স্বপ্নকালে

সে প্রজ্ঞার বিষয় বিশেষ। যদিও এই অবস্থায় জ্ঞানের বিপুল বিস্তার হইয়া থাকে, তথাপি সেই অবস্থাতেও প্ররব্ধকর্ম্মফল প্রসব করিতে প্রযত্ন ছাড়ে না। এবিষয়ে কথিত হইয়াছে; ভোগ না করিয়া কর্ম্ম কোটিশত কল্পেও ক্ষয় হয় না। শুভই হউক, আর অশুভই হউক, যে কোন কর্ম্ম করা যাইবে, তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এই কর্ম্মভোগ ততদিন করিতে হয়, যতদিন নিরোধ সমাধি উপস্থিত না হয়। নিরোধ সমাধি কি করিয়া হয়? না, ঐ যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয় হয়, উহাদ্বারা যোগীর প্রজ্ঞাকৃত নূতন নূতন সংস্কার উৎপন্ন হইতে থাকে। সেই সমাধি প্রজ্ঞাজাত সংস্কার ব্যুত্থান সংস্কারাশয়কে বাধিত করে; ব্যুত্থান সংস্কার চক্রের বাধাজন্মিলে পর, আর সেই সংস্কারজাত প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমাধির আবির্ভাব হয়। সমাধি হইলে, সমাধিজ প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়, সমাধিজ প্রজ্ঞা হইতে সমাধিজ প্রজ্ঞার সংস্কার জন্মে! এইরূপে নূতন নূতন প্রজ্ঞা, ও নূতন নূতন সংস্কার জন্মায়। তারপর আবার প্রজ্ঞা, আবার সংস্কার। এইরূপে সংস্কারাতিশয় আবির্ভূত হয়। আচ্ছা, এই যে সংস্কারাতিশয় জন্মে, এ চিত্তকে তাহার অধিকারের মধ্যে রাখে না কেন? রাখে না তাহার কারণ এইযে, উক্ত প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার ক্লেশরক্ষার কারণ নহে। অতএব চিত্তের অধিকার বিলোপ ঘটায়। চিত্তের অধিকার তত্ত্ববিজ্ঞান পর্য্যন্ত। কেবল যে এইমাত্র সে প্রজ্ঞার ফল, তাহা নহে অন্যবিধ ফল ও আছে,—সেই যে তত্ত্ববিজ্ঞান, তাহা হইতে যে সকল সংস্কার হইয়া পিণ্ডীকৃত হইয়াছে, সেই পিণ্ডীকৃত সংস্কার কেবলই যে সমাধি প্রজ্ঞার প্রতি রোধ কর, তাহা নহে, কিন্তু তাহার সংস্কার সকলেরও প্রতিবন্ধী হয়। সে কি কথা? হাঁ, ঐ কালে ঐ তত্ত্ববিজ্ঞানের গুণেও এক প্রকার বৈরাগ্য জন্মে; সেই পরবৈরাগ্য জন্মা সংস্কার দ্বারা উক্ত প্রজ্ঞা সংস্কারের বোধ হয়। কি করিয়া জানা যায় যে, উক্ত সময়ে বিজ্ঞান গুণ বৈরাগ্য জন্মা সংস্কার হয়?

জাগরণকালীনানাং দেহাদীনামসত্ত্বাৎ প্রবোধজদাহাদিকং, তৎ ফলং বা যন্ত্রণাদিকং যথা ন তিষ্ঠতি, তথেতি। এতদুক্তং ভবতি. আগমাবাঽনুমানাদ্বা তত্ত্বজ্ঞানং ভব-

হাঁ, জানা যায়,—নিরোধস্থিতি কালের ক্রমানুভব দ্বারা নিরোধ চিত্ত কৃত সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া জানা যায়। ব্যুত্থান নিরোধকারী সম্প্রজ্ঞাত জাত সংস্কার সমূহ. এবং কৈবল্যভাগীয় নিরোধজ সংস্কার যমুক্ত চিত্তকে তাহার প্রকৃতে বিলীন করিয়া ফেলে। অর্থাৎ চিত্তের অধিকার হইতেছে পুরুষ ভোগ ও অপবর্গ প্রদান করা। তাহা চিত্ত সুচারূপে সম্পাদন করিয়াছে; সুতরাং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রজ্ঞাদ্বারা ব্যুত্থান প্রজ্ঞার নিরোধ হয়, সম্প্রজ্ঞাতসমাধি প্রজ্ঞা-সংস্কার দ্বারা ব্যুত্থান প্রজ্ঞাসংস্কার নিরোধ হয়; নিরোধকালীন পরবৈরাগ্য দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রজ্ঞার নিরোধ হয়, এবং পরবৈরাগ্যজ সংস্কার দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রজ্ঞাজ সংস্কারের নিরোধ হয়। সে অবস্থায় চিত্তে আর কিছুই থাকে না, থাকিবার আর আবশ্যকও হয় না তখন চিত্ত আর চিত্তরূপে থাকে না। যেমন কাষ্ঠে অগ্নি লাগাইয়াদিলে, সেই অগ্নি কাষ্ঠকে ও ভস্মসাৎ করে এবং আপনিও নির্ব্বাণ পায়, সেইরূপ চিত্তে সমাধি উপস্থিত হইলে চিত্ত মল স্বরূপ কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার আর সংবাদই থাকে না, এবং সমাধিও চরম সংস্কার জন্মিয়া দিয়া আপনা আপনি থামিয়া যায়। ঐ চরম সংস্কার চিত্তের সহিত লয় পায়। তখন আর দ্রষ্টব্যবিষয় নাথাকায় উপাধির স্বরূপতঃ বিলোপ ঘটায় আত্মা পরিপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় ও আনন্দময়রূপে স্বস্বরূপে অবস্থিত হয় এই হইল স্বরূপ প্রতিষ্ঠা, এবং এই সময়ে আত্মা শুদ্ধ ও বুদ্ধ। এই সময়ে অন্ধকারের শেষ সীমা হইতে অন্ধকারকে নাশ করিতে করিতে যেমন আদিত্য দেবের নির্ম্মল উদয় হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারও উদিত হয়। তারপর আর প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিতে পারে না। কেন? না, মনে কর, একজন এই বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং বকাবকি করিতেছে যে, আমি গলা হইতে হার খুলিয়া থুইয়া স্নান করিলাম; কিন্তু উঠিয়া আর হারছড়া পাইতেছি না। এইরূপে অনেক স্থল ঘুরিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ কেহ আসিয়া বলিল, ঐ যে, হার তোমার গলায় যে। তখন সে যেমন গলায় হাত দিয়াই বলিয়া উঠে, হাঁ হার পাইয়াছি; সেইরূপ যতক্ষণ আত্ম স্বরূপ সাক্ষাৎ কার না হয়, ততক্ষণ সংসার মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু আত্ম স্বরূপ সাক্ষাৎ

দপি পরোক্ষ রূপতয়া ন সাক্ষাৎকারবতী যবিদ্যামুচ্ছিনত্তি, দ্বিচন্দ্র দিঙ্মোহালাত-চক্রাদিধস্যুচ্ছেদকত্বাৎ; অবিদ্যামূলত্বাজ্জগতো বিদ্যায়াশ্চ অবিদ্যোচ্ছেদকরূপত্বাদ্ বিদ্যোদয়ে অবিদ্যাদিসমুচ্ছেদো বিরোধিত্বাৎ কারণবিনাশাচ্চ। যত্রাত্মলাভোঽশক্য সম্পাদঃ কুতস্তরাং তত্র প্রারব্ধাদীনাং ফলজননসম্ভিন্নফলমাদি বীজবদিতি। ২ ॥

কার হইলে, আর সংসার মণ্ডল তাহার থাকে না। যেমন হারের অজ্ঞানে ঘুরিয়া বেড়ান ইত্যাদি ক্রিয়া হয়,সেইরূপ আত্মতত্ত্বের অজ্ঞানে এই সংসার মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ান ইত্যাদি হয়। তখন প্রকৃত আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ কার হয়, তখন ঐ অজ্ঞান লোপ পায় বলিয়া ঐ অজ্ঞানের কার্য্য যে সংসারমণ্ডল এবং সংসার মণ্ডলে ব্যবহার কর',তাহাও থাকেনা। যেমন তন্তুরাশির আতান বিতান ভেদে বস্ত্র উৎপন্ন হয় বলিয়া তন্তুরাশির বিনাশে বস্ত্র বিনাশ অবশ্যম্ভাবী,সেইরূপ অজ্ঞান দ্বারা জায়মান সংসারমণ্ডল বলিয়া অজ্ঞান নাশে সংসার মণ্ডলের নাশও অবশ্য-ম্ভাবী। দেহাদিও সংসার মণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়া দেহাদিও থাকিতে পারে। দেহ ও চিত্ত প্রভৃতি যদি কিছুই না থাকে,তবে আবার প্রারব্ধ কর্ম্মই বা কোথায় থাকিবে? আর সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলই বা হইবে কোথায়, ভোগই বা করিবে কে? যেমন জাগরণ কালে হস্তাদির দাহ হইলে জ্বালা যন্ত্রনাদি হয় সত্য, কিন্তু স্বপ্নাদি কালে জাগ্রদ্দেহ নাথাকায় জ্বালাযন্ত্রনাদি হইতে পারে না, সেই রূপ অজ্ঞান কালীন জায়মান প্রারব্ধ জ্ঞানকালে দেহ ও চিত্তাদি না থাকায় থাকিতে পারে না, বা তাহার ফলও প্রসব করিতে পারে না। ফল কথা এই যে,—বেদাদিশ্রবণ, বা অনুমানাদি দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান যদিও হয়, তথাপি তাহা প্রত্যক্ষাকারের নহে. অপ্রত্যক্ষাত্মক,সুতরাং প্রত্যক্ষাত্মক অবিদ্যার উচ্ছেদ তদ্দ্বারা হইতে পারে না, যেমন দ্বিচন্দ্রদর্শন, দিঙ্মোহ, ও অলাতচক্র (কোন একটু রজুর মুখে আগুন জ্বালাইয়া ঘুরাইলে যেন বোধ হয়. একটা আগুণের চাকা ঘুরিতেছে। এই টিকেই অলাত চক্র বলে।) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া অনুমান দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হইতে দেখা যায় না যাহার দিগ্‌ভ্রম হয়, তাহাকে যদি বলা যায়, ঐ দেখ সূর্য্য উঠিতেছে। যে দিকে সূর্য্য উঠে, সেই দিক ত পূর্ব্ব, তবে কেন তুমি ঐ দিকটাকে দক্ষিণ বল? সে দিঙ্মোহী কথাটি শুনিয়া মনে মনে বলিল এদেশে দক্ষিণ দিক হইতেই সূর্য্য উঠে; কিন্তু মুখে বলিল, হাঁ, তাইত ওটা পূর্ব্বই বটে। এস্থলে যেমন দিঙ্মোহ প্রত্যক্ষাত্মক

কর্ম্ম জন্মান্তরীয়ং যৎপ্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতম্। তত্তু জন্মান্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ। ৩॥

আহ কিমিদং প্রারব্ধমিতি তৃতীয়ো মন্ত্রঃ প্রববৃতে; কর্ম্মেত্যাদি। যৎকর্ম্ম জন্মান্তরে ভবং জন্মান্তরীয়ং নচ প্রসূত ফলং, যেনচ ফলং প্রসবিতুমারব্ধং, তৎ প্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতং কর্ম্মবিদ্ভিঃ। তত্তু প্রারব্ধং কর্ম্ম জন্মান্তরাভাবাদ্ধেতোঃ পুংসঃ সাক্ষাৎকারবতস্তদানীমদ্বৈতরূপতয়া দ্বৈতপর্য্যায়ং নৈব অস্তি ভবতি সত্তাবং কর্হিচিৎ কস্মিংশ্চিদপি কালে প্রাগ্বা জ্ঞানোদয়াৎ পরস্তাদ্বাজ্ঞানোদয়স্য, সর্ব্বদৈবাসদিতি। অয়মভিসন্ধিঃ,—জপাকুসুমাদ্যুপাধিবিয়োগে স্বভাবস্বচ্ছইব স্ফটিকমণিরবি-

বলিয়া ঐ উপপত্তিকর বাক্য দ্বারা দিগ্‌নিশ্চয় হয় না, সেইরূপ শ্রুতি পর্য্যালোচনা করিলে যে আত্মজ্ঞান জন্মে. তদ্দ্বারা, যে অনুমান জনিত আত্মজ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের নাশ হয় না। অজ্ঞান মূলকই জগৎ, প্রত্যক্ষাত্মক বিদ্যা উৎপন্ন হইলে, সে ত ঐ অজ্ঞানের নাশ স্বরূপেই উৎপন্ন হইবে, যেমন অন্ধকারের নিবৃত্তি স্বরূপই আলোক অন্ধকারে নাশ রূপেই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ঐ আত্মবিদ্যা। অজ্ঞান নাশস্বরূপে উৎপন্ন হইলে, অবিদ্যা‌রি সম্যক্‌রূপে উচ্ছেদ হয়, কারণ, পরস্পর বিরোধী, এবং অবিদ্যার কার্য্য জগতেরও বিনাশ হইবে, যেহেতু জগতের কারণ অজ্ঞানের বিনাশ হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে জগৎ বলিতে যাহা কিছু, সে সমস্তই আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে পারিতেছে না, যেমন অগ্নি সমুদ্রে মগ্ন বীজরাশি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেই অসমর্থ, সে আবার ফল প্রসব করিবে? সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে আর প্রারব্ধ কর্ম্মে ফল প্রসব করা সম্ভবপর নহে। লৌকিক দৃষ্টিতে সেরূপ দেখা গেলেও তাহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না॥ ২॥

বল, এই প্রারব্ধটি কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তৃতীয় মন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কর্ম্মেত্যাদি। যে কর্ম্ম জন্মান্তরে জন্মে, যাহা জন্মান্তরীয়, অবশ্য যাহার ফল প্রসব হইয়াগিয়াছে, তাহা নহে, যে কর্ম্মে ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই কর্ম্মই প্রারব্ধ, এই কথা কর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন। সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম জন্মান্তরাভাব বশতঃ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ কারবান্ পুরুষ অদ্বৈতরূপ হইয়াছে বলিয়া দ্বৈতপর্য্যায়ের ওটি কোনও ক্রমে কোনও কালে, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেও সৎ ছিলনা, জ্ঞানোদয়ের পরেও সৎ নাই, অসৎই। ইহার অভিপ্রায়

স্বপ্নদেহো যথাধ্যস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ।

চ্ছোচ্ছেদে নির্ম্মল এবাত্মেতি ক ভবেদস্য প্রসক্তি,যত্র তে লক্ষণ মাগ্নেয়মিতি লৌকিকং যথা কথঞ্চিৎ প্রজ্ঞয়া ব্যবহর্ত্তব্যমিতি। ৩॥

বিবৃণোতি চতুর্থমন্ত্রেণ,—স্বপ্নদেহ ইতি। স্বপ্নকালীনো দেহঃ স্বপ্নদেহঃ, স যথা স্বাবচ্ছিন্নে বিষয়চৈতন্যেঽধ্যস্তঃ, তদ্ভাব প্রকারকাবিদ্যয়া স্ফুরিতঃ; ন তু বাস্তবঃ শুক্তিত্বপ্রকারকাবিদ্যয়া স্ফুরিতং রজতমিব সংস্কারাদিসহকৃতয়া, তথৈবায়ং হি যত্নে দেহকঃ শরীরাদিঃ। অয়মর্থঃ, সর্ব্বোহি বিষয়ঃ স্বাবচ্ছিন্নে চৈতন্যে সমারোপেণ স্ববিষয়কাদজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্ততে ব্যবহারয়িতুং সংস্কারাদিভিরিতি যাবদজ্ঞানং প্রত্যব-তিষ্ঠতে শুক্ত্যাদৌ রজতাদিবৎ। অধিষ্ঠানতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে চ সতি স্ফুটতরদিনকর কিরণে তমোজালবদ্বিরোধান্ন শক্যতে সম্ভাবয়িতুমাবেদয়িতুম্; প্রতিভাসস্য কাদাচিৎ-

এইরূপ;—যেমন রক্তবর্ণ জপাকুসুমাদিরূপ উপাধি না থাকিলে, বা সরাইলে টিক মণি স্বভাবতঃ স্বচ্ছ বলিয়া স্বচ্ছই থাকে, সেইরূপ অবিদ্যার উচ্ছেদ ইলে আত্মাও অত্যন্ত নির্ম্মল বলিয়া অত্যন্ত নির্ম্মল হন, এই জন্য প্রারব্ধের াকিবার স্থান কোথায়, যে, তাহার আবার লক্ষণ করিতে হইবে? তবে ৌকিক ব্যবহারের জন্য যাহা হয় একটা 'মনগড়া' লক্ষণ করিয়া লইলেই ইল ॥৩॥

চতুর্থমন্ত্রে ইহারই বিবরণ করা হইতেছে;—স্বপ্নদেহ ইত্যাদি। যে দেহে বস্থান করিয়া স্বপ্নদর্শন করা যায়, সেই দেহ স্বপ্ন দেহ। সে যেমন স্বরূপ বয়ক অজ্ঞান হইতে জাত বলিয়া স্বাবচ্ছিন্ন বিষয় চৈতন্যে অধ্যস্ত এবং জাগরণ ালে অসৎ, বস্তুতঃ সৎ নহে, যেমন শুক্তিত্ব প্রকারক অবিদ্যা হইতে জাত চাকচিক্যাদি সাদৃশ্য সন্দর্শন সমুদ্বোধিত রজত সংস্কার সহকৃত) রজত কখনই ৎ নহে. অসৎ সেইরূপ এই জাগরণ কালের দেহাদিও স্বপ্নাদি কালে সৎনহে, সৎ, এস্থলের অভিপ্রায় এইরূপ,—চৈতন্য তিন প্রকার, প্রমাতৃ চৈতন্য প্রমাণ চতন্য, ও বিষয় চৈতন্য। যে চৈতন্য অন্তঃকরণে, বা অন্তঃকরণবিশিষ্ট বা অন্তঃ-করণাবচ্ছিন্ন সেই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতৃ চৈতন্য বা জীব। আর ইন্দ্রি-য়র সহিত বিষয়াদি সম্বন্ধ হইলে অন্তঃকরণ ঐ পথে বাহির হইয়া সেই বিষয় দেশে যাইয়া উপস্থিত হয়. এবং তড়াগাদি হইতে প্রণালী দিয়া বহিয়া যাইয়া

অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম জন্মাভাবে কুতঃ স্থিতিঃ। ৪ ॥

কোঽপি সহনীয় ইতি। অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম, দ্বিচন্দ্রালাতচক্রাদেরুপাধিনা সম রোপেণৈবোপপত্তেঃ। জন্মনোঽভাবে চ সতি কুতঃ স্থিতি, জন্মনা লব্ধসত্তাব স্যৈব স্থিতিসম্ভবাদিতি। জায়মানং হি স্বোপাদানেঽবতিষ্ঠতে। আরোপিত অভিমতোপাদানানির্ণয়াৎ কুত্র স্যাদবস্থিতিঃ। অজ্ঞানস্যানীর্বচনীয়মিতি। ৪ ॥

জল যেমন ত্রিকোণ ক্ষেত্রে পড়িয়া ত্রিকোণ, চতুষ্কোন ক্ষেত্রে পড়িয়া চতুষ্কো ইত্যাদি আকার ধারণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণ বিষয় প্রদেশে যাইয়া সে বিষয়াকারে আকারিত হয়, বা বিষয়াকার ধারণ করে, এই আকার ধারণকে বৃত্তি বলে, পরিণাম বলে ও ব্যাপার বলে। এই বৃত্তিবিশিষ্ট, বা বৃত্ত্যবচ্ছি চৈতন্যকে প্রমাণ চৈতন্য বলে। আর বিষয় যে চৈতন্যে অধ্যস্ত, সেই চৈতন্যকে বিষয়বিশিষ্ট, বিষয়াবচ্ছিন্ন, বা বিষয়চৈতন্য বলে। সমস্ত বিষয়ই শুদ্ধ ব চৈতন্যে অধ্যস্ত, বা আরোপিত। ভ্রম স্থলে 'শুক্তি জানি না,' ইত্যাকা শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান বা শুক্তিত্ব প্রকারক অজ্ঞান, দূরে চাকচিক্যাদি সাদৃশ্য দর্শ যা পূর্বে রজত জ্ঞান জন্য এক প্রকার সংস্কার হইয়া আছে, যে সংস্কার বলে আবার রজত জ্ঞান হয়, সেই সংস্কারের উদ্বোধ করিয়া দেয়। তখ ঐ সংস্কারের সহকারীতায় রজতাকারে পরিণত হয় এবং সেই রজতাকারে অজ্ঞানেরই একটা বৃত্তি জন্মে। তখন ঐ স্থলে জ্ঞান হয় যে, ইা আমি রজত দেখিতেছি। এস্থলে যেমন শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অবস্থিত যে শুক্তিত্ব প্রকারক অবিদ্যা, তাহারই কার্য্য ঐ রজত; সুতরাং মিথ্যা; সেইরূপ দেহাব চ্ছিন্ন চৈতন্যে অবস্থিত যে দেহত্ব প্রকারক অবিদ্যা তাহারই কার্য্য ঐ দেহ, সুতরাং মিথ্যা। বেদান্তমতে প্রত্যেক বস্তুই স্বাবচ্ছিন্ন শুদ্ধ চৈতন্যে অধ্যস্ত, বা আরোপিত। কোন বস্তুই অনারোপিত নহে; কেবল একমাত্র আত্মা অনা রোপিত, বা অনধ্যস্ত স্বরূপ পদার্থ। যখন এই শুক্তি রজত জ্ঞানস্থলে শুক্তিত্ব সাক্ষাৎকার হয়, তখন 'শুক্তি জানি না' ইত্যাকার শুক্তি বিষয়ক, বা শুক্তিত্ব প্রকারক অজ্ঞান থাকিতে পারে না; সুতরাং ঐ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, ঐ অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত রজতও আর থাকিতে পারে না, কারণ রজত ঐ অজ্ঞান হইতেই উদ্ভূত। যখন ঐ অজ্ঞান থাকিল না, তখন অ

উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব পশ্যতি।

নচ সম্বন্ধমাত্মানমুপাদায় প্রবর্ত্তিতামারোপ্য ইত্যাত্মসত্ত্বৈব সত্তাবত্তামারোপ্যা-প্যামাত্মন্যেব স্থিতিঃ শক্যাঽঽপাদয়িতুং, তথাহে চামরমেব জগৎ প্রতীয়েত? ন চৈবম্। তস্মাদাহ,—উপাদানমিতি। উপাদানং কারণমিতি প্রপঞ্চস্য স্থাবর-

তজ্জাত রজতই বা থাকিবে কিরূপে? সেইরূপ যে শুদ্ধ চৈতন্যের অজ্ঞান থাকায় সেই অজ্ঞান হইতে ঘটপটাদি নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই শুদ্ধ চৈতন্যের স্বরূপ জ্ঞান হইলে পর, আর সে অজ্ঞান থাকিতে পারে না, এবং সে অজ্ঞান থাকিতে না পারিলে, তজ্জাত ঘটপটাদি ও দেহাদি কিছুই থাকিতে পারে না। মায়াবী ঐন্দ্রজালিক যে মায়া বিস্তার করিয়া ইন্দ্রজাল দর্শন করাইল, সে সে মায়া নষ্ট করিয়া দিলে কি আর সেরূপ কিছু দেখিতে পাওয়া যায়? না। কেন? না, সে মায়াত আর প্রসারিত হয় নাই। সেই রূপ যে মায়াপ্রভাবে এই জগৎ প্রসারিত, সে মায়া না থাকিলে এজগৎ কোথায় থাকিবে? এই জন্য যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ দেহাদি জ্ঞান থাকে, কিন্তু অধিষ্ঠানের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে, আর যেমন স্ফুটতর সৌরকর মধ্যে তমো-জাল থাকিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞানও থাকিতে পারে না। তবে যে কখন প্রতিভাস হইতেছে, তাহা সহনীয়। যে বস্তু অধ্যস্ত, তাহার জন্ম কি? একচন্দ্রেই দ্বি চন্দ্রের আরোপ হয়, ঘূর্ণমান বহ্নিপিণ্ডে অগ্নিচক্রের আরোপ হয়। এই মাত্র। যাহার জন্ম নাই, তাহার আবার স্থিতি কোথায়? জন্মিয়া সত্তালাভ করিলেই স্থিতি হইতে পারে, কিন্তু সমারোপি, দ্বিচন্দ্রাদির জন্মই নাই, তার আবার স্থিতি কি? যে বস্তু জন্মায়, সে নিজের উপাদানে অবস্থিতি করে। যাহা সমারোপিত, তাহার ত উপাদান নিশ্চয় নাই; সুতরাং তাহার অবস্থিতি কোথায় হইবে? অজ্ঞান ত নির্ব্ব-চনানর্হ। এই জন্য তজ্জাত বস্তু সকলও নির্ব্বচনানর্হ। তবে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ স্বীকার করিতে হয়, হাঁ দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে সে দেখাও প্রকৃত দেখা নয়, মিথ্যা দর্শন মাত্র। এইজন্য সেরূপ প্রারব্ধকে বস্তু বলিয়াই স্বীকার করা যায় না, যাহার অধিষ্ঠান অধ্যস্ত, এবং যে নিজের অধ্যস্ত॥৪॥

অজ্ঞানঞ্চেতি বেদান্তৈস্তস্মিন্নষ্টে ক বিশ্বতা। ৫ ॥

জঙ্গমাত্মস্য ভূতভৌতিকরূপস্য বিশ্বস্য, মৃদিব পরিনামিনী ঘটকার্য্যস্য পশ্যতি তত্ত্বদর্শী অজ্ঞানমেবেত্যেবং বেদান্তৈঃ সর্ব্বাভিরূপনিষদ্ভিরাবেদ্যতে। তথাহ্যাম্নাতম্;—"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞানং ভবতি, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং, এবং সৌম্য স আদেশো ভবতীতি।" তত্ত্বজ্ঞানেন তস্মিন্নজ্ঞানেঽসত্ত্বাৎ নষ্টে পলায়িতে হ্যাম্ভোদরে পুঞ্জীভূততমোবৎ সৌরালোকজঠরে ক কুত্র বিশ্বতা নানাত্বং তিষ্ঠতি? নৈব তিষ্ঠতীতি। তথাচাম্নায়তে,—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি" "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" "যত্রত্বস্য সর্ব্ব মাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" ইত্যেবমাদিভিঃ। ৫ ॥

আচ্ছা, আত্মা ত সৎপদার্থ; সেই সৎপদার্থরূপ অধিষ্ঠান ত আরোপ্য বস্তু সকল আরোপিত হইতে পারে। তাহা হইলে সেই অধিষ্ঠান যে আত্মা, তাহার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট হইয়া ঐ আত্মাতেই ত স্থিতিলাভ করিতে পারে? হাঁ পারিত, কিন্তু তাহা হইলে এই জগৎ যে অমররূপে প্রতীয়মান হইত, কৈ, সেরূপ ত প্রতীত হয় না। সেইজন্য বলিতেছেন;—উপাদানমিতি সমস্ত উপনিষদেই ঘোষণা করিতেছে যে, যেমন ঘটের উপাদান কাল পরিণামিনী মৃত্তিকা, সেইরূপ স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদানও অজ্ঞান। শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে; হে সৌম্য! যেমন, একটি মৃৎপিণ্ড জানিলে সমস্ত মৃৎপিণ্ডেরই বিজ্ঞান হয়, কারণ, বিকার ঘটপটাদি কেবল নাম মাত্রসার, মৃত্তিকাই প্রকৃত সত্য কারণ, সেইরূপে সেই উপদেশ কার হইতে পারে। অতএব নামমাত্রসার সমস্ত বিকারের মূলকারণ যে অজ্ঞান, সে অসৎ পদার্থ বলিয়া, আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইলে, যেমন সৌরালোকের মধ্যে পুঞ্জীভূত অন্ধকাররাশি পলায়ন করে, সেইরূপ আত্মতত্ত্বের মধ্যে সেই অজ্ঞান পলায়ন করিলে, আর এ জগতে নানা বস্তু কোথায় থাকিবে? কুত্রাপি থাকিতে পারে না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে;—যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই একজন অন্যজনকে, বা অন্য বস্তুকে দেখে। প্রত্যেকরূপ অবলম্বন করিয়া বহুরূপ হইয়াছে। যখন সাধকের সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দেখিবে? ইহজগতে নানা বস্তু কিছুই নাই। ব্যাপার

অথাপি স্যাৎ কস্যচিন্মতিঃ প্রকৃতিরজা প্রধানমব্যক্তং শক্তিরবিদ্যা মায়া তমোঽজ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্। তথাচ

শ্রূয়তে ;—"অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং,
　　বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
　　অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে,
　　জহাত্যেকাভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ইতি।

রজঃ সত্ত্বতমোগুণময়ী প্রকৃতিরেব মহদাদ্যাকারেণ পরিণমমানা সভূতভৌতিকং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং জগৎ সসর্জ্জ। পুরুষস্তস্যা অধ্যক্ষ ইতি প্রকৃতেঃ সত্বাৎ প্রাকৃতানামপি সত্বং ; যদাহ পারমার্থিকে পতঞ্জলিঃ ;—

করিতে পারে, এরূপ কোন পদার্থই ছিল না। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, জগৎ আত্মা হইতে সৃষ্ট হয় নাই। তবে অজ্ঞান দ্বারা প্রতিভাসিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু আত্মা অধিষ্ঠানও নহেন। আত্মা সর্ব্বধর্ম্ম বর্জ্জিত ; সুতরাং তাঁহার অধিষ্ঠানত্ব ধর্ম্মও নাই, যাহা হইলে আত্মরূপ অধিষ্ঠানে ঐ সকল আরোপ্যের অবতারণা করিয়া আত্মসত্তায় সত্তাবিশিষ্ট করিতে পারা যাইত। ৫॥

কেহ মনে করিতে পারে, প্রকৃতি, অজা, প্রধান, অব্যক্ত, শক্তি, অবিদ্যা, মায়া, তমঃ, ও অজ্ঞান, এগুলি প্রকৃতপক্ষে একই বস্তুর নামমাত্র। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ;—লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ রূপশালী গুণত্রয়ই অজা ; কারণ, তাহার জন্ম নাই। সে একমাত্র, তাহার দ্বিতীয় নাই ; সে নিজের অনুরূপ ত্রিগুণ বহু প্রজার সৃষ্টি করে। এক অজ, জন্মরহিত এক পুরুষ তাহার সেবা করিয়া তাহাতেই বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অন্য এক অজ জন্মরহিত এক পুরুষ ভুক্তভোগ সেই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে। রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণময়ী প্রকৃতিই মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হইয়া আকাশাদি পঞ্চভূত ও তজ্জাত স্থূলাকাশাদি পঞ্চভূত ও জরায়ুজাদি দেহের কিছু কার্য্য, যেমন ঘটপটাদি ও দেহাদি, কিছু কারণ, যেমন ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদির আকারে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। পুরুষ তাহার অধ্যক্ষ। যেমন কোনও অন্ধ মানুষ অন্য কোন পদশূন্য চক্ষুষ্মানকে স্কন্ধে লইয়া এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে পারে, সেইরূপ প্রকৃতি অন্ধ হইলেও অকার্য্য-

তদ্বৎসত্যমবিজ্ঞায় জগৎপশ্যতি মূঢ়ধীঃ। ৬॥

"কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং, তদন্য সাধারণত্বাৎ।" ইত্যেবমাদি। যোগি-বচনঞ্চ নানৃতমিতি আহ;—যথেতি। যথা রজ্জুং রজ্জুস্বরূপং পরিত্যজ্য অজ্ঞায় তত্রাধিষ্ঠানে সর্পম্ সত্যমজ্ঞানোত্থং সর্পত্বাদিকং গৃহ্লাতি অজ্ঞানবৃত্ত্যা বিষয়ীকরোতি বৈ প্রসিদ্ধমেতৎ। কস্মাৎ? ভ্রমাদনবধানতায়া মন্দান্ধকারাদি দোষাদুদ্বুদ্ধ সংস্কারাচ্চ। তদ্বৎ সত্যং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মবিজ্ঞায় অধিষ্ঠানে জগৎ বিবর্ত্তিতমজ্ঞানেন পশ্যতি। কথম্? যতো মূঢ়ধীঃ. অজ্ঞানাদিদোষেণ মোহাচ্ছন্নান্তঃকরণঃ। এত-

কারী পুরুষের সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে এবং করিয়াছে; সুতরাং প্রকৃতি ত পরিণামী সৎপদার্থ। প্রকৃতির সত্তায় ত জগৎ সত্তাবৎ হইতে পারে? পারমার্থিক অবস্থায় মহাযোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন; প্রকৃত আত্মদর্শী পুরুষের নিকট জগৎ নষ্ট হইলেও একেবারে নষ্ট হইল না; কারণ, তাহা অন্যের নিকট ত যেমনই ছিল, তেমনই থাকিয়া যায়। যোগীরা ত মিথ্যা কথা বলেন না। তবেই দেখা যাইতেছে, জগৎ মিথ্যা, তাহার কারণ মিথ্যা; সুতরাং কিছুই নাই, কেবল একমাত্র পরম সৎ পরমাত্মাই আছেন, একথা সত্য নহে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন;—যথেত্যাদি। যেমন রজ্জুর স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান থাকিলে, সেই রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে সেই অজ্ঞানজাত সর্পের জ্ঞান করে। কেন করে? না,—তাহার অনবধানতা প্রভৃতি দোষ আছে বলিয়া। আলোকের সহিত অন্ধকার মিশিয়া থাকায় কোনই বস্তু ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না, কতক কতক দেখা যাইতেছে এই মাত্র। তারপর পূর্ব্বে সে বহুবার সর্পের আকৃতিপ্রকৃতি দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সর্প কিরূপ? যেখানে যে রজ্জুতে সর্প দর্শন করিতেছে, সেখানে রজ্জুগাছিও সেইরূপ 'আঁকাবাঁকা'ভাবে থাকায় পূর্ব্বকাল জাত সর্পজ্ঞান জন্য সঞ্চিত সংস্কারের আবির্ভাব হইয়াছে; তাহার উপর সেত সাবধান নাই; সুতরাং রজ্জুকে রজ্জুরূপে না দেখিয়া সর্পরূপে দেখিয়া ফেলিয়াছে। এস্থলে যেমন অজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত রজ্জুরূপ আচ্ছাদিত হইয়া সর্পরূপের উদ্ভব ও জ্ঞান হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় সত্য আত্মার স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান। ('আমি আত্মাকে জানি না, দেখিতে পাই না' ইত্যাকার অজ্ঞান) থাকায় অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনারূপ দোষে অন্তঃকরণ দুষ্ট হওয়ায় সেই অজ্ঞান দ্বারা সেই অধিষ্ঠানেই বিবর্ত্তিত জগৎকে জানিয়া ফেলে, এ যে জগৎ। ইহা দ্বারা এই

ড়ক্তং ভবতি, স্বষ্টিবাক্যানাং তাৎপর্য্যেণাদ্বৈত পর্য্যবসায়িতয়া প্রসিদ্ধমতৎ পরার্থ-মাদদ্বৈব যোগস্তোক্তুরব্যাহতত্বাং ন প্রাবৃত্ত সদিতি। ৬॥

কথিত হইল যে, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্ম। তবে এই জগৎ বহুকাল ধরিয়া এইরূপ দেখা যাইতেছে বলিয়া পাছে জগৎকে লোকে সত্য বলিয়াই ধারণা করিয়া ফেলে, সেইজন্য সেই ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি যেরূপে হয়, তাহা দেখাইয়া আবার বলা হইয়াছে, যদিও বলা গেল ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি; কিন্তু তাহা হইলেও সে কথা সত্য নহে, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, তাহাতে জগতের কোনই সম্পর্ক নাই। ইহাদ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণই করা হইল; কারণ, একবার বলা হইল, ব্রহ্মে জগৎ আছে; আবার বলা হইল, ব্রহ্মে জগৎ নাই; এখন বিচার্য্য এই যে, যেটিকে অধিকরণ বলা হইয়াছে, সেটি প্রকৃত অধি-করণ নহে, এবং অন্য কিছু অধিকরণও নাই, একপ বস্তু সত্য, কি মিথ্যা? বিচারে স্থির হয়, সত্য নহে, মিথ্যা। কেন, না, সর্প রজ্জুতে আছে, ইহা এক-বার জ্ঞান হওয়ায় রজ্জুতে সর্প দেখা গিয়াছে, তখন বুঝিতে পারা গিয়াছে, অজ্ঞাত রজ্জুই সর্পের অধিকরণ; কিন্তু আলোক দ্বারা দেখা গেল, সেটা রজ্জু, সর্প নহে। তখন স্থির হইল, পূর্ব্বে যাহাকে অধিকরণ বলা গিয়াছে, এখন দেখা গেল সেটা তাহার অধিকরণ নহে; সুতরাং অধিকরণ বলিয়া জ্ঞায়মান যে কোন পদার্থে যদি আধেয়ের অভাব লক্ষিত হয়, তবে সে আধেয় মিথ্যা ব্যতীত সত্য হইতে পারে না; সেইরূপ এই জগতের অধিকরণ বলিয়া জ্ঞায়মান ব্রহ্মে এ জগতের চিরকালই অভাব আছে; অতএব এজগৎও মিথ্যা ব্যতীত সত্য হইতে পারে না। তবেই সেই অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্রই সত্য, আর কিছুই সত্য নহে ইহা প্রতিপাদন করা হইল। ইহা পরমর্ষি পতঞ্জলির জানা থাকিলেও যোগ বলিতে হইলে ত একটা প্রসিদ্ধ বস্তুর অবলম্বন করা উচিত; নতুবা যোগশাস্ত্র কি করিয়া বলা হয়? এইজন্য লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থের আশ্রয় লইয়া পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার প্রতিপাদ্য যোগ-অংশের কোনই ব্যাঘাত হয় নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, বিচারস্থলে অতিনিপুণ পণ্ডিত বিপক্ষের মতে প্রবিষ্ট হইয়াও নিজ বক্তব্য বলিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধিও হয়। ইহাকে অভ্যুপগমবাদ বলে। তাহাতে কোনরূপ ক্ষতি হয় না। পত-ঞ্জলিও সেইরূপ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন; সুতরাং তিনি পরিণামবাদ আশ্রয়

রজ্জুখণ্ডে পরিজ্ঞাতে সর্পরূপং ন তিষ্ঠতি। অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চে শূন্যতাং গতে। দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ-প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ। ৭॥

উপসংহরতি। রজ্জুখণ্ড ইত্যাদি। যথা রজ্জুখণ্ডে রজ্জুতত্ত্বেঽধিষ্ঠানে পরিজ্ঞাতে স্ফুটালোকাদিনা পরীক্ষ্য সাক্ষাৎকৃতে রজ্জুরয়ং ন সর্প ইতি-সর্পরূপং বিবর্ত্তীভূতমজ্ঞানবৃত্ত্যারূঢ়মসদ্বস্তু ন তিষ্ঠতি অভিমতেঽধিকরণে অভাব প্রতিযোগী ভবতি, অধিষ্ঠানে তথাত্মনি জ্ঞাতে প্রতিস্বোপাদানাজ্ঞানস্য বাধিতত্বাত্তন্তুদাহে পটইব প্রপঞ্চে শূন্যতাংগতে বাধিতে সতি, দেহস্যাপি প্রারব্ধাদেরপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেন প্রপঞ্চস্য ধর্ম্মানপায়াৎ, প্রারব্ধস্যাবস্থিতিঃ কুতঃ কস্মিন্নধিষ্ঠানে ভবতি? নাস্ত্যস্যাভিমতমধিষ্ঠানমেকং, যত্রাবতিষ্ঠেতে ইত্যর্থঃ। ৭।

করিয়াছেন বলিয়া যে জগৎ পারিণামি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, ইহা বলা নিতান্ত মূর্খতা। অতএব এজগৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইলেও যে শাস্ত্রানুসারে সত্য বলিতে যাইবে, সেই শাস্ত্রই বলিতেছেন, এজগৎ সত্য নহে, মিথ্যা। যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে জগতের সত্যত্বাসত্যত্ব নির্ণয় করিতে হইবে, তখন শেষ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় স্বীকার্য্য যে, জগৎ প্রকৃতিজাত বলিয়াই মিথ্যা। ৬॥

এই কথার উপসংহার করিতেছেন, রজ্জুখণ্ড ইত্যাদি। যেমন পরিস্ফুট আলোকাদি লইয়া পরীক্ষাদ্বারা এটা রজ্জু, সর্প নয়, ইত্যাকারে, জ্ঞায়মান সর্পের অধিষ্ঠান ভূত রজ্জুখণ্ডে রজ্জুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে, অজ্ঞান দ্বারা বিবর্ত্তিত, অজ্ঞান বৃত্তিদ্বারা জ্ঞাত অসদ্বস্তু সর্পরূপ থাকে না, বা অভিমত অধিকরণে অভাবের প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান আত্মাও যোগলোক দ্বারা উত্তমরূপে সাক্ষাৎকৃত হইলে পর জগতের একমাত্র কারণ অজ্ঞানের বাধ হইয়া যায়; সুতরাং তন্তুরাজীর দাহ দ্বারা যেমন পটের দাহ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ মূলকরণ সেই অজ্ঞানে বাধ হওয়ায় তজ্জাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও বাধ হইয়া যায়। অতএব কার্য্য করণ সঙ্ঘাত দেহেন্দ্রিয়াদির ও তদাশ্রিত প্রারব্ধাদিরও প্রপঞ্চের অন্তর্গত বলিয়া বাধ হইয়া যায়। সেইজন্য কোন অধিষ্ঠানে, বা কোন অধিকরণে প্রারব্ধের অবস্থান হইবে? উহার অধিকরণ হইতে পারে, এরূপ একটি বস্তু তখন নাথাকায় আর প্রারব্ধের অবস্থান অসম্ভব। এস্থলে জানিতে হইবে, যেমন রজ্জুতত্ত্ব সাক্ষাৎ

অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারব্ধমিতি চোচ্যতে। ৮ ॥

তর্হি কথং প্রারব্ধাদি প্রতিপাদকং শাস্ত্রম্? ইত্যত আহ অজ্ঞানেত্যাদি। অজ্ঞানানাং হি জনানাংবোধার্থং তেঽধি কুর্ব্বন্তি সাধুচরণানি কর্ত্তুং কর্ম্মাণি; ন তু কপূয়চরণানি, তেষাং যত্র কুত্রাপি কষ্টায়াস্তৃতীয়ায়া অধোগতে র্হেতুত্বাৎ, প্রারব্ধ ক্ষয়েঽপর প্রারব্ধান্তরেণ জন্মান্তরস্য দুষ্পরীহারত্বাদিত্যেবং প্রারব্ধমিতি, জন্মান্তরমিতি, সাধুচরণানীতি, কপূয়চরণানীতি, স্বর্গতিরিতি, নারকীয়াপিগতিরিত্যেবমাদি চ শাস্ত্রেণোচ্যতে প্রবৃত্ত্যা নিবৃত্তিমানেতুম্। ন হ্যতৎপরমপি শাস্ত্রংতত্র প্রমাণং; তথাচ সতি, অর্থবাদবাক্যানামপি স্বার্থে প্রামাণ্য মাপদ্যেত। অতএবাবিচালনীয়ত্বমুক্তং গীতাদিষু;—

"তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।" ইতি।

অজ্ঞানসংখ্যো হি যথাশাস্ত্রমধিকারে প্রবর্ত্ততামিতি। ৮ ॥

কারের সঙ্গে সঙ্গেই সর্পজ্ঞান জন্য ভয় কম্পাদির শেষ হয় সেইরূপ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রপঞ্চজ্ঞান জন্য নানারূপ ব্যবহারাদিরও শেষ হইয়া যায় ॥ ৭ ॥

ভাল, তবে প্রারব্ধাদি প্রতিপাদক শাস্ত্র কেন? ইহার উত্তর করিবার জন্য বলিতেছেন;—অজ্ঞানেত্যাদি অজ্ঞান জনগণের বোধার্থ বলা হয় 'প্রারব্ধ' আছে। যাহারা অজ্ঞ, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ; তাহাদিগকে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করাইতে হইবে; সুতরাং আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের প্রথম সোপান যে কাম্যনিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিহার পূর্ব্বক নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা কর্ম, তাহাতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি লয়াইবার জন্য ঐ প্রারব্ধ কর্ম্মের কথা বলা হয়। বলা হয়, জন্মান্তর অবশ্য স্বীকার্য্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম করা হইয়াছে, তাহার ফল ভোগ ইহজন্মে কিছু করা হইল। আবার আগামী জন্মে যাইয়া কিছু ভোগ করিতে হইবে; সুতরাং যে সকল কর্ম্মের ফল মঙ্গলময়, সেই সকল কর্ম্ম করিতে সে অধিকারী। আর সে সকল কর্ম্মের ফল কষ্টময় অধোগতি; তাহার অনুষ্ঠানে সে অনধিকারী; কারণ, দুষ্কর্ম্ম করিলে জন্মান্তরে সেই কর্ম্ম প্রারব্ধরূপে কষ্টফল দিবে। জন্মান্তর দুষ্পরিহার্য্য। এইরূপে তাহাদিগের প্রথমসোপানে উঠাইতে পারিলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তাহারা উচ্চাঙ্গে

ততঃ কালবশাদেব প্রারব্ধে তু ক্ষয়ং গতে। ব্রহ্মপ্রণব-সন্ধানং নাদো জ্যোতির্ম্ময়ঃ শিবঃ। স্বয়মাবির্ভবেদাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব। ৯॥

ততশ্চ কালবশাদেব যাবদধিকারং সাধিকারইব চিত্তে প্রারব্ধে তস্য জন্ম জন্মনঃ ক্ষয়ং গতে বিলীনে সতি, বাচ্যেন ব্রহ্মণাসহ বাচকস্য প্রণবস্য সন্ধানং সন্ধিঃ ; কিং তৎ ? নাদঃ ; কথং সঃ ? জ্যোতির্ম্ময়ঃ স্বয়ম্প্রকাশাত্মা তুরীয়ঃ শিবঃ স্বয়মাবির্ভবেৎ, স্বয়ংস্ফুরেৎ ; ননু অসমুৎপন্নৈতাত্মা, মেঘাপায়ে অংশুমানিবাজ্ঞানাপায়ে গ্রীষ্মাগ্নৈগ্রৈবেয়কবৎ স্থিত এবেতি। ৯॥

আরূঢ় হইয়া পরিশেষে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে অধিকারী হইবে। এই জন্য প্রারব্ধ, জন্মান্তর, শুভ কর্ম্ম, অশুভকর্ম্ম, স্বর্গীয় গতি, নারকীয় গতি, ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা বলা হইয়াছে।' এ বলার উদ্দেশ্য প্রবৃত্তি দ্বারা নিবৃত্তির আনয়ন এ স্থলে বলিতে পার না যে, প্রবৃত্তি মার্গ ঠিক, নিবৃত্তিমার্গ কিছুই না ; কারণ রুচি দেখিয়া অস্পষ্ট বিধির সাহায্যে কুপথ্য খাইতে বলিয়া স্পষ্টভাবে নিষেধ করিতে বহু বৃদ্ধ বৈদ্যকে দেখা যায়। সেখানে যেমন কুপথ্য ভোজনের বিধানটা নিবৃত্তির জন্য করা হয়, এখানেও ঠিক সেইরূপ নিবৃত্তি করাইবার জন্য প্রবৃত্তিতে অনুমতি করা হইয়াছে ; কিন্তু নিবৃত্তিই প্রকৃত অর্থ, প্রবৃত্তিটা প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে। এখন প্রবৃত্তিমার্গে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না থাকিলেও যদি শাস্ত্রকে সেই মার্গের প্রমাণ বলা হয়, তাহা হইলে অর্থবাদ বাক্যরাজীর ও স্বার্থে প্রামাণ্য থাকার আপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা কেহই স্বীকার করে না। এই জন্য ঐ অজ্ঞানজনগণকে বিচলিত করিতে গীতাদিশাস্ত্রে নিষেধ করা হইয়াছে। কৃৎস্নবিৎ ব্যক্তি অকৃৎস্নবিদ্‌দিগকে বিচলিত করিবে না। তাহা হইলে তাহারা অন্ধবিশ্বাসী হইয়া যেমন অধিকার, ঠিক সেইরূপেই, অবিচলিতভাবে স্বাধিকারে প্রবর্ত্তিত হইবে। এই জন্যই বিচলিত করা নিষিদ্ধ। তাহা হইলে বুঝিলে শাস্ত্রে কেন প্রারব্ধাদির প্রতিপাদন করা হইয়াছে॥ ৮॥

তাহা হইলে, প্রারব্ধের যেমন অধিকার, চিত্তের যেরূপ অধিকার ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করা, এবং সেই অধিকার সম্পাদন করা হইলে যেমন আপনা আপনি বিলীন হয়, সেইরূপ এই জন্মের প্রারব্ধ কর্ম্মই বিজ্ঞানোদয়ের পর বিলী

সিদ্ধাসনে স্থিতো যোগী মুদ্রাং সন্ধায় বৈষ্ণবীম্। শৃণুয়া-দ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং সদা। ১০ ॥

মাত্রায়াং ধারণা কর্ত্তব্যেত্যুক্তং সফলং, ন তু সপরিকরম্, স ইদানীং বক্তব্যঃ। তদুচ্যতে সিদ্ধাসনে ইত্যাদি। সিদ্ধাসন নামকে খল্বাসনে স্থিত উপবিষ্টঃ; যদাহ পতঞ্জলিঃ;—স্থিরসুখমাসনম্।" ইতি। যস্মিন্নাসীনস্য স্থিরং সুখং স্যাৎ, তাদৃশ মাসনং কৃত্বোপবিশেৎ। যোগী যোগাঙ্গানাং যমনিয়ম প্রাণায়াম প্রত্যাহারাণামনু-ষ্ঠাতা মুদ্রামাকারং স্বরূপং, মুদং নিরবচ্ছিন্নমানন্দং রাতি যেতি বা, মুদ্রয়তি সঙ্কোচ-য়তি অবিদ্যামিয়মিতি বা, সন্ধায় অভিন্নত্বে সন্ধিং কৃত্বা প্রণবেন বাচকত্বাৎ; কস্য? বিষ্ণোরিমাং ব্যাপ্তিশালিনীং সর্ব্বজ্ঞাং সর্ব্বস্রষ্ট্রীং সর্ব্বশক্তিং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বরূপাং চিন্মূর্ত্তিমানন্দময়ীং চিত্তে সন্ধার্য্য শৃণুয়াৎ দক্ষিণ এব কর্ণে; ন তু বামে; কিং? নাদং প্রণবমাত্রোত্থং; কথম্? অন্তর্গতং প্রবিষ্টং একতানতাখ্যং সদেতি। ১০ ॥

লইয়া গেলে, বাচ্য প্রণবের সহিত বাচক প্রণবের সম্বন্ধ নাদ স্বয়ম্প্রকাশাত্মা শিবস্বরূপে আপনা আপনিই পরিস্ফুরিত হয়। অবশ্য ছিল না, আবির্ভূত হইল, এরূপ নহে। যেমন মেঘ সরিয়া গেলেই জ্যোৎস্নাময় চন্দ্রের আবির্ভাবের ন্যায় অজ্ঞানরূপ আবরণের অপায়ে গ্রীবাস্থ গ্রৈবেয়কের ন্যায় যথা পূর্ব্বস্বরূপেই স্ফুরিত হয় ॥ ৯ ॥

মাত্রায় ধারণা করিতে হইবে, ইহা ফলের সহিত পূর্ব্বে বলিয়া আসা হইয়াছে কিন্তু তাহার পরিপাটি কিছুই বলা হয় নাই। এখন তাহা বলা হইতেছে;—সিদ্ধাসন ইত্যাদি। সিদ্ধাসন নামক আসনে উপবিষ্ট হইয়া। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন;—যে ভাবে বসিলে স্থিরভাবে সুখে উপবেশন করা হয়, তাহাকে আসন বলে। তাদৃশ আসন করিয়া উপবেশন করিবে। যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, ও প্রত্যাহার হইতেছে যোগে অঙ্গ। তাহার অনুষ্ঠানকারী বৈষ্ণবী মুদ্রার সন্ধান করিয়া মুদ্রা আকার স্বরূপ, অথবা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দকে মুদ বলে, সেই মুদকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দকে পোষণ করে যে, সেই আকৃতি, কিংবা মুদ্রিত করে সঙ্কুচিত করে অবিদ্যাকে যে সেই মুদ্রার সন্ধান করিয়া অভিন্নভাবে চিন্তা সম্বন্ধ করিয়া ঈশ্বরের বাচক প্রণব দ্বারা সেই বৈষ্ণবী মূর্ত্তির চিন্তা করিরা 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার চিন্তা করিয়া এই প্রণবের অর্থ ব্রহ্মই আমি হইতেছি, ইত্যাকার চিন্তা করিয়া বৈষ্ণবী মূর্ত্তি কিরূপ? না ব্যাপ্তিশালিনী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বস্রষ্ট্রী সর্ব্ব-

অভ্যস্যমানো নাদোঽয়ং বাহ্যমাবৃণুতে ধ্বনিঃ। পক্ষাদ্বিপক্ষমখিলং জিত্বা তুর্যপদং ব্রজেৎ। ১১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

গতো বিধিঃ, সাম্প্রতমতিদেশায় প্রবর্ত্ততোঽস্মিং মন্ত্রঃ,—অভ্যস্যমান ইতি। বাহ্যং বহিরুৎপদ্যমানং স্বকৃতাদন্যং নাদমাবৃণুতে মাধুর্য্যাৎ, ধ্বনিরুরঃ কণ্ঠাদ্যুৎপন্নোপাধিকঃ। পক্ষাৎ পক্ষং দক্ষিণমকারং জিত্বা পক্ষং বামমপি উকারমবজয়েৎ। অথ বিপক্ষং পক্ষাদ্বিশিষ্টং পুচ্ছং মকারং, ততোঽপ্যখিলমর্দ্ধমাত্রমমাত্রঞ্চ জিত্বাঽঽয়ত্তী কৃত্য তুর্য্যপদং তুর্য্যং চতুর্থং পদ্যং পদনীয়ত্বাদ্ ব্রজেৎ গচ্ছেৎ প্রবিশেত্তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি। ১১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শক্তি নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবা চিন্ময়ী আনন্দময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি চিত্তে সম্যক্‌রূপে ধারণা করিয়া উচ্চার্য্যমাণ প্রণবোত্থ নাদরাশি দক্ষিণ কর্ণে শ্রবণ করিবে, বামকর্ণে নহে। কিরূপে? দক্ষিণ কর্ণদিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট প্রণবোত্থ নাদ রাশির শ্রবণ করিবে। ইহা সর্ব্বদার জন্যই ব্যবস্থেয়॥ ১০ ॥

কিরূপে নাদের সাধনা করিবে। তাহার বিধান করা হইল। এখন অতি দেশের জন্য এই মন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে, অভ্যস্যমান ইত্যাদি। এইরূপে নাদের অভ্যাস করিতে থাকিলে, সেই নাদ ধ্বনি এই মধুর বলিয়া বোধ হইবে যে,বাহিরে অন্যের কৃত নাদকে আবৃত করিয়া ফেলিবে। নিজ কৃত নাদের মাধুর্য্য দ্বারা অন্যকৃত বাহ্যনাদের আর শ্রবণ করিবার স্পৃহা থাকিবে না। এইরূপে দৃঢ়ভাবে অভ্যাস দ্বারা দক্ষিণ পক্ষ অকারের জয় করিয়া, অর্থাৎ অকারের নাদ পূর্ণমাত্রায় অভ্যস্থ হইয়া গেলে, বাম পক্ষ যে উকার, তাহাকেও জয় করিবে, অর্থাৎ উকারের নাদ অভ্যাস করিবে। অনন্তর পুচ্ছস্থানীয় মকারের নাদ অভ্যাস করিরা, অর্দ্ধমাত্র নাদ, ও অমাত্র নাদ সম্পূর্ণ নাদের অভ্যাস করিয়া চৈতন্য চতুষ্টয়ের চতুর্থ, ও বাক্‌চতুষ্টয়েরও চতুর্থ যে সেই বিষ্ণুর পরমপদ, তাহা লাভ করিবে। শান্ত শিব চতুর্থ অদ্বৈত আত্মায় প্রবেশ করিয়া এক হইয়া যাইবে॥ ১১ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড।

অথ দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

শ্রূয়তে প্রথমাভ্যাসে নাদো নানাবিধো মহান্। বৰ্দ্ধমানে তথাভ্যাসে শ্রূয়তে সূক্ষ্মসূক্ষ্মতঃ। ১॥

আদৌ জলধিজীমূতভেরীনির্ঝরসম্ভবঃ।

প্রথমে খণ্ডে নাদমভ্যসেদিত্যুক্তম্। অভ্যস্যমানোনাদঃ কতমঃ কিয়াংশ্চ শ্রূয়ত ইতি বিবেক্তুং করুণয়া দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ প্রবৰ্ত্ততে। তত্র বৰ্ত্তমানভবিষ্যতোস্ত্রিধা কল্পয়ন্মন্ত্রবর্ণ আরম্ভ সমাপ্ত্যোরন্তরালং বিভাজ্যাহ;—আদবিতি। প্রথমাভ্যাসেঽবৰ্দ্ধমানরূপে নানাবিধঃ পৃথগ্রূপো মহান্ নাদঃ শ্রূয়তে। বৰ্দ্ধমানে চ তথা যেন প্রকারেণ, যমুপদিশন্তি দেশিকাঃ, সত্যভ্যাসে শ্রূয়তে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম ইতি। ১॥

আদৌ কথিতং মহান্তমাহ;—আদাবিতি। জলধিঃ সমুদ্রঃ, জীমূতো মেঘঃ,

গত দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমখণ্ডে বলা হইয়াছে, নাদের অভ্যাস করিবে। তাহাতে নাদের স্বরূপ বর্ণনা করা হয় নাই। যে নাদের অভ্যাস করিতে হইবে সে নাদ কিরূপ, ও কত প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়, দয়া করিয়া শ্রুতি তাহারই বিবেচনা করিবার জন্য এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবৃত্তি করিতেছেন। সেই নাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। নাদ যখন আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন বিশেষ কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না; এবং যখন সমাপ্তি হইয়া যায় তখনও কিছু বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। এই উভয় অবস্থার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত কালে নানাবিধ আকারে নাদ শ্রবণ গোচর হয়; সুতরাং এই কালকে বিভাগ করিয়া বলা আবশ্যক। এই কালের প্রথমতঃ দুইটি ভাগ;—প্রথম বর্ত্তমান কাল, দ্বিতীয় ভবিষ্যৎকাল। এই দুই কালের আবার তিনটি ভাগ করা হয়; প্রথম অবস্থাকে আদি, দ্বিতীয় অবস্থার মধ্য ও তৃতীয় অবস্থাকে অন্ত বলা হয়। তন্মধ্যে নাদের আদি অবস্থায় যখন নাদের প্রথম অভ্যাসকরা যায়, তখন পৃথক্ পৃথক্ রূপ মহান্ নাদ শুনিতে পাওয়া যায়; তারপর সেই অভ্যাসকে বৰ্দ্ধমান, করিলে, মহান্ নাদ শুনিবার ও সূক্ষ্মনাদ শুনিবার, যে কোনও রূপ অভ্যাসকে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিলে, যেমন মহান্, মহত্তর ও মহত্তম নাদ শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম নাদ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়॥ ১॥

মধ্যে মর্দ্দলশব্দাভো ঘণ্টাকাহলজস্তথা। ২॥
অন্তে তু কিঙ্কণীবংশবীণাভ্রমরনিস্বনঃ।

ভেরী পটহঃ, সতু প্রগল্‌ভাহতো মেঘমন্দ্রধ্বনিমপি তিরস্করোতি। নির্ঝরো দূরো পর্ব্বতমুৎসৃজ্য ভূমে জলপ্রপাতঃ, তৎসম্ভবঃ। মধ্যে মর্দ্দলশব্দকল্পঃ তথা ঘণ্টা প্রতীতা, কাহলো বৃহৎঢক্কা বা, কাড়েতি প্রসিদ্ধো বাদ্যযন্ত্র বিশেষঃ, যত্রাহন্যতে শরকাষ্ঠিকয়া। তচ্ছপ্রায় ইতি অন্যমনস্কোঽপি সাধকো ন ভয়ীত, তদর্থময়মুপদিশ্যতে। ২॥

কোমল কঠোরভাভ্যামভিনিবেশমপচ্ছেত্তুং দ্বয়ীহবা উক্তা। প্রিয়ধামানং রাগভঙ্গায় প্রোচ্যতেঽস্ত ইতি। অন্তে তু কিঙ্কিনী ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্তং কটিভূষণম্। বংশো বেণুঃ যেনকিল গোপ্যোবনে কৃষ্ণেনাকৃষ্টাঃ, গাবো যমুনাচ, বীনা প্রীতি-

নাদের আদি অবস্থায় মহান্ নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন, যেন অদূরে মহাসমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন হইতেছে, যেন নিকটেই মেঘের ভয়ঙ্কর গর্জ্জিতধ্বনি হইতেছে; সন্নিধিতেই যেন প্রকাণ্ড জয়ঢক্কা প্রশস্ততা সহকারে অতি ভীষণ ভাবে আহত হইতেছে, কিংবা অতিদূরে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভীমরবে গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে জল প্রপাত ভূমি তলে নিপতিত হইতেছে। মধ্য অবস্থায়ও প্রখর, তীক্ষ্ণ ও কর্ণবিদারী নাদ শুনিতে পাওয়া যায়;—যেন হঠাৎ নিকটেই উত্তমভাবে মাদল বাজিতেছে; যেন সম্মুখের ঘণ্টা সমূহ পাগল হইয়া দ্রুতবেগে খরতরভাবে বাদিত হইতেছে; অথবা যেন অদূরে হঠাৎ কতকগুলি 'ডাগর কাড়া বা জগঝম্প বাজিয়া উঠিয়াছে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। সাধক নিজকর্ত্তব্য অভ্যাসে মনঃ স্থির করিয়া কার্য্য করিতে থাকিলে, সেই সময়ে হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নাদ শুনিতে পায়, তবে হঠাৎ গাছথেকে পড়ারমত' চমকিয়া উঠিতে পারে, এবং ভয়ে হয়ত 'আড়ষ্ট হইয়া হতজ্ঞান হইতেও পারে; কিন্তু যদি পূর্ব্বে জানিতে পারে যে, এ অবস্থাগুলি তাহাকে অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করিতে হইবে, এবং এই সকল অবস্থা অভ্যাসের সুচারু অনুষ্ঠান হওয়ার ফল তবে সে সেই সেই শব্দ শ্রবণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারিবে, এবং তদ্দ্বারা উৎসাহিত হইয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। এই জন্য এই সকল অবস্থার কথা খুলিয়া বলা হইতেছে॥ ২॥

ইতি নানাবিধা নাদাঃশ্রূয়ন্তে সূক্ষ্মসূক্ষ্মতঃ। ৩॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

চৈব পরাজিতভোগা সম্ভাবিতা অপি সমুৎসুকা যাং নিত্যমুপাসতে, তথা ভ্রমরশ্চ ভ্রাম্যন্ যো রৌতি যমধিকৃত্যাহ ;—

"মল্লিকামুকুলে ভাতি গুঞ্জন্ মত্ত মধুব্রতঃ।
প্রয়াণে পঞ্চবাণস্য শঙ্খমাপূরয়ন্নিব।" ইতি।

ভয়ঙ্কর কোমলভাব ও কঠোরভাবে সমুত্থিত নাদ শ্রবণ করিয়া সাধক ভয় পাইতে পারে বলিয়া সেই দুইটিকে একত্র করিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। এখন শেষ অবস্থায় সুমধুর ঝঙ্কারে আসক্তি জন্মিতে পারে। অতএব তাহার আকর্ষণ ব্যর্থ করিবার জন্য বলিতেছেন,—অন্ত ইত্যাদি। অভ্যাসের অন্ত অবস্থায় কিঙ্কিণী শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত বালকবালিকার কটিভূষণকে কিঙ্কিণী বলে। কিঙ্কিণীধ্বনি শুনিলে পাষাণহৃদয় পুরুষেরও স্নেহ-সমুদ্র উথলিয়া উঠে। বংশধ্বনি, বা বেণুনাদ, যে বংশীধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপযুবতিগণকে কুলে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া বনে আনয়ন করাইয়াছিলেন ; ধেনু সকল যে বংশী-নাদ শ্রবনের জন্য বনে সমুৎসুকভাবে চরিয়া বেড়াইত ; যে বংশীরব শ্রবণ করিতে যমুনাও উজান বহিতেছিল, সেইরূপ জগজ্জনমনোমোহন বংশীনাদ যেন অবি-দূরে হইতে থাকে বীণার ধ্বনিও প্রসিদ্ধ। যাহার মধুরঝঙ্কারে ভোগপরিতৃপ্ত সম্ভাবিত ব্যক্তিরাও মুগ্ধ হইয়া প্রত্যহ সেবা করিয়া থাকে। যেন অতি নিকটে বসিয়া বীণাপানি স্বয়ং বীণার মধুর মূর্চ্ছনাসহ-যোগে রাগরাগিণীর আলাপ করিতে-ছেন। রাগরাগিণীরা যেন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া কখনও নৃত্য করিতেছে, কখনও বিস্ময়ব্যঞ্জকভাবে ধীর-পদবিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা উৎকণ্ঠ সমুদ্দীপকভাবে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, যেন শ্রোতার চিত্ত কাড়িয়া লইতেছে যেন চারিদিকে আসক্তি, ভালবাসা, উৎকণ্ঠা, গাম্ভীর্য্য ও মধুরতার বিমিশ্রবৃষ্টি হইতেছে। এ অবস্থায় সাধকের সংযম অতীব আবশ্যক। সাধক যেন চিত্ত-টিকে হারাইয়া না ফেলে। আবার কখনও ভ্রমরের কল-গুঞ্জন শুনিতে পাওয়া যায়। যাহাকে অধিকার করিয়া ভাবুক কবিরা বলিতেছেন ;—স্নিগ্ধ মধুর

তেষাং নিস্বনইব নিস্বনঃ শ্রূয়তে। ইতোবং নানাবিধাঃ পৃথক্ পৃথক্ নাদাঃ শ্রূয়ন্তে সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মা। ৩॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। ২॥

সৌরভে মত্ত মধুকর গুঞ্জন করিতে করিতে মল্লিকা-মুকুলের উপর শোভা পাইতেছে। তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভনকর পঞ্চবিধ বাণ ফুলধনুতে সন্ধান করিয়া কামদেব পৃথিবীতলে যাত্রা করিয়াছেন জানাইবার জন্যই যেন শঙ্খ আপূরিত করিয়া বাজাইতেছে। বস্তুতঃ ভ্রমরের গুঞ্জন এতই মধুর ও মোহন যে, যদি কেহ সৌরভামোদিত নিভৃত কাননে একবার ভাবিত-চিত্তে শ্রবণ করে, তবে তাহার যে ভাবের অভাব আছে, তখনই সেইভাব পূরণার্থ স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিবে। অবসর পাইলে কামদেব বাণের সার্থকতা করিতে ছাড়েন না; সুতরাং সাবধান, সে সময়ে নিজের গন্তব্য পথ ভুলিলে চলিবে না। উহার প্রতি আসক্তি করা হইবে না। যদিও এই সময়ে আসক্তি, অনুরাগ, বা ভালবাসার চিরবদ্ধ অর্গল আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, যদিও এই সময়ে প্রেম-সমুদ্রে প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত ঘোরতর তুফান ডাকিতে থাকে, তথাপি ধীরতাসহকারে সে ভাব সকল অতীত করিতে হইবে। এ সময় একটী পতনের অবিসম্বাদী অবস্থা, ইহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই সময়ে এইরূপ নানাবিধ আকারের নাদ সকল শ্রুতিগোচর হইতে থাকে। ৩॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড। ২॥

অথ তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

মহতি শ্রূয়মাণে তু মহাভের্য্যাদিকধ্বনৌ । তত্র সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং নাদমেব পরামৃশেৎ । ১ ॥

এবং ব্রহ্মণ উপাধিং স্থূলং ধ্বনিং নাদরূপমবস্থাভেদাদ্ভিন্নমিব ভাসমান মভিধায়, তস্মিন্বর্দ্ধমানেঽভ্যাসেন স্থূলস্য সূক্ষ্মক্রমোৎপাদনিয়মাৎ স্থূলে সূক্ষ্মস্য তস্য শ্রবণং ফল মনূদ্য কর্ত্তব্যতাং ব্যধাৎ। ইদানীং "ব্যতিহারং বিশিংসন্তিহীতরবদি" ত্যধিকরণং ব্যবহরতি খণ্ডেঽস্মিন্ তৃতীয়ে,—মহতীত্যাদি। মাত্রয়া নাদমভ্যস্যমানো যোগী মহান্তং মহাভের্য্যাদিকধ্বনিং যদি শৃণুয়াৎ, তত্র তর্হি প্রথমতঃ সূক্ষ্মং নাদং শ্রোতুমভ্যসেৎ; তত্র স্থিরপদং লভমানঃ সূক্ষ্মতরমভ্যসেৎ; তত্রাপি স্থিরপদং লব্ধা সূক্ষ্মতমমেব নাদং পরামৃশেৎ। অত্রৈবকারোঽপ্যথোঽভিন্নক্রমঃ সমুচ্চায়কশ্চ । ১ ॥

এইরূপে অবস্থাভেদে যেন ভিন্নের ন্যায় ভাসমান হয়, যে পরব্রহ্মের উপাধি, নাদরূপ স্থূল ধ্বনি, তাহার স্বরূপ ও বিশেষ বিশেষ অবস্থা কীর্ত্তন করিয়া, বহু সূক্ষ্মশব্দ পুঞ্জীকৃত হইয়া স্থূল হয়, এইজন্য অভ্যাস দ্বারা তাহাকে বাড়াইয়া স্থূল করিবে, এবং সেই স্থূলনাদে সেই সূক্ষ্মনাদের শ্রবণ করিতে অভ্যাস করিবে। অনুবাদ করিয়া এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। এখন এই তৃতীয় খণ্ডে একটি অধিকরণের ব্যতিহার করা হইতেছে। ব্যতিহার শব্দে বিনিময়, অর্থাৎ স্থূল শ্রবণের মধ্যে সূক্ষ্ম শ্রবণ ও সূক্ষ্ম শ্রবণের মধ্যে স্থূল শ্রবণ করিতে অভ্যাস করিবে, এইরূপ পরস্পরাসক্ত বিনিময়কে ব্যতিহার বলা হয়। যেমন 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ, সোঽহমস্মি' বা অহং ব্রহ্মাস্মি, ব্রহ্মৈবাঽহমস্মি' অথবা 'তত্ত্বমসি, ত্বং তদসি' 'যে ঐ পুরুষ, সেই আমি', 'আমি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মই আমি' বা 'সেই তুমি, ও তুমি সে-ই' ইত্যাদি স্থলে প্রথম অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষরূপ বলিয়া অপ্রত্যক্ষের অপ্রত্যক্ষতার লোপ করা হইল, আবার সগুণ পরিচ্ছিন্নকে নির্গুণ ও অপরিচ্ছিন্ন মুক্ত বলা হইল, এবং তদ্দ্বারা পরস্পরের কথঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ কল্পিত দোষ নিরাকৃত করিয়া উভয়কেই নির্দ্দোষ মুক্ত ও এক বলা হইল, সেইরূপ স্থূলকে সূক্ষ্মভাবে শুনিতে বলায় স্থূলের স্থূলত্ব দোষ দূর করা হইতেছে, এবং সূক্ষ্মকে স্থূলভাবে শুনিতে বলায় সূক্ষ্মের অপ্রত্যক্ষতা ও অনস্থিত্ব দোষ খণ্ডন করিয়া এক নিরতিশয় নিত্য-

ঘনমুৎসৃজ্য বা সূক্ষ্মে সূক্ষ্মমুৎসৃজ্য বা ঘনে। রমমাণমপি ক্ষিপ্তং মনো নান্যত্র চালয়েৎ। ২॥

ব্যতিহরতি ঘনমিত্যাদিনা। ঘনং গাঢ়ং, বহুপ্রশ্বাসেনোচার্য্যমানানাং নাদানামেকরাশীকৃতং মহান্তং নাদমুৎসৃজ্য—সূক্ষ্মত্বেন পরামৃশ্যমানং মহান্তং নাদং পরিত্যজ্য, পুনরপি তস্মিন্নেব সূক্ষ্মে নাদে ঘনং বিস্তার বহুলং গাঢ়ং পরামৃশেৎ, বিধিদ্বয়মেকো বার্থঃ। অথ তস্মিন্ পুণরন্যথা বিদধাতি, সূক্ষ্মমিতি। ঘনত্বেন পরামৃশ্যমানং তং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মাকারং পরিহৃত্য লব্ধপদো যোগী পুনরপি তস্মিন্ ঘনায়িতে ঘনং যাবদায়ামং পরামৃশেদিত্যেব। এবং ঘনতরমুৎসৃজ্য বা সূক্ষ্মতরে, সূক্ষ্মতরমুৎসৃজ্য বা ঘনতরে। তথা ঘনতম মুৎসৃজ্য বা সূক্ষ্মতমে, সূক্ষ্মতম মুৎসৃজ্য বা ঘনতমে। সমুচ্চায়কো ভিন্নক্রমোঽপি, ঘনেঽপীতি দ্রষ্টব্যম্। তত্র রমমাণং ক্ষিপ্তং সদন্য

নাদ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আদেশ করা হইতেছে ;—মহতীত্যাদি। মাত্রানুসারে যোগী নাদের অভ্যাস করিতেছে বলিয়া যদি মহাভেরী প্রভৃতির মহানাদ শুনিতে পায়, তবে তৎক্ষণাৎ সেই মহানাদের মধ্যে মহানাদের নিদান সূক্ষ্মনাদ শুনিতে অভ্যাস করিবে। তাহার অভ্যাস করা ঠিক হইলে, সেই সূক্ষ্মনাদেরও কারণ সূক্ষ্মতর নাদ শুনিতে অভ্যাস করিবে। আবার তাহার অভ্যাস করা ঠিক হইলে সেই সূক্ষ্মতরনাদের মূলকারণ সূক্ষ্মতম নাদের শ্রবণ করিতে অভ্যাস করিবে। এই মন্ত্রে যে অপিশব্দ আছে. তাহা যেস্থানে আছে, সেই স্থানে আসিয়াই সূক্ষ্মতমনাদের সমুচ্চয়রূপ অর্থ প্রকাশ করিবে। ১॥

ঐ ব্যতিহার স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—'মনস্' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা। ঘন—গাঢ়, অর্থাৎ বহুপ্রাস দ্বারা উচ্চার্য্যমান নাদ সকলের একটা গাদা আর কি। তাহা মহান্নাদ। সেই মহান্নাদকে পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ যে মহান্নাদকে সূক্ষ্মরূপে শ্রবণ করিতে অভ্যাস করা হইয়াছে, তাদৃশ ঘননাদ পরিত্যাগ করিয়া, যে সূক্ষ্মরূপের অভ্যাস করা হইয়াছে, সেই সূক্ষ্মনাদে বিস্তার বহুল গাঢ় স্থূলনাদ আবার শুনিবার জন্য অভ্যাস করিবে। এই মন্ত্রে এই হইল এক প্রকার ব্যতিহার করিবার বিধান। বাশব্দ দ্বারা এই একটা প্রকার বলা হইল। আর দ্বিতীয় বাশব্দ দ্বারা অন্য প্রকার বিধান করা হইতেছে ;—সেই সূক্ষ্মনাদকে স্থূলরূপে শুনিতে অভ্যাস করিয়া স্থূলরূপে শুনিতে পাইলে, এবং তাহাতে স্থৈর্য্য

স্মাদাকৃষ্য স্থূতামিবান্যস্যাশ্চতুষ্পাঠ্যাঃ; নতু ক্ষিপ্তং রজসা দৈত্যাদানবাদীনাং যথা। কস্মাৎ? দমোঽভ্যস্ত ইতি যোগ্যতাঽঽপাদিতা। যোগ্যঃ কৃত ইতি; যথা দান্তোঽয়ং বৃষভ যুবা, হলশকটাদি বহনযোগ্যঃ কৃত ইতি। অথ ক্ষিপ্তমেব কস্মান্ন ভবতি? অভবিষ্যৎ, যদ্যপাবয়িষ্যৎ স্বরপাঠ্যপি বেদ মধীতুং। সচ কথম? অযোগ্যত্বাৎ; নহিতস্য জাতা যোগ্যতা নাম শক্তি সহচরী, যয়া শক্তোঽপারয়িষ্যৎ। তস্মাৎ প্রক্ষিপ্তমর্থং। কিং? মনঃ। মনঃ কস্মাৎ? মন্যতেঃ। মননং কুর্ব্বচ্চিত্তং নান্যত্র বিষয় প্রদেশে চালয়েদিচ্ছয়া। জয়েন জনকশ্চান্যত ইতি গর্হা ভবতি। তস্মাত্তত্রৈব বিরাময়েৎ। ২॥

জন্মিলে সেই সূক্ষ্মাকার পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থূলায়িত স্থূলনাদের আবার অভ্যাস করিবে। এইরূপ ঘনতরের ঘনতররূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মতররূপের অভ্যাস করিবে। আবার সূক্ষ্মতরের সূক্ষ্মতর রূপ পরিত্যাগ করিয়া লঘুতর রূপের অভ্যাস করিবে। আবার স্থূলতমের স্থূলতমরূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মতমরূপ অভ্যাস করিবে, এবং সূক্ষ্মতমের সূক্ষ্মতমরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্থূলতমরূপ অভ্যাস করিবে। এই মন্ত্রে যে অপিকার আছে, তাহার অর্থ সমুচ্চয় করা এবং তাহার স্থান 'ঘনে' পদের পর, অর্থাৎ স্থূল শব্দেও ইহা একটু নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে হইবে। পরিত্যাজ্য শব্দ হইতে আকর্ষণ করিয়া গ্রাহ্য শব্দে নিক্ষিপ্ত হইয়া চিত্ত রমণ করিতে থাকিলে পর আর ইচ্ছা করিয়া চালিত করিবে না। যেমন পুত্রকে পরিত্যাজ্য পাঠশালা হইতে আনিয়া গ্রাহ্য পাঠশালায় শিক্ষার্থ নিক্ষেপ করা হয়, সেইরূপে নিক্ষেপ করিলে, চিত্ত যদি তথায় রমণ করে। এই ক্ষিপ্ত শব্দে রজোগুণ দ্বারা হিতাহিত ও সুখ দুঃখ বিবেচনা না করিয়া বিরুদ্ধ কৃত্যেও বিক্ষিপ্ত; যেমন দৈত্যদানবাদির চিত্ত হিতাহিত ও ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া, সেটি বিরুদ্ধ হইলেও আপাতপ্রাপ্ত বিষয়েরই সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত, সেরূপ বিক্ষিপ্তাবস্থা বা ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত চিত্ত, এরূপ অর্থ করিলে চলিবে না। কেন? না ইহার পূর্ব্বে যোগাদি দম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে দান্ত করা হইয়াছে। চিত্তের যোগ্যতা সম্পাদন করা হইয়াছে। চিত্ত যোগ্য হইয়াছে। যেমন এই জোয়ান বৃষভটিকে দান্ত করা হইয়াছে বলিলে লোক বুঝিয়া থাকে, বৃষভটি লাঙ্গল ও শকটাদি বহন করিবার যোগ্য হইয়াছে, সেইরূপ চিত্তকে পূর্ব্বে দান্ত করা হইয়াছে, চিত্ত এইরূপ অভ্যাস করিবার যোগ্য হইয়াছে।

যত্র কুত্রাপি বা নাদে লগতি প্রথমং মনঃ। তত্র তত্র স্থিরীভূত্বা তেন সার্দ্ধং বিলীয়তে। ৩॥

এবঞ্চ কিংস্যাদিত্যাহ ;—যত্রেত্যাদিনা তৃতীয় মন্ত্রেণ। লগতি সজ্জতে প্রথমং স্বয়ম্প্রবৃত্তং সৎ। প্রাগস্থিরোঽপি সন্ তত্রকালে তত্র যত্র-কুত্রাপি স্বকৃতে বা,

---

থাক্ সে কথা, ক্ষিপ্ত শব্দে বিক্ষিপ্ত অর্থই বা কেন না হইবে? হাঁ সেরূপ অর্থ করিতে পারা যাইত, সেরূপ অর্থ হইত, যদি দেখা যাইত স্বরবর্ণ মাত্র পাঠকারী শিশু বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে; কেন সে পারে না? না,—তাহার যোগ্যতা নাই, সেই জন্য; শক্তিকে সাহায্য করে যে যোগ্যতা, তাহা তাহার জন্মায় নাই, যাহা হইলে স্বরপাঠী শিশুও বেদাধ্যয়ন করিতে পারিত। সেই জন্য যোগ্যতা সম্পাদন করিতে হয়। যোগ্যতা সম্পন্ন হইলে স্বচ্ছন্দে পাঠ করিতে পারে, করিয়াও থাকে। অতএব ক্ষিপ্ত শব্দে নিক্ষিপ্ত অর্থ বুঝিতে হইবে কিন্তু বিক্ষিপ্ত অর্থ বুঝিলে চলিবে না। কে নিক্ষিপ্ত হইয়া রমণ করিল? মনঃ। মনঃ কি করিয়া হইল। না, মননার্থক মন ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইল। তাহার অর্থ মনন করিতে পটু যে চিত্ত। যে চিত্ত উহ ও অপোহ করিয়া উপপত্তি ও অনুপপত্তির বিচার দ্বারা বিষয় নির্ব্বাচন করিতে পারে, তাহাকে মনঃ শব্দে কীর্ত্তন করা হয়। সেই মনকে ইচ্ছা করিয়া অন্য বিষয় প্রদেশে পরিচালিত করিবেনা। কেন? না, ইচ্ছা হইতেছে মনের ধর্ম্ম পুত্র স্থানীয়। যদি ইচ্ছাদ্বারা মনঃ চালিত হয়, তবে যেমন পুত্রদ্বারা পিতা চালিত হইলে, পিতার নিন্দা হয় 'ওব্যাটাছেলের মতে চলে', সেইরূপ নিন্দা হইতে পারে, সামান্য ইচ্ছা দ্বারা উহার চিত্ত চালিত হয়, ও যথেচ্ছাচারী। অতএব মনঃ যাহাতে রমণ করিবে, তাহাতেই স্থাপন করিয়া করিবে॥ ২॥

এরূপ করিলে কি হইবে? তাহাই এই তৃতীয় মন্ত্রদ্বারা বলা হইতেছে;—'যত্র' ইত্যাদি দ্বারা। মনঃ প্রথমে যে কোনও নাদে আসক্ত হইবে, তাহা হইতে আকর্ষণ করিবে না; কারণ, মনঃ সেই সেই নাদে স্থাপিত হইলে, তাহাতে স্থৈর্য্য লাভ করিয়া তাহার সহিত লয় পাইতে পারে। অবশ্য স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে যাহাতে মনঃ আসক্ত হয়, মনোভাগ পূর্ব্বে অস্থির থাকিলেও সে সময়ে যে কোনও নাদে, নিজকৃতই হউক, আর পরকৃতই হউক, যে কোন নাদে, তা বাহ্য নাদেই

বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদে দুগ্ধাম্বুবন্মনঃ। একীভূয়াথ সহসা চিদাকাশে বিলীয়তে। ৪ ॥

পরব্রুতে বা নাদে বহির্বাম্ভর্ব্বা স্থূলে বা সূক্ষ্মে বা তত্রৈব স্থাপয়েৎ, তত্রৈব সংস্থাপয়েৎ, নতু চালয়েৎ। তথাচ তত্রৈব স্থিরী ভূত্বা তেন সহ বিলীয়েত তত্রান্তর্বড়শিবজ্জলতলে; তথৈদমর্থো হ্যভ্যাস ইতি। ৩ ॥

কথমেবমভ্যাসেৎ? জীবন্তোহি মাধ্যমিকাঃ প্রচরন্তি। তদর্থমাহ চতুর্থং মন্ত্রম্;—বিস্মৃত্যেতি। বিস্মৃত্য সকলং কলয়া সহিতং বাহ্যমাত্মভিন্নং ধর্ম্মিণং পদার্থনিচয়ং, নাদে দুগ্ধাম্বুবৎ মন এব কর্ত্তৃ একীভূয় প্রাক্ পৃথক্ ভূত্বাহপি; নতু ঘটমঠাকাশয়োরিব অর্থ তস্মাদুপাধেরুত্থায় সহসাহকস্মাদেব, নতু বিলম্বেন; কস্মাৎ? দর্পণকল্প-

---

হউক, আর অন্তর নাদেই হউক, স্থূল নাদেই হউক, বা সূক্ষ্ম নাদেই হউক, যে কোনও নাদে মনোভাগ আসক্ত হয় সেই নাদেই মনোভাগকে সংস্থাপিত করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে, মনোভাগ তাহাতে স্থির হইয়া, বড়শি যেমন জলের তলে যাইয়া বিলীন হয়, সেইরূপ সেই নাদের মধ্যে চিত্ত বিলীন হয়। বড়শি যেমন আমিষ সংগ্রহ করিবার জন্য জলতলে বিলীন হয়, সেইরূপ আনন্দ কন্দ সংগ্রহের জন্য মনও নাদের মধ্যে বিলয় হয়, নাদে মিলাইয়া যায়। এই মেলনরূপ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবার জন্যই অভ্যাস ॥ ৩ ॥

সে কি কথা, মিলিয়া যায়, মিলিয়াই যায়। জান, আমরা এখনও জীবিত আছি। আমরা শূন্যকে তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করি। শ্রুতি যে এই চিত্ত বিলয়ের কথা বলিলেন, ইহা ঠিকই বলিয়াছেন। যেমন নাদ ক্রমে শূন্যে পরিণত হয়, সেইরূপ সেই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তও শূন্যে পরিণত হইয়া যায়। এই হইল প্রকৃত অর্থ। বস্তুতঃ এইরূপই মাধ্যমিকগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। সেইরূপ মতি পাছে কাহারও হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া প্রকৃত বিলয় পদার্থ কি, তাহা বলিতেছেন চতুর্থ মন্ত্রদ্বারা 'বিস্মৃত্য' ইত্যাদি। সমস্ত বিশেষণের সহিত আত্মভিন্ন বাহ্য ধর্ম্মী পদার্থ নিচয়কে বিস্মৃত হইয়া, পূর্ব্বে পৃথক্ থাকিলেও জল ও দুগ্ধের ন্যায় নাদে মনঃ মিলিয়া যাইবে। অবশ্য ঘটাকাশও মঠাকাশের ন্যায় মিলিয়া যাইবে না। সূক্ষ্মতম নাদ পর্য্যন্ত যাইয়া পৌছিতে পারিলে, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ

উদাসীনস্ততো ভূত্বা সদাভ্যাসেন সংযমী। উন্মনীকারকং সদ্যো নাদমেবাবধারয়েৎ। ৫ ॥

বদব্যবধানত্বাদস্তোপাধেঃ। কিম্? চিদাকাশে কেবলে চৈতন্যমণ্ডলে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপে স্বস্মিন্নেবাভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণে বিলীয়তে আরোপকার্য্যাবস্থাং পরিহৃত্য কারণাবস্থামাতিষ্ঠতে। ৪ ॥

তস্মিন্ সতি সাধক উদাসীন ইতি। ততো মনস স্তাদৃশাবস্থালাভাদনন্তরং উদাসীন উদ্‌গম্য বিষয়েভ্যঃ কৃতাসন পরিগ্রহ ইতি নিঃসঙ্গতামুপরতি মাহ। সাচ তিতিক্ষামুপলক্ষয়তি। সংযমীতি "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা। তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্। তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ। তদেতত্রয়মেকত্র সংযম উচ্যতে তান্ত্রিকীয়ং পরিভাষেতি। তং নিত্যং যুনক্তি যঃ, স তথা। ভূত্বা সদা-

পাইয়া হঠাৎ নাদরূপ উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশে বিলীন হইবে। দর্পণ যেমন উপাধি হইলেও বিম্ব ও প্রতিবিম্বের প্রকৃত ভেদ ঘটাইয়া দেখায় না, সেই রূপ নাদও ব্রহ্মের ভেদকারী উপাধি নহে; সুতরাং নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত স্বভাব, নিরুপাধিক, সূত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে লূতার (মাকড়সা পোকার) ন্যায় নিজেই নিমিত্ত এবং নিজেই উপাদান, আকাশবৎ অসঙ্গ ও উদাসীন চৈতন্য মণ্ডলে যাইয়া সমুদ্রে নদীর ন্যায় নাম ও রূপ ডুবাইয়া ব্রহ্মই হইয়া যায়॥ ৪ ॥

মনঃ সেইরূপে অবস্থান করিলে পর, সাধক সকল প্রকার ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিবে। এই হইল নিঃসঙ্গভাব বা উপরতি। অবশ্য এ সময়ে শীত ও উষ্ণ, লাভ ও ক্ষতি, মান ও অপমান, সুখ ও দুঃখ, ইত্যাদি দ্বন্দ্বসমূহকে একাকারে গ্রহণ করিতে শিক্ষা পাইতে হইবে। আর সংযমী হইতে হইবে। একই সময়ে একই বিষয়ে ধারণা, ধ্যান, ও সমাধির অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে সংযম বলা যায়। কোনও একটা দেশে চিত্তের দৃঢ় ভাবে সংবন্ধ স্থাপনকে ধারণা বলা যায়। ধারণার বিষয় স্থির হইলে, সেই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যয়প্রবাহ পরিচালনা করাকে ধ্যান বলে। সেই ধ্যান যখন ধ্যানরূপে ভাসমান না হইয়া কেবল

সর্ব্বচিন্তাং সমুৎসৃজ্য সর্ব্বচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ। নাদমেবানুসংদধ্যান্নাদে চিত্তং বিলীয়তে নাদেচিত্তং বিলীয়তে। ৬ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ৩ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নাদবিন্দুপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ২ ॥

ভ্যাসেন সন্ততাভ্যাসেন। কোঽভ্যাসঃ? তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। সদা কথয় ? সতু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারা সেবিতো দৃঢভূমিরিতি। তেন সদ্যস্তৎক্ষণাৎ উন্মনীকারকং উৎসুকীকারকম্ ঔৎসুক্যবর্দ্ধকং নাদং অবধারয়েৎ নাদং মহ্যময়ং রোচত ইতি। একমবধার্য্যান্যমপি, ততোঽন্যমপি ইত্যেবম্ নাদস্যাস্যায়মনন্তরো নাদ ইতি যোগ এবোপাধ্যায়ঃ। কথম্? এবমুক্তম্ ;—

"যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে।
যোঽপ্রমাত্তস্তু যোগে স যোগে রমতে চিরম্॥" ইতি। ৫ ॥

ততঃ কিং? সর্ব্বচিন্তাং সমুৎসৃজ্যেতি মানসিকীং চেষ্টাং নিরুণদ্ধি। সর্ব্বচেষ্টা

বিষয়রূপে ভাসমান না হইয়া কেবল বিষয়রূপে ভাসমান হয়, তখনই তাহার সমাধিনাম দেওয়া হয়। কোনও একটি বিষয়ে এই তিনের অনুষ্ঠানকে সংযম বলা হয়। এটা শাস্ত্রে ব্যবহার করিবার জন্য একটা সংক্ষেপে নাম দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটির অনুষ্ঠান নিত্যই যে করে, সে সংযমী। এইরূপে সংযমী হইয়া, সদাভ্যাস নিরন্তরাভ্যাস দ্বারা। অভ্যাস কি ? না, সেই স্বরূপে অবস্থান করিবার জন্য যে যত্ন, বীর্য্য, উৎসাহ বা অঙ্গ সকলের বারবার অনুষ্ঠান, তাহাকে অভ্যাস বলা যায়। নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা কেন ? না, সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তরভাবে সৎকারের (ভক্তিশ্রদ্ধা ও আস্তিক্য বুদ্ধির) সহিত সেবা করিলে দৃঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। তদ্দ্বারা তখনই তখনই উন্মনীকারক ঔৎসুক্যবর্দ্ধক নাদের অবধারণ করিবে। কোন্ নাদ আমার রুচিকর, তাহা স্থির করিয়া আবার অন্য নাদ স্থির করিতে হইবে। এইরূপে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, ও সূক্ষ্মতম নাদের অভ্যাস করিবে। সূক্ষ্ম নাদের পর যে কোন্‌টি সূক্ষ্মতর, এবং তাহার পর যে কোন্‌টি সূক্ষ্মতম নাদ, তাহা বলিয়া দিবার গুরু নাই যদিও অন্য কেহ গুরু নাই, তথাপি সূক্ষ্মনাদ অভ্যস্ত হইলে, সেই গুরুর মহনীয় আসনে বসিয়া দেখাইয়া বা বুঝাইয়া দিবে যে, এইটি সূক্ষ্মতর ও

বিবর্জ্জিতঃ সর্ব্বাভিশ্চেষ্টাভি বিশেষেণ বর্জ্জিতস্ত্যক্ত ইতি চিন্তাত্যাগস্থাপাতফলমভি-হিতং। নাদময়ু সন্দধ্যাদ্। ব্রহ্মনাদং অনু প চাং সন্ধানং কুর্য্যাৎ চিত্তং যোজয়েৎ। কৃতে চৈতস্মিন্নাদে চিত্তং সবৃত্তিকং বিলীয়তে নিরুদ্ধঃ ভবতি। চিত্তবিলয়ে হি স্বরূপেঽবস্থানমিতি কৃতকৃত্যতাস্মাকম্। দ্বিরুক্তিরধ্যায় সমাপ্ত্যর্থম্। ইতি॥ ৬।

ইতি নাদবিন্দুপনিষদ্বৃত্তৌ তৃতীয়েখণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তোমার এখন গ্রহণীয়। ইহা উক্ত হইয়াছে; যোগ দ্বারা যোগ জ্ঞাতব্য। যোগ হইতেই যোগ প্রবর্ত্তিত হয়। যে যোগে অপ্রমত্ত সাবধান, চিরতরে যোগে রমণ করে। ইহা কিরূপে সম্ভবে? কেন অসম্ভব কিসে? সামান্য মাত্রায় উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি যখন প্রচুর মাত্রায় উপার্জ্জন করিতে থাকে, তখন যে সে কি প্রকার চালে চলিবে, তাহাকে বলিয়া দেয়? অবশ্য অবস্থাই বলিয়া দেয়, পূর্ব্ব চালের অবস্থা আর তখন তাহার পক্ষে সুশোভন নহে, তখন বড় চালই তাহার পক্ষে সুশোভন; সেইরূপ পূর্ব্ব অবস্থার জয় করা হইল, তখন সেই বিজিত অবস্থাই তাহাকে বুঝাইয়া দিবে, অগ্রসর হও, অগ্রের অবস্থায় যাও; সুতরাং ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই॥ ৫॥

তারপর কি? তারপর সর্ব্ববিধ চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার মানসিক চেষ্টার নিরোধ করিতে উপদেশ দেওয়া হইল সকল চেষ্টা পরি-ত্যাগ করিবে। ইহাদ্বারা চিন্তা পরিত্যাগের আপাত ফল বাহ্য চেষ্টা ত্যাগ বলা হইল। এই দুইটি করিয়া ব্রহ্ম নাদের অনুসন্ধান করিবে। যেমন মৃগয়া-শীল শর দ্বারা মৃগের অনুসন্ধান করে, সেইরূপ প্রণব ধনুতে আত্মশর যোজনা করিয়া ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া তন্ময় হইবে। আত্মা, প্রণব, নাদ ও ব্রহ্ম, এই চতুষ্টয়কে এক দৃষ্টিতে দেখিবে। এইরূপ করিলেই বৃত্তির সহিত চিত্তের বিলয় হইবে। চিত্ত নিরোধ হইলেই জীব স্বস্বরূপে অবস্থান করে। সেই ত আমাদিগের কৃত কৃত্যতা। শেষপাদের দ্বিরুক্তি অধ্যায়সমাপ্তির বিজ্ঞাপ-নার্থ॥ ৬॥

ইতি তৃতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

মকরন্দং পিবন্ ভৃঙ্গো গন্ধান্নাপেক্ষতে যথা।

"অন্তরিতো দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। তত্র চ নষ্টে তমসি সৌরালোকইব প্রারব্ধেতু ক্ষয়ং গতে" "স্বয়মাবির্ভবেদাত্মা" "অখিলং জিত্বা তূর্য্যপদং ব্রজেৎ।" "তেন সার্দ্ধং বিলীয়তে" "চিদাকাশে বিলীয়তে" "নাদ মেবাবধারয়েৎ" "নাদে চিত্তং বিলীয়তে" ইতি এবমাদিনা জীবতএব নাদযোগেন চিত্তবৃত্তি নিরোধং দর্শয়িত্বা স্বরূপে ইব-স্থান লক্ষণা জীবন্মুক্তির্দর্শিতা। তত্রাপি নাদস্পর্শেঽন্যান্যপি সাধনানি নাদা-ভ্যাসেনৈব মাত্রয়া স্পৃষ্টানীতি ন তেষাগ্রহঃ কার্য্য ইত্যুক্তং তৃতীয়মন্ত্রেণ "যত্র কুত্রাপি বা নাদে লগতি প্রথমং মনঃ।" ইত্যনেন। ইদানীং ফলাবস্থা দর্শ-য়িতব্যা। তদর্থং স্তুতিমুখেন মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে মকরন্দমিতি। মকরন্দং পুষ্পরসং

দ্বিতীয় অধ্যায় গত হইল। তাহাতে বলা হইল, যেমন অন্ধকার রাশিকে নষ্ট করিয়া সৌরালোক প্রোদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মজালের দাহ করিয়া আত্মা স্বয়ং আবির্ভূত হন। তদ্দ্বারা জীব সমস্ত নাদের সমস্ত মাত্রা জয় করিয়া তূর্য্যপাদ পায়। তাহার সহিত চিত্ত বিলীন হয়। চিদাকাশে চিত্ত বিলীন হইয়া যায়। নাদের অবধার করিবে। নাদে চিত্তের লয় হইয়া যায়। ইত্যেবমাদি বাক্য দ্বারা জীবিত ব্যক্তির নাদ যোগদ্বারা চিত্ত বৃত্তি নিরোধ দেখাইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থান লক্ষণা জীবন্মুক্তি দেখান হইয়াছে। সেই নাদ যোগদ্বারা নাদব্রহ্মের সংস্পর্শার্থ যোগশাস্ত্রোক্ত অন্যান্য অঙ্গ সকলের সামান্য মাত্রার উপযোগ আছে; সুতরাং অন্যান্য যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানার্থ বিশেষ আগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই, ইহা তৃতীয়মন্ত্র দ্বারা বলা হইয়াছে যে, মনঃ প্রথমতঃ যে কোন নাদে আসক্ত হইবে, তাহা হইতে মনকে ইতস্ততঃ চালিত করিবে না। এখন ফলের অবস্থা বলিতে হইবে। সেই জন্য নাদ যোগের

নাদাসক্তং সদা চিত্তং বিষয়ং ন হি কাঙ্ক্ষতে। ১ ॥
বদ্ধঃ সুনাদগন্ধেন সদ্যঃসংত্যক্তচাপলঃ।

মধুপিবন্ মত্তো ভৃঙ্গো গন্ধান্নাপেক্ষতে যথা এক তৃপ্তিকরান, তথা মাধুর্য্যময়ে নাদে আসক্তং সৎ স্তন্যপানা সক্তঃ শয়ানো মাতৃক্রোড়েঽভয়ে সদানন্দময়ে বালইব চিত্তং; চিত্তংকস্মাৎ? চেততেঃ, যদ্ধি চেততে মাত্রাভিঃ স্পর্শৈশ্চ, তদন্তঃকরণম্, সদা সর্ব্বস্মিন্নেব কালে স্পর্শাদন্যত্রাপি, বিষয়ং; বিষয়ঃ কস্মাৎ? বিষিষতেঃ, যে হি বিষিণ্বন্তি নিবধ্নন্তি স্বেন রূপেণ নিরূপণং কুর্ব্বন্তি তে শব্দাদয়ঃ; তং নৈব কাঙ্ক্ষতে আকাঙ্ক্ষতে ক্রীড়নকাদিবৎ। এবময়ং নাদস্পর্শো যৎ, বিষয়াকর্ষণং ন ভবতীতি কৈবকথা তৎপরিত্যাগস্য। ১ ॥

অন্যদপ্যাহ বদ্ধ ইতি। বদ্ধোগ্রথিতঃ প্রাপ্তাভেদ সংসর্গেঃ, সুনাদগন্ধেন শোভনেন নাদ সম্পর্কেন, সদ্যস্তৎক্ষণাৎ সন্ত্যক্তচাপলঃ রজস উদ্রেকাদ্বিষয়ান্তর

স্তুতি মুখে করিয়া এই তৃতীয় অধ্যায়ের মন্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে। 'মকরন্দম্' ইত্যাদি। যেমন সর্ব্বতৃপ্তিকর মকরন্দ পান করিয়া মত্তভৃঙ্গ একেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-কর গন্ধের আঘ্রাণের অপেক্ষা রাখে না, সেইরূপ মাধুর্য্যময় নাদে আসক্ত হইয়া, যেমন সদানন্দময়, সর্ব্বভীতি হর, জননীর ক্রোড়ে শয়ান শিশু স্তন্য পানে আসক্ত হইয়া মনোহর ক্রীড়নাদী মায়া একেবারে ভুলিয়া যায়, সেইরূপ চিত্ত; চিত্ত কি করিয়া? না, সংজ্ঞানার্থক চিত্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা বিষয় ও বিষয়যোগজাত ইন্দ্রিয় বৃত্তিদ্বারা চেতয়মান হয় তাহা অন্তঃ-করণ বিশেষ। সেই চিত্ত সকল সময়েই, নাদস্পর্শ কালে, এবং অস্পর্শ কালেও বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে না। বিষয় কি করিয়া হইল? না, নিবন্ধা-র্থক বিসি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহারা নিবদ্ধ করে, স্বীয় স্বীয় রূপদ্বারা জ্ঞানের নিরূপণ করে, এটা ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান নহে, এটা পটজ্ঞান ঘটজ্ঞান হইতে পারে না, ইত্যাকার ভেদ পূর্ব্বক জ্ঞানের ও একটা আকার ঘটাইয়া দেয়, তাহারা বিষয়, যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইত্যাদি। নাদ স্পর্শ এতই মধুর যে, বিষয়ের আকর্ষণ আর থাকে না। বিষয় পরিত্যাগের কথা আর কি বলিব ॥ ১ ॥

কেবল তাহাই নহে, আরও দেখ;—বদ্ধ ইত্যাদি। শোভন নাদ সম্পর্ক

নাদগ্রহণতশ্চিত্তমন্তরঙ্গভুজঙ্গমঃ। বিস্মৃত্য বিশ্বমেকাগ্রঃ কুত্রচিন্ন হি ধাবতি। ২ ॥

মনোমত্তগজেন্দ্রস্য বিষয়োদ্যানচারিণঃ।

'সঞ্চার রহিতঃ সন্ নাদ গ্রহণানন্তরং চিত্তং অন্তরঙ্গঃ আত্মীয়ো বন্ধুঃ, সহি অন্তরং সদৃশং গচ্ছতি, সইব ভুজঙ্গম সর্পং। অয়মর্থঃ. অত্যন্ত ক্রূরোঽপি সর্পো যথা ঝঙ্কার মধুর বীণানিক্কণাদিনা বদ্ধশ্চাঞ্চল্যং মুঞ্চতি নাদগ্রহণানন্তরমেবং চিত্তমপি চিরাৎ খলমপি নাদগ্রহণানন্তরং বিষয়ান্তর স্পর্শায় নৈব চঞ্চতি। অপিতু বিরতৌ পুনরুৎসুকী ভবতীতি। ন কেবল মিদমেব, বিস্মৃত্য বিশ্বমেকাগ্রঃ, একস্মিন্ নাদ এব আরমতি ইতি একাগ্রস্তন্ময়ঃ সন্ কুত্রাচিন্নহি ধাবতি বিষয় প্রদেশে, যদাসীদস্য প্রাণেব প্রিয় ইতি এবং খলু নাদগ্রহণস্য ঔদার্য্যং মাধুর্য্যঞ্চ। ২ ॥

অপিচ, মনএব মত্তগজেন্দ্রস্তস্য বিষয়া এব উদ্যানং, তৎ চরিতুং শীলমস্যেতি

দ্বারা বদ্ধ গ্রথিত হইয়া চাঞ্চল্য ত্যাগ করে। চিত্তে রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় সর্ব্বদা বিষয়ে সঞ্চরণ করে, কিন্তু সুমধুর নাদে মিশিয়া চিত্ত এতই মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, অন্যবিধ বিষয়ে আর সঞ্চরণ করে না। নাদ গ্রহণান্তর চিত্ত পোষিত সর্পের ন্যায় একাগ্রভাবে অবস্থান করে। কোনও বিষয় প্রদেশে ধাবিত হয় না। ভাব এই,—যেমন সর্প অত্যন্ত ক্রূর হইলেও ঝঙ্কার মধুর বীনা নিক্কণাদি শ্রবণ করিয়া, সে যে বিষধর, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না; কিন্তু সুস্থির ভাবে অবস্থান করিয়া বীণাঝঙ্কার শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ চিত্তও চিরকাল হইতে খলতা প্রকাশ করিয়া আসিলেও নাদের সুমধুর সংস্পর্শ হইবার পর বিষয়ান্তর স্পর্শ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না; বরং সর্ব্বদাই নাদ স্পর্শের সুখ অনুভব করিবার জন্য উৎকলিত ভাবে অবস্থান করে। নাদের বিরামকালে নিতান্তই উৎকণ্ঠিত হয়। কেবল তাহাই নহে, নিখিল ভোগসাধন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে আছে, তাহা ভুলিয়া যায়। একমাত্র নাদেই বিশ্রাম করিতে থাকে। একেবারে তন্ময় হইয়া, যাহা তাহার পূর্ব্বে অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সে সকল বিষয়ে আর রমণ করিতে ধাবিত হয় না। নাদের এমনই ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য ॥ ২ ॥

নিয়ামনসমর্থোঽয়ং নিনাদো নিশিতাঙ্কুশঃ। ৩॥
নাদোঽন্তরঙ্গসারঙ্গবন্ধনে বাগুরায়তে। ৪॥

গিনি, তথা ভূতস্য নিয়ামনে যথেচ্ছ প্রচারেভ্যো বৈমুখ্য সম্পাদনে সমর্থঃ কুশলঃ অয়ং প্রাগ্ দর্শিতো নিনাদ ইতি সাধারণোঽপি শব্দো নাদভূতঃ নিশিতাঙ্কুশ ইতি। অয়মর্থঃ, যঃ কশ্চিদারণ্যো মত্তোঽপি যথা গজরাজোঽঙ্কুশেন নিয়ম্যতে, তথা বিষয়চারি জাঙ্গলিকং মনোঽপি অনেন নাদেন নিয়ম্যত ইতি ন সাধনান্তরাপেক্ষা, যয়া খল্বনেক জন্মজন্মান্তরায়াস সম্পাদনীয় সাধনবত্যা চিরাদেব মনোনিয়মঃ সম্পাদ্যতে। এবমসৌ মহীয়ান্নাদঃ॥ ইতি। ৩॥

অপিচ, নাদোঽয়ং খল্বন্তরঙ্গ এব শারঙ্গো মৃগঃ, তস্য বন্ধন বিষয়ে বাগুরায়তে বাগুরা জালং, সেব আচরতি। যথা মৃগবন্ধনে বাগুরাপাশঃ সমর্থো মৃগয়ূনাং, তথাচৈবং সাধকানামপি নাদশ্চিত্তস্য বিষয় সঞ্চাররোধে কুশল ইতি। নচায়াস সাধ্যঃস্যাদয়মিতি সুকর উপায়োঽয়মিতি। ৪॥

কেবল তাহাই নহে, আরও দেখ ;—মন ইত্যাদি। মনোরূপ মত্তগজরাজের বিষয়রূপ উদ্যানে সর্ব্বদা ভ্রমণ করাই যাহার স্বভাব, তাদৃশ চিত্তমত্ত গজেন্দ্রের নিয়ামন বিষয়ে, যথেচ্ছ প্রচার হইতে বৈমুখ্য সম্পাদন বিষয়ে কুশল সমর্থ হইতেছে এই পূর্ব্বোপদর্শিত নাদরূপ নিশিত অঙ্কুশ। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন আরণ্য এবং মত্ত ও বটে, যেমন গজরাজ অঙ্কুশ দ্বারা নিয়মাধীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ বিষয় বিহারী জঙ্গলী মনও এই নাদদ্বারা নিয়মিত হয়, এইজন্য সাধনান্তরের আর অপেক্ষা করিতে হয় না। যে সকল উপসাধন ও প্রধান সাধনকে আয়ত্ত করিতে হইলে অনেক জন্ম জন্মান্তরে তপস্যা প্রয়োজন হয় এবং যদ্দ্বারা বহুজন্মের পর, তবে বহুকষ্টে মনঃ নিয়মিত হইতে পারে। এই নাদ এতই সুকর ও সুসেব্য যে, অতিঅল্প আয়াসেই ইহা আয়ত্ত হয় এবং অতি অল্প কালের মধ্যেই আশাতীত ফল ইহা হইতে লাভ করা যায়। নাদ এতই মহনীয়॥ ৩॥

কেবল তাহাই নহে ; আরও দেখ ,—এই নাদ চিত্তরূপে মৃগের বন্ধন বিষয়ে বাগুরা জালের ন্যায় আশ্চর্য্য কার্য্য কারী যেমন মৃগয়াশীল ব্যক্তিদিগের বাগুরা পাশ মৃগবন্ধন করিতে সমর্থ, সেইরূপ বিষয়ান্তরচারী চিত্তের বৃত্তি নিরোধ

অন্তরঙ্গসমুদ্রস্য রোধে বেলায়তেঽপি বা। ৫ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অপিচ, অন্তরঙ্গ সমুদ্রস্য বোধেঽপি বেলেবাচরতি বেলাভূমির্হি সমুদ্র মুচ্ছ্বসিতং নিরুণদ্ধি; নচ ততোঽয়ং ভূভাগঃ সর্ব্বোঽপি প্লাব্যতে; যদীয়ং নাস্থাস্যৎ, সর্ব্বোঽপি তর্হি ন্যমং ক্ষ্যত্তোয়ে। তথাচ সেব বা নাদ ইতি চিত্তসমুদ্রো নিরুধ্যতেঽবলীলয়া সাধকেনেত্যেবং শ্রৈষ্ঠ্যং নাদোপাসনায়া বেদিতব্যম্। ৫ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

করিতে এই নাদ একান্ত কুশল। যেমন জাল পাতিয়া মৃগধরিতে সকলেই আনন্দ অনুভব করে, সেইরূপ গান করিতেও সকলে সবিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। নাদ সাধনাও সেই সঙ্গীতেরই প্রকারান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং ইহা সাধারণের পক্ষে সহজ, সরল ও আনন্দপ্রদ উপায় বলিয়া অতীব মনোরম ॥ ৪

কেবল তাহাই নহে, আরও দেখ,—চিত্তরূপ সমুদ্রের রোধ করিতে এই নাদ বেলার ন্যায় কার্য্য কারী। যেমন বেলা ভূমি সমুদ্রের প্রবল উচ্ছ্বাস হইলে রোধ করিতে সমর্থ হয়; তদ্দ্বারা সমস্ত ভূভাগ জলে প্লাবিত হইতে পারে না; যদি এই বেলা ভূমি না থাকিত, তবে সমস্ত ভূভাগই জলে ডুবিয়া যাইত সেইরূপ এই নাদ বিকার উপস্থিত হইলে, স্বচ্ছন্দে চিত্তভূমি সকলের নিরোধ করিতে পরি পটু। সাধক ইহা দ্বারা অবলীলাক্রমে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারে। নাদের উপাসনা এই শ্রেষ্ঠ। ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মপ্রণবসংলগ্ননাদো জ্যোতির্ম্ময়াত্মকঃ। মনস্তত্র লয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। ১ ॥

এবং তৃতীয়াধ্যায় গতেন প্রথম খণ্ডেন নাদং, তদুপাসনঞ্চ প্রশস্যাথ নাদ স্বরূপমবধার্য্য সাধন নিরপেক্ষং সর্ব্বরোধং ফলমাম্নাতু মাহ দ্বিতীয় খণ্ডম্। তস্যায় মাদিমোমন্ত্রঃ, ব্রহ্মেতি। ব্যষ্ট্যা ত্রিমাত্রো বা ত্রিপাদ্বা, সমষ্ট্যাতু শান্তঃ শিবোঽদ্বৈত-

---

এইরূপে তৃতীয়াধ্যায়গত প্রথমখণ্ড দ্বারা নাদ, ও তাহার উপাসনার প্রশংসা করিয়া নাদের স্বরূপাবধারণ পূর্ব্বক সাধনান্তর নিরপেক্ষে সর্ব্বনিরোধরূপ ফল বলিবার জন্য এই দ্বিতীয় খণ্ডের অবতারণা করা হইতেছে। তাহার এই আদিম মন্ত্র;—ব্রহ্ম ইত্যাদি। মাণ্ডুক্য ব্রাহ্মণ গণ বলিয়া থাকেন,—ব্যষ্টি রূপে, বা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিলে প্রণবের মাত্রা তিনটি, বা পাদ তিনটি; কিন্তু সমষ্টিরূপে, বা অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে প্রশান্ত; মঙ্গলময়; সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত; মাত্রার, বা পাদের হিসাবে চতুর্থ। কে? না, ব্রহ্মই। আত্মাও ব্রহ্ম, একই কথা। প্রণব ত অক্ষরত্রয়ের সমষ্টি বা অ, উ, ম, র পরস্পর মিশ্রণে জাত। কেবল অ, কেবল উ, বা কেবল ম নহে; কিন্তু ঐ বর্ণ ত্রয়ের মিশ্রণে তদ্ব্যতীত অন্য অক্ষর; সে উক্ত অক্ষর ত্রয়ের সমষ্টি বলিয়া উহা অপেক্ষা চতুর্থ; তাহাতে মাত্রা ত্রয় আছে, বা পাদত্রয় আছে। আর আছে, উহার মধ্যে একটি অর্দ্ধমাত্রা। সেই ব্রহ্ম, ও প্রণবে যাহার সম্বন্ধ আছে, সে ব্রহ্ম প্রণব সংলগ্ন ব্রহ্ম প্রণব সম্বন্ধ; কে? না, নাদই। ব্রহ্ম হইতেছেন প্রণবের বাচ্য ও লক্ষ্য অর্থ। প্রণবের সহিত ব্রহ্মের যে বাচ্য বাচক ভাব সম্বন্ধ আছে, তাহা অনাদি সিদ্ধ, এবং স্বাভাবিক সে সম্বন্ধ মানব কল্পিত হইতে পারে না; কারণ, যখন মানব থাকে না, তখনও প্রণবের সহিত ব্রহ্মের বাচ্য বাচক ভাবসম্বন্ধ থাকে। তাহা কি করিয়া জানা যায়? না, আগম দ্বারা জানা যায়। বেদ পুরুষই বলিয়াছেন যাহা কিছু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, তাহা সমস্তই উক্ত প্রণব। একথা মাণ্ডুক্যাদি ব্রাহ্মণগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম একমাত্র প্রণব মন্ত্রের সাহায্যেই সুলভ। অন্যত্রও কথিত হইয়াছে,—তৈলধারার

শ্চতুর্থ ইতি মাণ্ডুক্যনামাম্নানম্। আত্মা চ ব্রহ্ম। প্রণবশ্চাক্ষর সমষ্টি স্তুর্য্য-রূপ এব ত্রিমাত্রো বা, ত্রিপাদ্বা। সার্দ্ধমাত্র ইতি। তয়োঃ সংলগ্নঃ সম্বন্ধঃ, স চাদৌ নাদশ্চেতি ব্রহ্মপ্রণব সংলগ্ননাদঃ। তথৈতদন্যত্রোক্তম্ ;—

"তৈলধারমিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘ ঘণ্টা-নিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণবস্যাগ্রে যস্তং বেদ সবেদবিৎ।" ইতি।

ন্যায় অচ্ছিন্ন প্রবাহ, এবং ঘন্টার দীর্ঘ নিনাদের ন্যায় ক্রম সূক্ষ্ম প্রণবোচ্চারণের পর যে একতান নাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রণবের শব্দোচ্চারণ জন্য নহে ; কিন্তু সেটি অলৌকিক। যে সেই একতান শব্দ ব্রহ্মকে জানে, সেই বেদার্থবিৎ। বাক্যের উচ্চারণ করিবার পর যে শব্দটি শুনিতে পাওয়া ; অথচ সেটি বাক্য উচ্চারণ জন্য নহে। যেমন নদীতীরাদিতে কোনও রূপ দীর্ঘস্বর করিলে, তাহার প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক স্থলেই বাক্যের উচ্চারণ করিলে, উচ্চার্য্যমাণ ধ্বনি হইতে এক প্রকার ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকের বলিয়া থাকেন যে শব্দ উত্থিত হইয়াই তদনুরূপ দ্বিতীয় ধ্বনি করিয়া থাকে। তবে প্রথম যে স্থলে সেই ধ্বনিটি উত্থিত হয় তাহা-রই গাত্রে সে ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। আবার সে ধ্বনি যে স্থলে উত্থিত হয় তাহারই গাত্রে তৃতীয় ধ্বনি উত্থিত করে। সেই তৃতীয় ধ্বনি আবার তাহারই গাত্রে চতুর্থ ধ্বনি উত্থিত করে। এইরূপে তরঙ্গের উৎপত্তির ন্যায় ক্রমে ধ্বনি অগ্রসর হইয়া আমাদিগের কর্ণকুহরে আসিয়া আঘাত করে, এবং আমরা সেই আঘাত দ্বারা বুঝিতে পারি যে, অমুক একটা শব্দ করিয়াছে। এমতে ধ্বনি কেবল পারমাণবিক স্পন্দন দ্বারা সমুত্থিত আকাশের একটা গুণমাত্র। বস্তুতঃ কেবল গুণমাত্রই নহে ; কারণ, ধ্বনি দ্বারা বর্ণের অভিব্যক্তি হয় মাত্র ; কিন্তু বর্ণের উৎপত্তি হয় না। যেমন কোনও কৌশলে যদি, যাদৃশ ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা বর্ণের প্রকাশ হয়, তাদৃশ ঘাত প্রতিঘাত করিবার পথটা কোন ও পাত্রে লিখিতে পারা যায়, তবে যতবারই সেই পথে ঘাত প্রতিঘাত করা যাইবে, ততবারই সেই ধ্বনি দ্বারা সেই বর্ণের প্রকাশ হইতে পারে, সেইরূপ প্রণবান্তর্গত বর্ণের অভিব্যঞ্জক ধ্বনি করিলে, সেই ধ্বনি দ্বারা যে ত্রিবিধবর্ণের ক্রমিক প্রকাশের সহিত অক্রমিক প্রকাশ হয়, তাহা নিত্য নূতন নহে, চির-সিদ্ধ এবং যখনই করা যাউক না কেন, তখনই তাহাকে এক অভিন্ন বলিয়া

বাচো বিরামে উপলভ্যমাণত্বাদবাগ্‌জং, তথা প্রণবস্থাগ্রে প্রণনাদূর্দ্ধং প্রতীয়মানং যো বেদ, সবেদবিৎ। ইতি। তথাচ নাদানুবিদ্ধঃ প্রণবঃ, প্রণবানুবিদ্ধঞ্চ ব্রহ্ম; সুতরাং নাদানুবিদ্ধং ব্রহ্মৈব ভবতি। নচৈতেষাং ভেদো গবাশ্ববৎ। তথাহি শব্দার্থ সৃষ্টিদ্বারা প্রণবসৃষ্টিরুচ্যতে;—সচ্চিদানন্দবিভবঃ সকল একঃ পরমেশ্বর আসীৎ। তস্য দ্বৌ বিভাবৌ সগুণনির্গুণ ভেদাৎ। আদৌ সচ্চিদানন্দবিভবা-লীনাশক্তিরুচ্ছূনরূপয়াঽভিব্যক্তা পার্থক্যমাসেদুষী ব্যবহার্য্যাভূৎ। তস্যাঃ শক্তে-

---

বোধ হইবে। যখন বীণার তন্ত্রীদ্বয় পরপর আহত হইয়া প্রতিঘাত দ্বারা উভয় ধ্বনি উত্থিত করিলেও পরিণামে সেই উভয়ে মিলিয়া একতান কোমল অভিন্ন ধ্বনির প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ বর্ণত্রয় পরপর ভাবে উত্থিত হইলেও পরিণামে তাহার একটা অভিন্ন নাদ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা ধ্বনি, বা ধ্বনিজাত প্রতিধ্বনি নহে। তাহা একটি অলৌকিক পদার্থ। তাহা হইলে, নাদের সহিত প্রণব অভিন্ন, এবং প্রণবের সহিত ব্রহ্ম অভিন্ন, বা অভেদ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, সুতরাং নাদের সহিত ব্রহ্মও অভিন্ন। এই নাদ, প্রণব, ও ব্রহ্মের ভেদ নাই। যেমন গো অশ্ব হইতে, এবং অশ্ব গো হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ সেইরূপ নাদ, প্রণব, ও ব্রহ্ম, পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ নহে। কি করিয়া যে নহে, তাহা বলা যাইতেছে। শব্দ ও শব্দের বিষয় সৃষ্টি দ্বারা প্রণবের সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখান যাইতেছে,—সচ্চিদানন্দ বিভব, সকল, এক, পরমেশ্বর ছিলেন। সগুণ ও নির্গুণ ভেদে তাহার দুইটি বিভাব আছে। প্রথমে সচ্চিদানন্দরূপে শক্তি অবস্থিত (লীন) ছিল, কিন্তু ব্যবহারের জন্য সেই শক্তি উক্ত সৎচিদানন্দ বিভব পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়া মৃতকল্প রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে ব্যবহারে আসিয়াছিল। সেই শক্তির ব্যবহার্য্যাবস্থা নাদ, ইহাকে কেহ কাল বলেন, কেহ মহা বিষ্ণু বলেন কেহ আদিপুরুষ বলেন, কেহ বা ব্রহ্ম বলেন। সেই শক্তি গাঢ় ভাব প্রাপ্ত হইয়া যখন ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই তাহাকে বিন্দু নামে অভিহিত করা হয়। শক্তির ক্রিয়া প্রধান গাঢ়ভাবই বিন্দু। সেই বিন্দু শিব ও শক্তি, এত-দুভয়াত্মক। তাহা হইলে, ক্ষোভ্যরূপ, ক্ষোভকরূপ, এবং উভয়ের সম্বন্ধরূপও বটে তদ্দ্বারা ত্রিবিধরূপ ধারী ঐ বিন্দু। শিবস্বরূপে বিন্দু, শক্তি স্বরূপে বীজ এবং সম্বন্ধ স্বরূপে নাদ নামক হয়। এই নাদ ও বিন্দু আদিমনাদ ও বিন্দু

র্নাদস্তস্যা এবোত্তরাবস্থারূপকালপুরুষদিব্যপদেশান্নুঃ। তস্যাএব ঘনীভাবঃ ক্রিয়াপ্রধানো বিন্দুঃ। সচ বিন্দুঃ শিবশক্ত্যুভয়াত্মকঃ ক্ষোভ্য ক্ষোভক সম্বন্ধ রূপশ্চেতি ত্রিবিধঃ। শিবাত্মতয়া বিন্দুসংজ্ঞঃ, শক্ত্যাত্মতয়া বীজসংজ্ঞঃ, সম্বন্ধরূপেণ নাদ সংজ্ঞঃ। এতৌ নাদবিন্দু পূর্ব্বোক্ত নাদবিন্দুভ্যামন্যৌ তৎ কার্য্যরূপৌ। এভ্যস্ত্রিভ্যস্তিস্রঃ শক্তয়ো জাতাঃ, বিন্দো রৌদ্রী, নাদাজ্জ্যেষ্ঠা, বীজাদ্বামা। তাভ্যঃ ক্রমেণ রুদ্র ব্রহ্ম বিষ্ণবো, জাতাস্তে ক্রমেণেচ্ছা শক্তি ক্রিয়া শক্তি জ্ঞান-শক্তি স্বরূপাঃ। বহ্নীন্দ্বর্ক স্বরূপিণো নিরোধিকার্দ্ধেন্দুবিন্দুরূপাঃ শক্তেরেবাবস্থা বিশেষাঃ। এষামিচ্ছাক্রিয়া জ্ঞানাত্মত্বং শক্তিত উৎপন্নত্বাদাদ্যবিন্দোরখণ্ডো নাদ মাত্রং শব্দ ব্রহ্মাত্মা খ উৎপন্ন। স শব্দব্রহ্ম; নতু শব্দার্থরূপ আন্তরঃ স্ফোটঃ, শব্দরূপো বা বাহ্যস্ফোটঃ শব্দব্রহ্ম, তয়োর্জড়ত্বাদ্ব্রহ্মশব্দানর্হত্বাৎ; কিন্তু চৈতন্যমেব নিত্যসিদ্ধং শব্দব্রহ্ম। তদেতৎ শব্দব্রহ্মৈব পরানাম শব্দাবস্থা। সৈবচ চৈতন্যরূপা

হইতে পৃথক্, কিন্তু তাহার কার্য্যরূপ। এই তিন হইতে তিনটিশক্তির আবির্ভাব হয়। যথা,—বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জেষ্ঠা শক্তি, এবং বীজ হইতে বামাশক্তি হয়। সেই তিন শক্তি হইতেই ক্রমে রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আবির্ভাব হয়। এই মূর্ত্তি ক্রমে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি স্বরূপ। ইঁহারাইবহ্নিস্বরূপ,ইন্দুস্বরূপ ওঅর্কস্বরূপ। নিরোধিকাস্বরূপ,অর্দ্ধেন্দুস্বরূপ, এবং বিন্দুস্বরূপ। এগুলি সমস্তই শক্তির অবস্থাবিশেষ মাত্র। ইঁহাদিগের ইচ্ছারূপ, ক্রিয়ারূপ ও জ্ঞানরূপ শক্তি হইতেই উৎপন্ন বলিয়া আদ্যবিন্দু হইতে নাদ মাত্র শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ খ, বা আকাশ উৎপন্ন হয়। সেই আকাশই শব্দব্রহ্ম-রূপ; কিন্তু শব্দার্থরূপ অন্তরে জাত স্ফোটরূপ নহে, বা শব্দরূপও নহে, যাহাকে বাহ্যস্ফোট বলা হয়। সেই আন্তর স্ফোট ও বাহ্য স্ফোট জড় বলিয়া ব্রহ্মশব্দের অভিধান পাইবার অযোগ্য কিন্তু নিত্যসিদ্ধ শব্দ ব্রহ্ম চৈতন্য মাত্রই। এই শব্দ ব্রহ্মের এক নাম পরা। শব্দব্রহ্মের শব্দাবস্থাই ঐ পরানামে বিদিত। এই পরাবস্থাই চৈতন্যরূপা কুণ্ডলী শক্তি। তাহা হইতে শব্দের ক্রমবিকাশ দ্বারা পশ্যন্তী ব্যাক্যের আবির্ভাব এবং পশ্যন্তী হইতে মধ্যমা বাক্যের উৎপত্তি হয়, এবং মধ্যমা হইতেই আমাদিগের শ্রবণ যোগ্য স্থূল বাক্য আবির্ভূত হইয়া পড়ে। ইহার নাম বৈখরী অতঃপর অর্থসৃষ্টির কথা বলা হইতেছে—শম্ভু শক্তিভাব প্রাপ্ত হইলে, নাদরূপ কালের সাহায্যে মায়া ঘনবিন্দুরূপ প্রাপ্ত হন,

কুণ্ডলী শক্তিঃ। ততঃ পশ্যন্তী; ততোমধ্যমা, ততো বৈখরীতি। অথার্থ সৃষ্টি-রুচ্যতে;—শম্ভোঃ শক্তিভাবমাপন্নান্নাদরূপকালসহায়াম্মায়া ঘনবিন্দুরূপ মাপন্নাৎ সৃষ্টিস্থিতি ধ্বংস নিগ্রহানুগ্রহ কার্য্য পঞ্চককর্ত্তাহতএব জগন্নির্ম্মাণ বীজরূপো জগৎ সাক্ষী সদাশিবঃ সম্ভূতঃ। ততঃ ক্রমেণেশরুদ্র বিষ্ণু ব্রহ্মাণ উৎপন্নাঃ। সর্ব্বসৃষ্টি-মূল রূপাদব্যক্তাৎ সৃষ্ট্যুন্মুখাদ্বিন্দোর্মহাং স্ততোহহঙ্কারঃ। স ত্রিধা গুণভেদাৎ। ততো বৈকারিকা দশ দেবা তৈজসাদিন্দ্রিয়ানি, ভূতাদেস্তন্মাত্র দ্বারা পঞ্চভূতানি। ততো বিরাট্। ইত্যর্থ সৃষ্টিঃ। তত্র সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা চিচ্ছক্তি শব্দ বাচ্যা পরমাকাশা-বস্থা। সৈব সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা রজোহনুবিদ্ধা সতী ধ্বনিশব্দ বাচ্যা ক্ষরাবস্থা। সৈব

বলা হইয়াছে। শম্ভুর এতগুলি বিভাত হইলে, তাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, এই পঞ্চবিধ কার্য্যকারী, অতএব জগন্নির্ম্মাণ বিষয়ে আদি বীজরূপ জগৎ সাক্ষী সদাশিব উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহা হইতে ক্রমে ঈশ, রুদ্র, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মা জন্মিয়া থাকেন। সর্ব্বসৃষ্টির মূলরূপ বিন্দুনামক অব্যক্ত সৃষ্টি করিতে উন্মুখ হইয়া প্রথমে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, তাহা হইতে সাত্ত্বিকাংশে দেবগণ, রাজসিকাংশে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিকাংশে তন্মাত্র পঞ্চক সৃষ্টিদ্বারা পঞ্চভূত এবং তাহা হইতে বিরাট্‌কে সৃষ্টি করিয়া থাকে[illegible]। এইরূপে সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা চিচ্ছক্তি শব্দ বাচ্যা পরমাকাশাবস্থা। তিনি সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা হইলেও মাত্রায় রজোহনুবিদ্ধা হইয়া ধ্বনিশব্দ বাচ্যা হয়। সেই সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা চিচ্ছক্তি মাত্রায় তমোঽনুবিদ্ধা হইয়া নাদ শব্দ বাচ্যা হন। এগুলি সমস্তই অব্যক্তাবস্থা সেই অব্যক্তাবস্থা তমঃ প্রাচুর্য্য নিবন্ধন নিরোধিকাশব্দ বাচ্য হন। সেই অবস্থাই সত্ত্বপ্রাচুর্য্য হেতুক অর্দ্ধেন্দুশব্দ বাচ্য হন। শিবশক্তির সম্বন্ধ হইতেই বিন্দুর আবির্ভাব। এই বিন্দুই মূলাধারে অভিব্যক্ত হইয়া পরা, স্বাধিষ্ঠানে অভি ব্যক্ত হইয়া পশ্যন্তী, অনাহত হৃদয়স্থানে অভিব্যক্ত হইয়া মধ্যমা, এবং বিশুদ্ধ স্থান জিহ্বকণ্ঠতাল্বাদিতে অভিব্যক্ত হইয়া বৈখরী নাম প্রাপ্ত হন। ইনি পরশক্তিরূপ বলিয়া পরা, জ্ঞানাত্মক বলিয়া পশ্যন্তী, হিরণ্যগর্ভ স্থানীয় বলিয়া মধ্যমা, এবং প্রখর বলিয়া বৈখরী বিরাট্ স্থানীয়। নিরোধিকা হইতেছে অগ্নি ও শিবরূপ। অর্দ্ধেন্দু হইতেছে সোম ও শক্তিরূপ। এই উভয়ের সম্বন্ধ হইতেছে সূর্য্যরূপ। সেই সূর্য্যরূপই হইতেছে বিন্দু নামক শব্দসৃষ্টিতে

তমোঽনুবিদ্ধা নাদশব্দবাচ্যাঽব্যক্তাবস্থা। সৈব তমঃ প্রাচুর্য্যান্নিরোধিকাশব্দবাচ্যা। সৈব সত্ত্বপ্রাচুর্য্যাদর্দ্ধেন্দুশব্দবাচ্যা। তদুভয়সম্বন্ধাদ্বিন্দুশব্দবাচ্যা। অয়মেব বিন্দু-র্ম্মূলাধারেঽভিব্যক্তঃ পরা, স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তী, হৃদি নাদরূপা মধ্যমা, জিহ্বায়াং বৈখরীতি। ইয়ঞ্চ পরশক্তিরূপত্বাৎ পরা, জ্ঞানাত্মকত্বাৎ পশ্যন্তী, মধ্যমা হিরণ্য-গর্ভস্থানীয়া। বিশেষেণ খরত্বাদ্বৈখরী বিরাট্‌স্থানীয়া। নিরোধিকা অগ্নিশিব-রূপা; অর্দ্ধেন্দুঃ সোমশক্তিরূপঃ; তদুভয়সংযোগঃ সূর্য্যরূপঃ স বিন্দুঃ। তত্র শব্দ-সৃষ্টৌ প্রণবস্থাকারোকারমকারাঃ ক্রমেণ রুদ্রব্রহ্মহরস্যাধিপাঃ, ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যা-ত্মানো বহ্নীন্দ্বর্ক স্বরূপিণো রৌদ্রীজ্যেষ্ঠা বামাশক্তিরূপা, গৌরীব্রাহ্মীবৈষ্ণবীরূপা, বিন্দুনাদবীজরূপা, নিরোধিকার্দ্ধেন্দুবিন্দুসংজ্ঞা; শক্তেরেবাবস্থা বিশেষাঃ। অর্থ সৃষ্টৌ তু ব্রহ্ম বিষ্ণুরুদ্রাঃ, সূর্য্যেন্দুপাবকা ইত্যেবং ক্রমা ইতি বিশেষঃ। মকারাৎ

প্রণবের অকার উকার, ও মকার ক্রমে রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপ; ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি ও জ্ঞানশক্তিস্বরূপ; বহ্নি, ইন্দু ও অর্কস্বরূপ; রৌদ্রী, জ্যেষ্ঠা, ও বামা শক্তি রূপ; গৌরী, ব্রাহ্মী, ও বৈষ্ণবীরূপ; নিরোধিকা, অর্দ্ধেন্দু, ও বিন্দু নামক, শক্তিরই অবস্থা বিশেষ। বিষয় সৃষ্টিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র; সূর্য্য, ইন্দু ও অগ্নি, ইত্যাদি কিছুমাত্র বিশেষ। অকারের পর উকার, উকারের পর মকার, কিন্তু মকারে পর বিন্দু, নাদ, শক্তি, ও শান্তা নামে চারিটি রূপ আছে। তন্মধ্যে তিনটি শক্তিরই অবস্থা বিশেষ, আর শান্তা নামে যে অবস্থা, তাহাই ব্রহ্মাবস্থা। ঐ ছয়টির দেবতা ছয়টি যথা.—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ঈশ্বর সদাশিব, ও সর্ব্বেশ্বর। এইত দেখা গেল যে, সৃষ্টির জন্য কল্পিত শক্তি রূপেই ব্রহ্ম ঐ ঐ আকারে অভিব্যক্ত হইলেও প্রণবের সহিত, বা সমষ্ট্যাকারে ত্রিমূর্ত্তি হইতে কিছু মাত্রই ভিন্ন নহেন। অকার উকার, মকারের অভেদ মিলনে সবিন্দু প্রণব রূপ বাচকাবস্থায় মিলিত হইয়া মধ্যবর্ত্তী নাদ শক্তিদ্বারা শান্তরূপ বাচ্যাবস্থা ব্রহ্মের অভিধান করিতেছে। অতএব নাদ দ্বারা প্রণবের সহিত শান্তাবস্থার বিশুদ্ধ সম্বন্ধ হইতে পারে; এইজন্য এই নাদ যোগে বিশেষ সৌকর্য্য আছে হৃদয়ে সমুদ্ভূত, বাক্যের মধ্যমাবস্থাপ্রাপ্ত নাদ পশ্যন্তী অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মতম পরাবস্থায় শব্দব্রহ্মে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয়। এই শব্দ ব্রহ্মই কুণ্ডলী শক্তি, বা জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যস্বরূপ। এই পর্য্যন্তই জড়চিত্তের আগমন সম্ভবপর, কিন্তু মনঃ এখানে আসিলে আর

পরাণিতু প্রণবস্য বিন্দুনাদশক্তিশান্তাখ্যানিরূপানি। তত্রত্রীণি শক্তেরবস্থা বিশেষা অন্ত্যা চ শান্তাখ্যা ব্রহ্মাবস্থা। তত্র ষণ্ণাঞ্চ দেবতা ;— ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বর. সদাশিব সর্ব্বেশ্বরা ইতি। তথাচ ব্রহ্মণালক্ষ্যেণসহ প্রণবস্য লক্ষণস্য সম্বন্ধো নাদদ্বারা ভবতীতি সৌকর্য্য মত্রাস্তি। স চ তদুভয়ানুগতো নাদঃ সূক্ষ্মতম এবেতি ব্রহ্মাভিন্ন এব সর্ব্বথা। অত উক্তং জ্যোতির্ম্ময়াত্মক ইতি। ইতি জ্যোতির্ম্ময়ঃ পরমাত্মা। তদাত্মক স্তদভিন্ন আকাশবদ্‌ঘটকরকাদ্যুপাধিযোগেঽপি। মনস্তত্র লয়ং যাতি, তচ্চাহ বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি। যচ্চ পরমং পরোঽপি হিরণ্যগর্ভোঽপি পরিমীয়তে যত্র পরিচ্ছিন্নতয়া। পদং কস্মাৎ? পদ্যতেঃ। আগমোঽপ্যত্র ভবতি।

"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" ইতি।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।" ইতি চ। ১॥

জড় স্বরূপে থাকিতে পারে না! যেমন নানাবিধ নদনদী স্বীয় প্রবাহের আধার খাত মধ্যে থাকিলে সেই সেই নামে কার্য্য কারিতায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় বটে ; কিন্তু যাই সমুদ্রে যাইয়া পড়ে, অমন নিজের নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রাংশ ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনঃ বাহ্য বিষয় ও আন্তর বিষয় প্রদেশে যতক্ষণ বিচরণ করে, ততক্ষণ সে মনঃ শব্দ থাকে বটে, কিন্তু যাইয়া বিষয় সীমা অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিষয় শব্দব্রহ্মে যাইয়া উপস্থিত হয়, তখনি নিজের নাম ও রূপে জলাঞ্জলি দিয়া শব্দব্রহ্মাংশ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য কথিত হইয়াছে. নাদ যখন প্রণবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়, তখন সেও শব্দব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ প্রকাশ করে। সেইটিই বিষ্ণুর পরম পদ। মনঃ সেই স্থানেই লয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই জ্যোতির্ম্ময়। নাদও সেই নিজের স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়া পরমাত্মা হয়। যদিও নাদের ও চিত্তের উপাধি আছে, তথাপি ঘট, করকাদি উপাধি সত্ত্বেও আকাশ কখনই সাবচ্ছিন্ন নয়, বাক্যে সাবচ্ছিন্ন বলিলেও সাবচ্ছিন্ন নহে, নিরবচ্ছিন্ন, সেইরূপ চিত্ত ও নাদ পরাস্থানে উপস্থিত হইয়া একই হইয়া যায়। সেটি পরম পদ। সে স্থানে হিরণ্যগর্ভ ও ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত এই জন্য পরম পদ। সে স্থানে হিরণ্যগর্ভও ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হয় ; এইজন্য পরম। কেন? না, প্রাপ্য। আগমে উক্ত হইয়াছে,—সেই পরমস্থানই

তাবদাকাশসংকল্পো যাবচ্ছব্দঃ প্রবর্ত্ততে। নিঃশব্দং তৎপরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমীয়তে ॥ ২ ॥

নাদো যাবন্মনস্তাবন্নাদান্তেঽপি মনোন্মনী।

নন্বস্ত্যপাধিরত্রাপীতি কথমভেদঃ সম্ভবতীত্যাহ,—তাবদিত্যাদি। তাবৎ কালপর্য্যন্তমাকাশাভিমানঃ প্রবর্ত্ততে, যাবৎকালপর্য্যন্তঃ শব্দাভিমানঃ প্রবর্ত্ততে; শব্দাভিমান প্রবৃত্তির্হি আকাশাভিমান প্রবৃত্তি কারণম্। শব্দকার্য্যেণৈব আকাশ কারণ মনুমিনোতি নীরূপত্বাদাকাশস্যাস্পর্শত্বা দগন্ধত্বাদরসত্বাচ্চ। তচ্চৈতৎ কার্য্যং শব্দো নাদেন ব্যবর্জ্যেত মধ্যামামূর্ত্তিমাস্থায়, পশ্যন্তীং বা, পরাং বা, ততঃ কারণ-মাকাশোঽপি অকার্য্যাবস্থাঽবাগ্রূপং বিহায় স্বরূপ মেক মদ্বিতীয়ং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি সমন্বিতং ব্রহ্মৈবাস্থাস্যতে। অতএব তদা নিঃশব্দং তৎ পরংব্রহ্ম, পরমাত্মা, নির্বিভাগচিতিরেব সমীয়তে সঙ্গম্যতে সাধকেন। ২ ॥

তদ্বৎ নাদো যাবৎ স্বরূপেণ তিষ্ঠতি, তাবন্মনোঽপি নাদ মনুসন্দ-ধৎস্থিতং, নাদস্য মনোজন্যত্বাৎ; নাদান্তে তু মনোঽপি উন্মনী ভবতি।

আমার ধাম নিবাসস্থান। সূরিগণ আকাশ দেখিতে চক্ষুঃ প্রয়োগ করিলে যেমন চক্ষুঃ আর ফিরিয়া আইসেনা; অথচ বিশেষ কিছুই দেখিতেপায়, সেইরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদ; দেখিতে গেলে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না; কিন্তু চক্ষুও যেন আর ফিরিয়া আসে না ॥ ১ ॥

ভাল, উপাধিত দেহপাত ব্যতীত বিলয় প্রাপ্ত হয় না, তবে কি করিয়া বলিতেছ, যে, অভেদ সম্পাদিত হইবে? এই জন্য বলিতেছেন,—'তাবৎ' ইত্যাদি। ততকাল পর্য্যন্ত আকাশাভিমান প্রবর্ত্তিত হয়, যতকাল পর্য্যন্ত শব্দাভিমান প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব শব্দাভিমানই আকাশাভিমান প্রবৃত্তির কারণ। শব্দরূপ কার্য্যের প্রত্যক্ষ করিয়া আকাশরূপ কারণের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়, সেই কার্য্য যে শব্দ, তাহা যদি নাদের সহিত ব্যাবর্ত্তিত বা বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে আকাশও আর কার্য্যাবস্থায় থাকিতে পারে না, আকাশও তখন প্রকাশিত অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ যে এক অদ্বিতীয় নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই হইয়া যায়। অতএব

সশব্দশ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্ ॥ ৩ ॥

সদা নাদানুসন্ধানাৎ সংক্ষীণা বাসনা তু যা। নিরঞ্জনে বিলী-য়েতে মনোবায়ূ ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

বীণা ঝঙ্কার নিবৃত্তৌ সর্প ইব; আর্ষীয়ং সংহিতেতি। তস্মাৎ সশব্দো নাদোঽভ্যসনীয় আচ সূক্ষ্মতমাৎ। তদাচাক্ষরেঽকারাদৌবর্গোপাধৌ ক্ষীণে স্বরূপেঽবস্থিতে ধ্বনিঃশং পরমং পদং ভবতীতি। ৩ ॥

নাদৈকতানতায়াং শব্দাপায়ে আকাশাপায়াদ্ব্রহ্মভাব ইত্যুক্তং; তন্ন সম্ভবতি, সঞ্চিতানাং বাসনানাং বিদ্যমানত্বাৎ সঙ্কর্ষঃ স্যাৎ ক্ষিপ্তাদৌ নিরোধবৎ। স্যাদে-তৎ, যদ্যয়মপি স্বাভাবিকোঽভবিষ্যৎ; অয়ন্তু প্রযত্ন বাহুল্যানুষ্ঠিত ইতি বৈষম্যম্। তস্মাৎ কর্ত্তব্যমুপদিশন্নাহ,—সদেতি। সদানাদস্যানুসন্ধানাৎ স্থূলে সূক্ষ্মস্য সূক্ষ্মে স্থূলস্য, তথা স্থূলতরে, তথা সূক্ষ্মতরেঽপি স্থূলতরস্য সূক্ষ্মতরস্য চ সম্যক্ ক্ষীণা ভবতি যা তু বাসনা নাম। বাসনা কস্মাৎ? বসতেঃ। কর্ম্মাশয়ো হি চেতসি প্রান্তরে তৃণাদি-

---

তখন সাধন শব্দহীন, পরব্রহ্মের সঙ্গম লাভ করে। বিভাগহীন চৈতন্য আকারে অবস্থিত হয় ॥ ২ ॥

সেইরূপ যতক্ষণ নাদ বর্ত্তমান থাকে; ততক্ষণ পর্য্যন্ত নাদের অনুসন্ধান করিতে করিতে মনঃ স্থির থাকে; কারণ, নাদ মনের জন্য নাদের আভো-গাবস্থা ক্ষীণ হইলে, মনও উৎকণ্ঠিত হয়। যেমন বিণার ঝঙ্কার নিবৃত্তি হইলে সর্প পুনশ্চ সেই ঝঙ্কার শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়; সেইরূপ নাদ সূক্ষ্ম অবস্থায় যাইতে থাকিলে স্থূল আভোগ না পাইয়া মনঃ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। 'মনো-ন্মনী' এই সন্ধি বৈদিকরীতি অনুসারে সাধিত হয় অতএব সশব্দ নাদের অভ্যা করিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মতম নাদে পরাবস্থায় যাইয়া পৌছিতে না পারে যখন সূক্ষ্মতম পরাবস্থায় নাদ পৌছিবে, তখন অকারাদি বর্ণের ধ্বনিরূ' উপাধি ক্ষীণ হইয়া, তাহার কারণ আকাশের সহিত আত্ম স্বরূপে অবস্থা করিবে, তখন সেই নিঃশব্দ পরম পদ লাভ হইবে ॥ ৩ ॥

নাদের একতানাবস্থা হইলে, শব্দ লোপ পায়; সুতরাং আকাশাবস্থা লোপ পাইয়া ব্রহ্মভাব প্রকাশিত হয়, ইহা বলা হইল কিন্তু তাহা সম্ভবে ন কারণ, যেমন ক্ষিপ্তাদি অবস্থার মধ্যে কদাচিৎ নিরোধাবস্থা উপস্থিত হইলে

বৎ বসতীতি। সাচ ক্ষীণা ভবতি, যথাযথানাদানুসন্ধানেন ব্রহ্মবাসনা ভবতি। ব্রহ্মবাসনা চ পরভূতাপি তাং সমূল ঘাতমুপহংস্থি, রজ্জুসর্পাদৌ তথাত্বস্য দৃষ্টচরত্বাৎ। বাসনাসুচ ক্ষীণাসু স্তম্ভাভাবে সৌধস্যেব মনসো নিরোধঃ, তথৈব বায়ুরপি মুখ-নাসাবিলচারী। তদাহ, নিরঞ্জনে বিলীয়েতে মনোবায়ু ইতি। নাত্র সংশয়ঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ, আগম সম্বাদিতত্বাচ্চ ॥ ৪ ॥

অল্প মাত্রা বলিয়া সত্বরই সে অবস্থা অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ বাসনার প্রাবল্য হেতু পুনশ্চ নাদাবস্থায় নাদের স্থূল আভোগ অবস্থায় নাদ সংস্থাপিত হইতে পারে, বা হওয়া উচিতও। হাঁ উচিত এবং হইতও বটে; কিন্তু নিরোধের সহিত আভ্যসিক নাদের সাদৃশ্য প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ অযত্নসাধ্য স্বাভাবিক অবস্থা ও প্রযত্নসাধ্য বিশেষ অবস্থার পার্থক্য গুরুতর। এইজন্য কর্ত্তব্যের উপদেশ করিয়া বলিতেছেন ;—'সদা' ইত্যাদি। সূক্ষ্মনাদে স্থূল নাদের স্থলে সূক্ষ্ম নাদের সূক্ষ্মতর নাদে স্থূলতর নাদের, স্থূলতর নাদে সূক্ষ্মতর নাদের, সূক্ষ্মতম নাদে স্থূলতমনাদের, স্থূলতম নাদে সূক্ষ্মতম নাদের সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিলে বাসনা নামে যে সূক্ষ্ম কর্ম্ম সকল, তাহার ক্ষয় হইবে। বাসনা কি করিয়া হইল? না—বাস করে, বা জীবনটাকেই সুবাসিত করে, এইজন্য উহার নাম বাসনা। কর্ম্মাশয় চিত্তে বাস করে বলিয়া কর্ম্মাশয়দিগকে বাসনা বলা হয়; যেমন প্রান্তরে তৃণাদি সকল বাস করে, সেইরূপ বাসনাও চিত্তক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকে। যেমন যেমন নাদানুসন্ধান দ্বারা ব্রহ্ম বাসনা হইতে থাকে, তেমন তেমন কর্ম্ম বাসনা ক্ষয় হইতে থাকে। যদিও ব্রহ্মবাসনা কর্ম্ম বাসনার পরে অবির্ভূত হয়, তথাপি সেই পরজাত ব্রহ্ম বাসনা পূর্ব্বজাত কর্ম্মবাসনার সমূলে বিনাশ সাধন করিতে পারে। দেখা যায়, রজ্জুতে সর্প জ্ঞান পূর্ব্বে হইলেও পরজাত রজ্জুসর্প নিষেধাত্মক জ্ঞান দ্বারা নিবর্ত্তিত হয়। ঐ বাসনার ক্ষয় হইলে, যেমন সৌধের স্তম্ভ (থাম) পড়িয়া গেলে পতন হয়, সেইরূপ মনেরও নিরাধ হয়; কারণ, বাসনাই কার্য্য কারণ সমুদায়ের সঙ্ঘাত করিয়া দেয়। বাসনা দ্বারা দেহ গৃহের নির্ম্মাণ হইয়া থাকে; বাসনাদ্বারাই দেহগৃহের সৌষ্ঠবসম্পাদন হইতে থাকে। যদি সেই বাস-নাই নিবর্ত্তিত হয়, তবে আর দেহ গৃহের সৌষ্ঠব থাকিবে কি? সুতরাং মনের সহিত বায়ুও আপনা আপনি নিরঞ্জন ব্রহ্মে যাইয়া বিলয় প্রাপ্ত

নাদকোটিসহস্রাণি বিন্দুকোটিশতানি চ। সর্ব্বে তত্র লয়ং যান্তি ব্রহ্মপ্রণবনাদকে ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স্যাদেতৎ, তন্তুভ্যঃ পটাস্যুৎপদ্যন্ত ইতি প্রতিপদ্যন্তে প্রেক্ষাবন্তিঃ; তেষুচ তন্তুষ্বেব বিনশ্যৎসু তান্যপ্যনুবিনশ্যন্তি; ন তু ঘটাদয়ঃ কটাদয়োবেতি। তস্মান্মন আদীনাং স্বকরণ এব বিলয়ো বক্তব্যঃ, নতুকারণ ইতি ইতিচেৎ? শৃণু,—সম্বন্ধরূপেণ নাদকোটি সহস্রানি স কার্য্যানি, ক্ষোভ্যশিবাত্মতয়া বিন্দুকোটিশতানি চ সকার্য্যানিযানি সৃজন্তি, পালয়ন্তি, সংহরন্তি চ দেবা ইতি, তে সর্ব্ব এব তত্র নির-

---

হয়। ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না; কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ যে, যে কর্ম্ম কখনও করা যায় নাই, সে কর্ম্ম করিতে গেলে সুচারুরূপে করা যায় না; সুতরাং দুই চারিবার চেষ্টা করার পর সে কর্ম্ম করিবার উদ্যম ত্যাগ করা হয়, সেইরূপ যে ইন্দ্রিয়গণ সমান চলিতেছে বলিয়া বায়ুও সমান ভাবে চলিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছে, বাসনা না থাকিলে সেই ইন্দ্রিয় গণ সুচারু রূপে না চলিলেই বায়ুরও সমান বৃত্তি হইতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে বায়ুকে অপনা হইতেই অকার্য্যাবস্থায় যাইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। এবিষয়ে সকল আগমই সম্বাদ করিতেছে। অতএব ইহাতে সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই ॥ ৪ ॥

আচ্ছা, বাসনার নিবৃত্তি হইলে, মন ও বায়ুর নিরোধ হইয়া থাকে, তাহা নাহয় স্বীকারই করিলাম; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়,—তন্তু সকলের আতান বিতান ভেদে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, এইরূপই প্রেক্ষবান্ সকলে দেখিতে, শুনিতে ও বুঝিতে পারেন। আবার যখন সেই বস্ত্র বিনষ্ট হয়, তখন সেই তন্তুসকলেই বিনষ্ট হইয়া থাকে, অবশ্য তন্তুর বিনাশ হইলে সেই সঙ্গে বস্ত্রেরও সেই তন্তু সন্তানে বিনাশ হয়; তন্তুর বিনাশ হইলে ঘটাদি, বা কটাদির বিনাশ হইতে দেখা যায় না। অতএব মনঃআদি পদার্থের বিনাশ হইতে হইলে, মন আদির উপাদান কারণ যাহা, তাহাতেই মন আদির বিনাশ হওয়া উচিত; কিন্তু যাহা তাহাদিগের উপাদান কারণ নহে, তাহাতে তাহাদিগের বিনাশ হইতে ও

নে, ব্রহ্মভূতে প্রণবনাদ স্বরূপে লয়ংযান্তি।. এতদুক্তং ভবতি ;—সৃষ্টিস্থিতিভঙ্গং হি তস্য স্বরূপাবধারণায় প্রবর্ত্তিতং ; নতু বস্তুতঃ, অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতঞ্চ সর্ব্বং, তস্যামুচ্ছিদ্যমানায়াং, বাধরূপে ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানে চোৎপন্নে ক নষ্টমিত্যনুসন্ধানং নোপপদ্যতএব, শুক্তিজ্ঞানে রজতজ্ঞানবদিতি ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। ২ ॥

দেখা যায় না। যদি এই কথা বল ; তবে শ্রবণ কর বলিতেছি ;—'নাদ কোটি' ইত্যাদি। নাদ হইল সম্বন্ধ স্বরূপ ; সেইকোটি শত সহস্র, এবং কোড্য শিবাত্মক হইল বিন্দু. সেই বিন্দুকোটিশত স্ব স্ব কার্য্যের সহিত, যাঁহারা সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছে, সেই আদিম দেবসকল প্রণবনাদ স্বরূপ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। কেন লয় পায়, কিরূপে লয় পায়, কোথায় কখন লয় পায়, তাহা অজ্ঞেয় কিন্তু লয় পায়, সত্য নহে বলিয়া বাধিত হয়, এই মাত্র। ইহার ভাব এই যে, বেদাশাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপাবধারণের জন্য প্রতীয়মানজগতের সৃষ্টি স্থিতিভঙ্গ কথায় কথায় বলা যইয়াছে। যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সহিত কখনই দেখা সাক্ষাৎ ছিলনা, নাই, বা থাকিবেও না ; সুতরাং অজ্ঞান দ্বারা সে সকলই প্রত্যুপস্থাপিত বলিয়া সেই অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধিত হইলে, বাধরূপ ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞ উপস্থিত হইলে কোথায় কি করিয়া কবে কেন যে নষ্ট হইল, তাহার অনুসন্ধান করা উপপন্ন হইতে পারে না। শুক্তিতত্ত্ব সাক্ষাৎ কার হইলে রজতের কোথায় কি করিয়া নাশ হয়, তাহা যেমন লোকবুদ্ধির অগম্য সেইরূপ মনঃও বায়ুর যে কোথায় কি করিয়া লয় হয়, তাহাও লোক বুদ্ধির অগম্য। তারপর যাহার মন ও বায়ু বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেত আর সমনস্ক থাকে না ; সুতরাং কি করিয়া জানিবে ও বলিবে ? অন্যেত অন্যের অজ্ঞান, মনঃ, বায়ুর সন্ধানই রাখিতে পারে না, সুতরাং কে কোথায় নষ্ট হইল, কি করিয়া নষ্ট হইল, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব আগম বলিতেছেন, নিরঞ্জন বিলয় হয় ; সুতরাং তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার উপর আপত্তি করা বৃথা, কোনও ফল নাই। ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড। ২।

অথ তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সর্ব্বাবস্থাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ। মৃতবত্তিষ্ঠতে যোগী স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১॥

শঙ্খদুন্দুভিনাদঞ্চ ন শৃণোতি কদাচন। কাষ্ঠবজ্জায়তে

ইদানীং জীবন্মুক্ত্যবস্থাং দর্শয়তি,—সর্ব্বেত্যাদি। জাগরঃ স্বপ্নঃ, সুষুপ্তিশ্চ অবস্থাস্তিস্রঃ। তাভিঃ সর্ব্বাভিরবস্থাভি র্বিশেষেণ নির্ম্মুক্তঃ, পুনরুৎপাদাভাবাৎ সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতো মনোঽভাবাৎ; অতএব মৃতদেহবত্তিষ্ঠতে যোগী বিদ্যমান যোগো লব্ধচিত্তবৃত্তিনিরোধাখ্যসমাধিঃ স মুক্তো গুণত্রয় সম্বন্ধেনৈব নাত্র সংশয় কার্য্যঃ "স যোঽবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। নাস্য ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং, গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥ ১॥

সোঽয়ঃ সংজ্ঞোঽপি শঙ্খদুন্দুভিনাদমপি ন শৃণোতি কদাচন, কলাভির সম্বন্ধরূপেণাবস্থানাৎ। কাষ্ঠবদিতি। কাষ্ঠং কস্মাৎ? কাশতেঃ। যথা কাষ্ঠমগ্নিঃ

এখন এই তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে নাদযোগের ফলাবস্থা বলা হইবে। তন্মধ্যে জীবন্মুক্তবাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন,—'সর্ব্বাবস্থা' ইত্যাদি। জাগর স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা আর কখনও উৎপন্ন হইবে। মনঃ না থাব বশতঃ সর্ব্ববিধ চিন্তাও তাহার থাকিবে না। মৃতদেহের ন্যায় মৌনী হইবে এবং বহুকাল ধরিয়া যোগের অনুষ্ঠান করায় যে চিত্ত বৃত্তি গুলির নিরো সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাও বদ্ধমূল ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে এক কথায় বাহ্য জ্ঞানের উপসংহার করিয়া অন্তঃসংজ্ঞারই পোষণ করিবে মাত্র: কদাচ বাহ্য জ্ঞানের প্রশ্রয় দিবে না। এইরূপ যাহার হইবে, সে পাপতাপাদির এক মাত্র কারণ গুণত্রয়ের সম্বন্ধ হইতে মুক্ত, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই, যে পরম ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্রহ্মই হইয়া যায়। তাহার কুলে আর কখনই অব্রহ্মবিৎ জন্মায় না। সে শোকসমুদ্র জগতের অতীত স্থানে উপনীত হয়। পাপসাগর তরিয়া যায় হৃদয়-গুহার গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হইয়া যায় মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হয়। ইত্যাদি শ্রুতিও এই প্রকার বলেন॥ ১॥

দেহ উন্মন্যাবস্থয়া ধ্রুবম্ ॥ ২ ॥

ন জানাতি স শীতোষ্ণং ন দুঃখং ন সুখং তথা ।

কাশয়তি নীরসমপি সরসয়তি, তদ্বিব স্থাবর প্রায়ো জ্ঞায়তে দেহেঽসৌ তিষ্ঠতীতি। দেহো জ্ঞায়তে কাষ্ঠবদিতি কেচিৎ। সহবলেপো বিরোধ ইতি। তত্র হেতুরুন্মন্যা অবস্থয়া উপলক্ষিতো ধ্রুবং নিশ্চলং যথা ভবতি, তথেতি ॥ ২ ॥

কিঞ্চ, ন জানাতি স শীতোষ্ণাদিকং দ্বন্দ্বং, ন সুখং বৈষয়িকং, নাপি দুঃখম্।

এই কথাই বিবৃত করিতেছেন ,—'শঙ্খেত্যাদি । উপসংহৃত বাহ্যবিজ্ঞান সেই সাধক অন্তঃসংজ্ঞ হইয়াও কখন শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতির স্থূলনাদ আর শ্রবণ করিবে না। কি করিয়া এরূপ হইবে ? না, বাহ্যসংজ্ঞার জন্য চক্ষুরাদি পঞ্চদশ কলার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখিতে হয়। সেই সাধক উক্ত পঞ্চদশ কলার সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না। যেমন সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর সম্বন্ধ মৃত্যুর কারণ বলিয়া জ্ঞানী তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ যখনই সাধক পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাইবে যে কলা মৃত্যুর কারণ, তখনই তাহার সহিত চির কালের জন্য বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ হইবে , আর কখনই সম্বন্ধ হইতে দিবে না। এরূপ করিলে কি হইবে ? না, কাষ্ঠের ন্যায় দেহে আছে একটা জানা যাইবে মাত্র। কাষ্ঠ কি করিয়া হয় ? না, কাশধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। যেমন কাষ্ঠ নীরস হইয়াও অগ্নিকে দীপিত করে, সরস করে, সেইরূপ জীব এই জ্ঞায়মান অস্তিত্বমাত্র পোষণ করিয়া আত্মজ্যোতির দীপ্তি উজ্জ্বল করিবে। সে কিরূপ ? না, যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠ থাকিলে অগ্নি আছে, এটি জানা যায়, সেইরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া আত্মালোক বিকীরণ করিতে থাকিলে, তদ্দ্বারা জানা যাইবে, হাঁ, বহ্নিধানীতে কাষ্ঠ যুক্ত অগ্নির ন্যায় নবদ্বার পুরে জীব যুক্ত ব্রহ্ম বাস করিতেছেন। দেহে তাহাকে কাষ্ঠের ন্যায় জানা যাইবে, এই ব্যাখ্যাও কেহ কেহ করে ; কিন্তু সেটা স্থূল ব্যাখ্যা এবং উন্মনী অবস্থা দ্বারা কাষ্ঠবৎ প্রতীত হইতে পারে না বলিয়া বিরোধ ও হয় উন্মনীভাবালম্বী কাষ্ঠের ন্যায় অসাড় হইতে পারে না। অতএব সেরূপ অর্থ করা যায় না। সে উন্মনী অবস্থায় জ্ঞাত হয় যে, সে কাষ্ঠের ন্যায়, জীবযুক্ত ব্রহ্ম হইয়া নিবাত নিষ্কম্পদীপবৎ নিশ্চল ভাবেবাস করিতেছ, ॥ ২ ॥

ন মানংনাবমানং চ সংত্যক্ত্বা তু সমাধিনা। অবস্থাত্রয়মন্বেতি ন চিত্তং যোগিনঃ সদা॥ ৩॥

জাগ্রন্নিদ্রাবিনির্ম্মুক্তঃ স্বরূপাবস্থতামিয়াৎ॥ ৪॥

দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনা সদৃশ্যং বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা প্রয-

---

তথা ন মানং চিত্ত সমুন্নতিং মামহং সর্ব্বমতীতি; নাপ্যবমানঞ্চ, তথা সম্যক্ ত্যক্ত্বা তু সমাধিনা নাদযোগেন, কিং? অবস্থাত্রয়ং নান্বেতি নানুগতং ভবতি চিত্তং যোগিনঃ সদা সততমেব; নত্ববিদ্যাসংস্কারানুবৃত্ত্যা কদাচিদপীতি॥ ৩॥

স চ তথাভূতো যোগী জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি রহিতঃ স্বরূপাবস্থতাং প্রাপ্নুয়াৎ সম্প্রত্যেত বিদেহেহপীতি। ৪॥

তদেতৎ পিণ্ডীকৃত্যাপ্রযত্ন লক্ষণমাহ,—দৃষ্টিরিত্যাদি। দৃষ্টিঃ স্থিরা ভবতি বিষয়ান্তর গ্রহণ ব্যাকুলতাং বিহায়, বিনা সদৃশ্যং সহিতং দৃশ্যেন ত্রাটকম্; স্থানং

কেবল তাহাই নহে, সেই সাধক শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অবমান, ইত্যাদি দ্বন্দসকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, এবং মিশ্রভাবেও জানিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রয়, নাদ যোগের সম্যক্ অবলম্বন করিয়া সম্যক্রূপে পরিত্যাগ করে, এবং যোগীর চিত্ত আর কখনই উক্ত অবস্থাত্রয়ের অনুগত হয় না। ত্যাগ করিয়া আর তাহার অনুগত হয় না বলায় বুঝিতে পারা যাইতেছে, অবিদ্যাসংস্কারের অনুবৃত্তি আর তাহার কখনই হয় না। অবিদ্যাসংস্কারের অনুবৃত্তি স্বীকার কেহ কেহ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যুক্তি যুক্ত হইলেও নাদ যোগীর চরম অবস্থায়, বা উন্মনী অবস্থায় যে অবিদ্যাসংস্কারের বিন্দুমাত্রও অনুবৃত্তি থাকে না, ইহা মনে স্বীকার করা হইল॥ ৩॥

সেই সাধক অবিদ্যাসংস্কারের অনুবৃত্তি না হওয়ায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রয়ের চিরনির্মোক লাভ করিয়া স্বরূপাবস্থায় ভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মস্বরূপ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই হয়॥ ৪॥

এই সমস্ত লক্ষণ সংগ্রহ পূর্ব্বক পিণ্ডাকার করিয়া বলিতেছেন; 'দৃষ্টি' ইত্যাদি। যাহাকে আশ্রয় করিলে বিষয়ান্তর গ্রহণে ব্যাকুলতা পরিত্যাগ

ত্বম্। চিত্তং স্থিরং যস্য বিনাবলম্বং স ব্রহ্মতারান্তরনাদরূপ ইত্যুপনিষৎ ॥ ৫ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ।

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নাদবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা।

নাসাগ্রাদিকং যস্তোদয়ে, তত্র দর্শনায় স্থিতঃ দৃষ্টি স্থৈর্য্যকরমিতি। যস্য চ লাভাৎ বায়ুরপি স্থিরোভবতি, বিনা প্রযত্নং প্রাণায়ামস্য পূরক কুম্ভকরেচকাখ্যস্য, চিত্তমপি স্থিরং ভবতি নিরুদ্ধং যস্য প্রাপ্তৌ বিনাবলম্বং স্থূলমাভোগাদিকম্। সঃ, কঃ? ব্রহ্মতারান্তর নাদরূপঃ ব্রহ্ম প্রণব সংলগ্ননাদ এব ব্রহ্মাভিন্নাত্মরূপঃ নাদ এবেতি তদুপাসকোঽপি তদা প্রতীয়াদহং ব্রহ্মাস্মীতি। কথম্? নাদেহি স্থূলতরং স্থূলতমং প্রাপ্য তদন্তরেব সূক্ষ্মতমং ব্রহ্মস্বরূপ মনুসন্ধায় প্রতীয়াদহং ব্রহ্মাস্মীতি। তত্রপক্ষপাতোহি ধিয়াং স্বভাবঃ। সচেদ্ব্রহ্মণি লীনঃ স্যাদহং ব্রহ্মাস্মীত্যনুভবাবসান

করিয়া দৃষ্টি স্থির হয়। যে দৃষ্টি স্থৈর্য্য লাভার্থ দৃষ্টি স্থৈর্য্যকর নাসিকাগ্রাদি স্থানে ত্রাটক করিতে হয়, সেই দৃষ্টিস্থৈর্য্যকর ত্রাটকস্থানের আশ্রয় ব্যতীতও স্থিরদৃষ্টি হইয়া থাকে। পূরক, কুম্ভক, রেচক নামক প্রাণায়াম না করিলেও যাহা লাভ হইলে বায়ু আপনা হইতেই আয়ত্ত হয়। স্থূল আভোগাদিরূপ আলম্বন সাধনা ব্যতিরেকেও যাহা পাইলে নিখিল বৃত্তির সহিত চিত্ত আপনা হইতেই নিরোধ দশায় চিরতরে উপস্থিত হয়, কখনই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। সে কে? না, সে ব্রহ্মতারান্তর নাদরূপ, ব্রহ্ম প্রণব সংলগ্ন নাদ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন আত্মরূপ নাদ সেই হইতেছে ব্রহ্মনাদ যোগ। তাহাতে কি? না, তাহাতে এই যে, সেই ব্রহ্ম নাদের উপাসকও সে সময় অনুভব করে 'আমি' ব্রহ্ম হইতেছি। কি করিয়া? না, নাদ স্থূলতর ও স্থূলতম অবস্থার আভোগ লাভ করিয়া তাহার মধ্যে সূক্ষ্মতম ব্রহ্মস্বরূপের অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে অনুভব করিবে 'আমি ব্রহ্ম হইতেছি।' ইহা কি করিয়া হয়? না,—বুদ্ধির স্বভাবই এই যে, যাহা প্রাপ্ত

এব। কপমন্যথা নির্লয়ঃ সমাধীয়েত। তস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীত্যনুভবাবসানো নাদযোগ ইতি। বীপ্সোপনিষৎ সমাপ্তি জ্ঞাপিকা। ইতীয়ং উপনিষদৃচাং ব্রহ্মবিদ্যেতি ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিং বিধায় সমাপয়েৎ। ইতি॥ ৫॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

সমাপ্তাচ ঋগ্বেদান্তর্গত নাদবিন্দুপনিষদ্ বৃত্তিরিতি।

তত্ত্ব, তাহাই প্রথমে গ্রহণ করিয়া থাকে; সুতরাং ব্রহ্মাত্মতাই গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়। সেই বুদ্ধির বৃত্তি যদি ব্রহ্মাত্মাকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয়, তবেত তাহা 'অহংব্রহ্মাঽস্মি' ইত্যাকার উদ্বুদ্ধ করিয়াই উত্থিত হইবে, এবং স্বয়ং সেই অনুভবে বিলীন হইয়া যাইবে; সুতরাং নাদযোগের 'অহংব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার অনুভবই চরম সীমা॥ ৫॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড॥ ৩॥

ইতি শ্রীমন্নাদবিন্দু উপনিষদের বঙ্গানুবাদে তৃতীয় অধ্যায়।

সমাপ্ত। নাদবিন্দু উপনিষদও সমাপ্ত॥

ঋগ্বেদীয় তৃতীয় উপনিষৎ॥ ৩॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

আত্মপ্রবোধোপনিষৎ।

নারায়ণকৃতদীপিকাসহিতা।

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

শ্রীমন্নারায়ণাকারমষ্টাক্ষরমহাশয়ম্। স্বমাত্রানুভবাৎসিদ্ধমাত্মবোধং হরিং ভজে। ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ।

ওঁ নমঃ সিদ্ধম্ ॥

সর্ব্বশ্রুত্যর্থসন্দোহ আত্মবোধকলা হসৌ।

আত্মবোধস্যোপনিষদস্তাৎপর্য্যবোধিনী ॥

ইয়মষ্টাক্ষরনারায়ণোপনিষদ্ব্যাখ্যানাত্মবোধোপনিষদারভ্যতে শ্রুত্যাপি শ্রুতি-

---

অথ পুরুষোহবৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। সর্ব্বাণি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে, নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে, নারায়ণে বিলীয়ন্তে। নিত্যো নারায়ণঃ

শ্রুতিমাত্রেই নিজপ্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়া একপ্রকার, না একপ্রকার ফল জন্মাইয়া দেয়; কিন্তু এই উপনিষৎ সেই সকল শ্রুতির ন্যায়

ওঁ নমঃ। প্রত্যগানন্দং ব্রহ্ম পুরুষং প্রণবস্বরূপমকার উকারো মকার ইত্যক্ষরং প্রণবং তমেতদোমিতি। যমিষ্ট্বা মুচ্যতে যোগী জন্মসংসারবন্ধনাৎ।

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যানং ন বিরুদ্ধং মন্ত্রাণামিব ব্রাহ্মণেন। প্রত্যগানন্দমিত্যাদি ইতিশব্দান্তং তত্র ত্যগ্রন্থস্য প্রতীকম্। তস্য তাৎপর্য্যং অক্ষরং প্রণবমিতি। যং দৃষ্ট্বেত্যস্যার্থতঃ প্রত্যাক্‌ যমিষ্ট্বেত্যাদি নারায়ণায়েত্যন্তম্।

শুদ্ধো নারায়ণ একো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। তমেতৎ প্রত্যগানন্দং ব্রহ্ম পুরুষং প্রণবমধীতে। তস্যৈতৎ পদমিত্যুপাসিতব্যম্। ওঁ মিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ। নম ইতি পশ্চাৎ। নারায়ণায়েত্যুপরিষ্টাৎ। ওঁ মিত্যেকাক্ষরম্। নম ইতি দ্বে অক্ষরে। নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি। এতদ্বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদমিত্যধীয়তে নারায়ণোপনিষদি। তস্যাশ্চত্বারো ভাগাঃ। তেষামাদ্যেন লক্ষণং, দ্বিতীয়েন সমন্বয়ঃ,

---

যে কোন ফল জন্মাইয়া দেয় না। ইহার ফল আত্মবোধ। এই উপনিষৎ অখণ্ডব্রহ্ম মাত্রেরই বোধ জন্মাইয়া দেয়। অখণ্ডব্রহ্ম বোধ জন্মায় বলিয়া নিজেও অখণ্ড উপনিষৎ নামে খ্যাত। সেই জন্য ইহার নাম আত্মবোধোপনিষৎ।*

অষ্টাক্ষর নারায়ণোপনিষদ্ ব্যাখ্যানের জন্য এই আত্মবোধ উপনিষদ্ আরম্ভ করা হইয়াছে। যেমন মন্ত্র সকলের ব্যাখ্যান করিতে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রবৃত্তি দোষাবহ নহে, সেইরূপ আত্মবোধ উপনিষদ্ দ্বারা অষ্টাক্ষর নারায়ণোপনিষদ্ব্যাখ্যাও কোনরূপে বিরোধকর হইতে পারে না।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পূর্ণরূপে নারায়ণমাত্র ছিলেন। যখন মহাপ্রলয়কালের অবধিকাল পূর্ণ হইয়াছিল, তখন নারায়ণ কামনা করিয়াছিলেন, আমিই বহুরূপে অবস্থান করিয়া প্রজাসকলের সৃষ্টি করিব। অনন্তর নারায়ণ সত্য সঙ্কল্প বলিয়া, যেরূপ কামনা করিয়া ছিলেন, তদনুসারে এই সকল পরিদৃশ্যমান পদার্থ নিচয় নারায়ণের দেহ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছিল। উৎপন্ন হইয়া নারায়ণের

তৃতীয়েন তৎপদনির্দ্দেশঃ, চতুর্থেনচ ত্রয়ীসংগ্রহঃ কৃতঃ। এবমসৌ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া নারায়ণোপনিষদ্। ইমাং ব্যাকুর্ব্বতীয়মাত্মপ্রবোধোপনিষদৃচাং প্রবর্ত্ততে যজুর্ভাগাদভ্যুদয়াৎ। সৈষা ত্রিধোচ্যতে, ব্রাহ্মণরূপা হ্যাদ্যা, আত্মপ্রবোধরূপা চ দ্বিতীয়া, তৃতীয়াচ ভাবনাতিরোধায়িকা মননরূপেতি ত্রিশিখমিদমৃগ্বেদশিরঃ। পৈঙ্গ্যাঃ কল্পঃ প্রায়পাঠাৎ। শান্তিশ্চাস্যা "বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদ্যা, বিভাগদর্শনাৎ। সেয়মাত্মপ্রবোধোপনিষৎ প্রবর্ত্ততে প্রত্যগানন্দমিত্যাদি। প্রতীপং অঞ্চতীতি প্রত্যক্ প্রত্যক্ষস্বরূপং অস্মৎপ্রত্যয়গোচরং, স্বরূপতস্ত্বানন্দং ব্রহ্ম ইতি লক্ষণ নির্দ্দেশঃ। লীলয়া তমহঃ স্বাবির্ভূতায়াং মায়ায়াং ত্রিগুণায়াং প্রকৃতৌ পুরুষরূপে শয়ানমাচক্ষতে পুরুষমাত্মানমীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং সর্ব্বকর্ত্তৃ সর্ব্বপাতৃ সর্ব্বসংহন্তৃস্বভাবং প্রণবস্বরূপ মাহুর্ধ্যায়িনঃ। কর্ত্তব্যানাং বিভাগাদেব ত্রিপাদস্ত অকারো বিষ্ণুমূর্ত্তিরিদমিদানীং স্রষ্টব্যমিতি বৃত্তিমান্ প্রথমঃ পাদস্ত্রিমাত্রো বিশ্ব

অনুগ্রহেই জীবিত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। আবার পরিণামে নারায়ণেই যাইয়া বিলীন হইবে। সেই নারায়ণ যদিও এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যদিও তাঁহার সৃষ্টি সমস্তই অনিত্য, তথাপি নারায়ণ অনিত্য নহেন, নিত্যই। তাঁহার সৃষ্ট যাহা কিছু, সে সমস্ত যদিও অশুদ্ধ, পাপতাপাদি দোষসিদ্ধ, তথাপি নারায়ণ সেরূপ অশুদ্ধ নহেন, নারায়ণ অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ। তাঁহার সৃষ্ট সমস্তই বহু, কিন্তু তিনি বহু নহেন, একই। তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় আর কেহই নাই, বা পরমার্থতঃ সৃষ্টমাত্রেই অলীক বলিয়া নারায়ণ অপেক্ষা দ্বিতীয় বস্তু আর কিছুই নাই। আছে যাহা, তাহা এক মাত্র তিনিই। অথর্ব্ববেদের শিরোভাগ সেই নারায়ণকে প্রত্যক্‌রূপে, আনন্দরূপে, ব্রহ্মরূপে, পুরুষরূপে এবং প্রণবরূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। "ওঁ নারায়ণায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে সেই নারায়ণ অবস্থান করিয়া আছেন ; সুতরাং ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র তাঁহার পদ বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। নারায়ণের যে পদ, তাহার অগ্রে ওঁকার পাঠ করিবে, তাহার পরে নমঃ শব্দ পাঠ করিবে এবং উপরিভাগে নারায়ণায় পদ পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা নারায়ণের পদটি ওঁ নারায়ণায় নমঃ এই রূপ হইবে। ঐ পদের প্রথমে ওঁকার একটি অক্ষর ; নমঃ শব্দ দুইটি অক্ষর ; আর নারায়ণায় পঞ্চাক্ষর ; সাকল্যে নারায়ণের পদটি অষ্টাক্ষর মাত্র। অষ্টাক্ষর নারায়ণোপনিষদে এই

উচ্যতে; উকারো ব্রহ্মমূর্তিরিদমিদানীং পালয়িতব্যমিতি বৃত্তিমান্ দ্বিতীয়ঃ পাদ স্ত্রিমাত্রঃ তৈজস উচ্যতে; মকারো রুদ্রমূর্তিরিদমিদানীং সংহর্তব্যমিতিবৃত্তিমান্ তৃতীয়ঃ পাদ স্ত্রিমাত্রঃ প্রাজ্ঞ উচ্যতে। ইতোবং ত্রয়াণামক্ষরাণাং সমাহারস্ত্র্যক্ষর-মেকমক্ষরং প্রণবনামানং তমাচক্ষতে; এতদ্ভবতি রূপেণ ওঁমিতি। যদাহ ওঁমিত্যে-কাক্ষরমগ্রে ব্যাহরেৎ, নম ইতি দ্বে অক্ষরে পশ্চাৎ; নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি উপরিষ্টাৎ ইতি। এতদ্বৈ নারায়ণাস্যাষ্টাক্ষরং পদ মুপাসিতব্যম্। যমুক্ত্বা দ্ব্যক্ষরে

প্রকার পাঠ করা হয়। সেই অষ্টাক্ষর নারায়ণ উপনিষদের ভাগ চারিটি তাহার আদ্যভাগ দ্বারা নারায়ণের লক্ষণ করা হইয়াছে; দ্বিতীয় ভাগদ্বারা সেই লক্ষণের সমন্বয় করা হইয়াছে, তৃতীয় ভাগদ্বারা নারায়ণের পদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং চতুর্থ ভাগদ্বারা বেদত্রয়োক্ত পরমার্থ বিষয়ের সংগ্রহ করিয়া বলা হইয়াছে, সুতরাং চতুর্থভাগের মধ্যে সর্ব্ব বেদার্থই নিগূঢ় আছে। এইরূপে ঐ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত নারায়ণোপনিষৎখানি অধীত হইয়াছে। এই উপনিষদ্‌কে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ঋগ্বেদের এই আত্ম প্রবোধোপনিষৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও ঋগ্বেদের অপেক্ষা যজুর্ব্বেদ শ্রেষ্ঠ নহে, কিন্তু তথাপি সৃষ্ট্যাদিকালে একমাত্র যজুর্ব্বেদই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহার বিভাগ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ব নামে চারিটি বেদ পৃথক্ করা হয়; সুতরাং যজু-র্ব্বেদীয় উপনিষদের ব্যাখ্যা করায় ঋগ্বেদীয় উপনিষদ কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। সেরূপ যেখানে করা হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই কীর্ত্তন করা হয়। এই অষ্টাক্ষর নারায়ণোপনিষদের ব্যাখ্যান স্বরূপ এই ঋগ্বেদোক্ত আত্মোপ্রবোধোপনিষদের তিনটি ভাগ আছে,—আদ্যভাগ ব্রাহ্মণরূপ, মধ্যভাগ আত্মপ্রবোধরূপ, এবং উত্তর ভাগ মননরূপ। এই প্রকারে ঋগ্বেদের শিরোভাগ ত্রিশিখ হইয়াছে। এই আত্মপ্রবোধোপনিষৎ খানি পৌঙ্গী শাখার শিরো ভাগ, কারণ, পৈঙ্গি ব্রাহ্মণের শিরোভাগে প্রায় এই প্রকারের পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপনিষদের আদিতে "ওঁ বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি শান্তি পাঠ করা কর্ত্তব্য; কারণ, শান্তি পাঠ যে স্থলে বিভাগ করা হইয়াছে, সেখানে ঐ শান্তিকেই ঋক বেদের বলিয়া ব্যবস্থা করা হই-য়াছে, এবং সমস্ত ঋক্ উপনিষৎ ই ঐ শান্তি মন্ত্রের পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই এই আত্মপ্রবোধোপনিষৎ প্রত্যগানন্দ ব্রহ্মকে অগ্রে পাঠ করিয়া

পঞ্চাক্ষরেচ, যস্মিষ্ট্বা ওঁ নমো নারায়ণায়েতি এক ভক্তিঃ, যঞ্চ দৃষ্ট্বা একম-দ্বিতীয়ং, যঞ্চ পরমানন্দ মবধার্য্য, ওঁমাত্মকায় নারায়ণায়াস্মৎ প্রত্যয়গোচরমাত্মান

আরব্ধ হইতেছে। নিকটকে লইয়া যিনি থাকেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ বলা যায়। যিনি প্রত্যক্ষ স্বরূপ, 'আমি' বলিয়া যে আত্মার প্রত্যক্ষ করা যায়, তিনিই প্রত্যক্। যদিও 'আমি' বলিয়া আত্মা প্রত্যক্ষীকৃত হন, তথাপি স্বরূপতঃ তিনি আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই। এই হইতেছে নারায়ণের লক্ষণ যে, যিনি 'আমি বলিয়া প্রতিজীবের প্রত্যক্ষীভূত হন, অথচ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম। অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক ভূমানন্দই ব্রহ্ম, বা নারায়ণ সেই প্রত্যক্ষাত্মক ভূমানন্দ নারায়ণ বা ব্রহ্ম লীলাময় বলিয়া নিজের পরিপূর্ণ স্বরূপ হইতে স্বীয় শক্তি যোগমায়ার আবির্ভাব করিয়া, সেই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি দেবীকে বহুরূপে ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন, এবং পুরুষ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনিই সেই প্রকৃতির আত্মা রূপে বিরাজ করেন বলিয়া ঈশ্বর হন, ইনিই সেই প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গদর্শী বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ; অন্য সকলেই অপূর্ণ, ইনি পূর্ণ; সুতরাং সমস্ত শক্তি ইঁহাকেই আশ্রয় করিয়া কার্য্যকরী হয় বলিয়া ইনিই সর্ব্বশক্তি; ইনিই প্রকৃতির সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া জগতের পালন করেন বলিয়া অকার বাচ্য বিষ্ণু সর্ব্বপাতা, রজোগুণ অবলম্বন করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া উকারবাচ্য ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তমোগুণ অবলম্বন করিয়া জগতের সংহার করেন বলিয়া মকার বাচ্য সর্ব্বসংহর্ত্তা মহেশ্বর অতএব উক্তগুণ ত্রয়ের মিলিত ভাবে গ্রহণ করিয়া নারাণই ওঁঙ্কার বা প্রণবরূপী। ধ্যায়ীগণ নারায়ণকে এই প্রকারেরই বলিয়া থাকেন। নারায়ণই পরমেশ্বর। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাঁহার দেহ। অতএব নারায়ণ গুণের বিভাগ অনুসারে কর্ত্তব্য সকলের বিভাগ করিয়া ত্রিপাৎ, বা ত্রিশীর্ষ, বা ত্রিমাত্র ও হইয়া থাকেন। যখন নারায়ণ সত্ত্বগুণাবলম্বী হন, তখন সেই গুণের বৃত্তি অনুসারে এখন এই সকলের পালন করিতে হইবে, ইত্যাকার বৃত্তির পোষণ করিয়া, মাত্রাত্রয় সমন্বিত অকার বাচ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রথম পাদে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বনামে অভিহিত হন। যখন রজোগুণাবলম্বী হন, তখন সেই গুণের বৃত্তি অনুসারে এখন এই সকলের সৃষ্টি করিতে হইবে, ইত্যাকার বৃত্তির পোষণ করিয়া মাত্রাত্রয় সমন্বিত উকার বাচ্য ব্রহ্মমূর্ত্তি দ্বিতীয় পাদে অবতীর্ণ হইয়া তৈজস, বা জীবনামে অভিহিত হন। আবার যখন

মিমং নম ইতি ব্রহ্মাত্মত্বং সম্পাদ্য শালগ্রামশিলায়াং তুলসীদলবৎ, মুচ্যতে যোগী জন্ম সংসার বন্ধনাৎ।

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

তমোগুণাবলম্বী হন, তখন সেই গুণের বৃত্তি অনুসারে এখন এই সকলের সংহার করিতে হইবে, ইত্যাকার বৃত্তির পোষণ করিয়া মাত্রাত্রয় সমন্বিত মকার বাচ্য রুদ্রমূর্ত্তি তৃতীয় পাদে অবতীর্ণ হইয়া প্রাজ্ঞনামে কথিত হইয়া থাকেন। এইরূপে যে থানে উক্ত গুণত্রয়ের, বৃত্তিত্রয়েব, মূর্ত্তিত্রয়ের, মাত্রা ত্রয়ের, পাদত্রয়ের, ও অক্ষরত্রয়ের সমাহার হইয়াছে, সেইরূপ যেখানে অবস্থা-ত্রয়ের, কালত্রয়ের ও দেহত্রয়ের সমাহার হইয়াছে, তিনিই ত্র্যক্ষর, বা একাক্ষর প্রণব নামে উক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাকেই প্রণব নামে আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন। এই প্রণবেরই প্রকাশিত রূপ ওঁম্। যে প্রণবকে অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে, ওঁম্ এই একাক্ষরটি অগে ব্যাহারিত করিবে, নমঃ এই দুই অক্ষর পরে, এবং নারায়ণায় এই পঞ্চাক্ষর উপরিষ্টাৎ পাঠ করিবে, আরও বলা হইয়াছে, এই হইল নারায়ণের অষ্টাক্ষর পদ, এটির উপাসনা করিবে। অতএব যে প্রণবকে দ্ব্যক্ষর ও পঞ্চাক্ষরে দিয়া পাঠ করিয়া একাগ্র ভক্তি সহকারে ওঁ নমো নারায়ণায়, এই মন্ত্রে যাঁহার পূজা করিয়া, বা ভজন করিয়া, যে এক ও অদ্বিতীয় বস্তুকে দেখিয়া 'উনিত আমিই' ইত্যাকার অনুভব করিয়া, যাঁহাকে পরমানন্দরূপে অবধারিত করিয়া ওঁকারাত্মক নারায়ণের উদ্দেশে 'আমি' এই জ্ঞান, ও এই জ্ঞানের বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ স্বরূপ আমার এই আমি আত্মা, সে আমাকে আমি সমর্পণ করি, এইভাবে, যেন শালগ্রাম শিলায় তুলসীদল সমর্পণ করা যায়, সেইরূপ ঐ নারায়ণকে ঐ মন্ত্রে আত্ম সমর্পণ করিয়া যোগানুষ্ঠান কারী সাধক জীব ব্রহ্মের একতা দর্শন পূর্ব্বক জন্ম ও সংসাররূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো নারায়ণায় শঙ্খচক্রগদাধরায়। তস্মাদোং নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠং ভগবল্লোকং গমিষ্যতি।

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

নারায়ণায়েত্যুক্তস্য নারায়ণস্য ধ্যানায় স্বরূপকথনং শঙ্খচক্রগদাধরায়েতি। তস্মাদ্য ইতি পুরস্কারেণ ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসক ইত্যস্যোত্তরেণান্বয়ং দর্শয়তি ওঁ নম ইত্যাদি। বৈকুণ্ঠপদব্যাখ্যানং ভগবল্লোকমিতি। গমিষ্যতীত্যপপাঠ ইত্যাহ গমিষ্যতীতি।

সূচিতং সম্পাদ্য রূপমাহ,—ওঁ নমো নারায়ণায় শঙ্খচক্রগদাধরায় ইতি। যদাহ বিষ্ণুসংহিতায়াং যজ্ঞ বরাহনামা ভগবান বিষ্ণুঃ,—এবং পুরুষধ্যানমারভেত ॥ ৮ ॥ অত্রাপ্যসমর্থঃ স্বহৃদয় পদ্মস্যাবাঙ্মুখস্য মধ্যে দীপবৎ পুরুষং ধ্যায়েৎ ॥৯॥ তত্রাপ্যসমর্থো ভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং কুণ্ডলিন মঙ্গদিনং শ্রীবৎসাঙ্কং বনমালাবিভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং চরণমধ্যগতভূবং

এই যে নারায়ণে আত্ম সমর্পণ করিবার কথা বলা হইল, ইহা অবশ্য নিরাকার নারায়ণে নহে; কারণ, নিরাকার নারায়ণ ধ্যেয় হইতে পারেন না। যাঁহার ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহার কোনরূপ আকার থাকা আবশ্যক। যাহার আকার নাই, তাহার কোন্ রূপের ধ্যান হইবে? সুতরাং 'যমুক্ত্বা মুচ্যতে' যাঁহাকে উচ্চারণ করিয়া মুক্ত হয় বলায় নারায়ণের ধ্যেয় রূপ আছে, ইহা সূচিত করা হইয়াছে। সেই উপাস্যরূপ কি, তাহা বলিতেছেন ওঁমনো নারায়ণায় শঙ্খ চক্র গদাধরায়।" ইতি

পৃথিবী প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন হইয়াছিল। ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে সেই রসাতল তল হইতে উদ্ধার করিয়া যথাকর্ত্তব্য বিভাগ সম্পাদন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হন। তখন পৃথিবীর চিন্তা হইল কি করিয়া 'আমি বিস্তৃত হইব।' অনন্তর পৃথিবী ষোড়শী স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কশ্যপের নিকট যান। কশ্যপ ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণুর নিকট পৃথিবীকে পাঠান। পৃথিবী ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে, পৃথিবীর বিধারক ধর্ম্মকে

ধ্যায়েৎ ॥ ১০ ॥ যদ্ধ্যায়তি তদাপ্নোতি ধ্যানগুহ্যম্ ॥ ১১ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বমেব ক্ষরং ত্যক্ত্বা অক্ষরমেবধ্যায়েৎ ॥ ১২ ॥ নচ পুরুষং বিনা কিঞ্চিদপ্যক্ষর মস্তি ॥ ১৩ ॥ তং প্রাপ্য মুক্তো ভবতি ॥ ১৪ ॥

পুরমাক্রম্য সকলং শেতে যস্মান্মহাপ্রভুঃ।
তস্মাৎ পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥
প্রপ্রাত্রাপররাত্রেষু যোগী নিত্য মতন্দ্রিতঃ।

সৃষ্টি করিয়া, ধর্ম্মের আকার পৃথিবীকে শ্রবণ করান এই খানিই বিষ্ণুসংহিতা। ইহার সপ্তনবতিতম অধ্যায়ে ভগবান্ আদেশ করিতেছেন ,—

যদি নিরাকারে লক্ষ্যবদ্ধ করিতে না পারে, তবে পৃথিবী, অপ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি বা মহানাত্মা, অব্যক্ত, বা প্রকৃতি ও পুরুষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুলির ধ্যান করিয়া তাহাতে লক্ষ্যস্থির হইলে, সে গুলি পরিত্যাগ করিয়া অপর অপর গুলির ধ্যান করিবে। এইরূপ পুরুষের ধ্যানে উপস্থিত হইয়া কেবল পুরুষধ্যানই আরম্ভ করিবে। এই প্রকার ধ্যান করিতে অসমর্থ হইলে, অধোমুখে লম্বিত নিজের হৃদয় পদ্মের মধ্যে অবস্থিত দীপকলিকার পুরুষের ধ্যান করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে, ভগবান্ বাসুদেবের ধ্যান করিবে। এই প্রকারে ভগবান্ বাসুদেবকে ধ্যান করিবে ,—তিনি কিরীট ধারী, মনিকুণ্ডল মণ্ডিত কর্ণযুগল, অঙ্গদধারী, হৃদয়ে শ্রীবৎসপদচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়দেশ মনমালা দ্বারা বিভূষিত সৌম্যরূপ দেখিলেই যেন নয়ন দ্বয় আকর্ষণ করে। চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার চরণ মধ্যে পৃথিবী অবস্থিত। এই প্রকার রূপের ধ্যান করিবে। যেরূপ ধ্যান করিবে, সেই রূপেই প্রাপ্ত হইবে, ইহা ধ্যান রহস্য। অতএব সকল ক্ষর পদার্থ ত্যাগ করিয়া অক্ষরেরই ধ্যান করিবে। অবশ্য পুরুষব্যতিরেকে অন্য কিছু অক্ষর নাই। তাঁহাকে পাইয়া মুক্ত হইবে। তিনি পুরুষ কি করিয়া ? না ; মহাপ্রভু পরমাত্মা পুরুষ, অর্থাৎ বহুরূপধারী সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই জন্য তত্ত্ব চিন্তক গণ তাঁহাকে পুরুষ এই নামে অভিহিত করেন।

ব্রহ্মার প্রাগ্রাত্রি জগতের প্রথম প্রলয় ; এরূপ বহু ব্রহ্মার অপর বা শেষ রাত্রি জগতের শেষ প্রলয় ; এরূপ বহু ব্রহ্মার বহু প্রাগ্রাত্র ও অপর রাত্রে ও

ধ্যায়তে পুরুষং বিষ্ণুং নির্গুণং পঞ্চবিংশকম্‌ ॥
তস্মাত্মানমগম্যঞ্চ সর্ব্বতত্ত্ব বিবর্জ্জিতম্‌।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৭ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেবচ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৮ ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্‌।
ভূতভব্যভবদ্রূপং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৯ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্‌ ॥ ২০ ॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্তঃ এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ২১ ॥

যিনি নিত্য বর্ত্তমান, যে পুরুষ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরস্থিত পঞ্চবিংশক, নির্গুণ ও সর্ব্বব্যাপী, যোগী তন্দ্রামাত্রও পরিত্যাগ করিয়া নিরলসভাবে তাহার ধ্যান করিয়া থাকে। তিনি সাংখ্যপ্রোক্ত তত্ত্বস্বরূপ হইলেও অন্যতত্ত্বের ন্যায় জ্ঞেয় নহেন। তাঁহাতে কোনরূপ তত্ত্বই নাই, তত্ত্বসকল প্রকৃতিরই অন্তর্গত। তিনি নিজে নির্গুণ, অথচ ব্যবহার কালে গুণের ভোক্তা তিনি। তিনি সর্ব্ব-ভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ভাগে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনিই লীলার্থ স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বপ্রবঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত। তিনি সূক্ষ্ম বলিয়াই অবিজ্ঞেয় নাই বলিয়া নহে। তিনি অজ্ঞের পক্ষে দূরস্থ, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে তিনি নিকটে এত নিকটে যে, সে আমিই। তিনি ভূতসকলের সহিত অবিভক্ত ভাবে আবার যেন বিভক্তভাবেই অবস্থিত। যাহা কিছু ভূত অতীত, যাহা কিছু ভবিষ্য, এবং যাহা কিছু বর্ত্তমান, সে সকলরূপে তিনি অবস্থিত। তিনি এই বিশ্বের সংহর্ত্তা বলিয়া গ্রসিষ্ণু এবং ইহার উৎপত্ত্যাদিবিষয়ে প্রভাবশালী বলিয়া প্রভবিষ্ণু। সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্মান পদার্থের তিনিই জ্যোতিঃ। তমোর পরে তিনিই—অজ্ঞানান্ধকারের অবসানে তিনিই জ্ঞান ভাস্কর। তিনিই জ্ঞান স্বরূপ, তিনিই আবার জ্ঞের প্রপঞ্চস্বরূপ, তথাপি তিনি চক্ষুরাদি গম্য নহেন, এক মাত্র জ্ঞানগম্য। তিনিই সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। এইরূপ ক্ষেত্রে, জ্ঞান, ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে উক্ত হইল। যে মদ্ভক্ত—'আমি' বলিয়া যে আত্মার

উবাচ বসুমতী, "ভগবংস্ত্বং সমীপে সততমেবং চত্বারি মহাভূতানি কৃতালয়ানি। আকাশঃ শঙ্খরূপী, বায়ুশ্চক্ররূপী, তেজশ্চ গদারূপী,অম্ভোঽম্ভোরুহরূপি,অহমপ্যনে-নৈবরূপেণ ভগবৎপাদমধ্যবর্ত্তিনী ভবিতু মিচ্ছামি। ইত্যেবমুক্তো ভগবাং স্তথেত্যুবাচ। বসুধাপি লব্ধকামা তথা চক্রে।" ইতি। তথাচ ভূতভৌতিকং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগদেব লীলয়াঽচিন্ত্যশক্ত্যা ধারয়তি য স্তদ্রূপ এব সন্ মায়াবীবেন্দ্রজালক্ষেত্রে, তস্মৈ ওঁমাত্মকায় নারায়ণায়াত্মংপ্রত্যয়গোচরং স্বমাত্মানমিমং নম ইতি। যো হ্যেবং যজতে ভগবন্তং নারায়ণং, স হ্যেবং যজ্বা যোগী জন্মনঃ সংসারাচ্চ পুনঃ পুনরাবর্ত্তনাদ্বন্ধনাখ্যান্মুচ্যতে, পুনরাবৃত্তিলক্ষণং বন্ধনং মুক্ত্বা নারায়ণ এব ভবতী-

---

প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সে আত্মা আমিই, সুতরাং যে পুরুষভক্তি স্থির করিতে পারিবে, সে মুক্ত হইয়া এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থচয় বিশেষরূপে জানিয়া আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। মদ্ভাবে উপপন্ন হয়—ঈশ্বর হইয়া যায়।

ইহাতে দ্বিবিধ উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া বসুমতী বলিলেন,—হে ভগবান্? আপনার নিকটে মহাভূত চতুষ্টয় সর্ব্বদাই বাস করিতেছে। আকাশ শঙ্খরূপী, বায়ু চক্ররূপী, তেজঃ গদারূপী, এবং অম্ভস্ বা অপ্ অব্জ বা পদ্মরূপী হইয়া; সুতরাং আমিও এইরূপে আপনার পাদমধ্যবর্ত্তিনী হইতে ইচ্ছা করি। পৃথিবী কর্ত্তৃক ভগবান্ এইরূপে কথিত হইয়া বলিয়াছিলেন তথাস্তু। বসুধাও লব্ধকামা হইয়া ভগবানের পদমধ্য বর্ত্তিনী হইয়াছিল।

তাহা হইলে 'শঙ্খচক্রগদাধরায়' শব্দের অর্থ এই হইতেছে যে, অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন লীলার জন্য যিনি ভূতগণ, ও তজ্জাত ভৌতিকগণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। মায়াবী যেন ইন্দ্রজাল প্রদর্শন ক্ষেত্রে মায়া প্রদর্শিত বস্তুনিচয়কে ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যিনি নিজ লীলার্থ এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে লীলাক্ষেত্রে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই প্রণবাত্মক নারায়ণ পুরুষের উদ্দেশে 'আমি' বলিয়া যে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়, এবং সেই জ্ঞানে যে প্রত্যক্ষাত্মক আত্মা ভাসমান হন, সেই জ্ঞানও সেই আমার আমাকে সমর্পণ করি। নারায়ণ আমিই। যে এইরূপে ভগবান্ নারায়ণের যজন করে, এইরূপ যাগকারী সেই যোগী জন্ম ও সংসার নামক বন্ধন হইতে মুক্ত হয়; সে পুনরাবৃত্তি লক্ষণ

ত্যাহ,—"য এবং বেদ, স বিষ্ণুরেব ভবতী"তি। "অনপক্রুবঃ সর্ব্বমায়ুরেতি। বিন্দতে প্রাজাপত্যং, রায়স্পোষং, গৌপত্যং, ততোঽমৃতত্বমশ্নুতে।" ইতি। তদেব মুপসংহরন্নাহ,—তস্মাদিতি। যস্মাৎ সম্পত্ত্যাঽপি যোগী মুচ্যতে, তস্মাদোঁং নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রস্যাষ্টাক্ষরস্যোপাসকো বৈকুণ্ঠ ভুবনং, যত্র কুণ্ঠা সঙ্কোচঃ সর্ব্বথা বিগতা ভবতি, তদ্ধি স্বার্থপ্রত্যয়াদ্—বৈকুণ্ঠঃ ভবনং ভগবল্লোকং গমিষ্যতি।

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নারায়ণই হয় ইহা উক্ত হইয়াছে,—এইরূপে জানে, সে বঞ্চুই হয়। যে আত্মার অপহ্নব না করে, আত্মাকে নারায়ণই বলে, সে সর্ব্ব আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়—অমর হয়। প্রজাপত্য পদ লাভ করে। সর্ব্ববিধ ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়। সে ত্রিলোকী পতির পদ পায়। তারপর অমৃতভাব যে ব্রহ্মানন্দ, তাহা লাভকরে। এই উপাসনার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন;—তস্মাদিতি। যে হেতু জ্ঞানযোগে নারায়ণে অভিন্ন ভাবে মিলিতে পারিলে নির্ব্বাণমুক্তির অধিকারী হইতে পারে, সেই হেতু যে ওঁনমো নারায়ণায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের উপাসনা করে, সে উপাসক বৈকুণ্ঠ নামক ভগবানের নিবাসে গমন করে। যে স্থলে যাইলে সর্ব্বথা সঙ্কোচ ভাব অপগত হয়, তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে। বিকুণ্ঠা শব্দের উত্তর স্বার্থে অন্ প্রত্যয় করিয়া বৈকুণ্ঠপদসিদ্ধ হইয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারাযাইতেছে,—লৌকিক সুখাদি কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু তথায় যে নিত্যানন্দ ভোগ করা যায়, তাহা অহৈতুক স্বতঃসিদ্ধ অক্ষর।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

অথ যদিদং পুরং ব্রহ্মপুরমিদং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। তস্য য আত্মা হেমপুণ্ডরীকমধ্যে তস্মাৎকারণরূপং বোধস্বরূপং বিজ্ঞান-ঘনম্। তস্মাত্তড়িদাভমাত্রং দীপবৎপ্রকাশঃ।

তদিদমিত্যাদের্ব্যাখ্যানং অথ যদিদমিতি। পুরং নাম ব্রহ্মপুরং পুণ্ডরীকং নাম বেশ্ম। বিজ্ঞানঘনমিত্যস্য ব্যাখ্যানং তস্য য ইত্যাদি। তস্মাদাত্মনো যৎকারণরূপং কারণাবস্থা কারণতাপত্তিঃ স বিজ্ঞানধনং নামেত্যর্থঃ। তস্মাত্তড়িদাভ-মাত্রমিতি প্রতীকঃ তস্য ব্যাখ্যানং দীপবৎপ্রকাশ ইতি।

তত্ত্বং জ্ঞাতুমসমর্থস্য সূক্ষ্মোপায় উচ্যতে;—অথেত্যাদি। উপাসনান্তরমধিকৃতং বেদিতব্যম্। আম্নায়তে চ;—

"দহ্রং বিপাপং পরমেশ্মভূতং যৎপুণ্ডরীকং পুরমধ্য সংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোক স্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্।" ইতি
(নাঃ উঃ—১০ প্রং, ১২ অনুবাং।)

অতো বিজ্ঞায়তে,—যদিদং পুণ্ডরীক মষ্টদলমস্তি, দহ্রং দহরমল্পং বিপাপ

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে সূক্ষ্ম উপায় বলা যাইতেছে,—অথেত্যাদি। অথশব্দের অর্থ অধিকার। এখন অন্যবিধ উপাসনার অধিকার করা যাইতেছে, এই অথশব্দের অর্থ। অথশব্দের অর্থ আনন্তর্য্য বলা যায় না অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উপাসনা করিয়া পরে এই প্রকারে উপাসনা করিবে; সুতরাং অষ্টাক্ষরোপসনান্তর পুণ্ডরীক পুরুষোপাসনা বলা যাইতেছে, এই প্রকার অর্থ হইতে পারে না; কারণ, অষ্টাক্ষর নারায়ণোপাসনার সহিত পুণ্ডরীক পুরুষোপাসনার কোনই আনন্তার্য্যভাব নাই ভগবান্ বিষ্ণুও পুণ্ডরীক পুরুষোপাসনায় অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই অষ্টাক্ষর নারায়ণোপাসনার কথা বলিয়া সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা উপনিষদে যদিও উপাসনার পৌর্ব্বাপর্য্য উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি উক্ত বিষ্ণুবাক্য দ্বারা তথাবিধ পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অথশব্দের আনন্তর্য্য অর্থ করা বিধিবিগর্হিত; কিন্তু উপাসনান্তরের অধিকারার্থ অথশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা বলাই ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত।

বিশুদ্ধং শরীর সম্বন্ধি দোষৈরপরামৃষ্টং, পরস্যাঽঽত্মনো বেশ্মভূতং ছান্দসং বেশ্ম-ভূতং গৃহভূতং, সর্ব্বদা তত্রোপলভ্যত্বাৎ; পুরস্য শরীরস্য মধ্যে সংস্থিতং রাজ্ঞইব পুরমধ্যে প্রাসাদঃ; তত্রাপি দহরে পুণ্ডরীকে দহ্রং দহরং সূক্ষ্মং গগনমাকাশবদ-মূর্ত্তং ব্রহ্মরূপ মস্তি। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বেঽপি ঘটাকাশবৎ পুণ্ডরীক স্থানাপেক্ষয়া দহ্রত্ব মুপচর্য্যতে। তথাহ্যুক্তম্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" ইতি অস্য চ দহরাকাশস্য ব্রহ্মত্বং দহরাধিকরণে মীমাংসিতম্। অতএব বিশোকঃ শোকরহিতং গগনশব্দ-বাচ্যং ব্রহ্ম। এবং সতি তস্মিন্ পুণ্ডরীকে হন্তর্মধ্যে যদ্ ব্রহ্মতত্ত্বমস্তি, তদুপাসিত-

---

ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াছেন;—তাহাতেও অসমর্থ হইলে. অধোমুখে লম্বমান নিজ হৃদয় পথের মধ্যে দীপকলিকাবৎ পুরুষের ধ্যান করিবে। তদ্ভিন্ন তৈত্তি-রীয়ারণ্যকের দশম প্রপাঠকে দ্বাদশানুবাকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দারাও জানা যায়;—এই যে অষ্টদল পুণ্ডরীক আছে, এই অল্প ছোট; বিশুদ্ধ, শরীর সম্বন্ধি দোষে লিপ্ত নহে; এটি পর আত্মার বেশ্মভূত গৃহভূত; কারণ, তথায় সর্ব্বদা পরাত্মাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সেটি পুরের মধ্যে শরীরের মধ্যে সংস্থিত, যেমন রাজার প্রাসাদ পুরের মধ্যে থাকে, সেইরূপ দেহপুরের মধ্যে হৃদয় পুণ্ডরীক, তন্মধ্যে আত্মার নিবাস। সেই ক্ষুদ্র (দহর) পুণ্ডরীককে (দহর) সূক্ষ্ম গগন আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপ আছে। যদিও ব্রহ্ম সর্ব্বগত, তথাপি ঘটাদি উপাধি অপেক্ষায় যেমন আকাশের ক্ষুদ্রত্বাদি ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ ঐ পুণ্ডরীকস্থানাপেক্ষায় ব্রহ্মকেও দহর, বা ক্ষুদ্ররূপে কল্পনা করিয়া বলা যায়। অন্য শাখায়ও উক্ত হইয়াছে;—এই ব্রহ্মপুরে এই যে দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক নামে গৃহ আছে, ইহার মধ্যে দহর (ক্ষুদ্র) আকাশ আছে। সেই দহর পুণ্ডরীকের মধ্যে যাহা আছে, তাহারই অন্বেষণ করা উচিত, জিজ্ঞাসা করিতে হইলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এই দহরাকাশ, বা এই সূক্ষ্মাকাশই ব্রহ্ম, ইহা উত্তর মীমাংসারদহরাধিকরণে মীমাংসিত হইয়াছে। অতএব সেই গগনশব্দ বাচ্য ব্রহ্ম বিশোক শোক-রহিত। এই উক্তি দ্বারা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইলে সেই পুণ্ডরীকের মধ্যে যে ব্রহ্মতত্ত্ব আছে, তাহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই কথাই এই তৃতীয় খণ্ডে সংক্ষেপে বলা হইতেছে। অষ্টাক্ষর নারায়ণোপনিষদে, আম্নাত হইয়াছে,—"তদিদং পুরং পুণ্ডরীকম্।" তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন;—

ব্যম্। তদেতদাহ,—'তদিদং পুরং পুণ্ডরীকমিতি। তদ্ব্যাচষ্টে,—যদিদং পুরমিতি। পুরং ব্রহ্মপুরং, ইদং পুণ্ডরীকং বেশ্মভূতং গৃহভূতং ব্রহ্মণ ইতি। তস্য ব্রহ্মপুরস্য য আত্মা প্রভুশক্ত্যা ব্যাপকঃ, স উপাসনীয়ঃ। তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যমিত্যুক্তেঃ; আত্মা কস্মাৎ? আপ্নোতেঃ। আগমোঽপ্যত্র ভবতি;—

"পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ঞ্চাপ্যধোমুখম্।
অধোনিষ্ট্যা বিতস্ত্যান্তে নাভ্যামুপরি তিষ্ঠতি।
জ্বালামালাকুলং ভাতী বিশ্বস্যায়তনং মহৎ॥
সন্ততং শিলাভিস্তু লম্বত্যাকোশ সন্নিভম্।
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥" ইতি।

তৈঃ আরণ্যকম্
(১০ প্রঃ, ১৩ অনুবাঃ)

যথা অষ্টদলকমলস্য কোশোমধ্যচ্ছিদ্রং, তৎ সদৃশং; তচ্চ হৃদয়শব্দবাচ্যম্। লৌকিকং পদ্মমূর্দ্ধমুখং, হৃদয় পদ্মং ত্বধোমুখমিতি বিশেষঃ। নিষ্টিগ্রীবাবন্ধঃ তস্যা অধস্তাদ্বর্ত্ততে। তত্রাপি নাভ্যামুপরি নাভিদেশস্য ঊৰ্দ্ধভাগে বিতস্ত্যা দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিতা বিতস্তিঃ। তস্যা অন্তে ঽবসানভূতে এবংবিধ প্রদেশে পূর্ব্বোক্তং যদ্ হৃদয় পুণ্ডরীকং তিষ্ঠতি, তত্র মহৎ ভাতী ভাতি, দীর্ঘশ্চান্দসঃ

'যদিদং পুরমিতি'; পুরশব্দে ব্রহ্মপুর. এই পুণ্ডরীক বেশ্ম, বেশ্মভূত, ব্রহ্মের গৃহভূত। সেই ব্রহ্মপুরের যে আত্মা প্রভুশক্তি দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন, তিনি উপাসনীয়। অন্যশ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাহা, তাহা উপাসিতব্য। তাহা আত্মা। আত্মা কি করিয়া? না, তিনি যে তাহা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই জন্য তিনি সেই পুরের প্রভু আত্মা। এবিষয়ে আগম বাক্যই প্রমাণ আগমে অম্নাত হইয়াছে,—যেমন অষ্টদল কমলের কোশ মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট, সেইরূপ হৃদয়ের মধ্যেও ছিদ্র আছে। সেই হৃদয় শব্দ বাচ্য। লৌকিক পদ্ম উৰ্দ্ধমুখ কিন্তু হৃদয় পদ্ম অধোমুখ, এই বিশেষ নির্দ্দিষ্ট শব্দে গ্রীবাবন্ধ। তাহার অধোভাগে ঐ হৃদয় পদ্ম আছে। গ্রীবাবন্ধের নিম্নভাগে হইলেও নাভির উৰ্দ্ধভাগে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত স্থানের শেষভাগে এবং বিধ প্রদেশে পূর্ব্বোক্ত যে হৃদয় পুণ্ডরীক আছে, তাহাতে মহৎ ব্রহ্ম দীপ্তি পাইতেছেন। এই ভাতীপদের ঈকার বৈদিক নিয়মানুসারে হইয়াছে

তৎ বিশ্বস্যায়তনমাধার ভূতম্। জ্বালামালাভিঃ প্রকাশ পরম্পরাভিস্তদেবাকুলং যুক্তম্। আকোশঃ পদ্মমুকুলং, তৎসন্নিভম্, হৃদয়কমলং লম্বাতি শরীর মধ্যেঽধোমুখত্বেন লক্ষ্যতে। তচ্চ শিরাভিঃ নাড়ীভিঃ সন্ততং ব্যাপ্তম্। "শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্যঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্য জ্বালামালাকুলস্যাতএব হেমপুণ্ডরীকস্য মধ্যে যৎ সূক্ষ্মং সুষিরং ছিদ্রং সুষুম্নানাড়ীনালং তিষ্ঠতি, তস্মিন্ সুষিরে সর্ব্বমিদং জগৎ প্রতিষ্ঠিত মাশ্রিতম্। তত্র মনসি প্রবিষ্টে সতি সর্ব্বজগদাধারস্য ব্রহ্মণোঽভিব্যজ্যমানত্বাৎ। যস্মাত্তৎ সর্ব্বজগৎ প্রতিষ্ঠা, তস্মাত্তৎ কারণরূপং সর্ব্বজগদুৎপত্তিহেতু ভূতম্। তটস্থমিদং তস্য লক্ষণম্। বোধস্বরূপমিতি স্বরূপ লক্ষণম্। এতেন ব্যাকৃতং বিজ্ঞানঘনম্। যথা হি সৈন্ধবঘনমন্তর্বহিশ্চ লবণরস মেকরসং, তদিব বিজ্ঞানঘনং বিজ্ঞানৈকরস মিত্যর্থঃ। তস্যাপি সুষুম্না নালস্য মধ্যে মহানগ্নির্যস্য রশ্ময়স্তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চ সন্ততাঃ, যশ্চাপাদতলমস্তকঃ স্বং দেহং সন্তাপয়তি, তস্য মধ্যে

সেই মহৎই বিশ্বের আয়তন প্রপঞ্চের আধারস্বরূপ। তাহা জ্বালা মালা দ্বারা আকুল, প্রকাশ পরম্পরাদ্বারা যুক্ত। শরীরের মধ্যে পদ্ম মুকুলের ন্যায় হৃদয় কমল অধোমুখ ভাবে বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। সেই হৃদয় কমল শিরাসকল দ্বারা পরিব্যাপ্ত, হৃদয়ের নাড়ী একশত একটি, এইরূপ অন্যত্র কথিত হইয়াছে। জ্বালামালাকুল, অতএব দেখিতে হেমপুণ্ডরীক সদৃশ সেই হৃদয় পুণ্ডরীকের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, সেটি সুষুম্নানাড়ীর নাল। সেই সুষুম্নানাড়ীর নালের মধ্যে দহরাকাশে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। মন সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইলে সর্ব্বজগদাধার ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। যেহেতু সেই পুরের আত্মা সর্ব্বজগতের প্রতিষ্ঠাস্থান, সেই হেতু তিনি কারণরূপ সর্ব্বজগতের উৎপত্তি হেতু স্বরূপ। এটি হইল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, কারণ, যখন জগৎ নাই, তখন ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব লক্ষণও থাকে না, সুতরাং ওরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইতে পারে না, জ্ঞেয় হইলেও সাধকের পক্ষে অবিকৃত ফলপ্রদ হইতে পারে না। ফলোপভোগার্থ ক্রম মুক্তির সাহায্য লইতে হয়। অতএব স্বরূপ লক্ষণ কি, তাহা দেখাইতেছেন,—তিনিই বোধস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান ও যা, তিনিও তা; তাঁহাতে ও জ্ঞানেতে কোনই ভেদ নাই; তিনি নিরবচ্ছিন্ন বোধ, কেবল জ্ঞান আরকি। ইহাদ্বারা বিজ্ঞান ঘন পদের ব্যাখ্যা করা হইল। যেমন সৈন্ধবঘন মধ্যে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই লবণৈকরস, সেইরূপ তিনিও অন্তরে ও

বহ্নিশিখা অণীয়োর্দ্ধা ব্যবস্থিতা নীল তোয়দ মধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা নীবার-শূকবত্তন্বীপীতা ভাস্বত্যণূপমা। তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরংব্রহ্ম ব্যবস্থিতম্। তস্মাত্তড়িদাভ মাত্রং দীপবৎ প্রকাশ এব স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপমিত্যর্থঃ। তদেতৎ শাখান্তরে পঠ্যতে

"তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
সব্রহ্ম স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্॥" ইতি।

শাখান্তরেচ পঠ্যতে ;—

"ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ।" ইতি।

অন্যাঞ্চ পঠ্যতে ;—

ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ॥" ইতি।

বাহিরে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞানৈকরস বিজ্ঞান ঘন আত্মা। সেই সুষুম্নানাড়ীর নাল মধ্যে মহান্ অগ্নিপ্রজ্বলিত ভাবে রহিয়াছে। যাহার রশ্মিরাজী চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত ভাবে হইয়া আপাদতল মস্তক সমস্ত দেহকে তাপ প্রদান করিতেছে, তাহারই মধ্যভাগে উর্দ্ধাভিমুখী একটি বহ্নিশিখা অতিসূক্ষ্মভাবে প্রজ্বলিত হইতেছে। সেটি বারি ভারাবনত সুনীল মেঘ মধ্যে বিদ্যোতমান বিদ্যুল্লেখার ন্যায় ভাস্বর, নীবার ধান্যের শূকের (শোঁয়) ন্যায় তন্বীও পীতবর্ণাকারে অতি সূক্ষ্ম প্রোজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাইতেছে। সেই শিখার মধ্যেই পরব্রহ্ম। এই জন্য কথিত হইয়াছে, তাহা হইতে ও অতি সূক্ষ্মভাবে তাহার মধ্যে বিভাত তড়িদাভ মাত্র দীপবৎ প্রকাশ স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ। এটা শাখান্তরেও আম্নাত হইয়াছে ;—সেই শিখার মধ্যে পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শিব, তিনিই হরি, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর, পরম ও স্বরাট্।
অন্যশাখায় পঠিত হয় ;—পুণ্ডরীক নিবাসী পুণ্ডরীকাক্ষই ব্রহ্ম হইতে অবতীর্ণ; পুণ্ডরীকাক্ষই ব্রহ্ম পুণ্ডরীকাক্ষই বিষ্ণু, পুণ্ডরীকাক্ষই অচ্যুত।

এই শৈক্ষী শাখায় পঠিত হইয়াছে ;—দেবকী পুত্র ব্রহ্ম হইতেই অবতীর্ণ; মধুসূদন ও ব্রহ্ম হইতে অবতীর্ণ; পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মই, ব্রহ্মই বিষ্ণু ও অচ্যুত।

ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো গরুড়ধ্বজঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ॥

ব্রহ্মণ্য ইতি মন্ত্রে পাদদ্বয়ং পূরয়তি ব্রহ্মণ্য ইত্যাদিনা।

অন্যত্রাপি পঠ্যতে ;—

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো গরুড়ধ্বজঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ॥" ইতি।

দেবক্যাঃ পুত্রঃ কৃষ্ণো বাসুদেব ইতি বসুদেবস্যাপত্যং পুমান্। এতৌ হি পৃশ্নিসুতপসৌ, অদিতিকশ্যপৌ চ, মানুষেষুচ দেবকী বসুদেবৌ ব্রহ্মণঃ শাপাদ্বভূবতুঃ। ঘোর আঙ্গিরসশ্চ দেবকীপুত্রোঽপরঃ কৃষ্ণোঽপি। অয়মেব ব্রহ্মণো ভগবান্ স্বয়মবততারেতি। পৌরাণিকাঃ। যোহি সৃষ্ট্যাদৌ মধুনামানমসুরদয়ং, সোঽপ্যয়মেব ব্রহ্মণোঽবতরন্নেবেতি। যোহি পুণ্ডরীকস্য বেশ্মন আত্মা ভবত্যক্ষঃ, সোঽপি ব্রহ্মণোঽবতরন্নেবেতি ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ স উচ্যতে। স্বরূপতস্তু ব্রহ্মৈব ব্রহ্মণ্যঃ, স্বার্থপ্রত্যয়ঃ, বিষ্ণুর্ব্যাপকঃ স হ্যচ্যুতঃ সত্ত্বাচ্চিত্ত্বাদানন্দভাবাচ্চ। অতএব পরমঃ স্বরাট্ পরমাত্মেতি।

অন্য শাখায় পঠিত হইয়াছে,—দেবকীপুত্র ব্রহ্মণ্য গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু ব্রহ্মণ্য, পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মণ্য, এবং মধুসূদনও ব্রহ্মণ্য দেব।

দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণ বাসুদেব। বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব। এই দেবকী বাসুদেব পূর্ব্বে পৃশ্নি ও সুতপা নামে বিখ্যাত ছিলেন। পরে বামন দেবের উৎপত্তির জন্য অদিতি ও কশ্যপ নামে পরিচিত হন। তারপর কৃষ্ণাবতারের জন্য ব্রহ্মার শাপে মানুষ কুলে দেবকী ও বসুদেব নামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। আঙ্গিরস গোত্রজাত ঘোর নামক দেবকী পুত্র কৃষ্ণ অপর ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত বসুদেব সুত দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গো ব্রাহ্মণ হিতের জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হন। ইনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন। পুরাণেও বলিয়াছে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" যিনি সৃষ্টির আদিতে মধু নামক অসুরের সূদন বধ করিয়াছিলেন, তিনি নামতঃ মধুসূদন হইলেও সেই পরব্রহ্মই। আবার যিনি হৃদয় পুণ্ডরীক নামক পুরের অধীশ্বর, তিনি নামতঃ পুণ্ডরীকাক্ষ হইলেও সেই পর ব্রহ্ম হইতেই অংশতঃ অবতীর্ণ। স্বরূপতঃ ব্রহ্মই ব্যাপক বলিয়া বিষ্ণু

সর্ব্বভূতস্থমেকং নারায়ণং কারণরূপমকারং পরং ব্রহ্ম শোকমোহবিনির্ম্মুক্তং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ন সীদতি। দ্বৈতাদদ্বৈতমভয়ং

সর্ব্বেত্যাদি ব্রহ্মেত্যন্তং প্রতীকং তস্য ব্যাখ্যানং শোকেত্যাদি ধ্যায়ন্ন সীদতীত্যধ্যাহারেণ ব্যাখ্যা। একমিত্যুক্তং একত্বস্যাভয়হেতুতামাহ দ্বৈতাদিতি।

তস্যোপায়মুক্তং মানবে;—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥" ইতি।

স এষ প্রদর্শ্যতে, সর্ব্বভূতেষু চ সর্ব্বভৌতিকেষু চ তিষ্ঠন্তং নারায়ণমেকং কারণ-পুরুষম্ জগদভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণপুরুষং স্বরূপতস্তুকারণমেব; সর্ব্বং হি জগত্তমভিসংবিশৎ সদেব পরংব্রহ্ম ভবতীতিতম্ ওঁমাত্মকং বিষ্ণুং নারায়ণমেব তথা

চ্যুতিরহিত বলিয়া অচ্যুত। তিনি সমস্তদৃশ্যমান অসৎপদার্থকে অতিক্রম করিয়া নিত্য স্থিত বলিয়া সদ্রূপ, সমস্ত অপ্রকাশাত্মক অজ্ঞান জালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্বয়ম্প্রকাশিতরূপে বিরাজিত বলিয়া চিদ্রূপ, এবং সমস্ত শোক মোহ দুঃখ দারিদ্র আদি নিরানন্দ সমূহের বহির্ভাগে স্ফুরিত বলিয়া আনন্দরূপ। নিত্যাদিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশিত পরমানন্দ স্বরূপ। অতএব হিরণ্যগর্ভও তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত স্বরাট্ এবং অংশরূপে বিকীর্ণ সকল জীবের মৌলিক স্বরূপ বলিয়া পরমাত্মা।

এই স্বরাট্ পরমাত্মার স্বারাজ্য লাভ করিবার এক প্রকার অবান্তর উপায় মহর্ষি মনু কীর্ত্তন করিয়াছেন। মনুই আদিম বেদব্যাস. কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের এক তম আচার্য্য ও শাখা প্রবর্ত্তক ঋষি বলিয়া তাঁহার মত এস্থলে প্রদর্শয়িতব্য। আরও একটি কারণ এই যে, দহরোপাসনার প্রথম উৎপত্তি তৈত্তিরীয়ারণ্যকে এবং সেই তৈত্তিরীয়ারণ্যকেই তাহার পরমোৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া অন্যান্যস্থলে তাহার তাদৃশ প্রাবল্য কীর্ত্তন করিতে দেখা যায় না, সুতরাং দহরোপসনার বিশেষ কিছু জানিতে হইলে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ও তদীয় আচার্য্যা-দির আদেশ সকল বিশেষ নিপুণতার সহিত সমালোচনা করা আবশ্যক। সেই জন্য দহরোপাসনার উপাস্য আত্মার স্বরূপ কীর্ত্তন কালে যে একটি 'স্বরাট্' পদ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তাহার কিছু না কিছু প্রয়োজন অবশ্য আছে।

ভবতি। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। হৃৎ-পদ্মমধ্যে সর্ব্বং তৎপ্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানেত্রে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞা-

---

দ্বৈতাপেক্ষয়া অদ্বৈতমৈকাম্যমভয়ং ভবতি। নানাদর্শনে শ্রুতপথং বাক্যং বাধকমাহ মৃত্যোরিতি। নমু হৃৎস্থমাত্মরূপং কথমনুভূয়তেঽত আহ হৃৎপদ্মমধ্য ইত্যাদি! সর্ব্বং তদুক্তগুণমাত্মরূপং প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞৈব নেত্রং দর্শনোপায়ো যস্য। প্রজ্ঞারূপে

ধ্যায়ন্ শোকমোহ বিনির্ম্মুক্তো ন সীদতি জন্মসংসার বন্ধনবদ্ধঃ, স্বারাজ্যঞ্চাধি গচ্ছতি। দ্বৈতাদ্বৈতভাবং পরিত্যজ্য অদ্বৈতং সৎ অভয়ং ভবতি। বৈপরীত্যে ভয়মাহ;—মৃত্যোরিত্যাদি। নৈতৎ শ্রুতপথবাক্যং, স্ববাক্যং হেতৎ—মৃত্যো-র্ম্মৃত্যুং পরিত্যজ্য জায়মানোঽনেবংবিৎ স মৃত্যুমাপ্নোতি পুনঃ পুনর্জায়তে পুনঃ পুনর্ম্রিয়তে চ, যইহ নারায়ণে সত্যৈক স্বরূপে নানা পৃথগিব পশ্যতি। তস্মান্নারায়ণ এবৈকো দর্শনীয় ইতি তমুপাসীতেতি। কথম্? তদুচ্যতে;—হৃৎপদ্ম মধ্যে সর্ব্বং

সে প্রয়োজন কি? মনুক্ত সমদর্শনরূপ অঙ্গের সাহায্য লওয়া ব্যতীত স্বারাজ্য পদকামীর আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? অতএব স্বারাজ্য কামীর পক্ষে পুণ্ডরীকাক্ষোপাসনায় ব্যতিহার করিয়া সমদর্শন করা একটা অঙ্গ মনু বলিয়াছেন;—আত্মা সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সর্ব্বভূত আত্মায় অবস্থিত; সুতরাং সর্ব্বভূত ও আত্মা পৃথক্ বস্তু নহে, আত্মারই বিকাশ সর্ব্বভূত, আবার লীলাবসানে সর্ব্বভূত আত্মাই হইয়া যাইতেছে, আত্মযাজী এবং বিশ্ব আত্মসাম্য দর্শন করিলে পর স্বারাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। ভগবান্ বিষ্ণুও বলিয়াছেন;—

"তত্ত্বাত্মান মগম্যঞ্চ সর্ব্বতত্ত্ববিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণ ভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানা মচরং চর মেবচ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকেচ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতানাং বিভক্তমিবচ স্থিরম্।
ভূতভর্ত্তৃভবদ্রূপঃ গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণুচ॥
জ্যোতিষা মপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥" ইতি।

নেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। স এতেন

নেত্রে চ প্রতিষ্ঠিতং তদেকপ্রমাণং "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমি" তি শ্রুতেঃ (বৃহ ৪, ৪, ১৯)। কিঞ্চ বাহ্যদর্শনমপি প্রজ্ঞয়ৈবেত্যাহ প্রজ্ঞানেত্রো লোক ইতি। চক্ষুরা-

তত্ত্বকুগুণং আত্মরূপং নারায়ণরূপং প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞেব নেত্রং প্রাপকং দর্শনোপায়ো যস্য, তত্তথাভূতম্। প্রজ্ঞায়াং নেত্রে পথি চ প্রতিষ্ঠিতং রূপবৎ, যথাহি রূপং নেত্রৈকপ্রমাণং, তথাত্মরূপমপি প্রজ্ঞৈকপ্রমাণম্। যদাহ ;—

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" ইতি।

"মনসৈবেদমাপ্তব্যমি"তি। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমি"তি চ॥

তথাচোক্তম্ ;—

"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।

ত্রিধাপ্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥" ইতি।

স্থূলেঽপি প্রজ্ঞৈব প্রমাণম্। নহ্যপ্রজ্ঞস্য লোকোঽস্তীতি শবে চাদর্শনাদিত্যাহ

তিনি ক্ষিত্যাদি প্রকৃত্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বস্বরূপে অবস্থিত ; কিন্তু ক্ষিত্যাদির ন্যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য নহে ; কারণ, তত্ত্বসকল তাঁহাতে অবস্থিত হইয়া তাঁহার স্বরূপেই পর্য্যবসন্ন সুতরাং তিনি কোনও তত্ত্বের বিশিষ্ট সম্বন্ধশালী নহেন, সর্ব্বতত্ত্ববিবর্হিত। তিনি সঙ্গরহিত, কিন্তু সর্ব্বভৃৎ। তিনি নির্গুণ, কিন্তু গুণের ভোক্তা। তিনিই ভূতসকলের বাহ্য প্রত্যক্ষাত্মক ভাব ও আন্তর অপ্রত্যক্ষভাবে অবস্থিত। তিনি অচর হইলেও চর। তবে সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়। তিনি দূরস্থ এবং তিনিই নিকটস্থ। ভূতসকল যখন তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তখন তিনি ভূতসকলের সহিত অবিভক্ত ভাবে বিরাজ করেন, কিন্তু তিনি যেন বিভক্ত ভাবেই অবস্থান করিয়া আছেন। অতীত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান সকল বস্তুর তিনিই আত্মা। তিনিই গ্রাস করিতে পটু এবং প্রভাবশালী বলিয়া সৃষ্টি করিতেও সমর্থ। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর জ্যোতিঃ প্রদান তিনিই করিয়া থাকেন। তিনিই অন্ধকারের পরে অবস্থিত। তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় ঘটপটাদি, এবং তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন বলিয়া একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা মহর্ষি বিষ্ণু ঐ সর্ব্বভূতে আত্মা অবস্থিত ইহা বিশদ করিয়া বলিয়া-

প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎসমভবৎ।

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

দীনি তু ভৌতিকত্বাজ্জড়ান্যত এব প্রজ্ঞেব প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্যাশ্রয়ঃ। তচ্চ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টে"তি শ্রুতেঃ (বৃহ ৩, ৭. ২৩)। উৎক্রমোঽপি

প্রজ্ঞানেত্রো লোক ইতি। যো হি লোক্যতে ফলমুপভোক্তুং কর্ম্মণো লোকৈ-র্ভূরাদিঃ। সোঽপি প্রজ্ঞেকপ্রমাণঃ। তথাস্তিত্বং হি প্রজ্ঞয়ৈব প্রমীয়তে, চক্ষু-রাদীনাং ভৌতিকতয়া জড়ত্বাৎ। অতএব প্রজ্ঞেব প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য লোকস্যাশ্রয়

ছেন। এই বিষ্ণু ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের বারাহীনামক শাখার প্রবর্ত্তক আচার্য্য ও ঋষি; সুতরাং মনুর ন্যায় কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে এই মহাত্মারও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সেই হেতু কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়াণ্যকস্থ নারায়ণোপাসনায় এমহাত্মার মতও গ্রাহ্য।

সেই উপায় দেখান হইতেছে; —'সর্ব্বভূতস্থম্। ইতি।

সকল ভূতে ও ভৌতিকে অবস্থিত নারায়ণই একমাত্র কারণ পুরুষ। লূতা যেমন তন্তুজাল উৎপত্তির প্রতি দেহ দ্বারা উপাদান কারণ, এবং চৈতন্য দ্বারা নিমিত্ত কারণ, সেই সৃষ্টির প্রতি নারায়ণ নিজের অচিন্ত্য যোগমায়া শক্তি দ্বারা উপাদান কারণ, এবং স্বরূপচৈতন্য দ্বারা নিমিত্ত কারণ ও হইতে পারেন; অথচ লূতার ন্যায় অভিন্ন বা এক বলিয়া প্রতীতও হইতে পারেন। যখন সৃষ্টির কথা ধরা যায়, তখন এইরূপ বলা যায়, কিন্তু স্বরূপত নারায়ণ যাহা ছিলেন, তাহাই আছেন ও থাকিবেন, কখনই তিনি সৃষ্টি করেন নাই। তবে যে বেদ সৃষ্টি প্রতিপাদক বাক্য রাশি আছে, তাহা কেবল নারা-য়ণের সত্যতা ও সৃষ্টির মিথ্যাত্ব জানাইবার জন্য প্রথম সৃষ্টি করেন সৃষ্ট সকল নারায়ণে থাকে ও আছে, এই কথা বলিয়া তাহারপর বলিতেছেন, না না নারায়ণে কিছুই ছিলনা বা নাই ও থাকিবে না। একথা দ্বারা ইহাই বলা হইল, সৃষ্টিটা মিথ্যা, ভ্রমকল্পিত মাত্র। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহাই দেখা ত ভ্রম, যেমন শুক্তিকায় রজত নাই, অথচ শুক্তিকায় রজত দেখা

প্রজ্ঞানে বিলীয় প্রজ্ঞানাদেব দেশান্তর আবির্ভাবো ন মূর্ত্তস্যেব গতিরস্তীত্যাহ স এতেনেতি। অমৃতো মুক্তঃ।

স্থানং, তস্যাং সত্যাং সর্ব্বেষাং ভাবাং, তস্যামসত্যামভাবাৎ। যা চৈক দ্বিত্রাদিকা স্বল্পা মহ্বী চ প্রজ্ঞা, কচিদসৌ বৃহতী চ গগনোপমা ভবতি। তচ্চ প্রজ্ঞানং

ভ্রম, যেমন রজ্জুতে সর্প নাই, অথচ রজ্জুতে সর্প দেখা ভ্রম, সেইরূপ নারায়ণে জগৎ নাই অথচ নারায়ণে জগৎ দেখাও ভ্রম ছাড়া আর কি হইতে পারে? অতএব নারায়ণ সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সকলের একমাত্র কারণ পুরুষ বলিয়া ব্যবহার কালে জানা থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বভূতস্থও নহেন এবং কারণ পুরুষও নহেন; কিন্তু অকারণ স্বরূপ। যেমন সৃষ্টি মানিলেও মহাপ্রলয়কালে সমস্তই সেই নারায়ণে যাইয়া মিলিত হয়; সেইরূপ পারদে অন্য ধাতুর ন্যায় সমস্ত জগৎ তাহাতে অভিসংবিষ্ট হইলে সৎই হইয়া যায়। পরব্রহ্মে মিলিয়া পরব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হয় সেই ওঁঙ্কারাত্মক সর্ব্বব্যাপী নারায়ণকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিয়া শোক মোহ বিনির্ম্মুক্ত হয়, আর কখন জন্মসংসার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হয় না। স্বারাজ্য লাভ করে। দ্বৈত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার ভয়ের কারণ কি? অতএব অভয় প্রাপ্ত হয়। যদি এরূপ ধ্যান করিতে না পারে, তবে বটে ভয় আছে, ইহা বলিতেছেন;—মৃত্যোঃ ইতি। এ বাক্যটি শতপথ শ্রুতির নহে এটি এ শাখার নিজস্ব। যে দ্বৈতদর্শী, সে একবার মৃত্যুর মুখ দেখিয়া জন্ম গ্রহণ করে. আবার মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। নারায়ণ এক সত্যরূপ, তাহাতে দ্বৈতপদার্থ কিছুই নাই; দ্বৈত অজ্ঞান কল্পিত; সুতরাং দ্বৈত দর্শন ভয় ও মৃত্যুর কারণ। অতএব দ্বৈত দর্শন পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নারায়ণকে দর্শন করিবে, নারায়ণের উপসনা করিবে।

কি করিয়া সেই দর্শন নিষ্পন্ন হয়, তাহা বলা যাইতেছে, হৃৎপদ্ম মধ্যে ইত্যাদি। কথিত গুণ সম্পন্ন নারায়ণের সেইরূপ হৃদয় পদ্মের মধ্যে প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিতে পারা যায়। যেমন রূপ দর্শনের এক মাত্র উপায় চক্ষুরিন্দ্রিয়, সেই রূপ হৃৎপুণ্ডরীক নিবাস নারায়ণ রূপ দর্শনের একমাত্র উপায় প্রজ্ঞা যেমন নয়নপথে রূপ প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ প্রজ্ঞাপথেও নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত। রূপ যেমন নয়নৈকপ্রমাণগম্য, সেই রূপ নারায়ণও প্রজ্ঞৈকপ্রমাণ গম্য অন্যত্র উক্ত হই-

ব্রহ্মেতি। য এবং বেদ, স এতস্মিন্ প্রজ্ঞানে একীভূয় এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনা সহাস্মাদ্দেহাল্লোকাদবলোক্যমানাদুৎক্রম্য তৎসম্বন্ধং প্রবিলাপ্যামুষ্মিন্ লোকস্থাজ্ঞস্য প্রত্যক্ষে জ্ঞস্য চ প্রত্যক্ষভূতে স্বরূপে স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ মুক্তঃ সন্বৃত্তঃ। অভ্যাসঃ সমাপ্ত্যর্থঃ। নারায়ণোপাসকস্য ভোগশ্চাপবর্গশ্চ ভবতি। ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

য়াছে,—সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিসকল আগমপূত ধ্যান পরিশুদ্ধ সূক্ষ্ম অগ্র্য বুদ্ধি দ্বারা তাহা দেখিয়া থাকেন। ইহা মন দ্বারাই প্রাপ্তব্য। তাহা মনদ্বারাই অনুদর্শনীয়। আরও উক্ত হইয়াছে, আগম বিচার দ্বারা শ্রবণ প্রজ্ঞা অনুমানোন্নয়ন মননপ্রজ্ঞা, এবং ধ্যানের পৌনঃ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা নিদিধ্যাসন প্রজ্ঞার এই তিন প্রকারে প্রজ্ঞার কাল্পনা করিয়া জীবব্রহ্মের অভেদ লক্ষণ উত্তমযোগ লাভ করে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, বিশুদ্ধজ্ঞান দ্বারা আত্মার দর্শন হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত আত্মার দর্শনে আর উপায়ান্তর নাই। কেবল যে সূক্ষ্ম বস্তু দর্শনের উপায় একমাত্র জ্ঞান, তাহা নহে, স্থূল বস্তু দর্শনেরও উপায় একমাত্র জ্ঞান, কারণ, যাহার প্রজ্ঞা নাই, তাহার পক্ষে কিছুই নাই, যেমন জীব মরিলে যে শব পড়িয়া থাকে, তাহার আর কিছু জ্ঞাতব্য, শ্রোতব্য মন্তব্য, বা দ্রষ্টব্য না থাকায় সকলেই তাহাকে দাহ প্রভৃতি দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব প্রজ্ঞাই একমাত্র দর্শনোপায়। এই কথাই বলিতেছেন,—প্রজ্ঞানেত্রো লোক ইতি। লোক সকল কর্ম্মসকলের ফলোপভোগ করিবে যে ভূরাদি লোক অবলোকন করিয়া থাকে, সেও ঐ প্রজ্ঞাদ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য লোকও প্রজ্ঞৈক প্রমাণ বলিতে যইবে। অবশ্য পৃথিব্যাদি লোক যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? না, আমরা সেই সকল লোক চক্ষুরাদির সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি। অবশ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ গোলক মাত্র জড; ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ভূতসার সাত্ত্বিকাংশ হইতে; সুতরাং জ্ঞান যদি নাই নাথাকে, তবে যে পৃথিবী আছে, তাহা কে প্রমাণ করিবে? সেই জন্য স্থূলই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক; যাই কেন হউক না, সে সকলই প্রজ্ঞার জ্ঞেয়, প্রজ্ঞৈকপ্রমাণ, প্রজ্ঞা মাত্র প্রকাশ। যখন প্রজ্ঞাব্যতীত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় না তখন বলিতে হয় যে, সকল বস্তুরই আশ্রয় স্থান ঐ প্রজ্ঞাই ঐ সকল বস্তুকে অজ্ঞানের সাহায্যে উৎপন্ন করিয়াছে। সেই

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিঁল্লোকে স্বহিতং তস্মিন্মাং ধেহি

হরিং ধ্যায়তো ভোগাপবর্গসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠলোকপ্রার্থনামন্ত্রমাহ যত্রেতি। অজস্রং নিত্যম্। স্বঃ সুখং হিতং নিহিতম্। পবমান হে প্রাণ।

হেতু প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞা যদি থাকে, তবে লোক সকল আছে, প্রজ্ঞা যদি নাই। লোক সকলও থাকিতে পারে না; কারণ, প্রমাণ কিছুই থাকিবে না। কোন প্রশ্নার প্রমাণ না থাকিলে যে কোন প্রকার পদার্থ থাকিবে, তাহা সিদ্ধ করিবেই বা কে, আর সিদ্ধ হইবেই বা কাহা দ্বারা। অতএব সেই প্রজ্ঞাই সকলের প্রতিষ্ঠা, ইহা স্বীকার হইতেছে। তারপর এই প্রজ্ঞাই আবার ব্রহ্ম কি করিয়া? না,—এই যে এক, দুই, তিন, চারি করিয়া ছোট বড়, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রজ্ঞা দেখা যায়, যেমন গোঘটাদি বিষয়ক শিশুর জ্ঞান, যুবকের জ্ঞান, বৃদ্ধের জ্ঞান, অশিক্ষিতের জ্ঞান' অর্দ্ধশিক্ষিতের জ্ঞান ও শিক্ষিতের জ্ঞান, কবির জ্ঞান, বক্তার জ্ঞান, ও দার্শনিকের জ্ঞান, কর্ম্মীর জ্ঞান, সাধকের জ্ঞান, এবং যোগীর জ্ঞান, এসকল জ্ঞান একই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া অল্পমাত্রায়, ততোঽধিক মাত্রায় এবং তাতোঽপ্যধিক মাত্রায় হইতে দেখা যায়, সেইরূপ এই জ্ঞান কচিৎ কোনও এক পুরুষে নিশ্চয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ও অসীম ভাবে সর্ব্বদা উদিত হইয়া আছে, যেমন পরিমাণ যবানী তিল, সর্ষপ, মুগ, মাষকলায়, মটর, কুল, আমলকি।, আমড়া বেল, তাল, তরমুজাদিক্রমে ক্রমবর্দ্ধিত ভাবে আকাশে যাইয়া নিরতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা আকাশেই স্থির হইয়াছে, সেইরূপ ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্র ইত্যাদিক্রমে জ্ঞানে বৃদ্ধি যে স্থানে, জ্ঞানের বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা স্থির হইয়াছে সেই নিরতিশয় প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম বা পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ পুরুষ যে ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করে, সেএই প্রজ্ঞানে মিলিয়া যাইয়া এই প্রজ্ঞান আত্মার সহিত এই পরিদৃশ্যমান দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া, দোহর সহিত স্বসম্বন্ধ চির কালের জন্য প্রবিলীন করিয়া, অজ্ঞে অপ্রত্যক্ষ, এবং জ্ঞানীর প্রত্যক্ষ ঐ স্বর্গ লোকে সমস্ত কামনার পূরণ করিয়া স্বস্বরূপে পর্য্যবসন্ন হয়, অমৃত হয়, মুক্ত হয়। এস্থলে যে দুইবার পাঠ করা হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ উপাসনার সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য। ইহা দ্বারা বলা হইল, নারায়ণের উপাসক ভোগ ও অপবর্গ, এ উভয়ই প্রাপ্ত হয়॥ ইতি তৃতীয় খণ্ড॥ ৩॥

পবমানামৃতে লোকেঽক্ষিতেঽমৃতে লোকেঽক্ষিতে। অমৃত-

পুনরুক্তিঃ কার্তর্থ্যদ্যোতিকা। নারায়ণোপাসনে মোক্ষোঽবশ্যম্ভাবীত্যাহ অমৃতত্বং চেতি। ত্রিরুক্তিস্ত্রিসত্যা হি দেবাঃ। যদ্বা দ্বিরুক্ত্যন্তং প্রতীকং তৃতীয়োক্তি-

---

বৈকুণ্ঠলোক প্রার্থনায়াং মন্ত্রমাহ ;—যত্রেতি। যত্র জ্যোতি রজস্রং ত্যাগশীলং ন ভবতি, নিত্যসিদ্ধঞ্চ তৎ। যস্মিংশ্চ লোকে স্বঃ সুখমানন্দরূপং দুঃখাসম্ভিন্নং হিতং নিহিতং নিত্যবদেব। হে পবমান প্রাণ! তস্মিন্ অমৃতে মৃত্যুরহিতে অক্ষিতে অহিংসিতে অক্ষয়ে চ লোকে মাং তবোপাসকং ধেহি নিধেহি স্থাপয়। তথা কুরু, যথাচাহং স্বরাট্ স্যামিতি দ্বিরুচ্যতে। অভ্যাসে হি ভূয়স্ত্বং ভবতীতি। যশ্চৈবং বিদ্বং নিদধাসি, স সর্ব্বান্ কামানাপ্তা অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। ত্রিরভ্যাসোঽধ্যায় সমাপ্ত্যর্থঃ। ওঁ নমঃ ইতি। প্রণবাত্মকায়াত্মনে নারায়ণায় নমঃ সর্ব্বং

স্বারাজ্য কাম পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষোপাসক যখন অবসর পাইবে, তখন অন্য চিন্তা না করিয়া বৈকুণ্ঠ লোক পাইবার জন্য প্রার্থনা করিবে। সেই প্রার্থনা মন্ত্র বলিতেছেন ;— যত্রেতি। হে জগৎপ্রাণ! যে স্থানের আলোক জ্যোতিঃ কখনই নিবিয়া যায় না, চিরকাল সমান প্রোজ্জ্বল ভাবেই জ্বলিতেছে, যে লোকে দুঃখ সম্পর্কশূন্য ব্রহ্মানন্দ নিহিত হইয়াছে, একবার নিহিত হইয়াছে, আর কখনই নিহিত করিতে হইবে না, এবং পূর্ব্বে যে ছিল না, তাহাও নহে, মৃত্যুরহিত, হিংসা বিবর্জ্জিত সেই লোকে আবার বলি মৃত্যুরহিত ও হিংসা শূন্য সেই অমৃত অক্ষিত লোকে আমাকে স্থাপন কর। আমি তোমার উপাসক, তুমি আমার প্রতিপন্ন হও, এবং তাহার ফলে আমার অজ্ঞানজাল দূর করিয়া জ্ঞান ভাস্করের উদয় করিয়া দাও। আমি আমার অমৃতস্বরূপ আনন্দ দেহে বিরাজিত হই। মায়ার হিংসা, মৃত্যুর দুঃখ আর সহিতে পারি না। তুমি আমার প্রাণ ; তাই তোমাকেই বলি, আমার লোকে আমাকে লইয়া যাও। এই যে দ্বিরুক্তি করা হইল, ইহা দ্বারা সাধকের উদ্বেগ প্রবণতা ও মুমুক্ষার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধক ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিবে। হে প্রাণ! তুমি দয়া করিয়া এবংবিৎ যে কোন লোককে কথিত লোকে সে সমস্ত কামনার ফল ভোগ করিয়া অমৃতত্বও লাভ করে। তোমার দয়ায় সে যে কেবল অমৃতত্ব লাভই করে, তাহা নহে, সে নারায়ণরূপে সমস্ত কামনার পূরণ করিয়া পূর্ণকাম হয়,এবং অমৃত হ.

ত্বং চ গচ্ছত্যমৃতত্বং চ গচ্ছত্যমৃতত্বং চ গচ্ছত্যোং নমঃ। আত্মপ্রবোধোপনিষদং মুহূর্ত্তমুপসিত্বা ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে।

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ইত্যাত্মপ্রবোধোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

ব্যাখ্যানম্। ওঁ নম ইতি মন্ত্রপ্রতীকমষ্টাক্ষরোপাসক ইত্যর্থঃ। অধ্যয়নে ফলমাহেতি। ...

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানামাত্মবোধপ্রদীপিকা॥

ইত্যাত্মবোধোপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা।

মদীয়ামিতি স্বানুভবোপোদ্বলনায় গৃহীতঃ মন্ত্রস্যৈব প্রতীকমিতি। যদ্যপ্যেতন্মন্ত্রপ্রতীকং ত্রিরভ্যস্তমেব, তথাপি প্রার্থনায়াং নৈবং পঠনীয়মিতি যুক্তমধ্যায়সমাপ্তি

ও লাভ করে। যেমন রাজা প্রসন্ন হইয়া কোন ব্যক্তি নিজের আলয়ে লইয়া যান, রাজ ভোগ সকল ভোগ করিতে দেন, এবং সে উত্তম লোক হইলে তাহাকে দ্বিতীয় রাজা করিয়া রাখেন, সেইরূপ হে প্রাণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া, তোমার লোকে যাহাকে তুমি লইয়া যাও, তাহাকে দিব্য ভোগ ভোগ করিতে দিয়া তোমার স্বরূপে নিত্য সম্পন্ন করিয়া লও। সেই ব্যক্তি স্বরাট্ হইয়া যায়। এই বাক্যটির যে তিনবার পাঠ করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, অতি উৎকৃষ্ট স্থানে আসিয়া অধ্যায় সমাপ্তি করা হইয়াছে কি না? তাই ঐ প্রগল্‌ভতাসহকারে চাপল্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধারণ রীতি দুইবার পাঠ; কিন্তু এস্থানে আরও একবার উচ্ছ্বাস ফুটাইবার জন্য পাঠ করা হইয়াছে ঐ মন্ত্রের শেষে যে ওঁনমঃ শব্দ আছে, তাহার অর্থ হইতেছে, ওঁমাত্মকে সমর্পণ করি, অর্থাৎ প্রণবাত্মা আমি স্বরূপে নারায়ণের উদ্দেশে আমার আত্মাকে সমর্পণ করি। ইত্যাকার স্বানুভবের উপোদ্বলনার্থ অষ্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্রের আদি ও শেষ প্রতীক গ্রহণ হইয়াছে। ওটি এ প্রার্থনা মন্ত্রেরই উদীচ্যঙ্গ বিশেষ।

সূচনার্থস্তাত্তস্য। কশ্চিদাহ ওঁ নম ইতি মন্ত্রপ্রতীকমিঙ্গিতেন দর্শিত মিত্যষ্টাক্ষরো-পাসক এবামৃতত্বঞ্চ গচ্ছতীতি। স তথৈব বিদাং কুর্ব্বতু। স এবাত্রোপনিষদ-মপি সমাপয়তি, ন চাতোঽনুভবমুপোদ্বলয়তীতি কাণমপি সুতং পদ্মলোচন নাম্নাঽ-ঽহ্বয়তি, নমস্তস্মৈ কুর্ম্মো বিত্তকামা বয়মিতি।

ইতি আত্মপ্রবোধোপনিষদ্‌বৃত্তৌ চতুর্থ খণ্ডে ব্রাহ্মণরূপো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

যদিও প্রার্থনা মন্ত্রের শেষ প্রতীক তিনবার পঠিত হইয়াছে, তথাপি প্রার্থ-নায় তাহার অভ্যাস করিয়া পাঠ করিতে হইবে না। প্রার্থনায় মাত্র এক-বারই পাঠ করিতে হইবে। অভ্যাসটাত অধ্যায় সমাপ্তি সূচনার্থ' পাঠার্থ ত নহে।

কেহ বলে, এই ওঁনমঃ শব্দটা পাঠ করিয়া ইঙ্গিতে বলা হইল যে, অষ্টাক্ষ-রোপাসক ঐ অমৃতত্ব লাভ করে, এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। তা ইহাতে আর বলিব কি? তিনি সেই রূপই জানিয়া রাখুন। তিনি আবার এই খানেই উপনিষদের পরিসমাপ্তি করেন, এই উপাসনার ফল স্বরূপ আত্মপ্রবোধের উত্তেজনা তাঁহার প্রয়োজন হয় না, অথচ উপনিষদের নাম আত্মপ্রবোধ বলেন। ওটা ঠিক কাণা ছেলেকে পদ্ম লোচন বলা আরকি? আমরা তাহাদিগকে নমস্কার করি, আমরা ধন কাম। নিরর্থক পল মাড়িতে পারি না; সুতরাং এবং প্রকার উপাসনা কারী সাধকের কিরূপে আত্মপ্রবোধ হয়, আত্মা কোন্‌রূপে জাগিয়া উঠেন, সাধক সেই প্রবুদ্ধ আত্মার কিরূপে অনুভব করিয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয়ের জন্য অবতারিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনাও করিব।

ইতি আত্ম প্রবোধোপনিষদের বঙ্গানুবাদে চতুর্থ খণ্ডে
ব্রাহ্মণরূপাখ্য প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:++:—
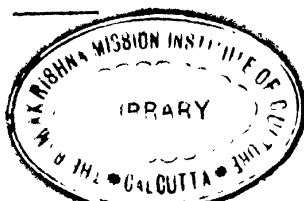
অতীতাঽঽত্মপ্রবোধোপনিষদাং ব্রাহ্মণরূপা হ্যাদ্যাকৃতিরাত্মপ্রবোধরূপাকৃতি দ্বিতীয়েদানীং প্রবর্ত্ততে। তস্যাইদমাদিমং মন্ত্রম্,—প্রগলিত নিজমায়োঽহমিতি। যথাহৈন্দ্রজালিকঃ স্বকীয়াং মায়ামুপসংহৃত্য যথাপূর্ব্বমবস্থিতোঽস্মীত্যনুভবতি, তথৈবা-হমপি স্বস্বরূপ জ্ঞানেন নিজাং মায়ামুপসংহৃত্যাবস্থিতোঽস্মীত্যনুভবামি প্রগলিত নিজমায়োঽহমিতি। নিস্তলঃ নিরূপমং। অস্তমিতা স্বগৃহংগতা কারণনিষ্ঠা বিলীনা অহন্তা অহন্ভাবঃ অহং কর্ত্তাঽহং গন্তাঽহং ভোক্তেত্যহমভিমানঃ। প্রগ-লিত জগদীশজীবভেদ ইতি। তথাহ্যুক্তম্;—

'জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা।
অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ॥' ইতি।

আত্ম প্রবোধপনিষদের ব্রাহ্মণরূপ প্রথমভাগ অতিক্রম করা হইল। এখন দ্বিতীয় ভাগে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। এই দ্বিতীয় ভাগের নাম আত্ম প্রবোধ। আত্ম প্রবোধ নামেই দ্বিতীয় আধ্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার এই আদিম মন্ত্র;—প্রগদিং নিজমায়োঽহমিতি। আমি নিজের মায়ায় নিজেই মুগ্ধ ছিলাম, সে আমার জ্ঞান সূর্য্যোদয়ে প্রাভাতিক নীরাহারে গলিয়া কোথায় গিয়াছে! আমি নির্ম্মায় হইয়াছি; যেমন ঐন্দ্রজালিক পুরুষ স্বকীয় মায়ায় উপসং-হার করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অমায়িকভাবে অবস্থান করে, এবং সেই অবস্থায় অনুভব করে যে, আমি এখন পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত হইয়াছি, সেইরূপ আমিও স্ব স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারায় নিজ মায়ার উপসংহার করিয়া যেনন পূর্ব্বে অমায়িক ছিলাম এখন ঠিক সেইরূপই আছি। এই জন্য অনুভব করিতেছি আমি প্রগদিত নিজমায়। যেহেতু মায়ামেঘ কাটিয়া গিয়াছে, সেই হেতু আমি নিরূপম দর্শনরূপ বস্তুমাত্র। যেমন স্বর্ণের খাদ অপনীত হইলে তাহা নিরূপম স্বর্ণ হয়, সেইরূপ আমার মায়া-রূপ মল অতীত হইয়াছে; সুতরাং এখন আমি নিরূপম জ্ঞান স্বরূপ। আমার অহন্তাব বাড়ী চলিয়া গিয়াছে; অহঙ্কারের কারণ অজ্ঞান; সেই অজ্ঞানের

প্রগলিতনিজমায়োঽহং নিস্তুলদৃশিরূপবস্তুমাত্রোঽহম্। অস্তমিতাহংতোঽহং প্রগলিতজগদীশজীবভেদোঽহম্ ॥ ১ ॥

প্রত্যগভিন্নপরোঽহং বিধ্বস্তাশেষবিধিনিষেধোঽহম্। সমুদাস্তাশ্রমিতোঽহং প্রবিততসুখপূর্ণসংবিদেবাহম্ ॥ ২ ॥

জগদীশজীবভেদোহি পূর্ব্বমনাদিরাপ্যধুনা প্রগলিত এবেতি অভিন্ন এক এবাস্মি ॥ ১ ॥

তদাহ,—প্রত্যভিন্নপরোঽহমিতি। প্রত্যক্ জীবঃ, পর ঈশ্বরঃ। তয়োর ভিন্ন এক ইতি। অতএব বিধ্বস্তাশেষ বিধিনিষেধোঽহম্। তস্মাদেব সমুদাস্তাশ্রমিতোঽহমিতি সমুদাস্তা সমুৎক্ষিপ্তা আশ্রমিতা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদির্যস্যাসৌ। অতশ্চ প্রবিতত সুখপূর্ণ সম্বিৎ স্বরূপঃ ॥ ২ ॥

সহিত সেই 'আমিকর্ত্তা' 'আমি গন্তা' 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি অহমভিমান বিলীন হইয়াছে। অতএব জগদীশ্বরের সহিত যে জীবের অনাদি ভেদ একটা পূর্ব্বে কথিত হইত, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। ভেদ যে অনাদিসিদ্ধ তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা,—জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধ চৈতন্য, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, অবিদ্যা, এবং সেই অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ, এই ছয়টি আমাদিগের মতে অনাদি।

এই জীবেশ্বরভেদ পূর্ব্বে অনাদি বলিয়া জানা থাকিলেও এখন দেখিতেছি, তাহা অনাদি হইলেও সান্ত, অনন্ত নহে। অতএব আমি ঈশ্বরভিন্ন, আমি ও ঈশ্বর একই পদার্থ হইতেছি ॥ ১ ॥

তাহাই কথিত হইতেছে ;—প্রত্যক্ষাভিন্ন পরোঽহম্ ইতি। পূর্ব্বে আমি বলিয়া প্রত্যক্ষ হইত যে আত্মার, সেই প্রত্যক্ষাত্মক জীবাত্মার সহিত পরমাত্মা অভিন্ন; আমি সেই জীব ভিন্ন ব্রহ্ম হইতেছি। যখন প্রত্যক্ ও পরাক্ তত্ত্ব এক হইয়া গিয়াছে, তখন কার বিধি নিষেধ কাহার উপর কার্য্য করিবে? এই জন্য বলিতেছেন,—বিধ্বস্তাশেষ বিধি নিষেধোঽহম্ ইতি। আমার পক্ষে বিধিও নিষেধ সকল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আমি বিধ্বস্ত সকল বিধি নিষেধ স্বরূপ। যখন কোন বিধিও নিষেধের বিষয় নাই, তখন আর আমার ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম থাকিবে কি করিয়া?

সাক্ষ্যমনপেক্ষোঽহং নিজমহিম্নি সংস্থিতোঽহমচলোঽহম্।
অজরোঽহমব্যয়োঽহং পক্ষবিপক্ষাদিভেদবিধুরোঽহম্॥ ৩॥

"মোদঃ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠাঃ॥" ইত্যাদি র্ভেদঃ।

"পক্ষাদ্বিপক্ষমখিলং জিত্বা তুর্য্যপদং ব্রজেৎ।" ইত্যাদি র্ভেদো বা। তদ্বি ধুরোঽহম্॥ ৩॥

সুতরাং আমার আশ্রমিতা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমি সমুদান্তাশ্রমিত হইয়াছে। এই হেতু আমি নিরতিশয়ব্যাপ্তিমৎ সুখপূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ হইয়াছি॥২॥

আমি যে স্বরূপে আছি, ইহার সাক্ষ্য আমি অপেক্ষা করিতেছি না, তাই বলিয়া স্বরূপে স্থিতি অসাক্ষিকও নহে আমিই আমার স্বরূপে স্থিতি বিষয়ে সাক্ষী হইতে পারি। তবে লৌকিক প্রতিপাদনে যে প্রকার সাক্ষ্যের অপেক্ষা করে, অদ্বৈত কালেও আর সেরূপ সাক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। সেই জন্য আমি সাক্ষ্যের,অনপেক্ষ বা সাক্ষ্য নিরপেক্ষ আমি আমার নিজমহিমায় সংস্থিত, সুতরাং অমি অচল। আমার আর জরা নাই, জরা, বা বার্দ্ধক্যাদিভাব বিকারী মায়িক পদার্থের; আমি অমায়িক; সুতরাং আমি অজর, আমার স্বরূপতঃ, গুণতঃ, বা অবয়বতঃ কিছুমাত্র ব্যয় নাই বলিয়া আমি অব্যয়। সেই রূপ মোদ হইতে পূর্ব্বপক্ষ, প্রমোদ হইবে, উত্তর পক্ষ ব্রহ্ম তাহার পুচ্ছস্থান সেই পুচ্ছই প্রতিষ্ঠা, বা সেই ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা। ইত্যাদি প্রকারে কোথাও বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও বর্ণিত হইয়াছে, অকার তাহার পূর্ব্বপক্ষ, উকার তাহার উত্তর পক্ষ, মকার তাহার পুচ্ছ। সেই পক্ষের জয় করিয়া বিপক্ষ পুচ্ছ স্থানীয় মকারের কলাত্রয় জয় করিয়া, শেষে তুর্য্যপাদে যাইয়া উপস্থিত হইবে। ইত্যাদি পক্ষ বিপক্ষাদি ভেদ রহিত হইয়াছি॥ ৩॥

অববোধৈকরসোঽহ মোক্ষানন্দৈকসিন্ধুরেবাহম্। সূক্ষ্মোঽহমক্ষরোঽহং বিগলিতগুণজালকেবলাত্মাহম্॥ ৪॥

নিস্ত্রৈগুণ্যপদোঽহং কুক্ষিস্থানেকলোককলনোঽহম্। কূটস্থচেতনোঽহং নিষ্ক্রিয়ধামাহমপ্রতর্ক্যোঽহম্॥ ৫॥

একোঽহমবিকলোঽহং নির্ম্মলনির্ব্বাণমূর্ত্তিরেবাহম্। নিরবয়বোঽহমজোঽহং কেবলসন্মাত্রসারভূতোঽহম্॥ ৬॥

নিরবধিনিজবোধোঽহং শুভতরভাবোঽহমপ্রভেদ্যোঽহম্। বিভুরহমনবদ্যোঽহং নিরবধিনিঃসীমসত্ত্বমাত্রোঽহম্॥ ৭॥

তৎ কথমিত্যাহ ;—অবরোধৈকরসোঽহমিতি॥ ৪॥ ৫॥ ৬॥ ৭॥

তাহা কি করিয়া হয়? না,—আমি অববোধৈকরস, আমি মোক্ষানন্দৈক সাগর, আমি সূক্ষ্ম, আমি অক্ষর, আমার উপর যে গুণজাল বিতানিত হইয়াছিল, জ্ঞানের উদয়ে সেই গুণ-জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমি যেরূপ ছিলাম, সেইরূপ কেবলই আছি॥ ৪॥

আমার পদ ত্রিগুণ ভাব রহিত, আমি নিস্ত্রৈগুণ্যপদ, আমি আমার কুক্ষিস্থ অনেক লোকের আবির্ভাব তিরোভাব করিয়া থাকি কূটস্থ চেতন, যেন লৌহকারে কূট (লি) একই প্রকারের থাকে; কিন্তু তাহার উপর নানা প্রকার অশেষবিধ আকারের পদার্থ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ আমার কুক্ষিতে অনেক লোক উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে বটে; কিন্তু আমি কূটের ন্যায় যে চেতন, সেই চেতন ভাবেই অবস্থান করিয়া থাকি; আমি নিষ্ক্রিয়ধামে অবস্থিত, সক্রিয়ভাব আমার নাই, আমি অপ্রতর্ক্য, আমার ভাব লইয়া উৎকৃষ্ট তর্ক করিবে, তাহার উপযোগী ভাব আমার নাই, আমি অপ্রতর্ক্য॥ ৫॥

আমি এক স্বরূপ, আমি অবিকল, আমি নির্ম্মল নির্ব্বাণ মূর্ত্তি, আমার কোনই অবয়ব নাই; সুতরাং আমার জন্ম নাই, আমি অজ, আমি কেবল সন্মাত্র সারভূত॥ ৬॥

আমার নিজবোধ সীমাহীন; অতএব আমি নিরবধি নিজবোধ; আমি শুভতর ভাব মঙ্গল স্বরূপ; আমি প্রভেদের বিষয় নহি; সুতরাং আমি অপ্র-

বেদ্যোঽহমাগমান্তৈরারাধ্যোঽহং সকলভুবনহৃদ্যোঽহম্। পরমানন্দঘনোঽহং পরমানন্দৈকভূমরূপোঽহম্ ॥ ৮ ॥

শুদ্ধোঽহমদ্বয়োঽহং সংততভাবোঽহমাদিশূন্যোঽহম্। শমিতান্তত্রিতয়োঽহং বুদ্ধো মুক্তোঽহমদ্ভুতাত্মাহম্ ॥ ৯ ॥

শুদ্ধোঽহমান্তরোঽহং শাশ্বতবিজ্ঞানসমরসাত্মাহম্। শোধিতপরতত্ত্বোঽহং বোধানন্দৈকমূর্ত্তিরেবাহম্ ॥ ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

আসমান্তা উপনিষদঃ ॥ ৮ ॥

শুদ্ধোঽহমুপাধি রহিতঃ ॥ কালদেশবস্তুকৃত পরিচ্ছেদত্রয় রাহিত্যমাহ শমিতান্তত্রিতয়োঽহমিতি ॥ ৯ ॥

শুদ্ধোঽহমপাপবিদ্ধোঽহমিতি ॥ ১০ ॥

ইতি আত্মপ্রবোধোপনিষদ্বৃত্তৌ আত্মপ্রবোধো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ভেদ্য ; আমি বিভু, আমি নির্দ্দোষ, নিরবদ্য ; আমি নিরবধিনিঃসীম সত্তা মাত্র ॥ ৭ ॥

আমি আগমের শিরোভাগ দ্বারা বেদ্য ; আমিই এক মাত্র আরাধ্য ; আমি সকল ভুবনের হৃদয়প্রিয় হৃদ্য বস্তু ; আমি পরমানন্দ ঘন স্বরূপ ; আমি একমাত্র পরমানন্দ ভূম স্বরূপ, অর্থাৎ একমাত্র ভূমা পরমানন্দ স্বরূপ ॥ ৮ ॥

আমি উপাধি রহিত, দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি সকল আমার কিছুই ছিলও না, নাইও ; সুতরাং শুদ্ধস্বরূপ, আমি অদ্বৈত স্বরূপ ; আমার ভাব পরিব্যাপ্ত, আমি সন্তত‌ভাব ; আমি আদি শূন্য ; কাল, দেশ ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ ত্রয় আমার নিবৃত্ত হইয়াছে ; আমি বুদ্ধ স্বরূপ ; আমি মুক্ত স্বরূপ আমি কিঞ্চিৎ নূতন স্বরূপ ॥ ৯ ॥

আমি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্বরূপ ; আমি অন্তরের প্রিয় পদার্থ স্বরূপ ; আমি সনাতন বিজ্ঞান সমরস স্বরূপ ; শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ দ্বারা শোধিত যে পর তত্ত্ব, সেইরূপ, আমি বোধনন্দৈক মূর্ত্তি ॥ ১০ ॥ ইতি

আত্মপ্রবোধোপনিষদের বঙ্গানুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিবেকযুক্তিবুদ্ধ্যাহং জানাম্যাত্মানমদ্বয়ম্। তথাপি বন্ধমোক্ষাদিব্যবহারঃ প্রতীয়তে। নিবৃত্তোঽপি প্রপঞ্চো মে সত্যবদ্ভাতি সর্ব্বদা ॥ ১ ॥

অন্তরিতাকৃতি দ্বিতীয়াত্মপ্রবোধোপনিষদাত্মপ্রবোধরূপা নাম। ন চ ততোঽপি বস্তু স্বহস্তায়িতম্। তদর্থমসৌ মননরূপা কৃতিস্তৃতীয়া নাম প্রবর্ত্ততে। তস্যাশ্চায়মাদিমো মন্ত্রঃ,—বিবেক যুক্তি বুদ্ধ্যাহমিতি। বিবেকযুক্তিবুদ্ধ্যা জানামি; নতু প্রত্যক্ষতঃ। তৎ ফলম্—বন্ধ মোক্ষাদি ব্যবহারঃ প্রতীয়তে ইতি পরমার্থতো নিবৃত্তোঽপি প্রপঞ্চো মে সর্ব্বদা ভুজঙ্গবৎ সত্যবদ্ভাতি ॥ ১ ॥

আত্মপ্রবোধোপনিষদের আত্মপ্রবোধাখ্য দ্বিতীয় অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল। তদ্দ্বারাও জ্ঞেয় ও ধ্যেয় বস্তু নিজের হস্তগত হয় নাই; সুতরাং অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনার তিরোধায়ক মননরূপ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছি। তাহার এইটি আদিম মন্ত্র:—'বিবেক যুক্তীত্যাদি। সতের সহিত অসতের; চৈতন্যের সহিত জড়ের, আতপের সহিত ছায়ার যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য বিষয়ে যত প্রকার যুক্তি ও বোধ থাকিতে পারে, সে সমস্তই প্রয়োগ করিয়া জানিতেছি বটে যে মায়িক জগতের এক মাত্র সত্তা সেই পরমাত্মারই। পরমাত্মাই এই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া নানারূপ হইয়াছেন। নানারূপ মায়াকল্পিত, সুতরাং ইহা মিথ্যা; পরমাত্মার এই মায়া কার্য্যের এক মাত্র অধিষ্ঠান। ইহা কিন্তু প্রত্যক্ষাকারে জানিতে পরিতেছি না। যেমন প্রত্যক্ষাকারে নানা পদার্থের জ্ঞান হইতেছে, সেইরূপ প্রত্যক্ষাকারে অমায়িক পরমাত্মা নারায়ণের প্রত্যক্ষ হইতেছে না। অবশ্য এই নানা পদার্থের জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক বলিয়া, ইহার নিবর্ত্তক জ্ঞানটিও প্রত্যক্ষাত্মক হওয়া আবশ্যক কিন্তু সেই অদ্বয় আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ত প্রত্যক্ষাত্মক হইতেছেন। যেমন দিঙ্মূঢ় ব্যক্তির দিগ্‌ভ্রম প্রত্যক্ষাত্মক বলিয়া বিবেক ও যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা দিক্ জ্ঞান

সর্পাদৌ রজ্জুসত্তেব ব্রহ্মসত্তৈব কেবলম্। প্রপঞ্চাধার-রূপেণ বর্ত্ততেঽতো জগন্নহি ॥ ২ ॥

দ্বৈতাদ্বৈতবিবেকো, দ্বৈতো দ্বৈতেন বিভাজ্যঃ ফলীভূতস্ত্বদ্বৈত ইতি যুক্তি, স্তাভ্যাং সহানুভবরূপা বুদ্ধিশ্চ ক্রিয়মাণাপ্যপ্রত্যক্ষাত্মকতয়া নচ ততো দ্বৈত ভ্রম-নিবৃত্তিরিত্যাদিতস্তর্কিতম্। ইদানীং ভ্রমে বিবেকযুক্তিবুদ্ধ্যা মননং প্রসারয়তি সর্পাদাবিত্যাদিনা দ্বিতীয় মন্ত্রেণ। যথা ভুজঙ্গভ্রান্তৌ রজ্জুসত্তৈবাধাররূপেণ বর্ত্তত ইত্যস্তি হ্রবতী, তথা প্রপঞ্চভ্রান্তৌ প্রপঞ্চাধিষ্ঠানতয়া ব্রহ্মসত্তৈব কেবলং বর্ত্ততে ন প্রপঞ্চ সত্তা। তস্মাজ্জগন্নাস্তীতি দ্বিতীয়স্তর্ক্যতে ॥ ২ ॥

হইলেও সে জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক হয় না বলিয়া সে জ্ঞান দ্বারা দিগ্‌ভ্রম যায়ও না; সেই এই অদ্বয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক না হওয়ায়, ইহাদ্বারা প্রত্যক্ষা-ত্মক নানাজ্ঞানরূপ জগদ্‌ভ্রমের ও নিবৃত্তি হইতেছে না। সেইজন্য বন্ধমোক্ষাদি ব্যবহারের প্রতীতি হইতেছে। আমি মনে করিতেছি, আমার বন্ধন নিবৃত্তি হওয়ার আবশ্যক, এবং মোক্ষও প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন আরও মনে করিতেছি, আমি পরমাত্মা নারায়ণের স্বরূপ জানিতে পারিলে মুক্তি লাভ করিব। আমার যে সকল দ্বৈত প্রতীতি হইতেছে, সে সকল ঐ পরমাত্ম জ্ঞান দ্বারা নিবর্ত্তিত হইবে ইত্যাদি। সেই জন্য এই বিশ্ব প্রপঞ্চ পরমার্থতঃ সত্যবৎ না থাকিলেও বস্তুতঃ নিবৃত্ত্যাত্ম হইলেও আমার নিকট সর্ব্বদাই সত্যবৎ ভাতি প্রাপ্ত হইতেছে। আমি প্রকৃত নাথাকা বস্তুকে আছে বলিয়া জানি-তেছি ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ মন্ত্রে বলা হইল, জগৎ দ্বৈত, আত্মা অদ্বৈত; দ্বৈতে দ্বৈত ও অদ্বৈত, উভয়ের আসন আছে; কিন্তু অদ্বৈতে দ্বৈতের আসন নাই; সুতরাং ভাজ্য দুইকে ভাজক দুই দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল একমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ দ্বৈত যুক্তি আদির সাহায্যে দ্বৈতপ্রপঞ্চের বিবেচনা করিয়া দেখিলে দ্বৈত অদ্বৈতেই পর্য্যবসন্ন হয়; যেমন দুইকে দুইদিয়া ভাগ করিলে এক হয় ভাগফল, সেইরূপ দ্বৈতবাদমূলক যুক্ত্যাদির সাহায্যে দ্বৈতের বিবেক সাধিত হইলে অদ্বৈত পরমাত্মা নারায়ণই সেই সেই বিবেকের ফলভূত হইয়া দাঁড়ান। যে বিবেক জ্ঞানে নারায়ণকে অদ্বয় বলিয়া জানিতে পারা যায়, সে বিবেক

যথেক্ষুরসসংব্যাপ্তা শর্করা বর্ত্ততে তথা। অদ্বয়ব্রহ্মরূপেণ ব্যাপ্তোঽহং বৈ জগত্রয়ম্ ॥ ৩ ॥

যথেক্ষুরসসংব্যাপ্তেত্যাদিনা ব্রহ্মব্যাপ্তিস্তর্ক্যতে ॥ ৩ ॥

জ্ঞানও অনুমানাত্মক। যদিও অনুমান প্রত্যক্ষ মূলক বলিয়া উক্ত ফল জ্ঞান একেবারে প্রত্যক্ষ শব্দ শূন্য নহে, তথাপি তাদৃশ প্রত্যক্ষ মূলক অনুমান জ্ঞান দ্বারা আমূল প্রত্যক্ষাত্মক দ্বৈত ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। নিবৃত্তি না হইলেও বাস্তবিক ত সে ভ্রম সত্য নহে, বা সে ভ্রমের বিষয় যে প্রপঞ্চ, সেও ত সত্য নহে, এরূপ অনুভব হয়, ও তদ্দারা অনেক সময় বোধ হয় যেন বিশ্ব-প্রপঞ্চ সত্যবৎ ভাতিবিশিষ্ট, প্রকৃত সত্য নহে। ইহাই প্রথম মন্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। এখন ভ্রমে বিবেক, যুক্তি, ও তত্ত্বভয়বুদ্ধির প্রযোগ করিয়া মনের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছেন?—সর্পাদাবিত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে, সে স্থলে দেখা যায়, সর্পাকার অজ্ঞান বিজৃম্ভিত হইলেও পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট নহে, কিন্তু রজ্জুর সত্তাই তাহাতে বর্ত্তে, সেইরূপ জগদাকার মায়াকল্পিত হইলেও পৃথক সত্তা তাহার নাই, ব্রহ্মসত্তাই তাহাতে প্রতিভাসিত হয় মাত্র। ভ্রমমাত্রেই পৃথক্ সত্তাবিহীন; কারণ, যাহাতে যাহার ভ্রম হয় সেই তদাকারে ভাসিত হয়; যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, রজ্জুই সর্পাকারে ভাসিত হয়। যখন রজ্জুই সর্পাকারে ভাসিত হয়, তখন আর সর্পের অস্তিত্ব কেন স্বীকৃত হইবে? রজ্জুর অস্তিত্বই সর্পে প্রতিভাসিত হয় স্বীকার করিলেই হইল। আবার যখন রজ্জুকে রজ্জুরূপে জানা যায়, তখন রজ্জুর অস্তিত্ব রজ্জুতেই প্রত্যক্ষীকৃত হইল বলিয়া সর্পের একেবারেই তখন অস্তিত্ব প্রতিভাসিত হইতে পারে না, হয়ও না; সেইরূপ পরমাত্মার অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মাকে পরমাত্মারূপে না জানিয়া ভ্রমাৎ জগদাকারে জানা যায়, তখন পরমাত্মার নিত্যঅস্তিত্বই নানাভাগে বিভক্তপ্রায় হইয়া জগতের উপর প্রতিভাসিত হইতে থাকে,—ঘট আছে, বাটীর অস্তিত্ব আছে, ইত্যাদি। আবার যখন পরমাত্মা নারায়ণকে পরমাত্মারূপে প্রত্যক্ষ করা যাইবে, তখন আর জগতের উপর সে অস্তিত্ব প্রতিভাসিত হইতে পারে না, তখন জগৎ প্রাভাতিক নীহারে কোথায় উড়িয়া যায়, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া

ব্রহ্মাদিকীটপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনো ময়ি কল্পিতাঃ। বুদ্বুদাদি-বিকারান্তস্তরঙ্গঃ সাগরে যথা ॥ ৪ ॥

তরঙ্গস্থং দ্রবং সিন্ধুর্ন বাঞ্ছতি যথা তথা। বিষয়ানন্দবাঞ্ছা মে মাভূদানন্দরূপতঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাদিকীট পর্য্যন্তা ইত্যনেন সাগর তরঙ্গন্যায়ো দর্শিতঃ ॥ ৪ ॥

সাগরতরঙ্গন্যায়গতমন্যদপি ফলমাহ তরঙ্গস্থমিতি। এতেন ক্ষুদ্রাশা নিরাকৃতা ॥৫।

যায় না। যেমন সর্প ভ্রমের আধাররূপে রজ্জুসত্তা প্রতীত হয়, সেইরূপ প্রপঞ্চ ভ্রমের আধাররূপে ব্রহ্মসত্তাই নির্ণীত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব জগৎ বলিয়া একটা বস্তু সৎ নাই। এই মন্ত্র দ্বারা ভ্রমের অধিষ্ঠান সত্য, অধিষ্ঠেয় মিথ্যা, ইহা রজ্জুসর্প ভ্রমস্থলে প্রত্যক্ষ হয়; সুতরাং জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান অদ্বয় পরমাত্মা সত্য, এবং সেই সত্যে অধিষ্ঠেয় জগৎ মিথ্যা, এইরূপ বিবেক যুক্তি ও অনুভবের কথা বলা হইল ॥ ২ ॥

এইক্ষণ ব্রহ্মব্যাপ্তি লইয়া তর্ক করা হইতেছে, যথেত্যাদি। যেমন ইক্ষু রসে সম্যক্‌রূপে ব্যাপ্ত হইয়া শর্করা বিদ্যমান আছে, সেই রূপ অদ্বয় ব্রহ্মরূপে আমি এই জগত্রয়কে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছি ॥ ৩ ॥

এইক্ষণে সাগর তরঙ্গন্যায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাদীত্যাদি যেমন বুদ্বুদাদি নানা বিকার বিশিষ্ট তরঙ্গ সাগরে কল্পিত হইলেও সে সমস্তই সাগরের সহিত অভিন্ন ও এক সেইরূপ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণধারী বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে কল্পিত হইলেও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; আমিও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; সুতরাং আমাতে কল্পিত হইলেও আমাতে ব্রহ্মতে অভেদ, ব্রহ্মতে জগতে অভেদ; কাজেই আমাতে জগতে অভেদ, অর্থাৎ জগদভিন্ন ব্রহ্মাভিন্ন জীব জীবাভিন্ন ব্রহ্মাভিন্ন জগৎ; সুতরাং জীবাভিন্ন জগৎ, এবং জগদভিন্ন জীব অতএব সাগরতরঙ্গ ন্যায় বিবেক, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা এই সর্ব্বাত্মৈক্য নিরূপিত হইল ॥ ৪ ॥

সাগরতরঙ্গ ন্যায় গত অন্যবিধ ফল কীর্ত্তন করিতেছেন, তরঙ্গস্থমিত্যাদি যেমন সমুদ্র তরঙ্গস্থজলের বাঞ্ছা করে না, সেইরূপ আমি আনন্দ সমুদ্র বলিয়া

দারিদ্র্যাশা যথা নাস্তি সম্পন্নস্য তথা মম। ব্রহ্মানন্দে নিমগ্নস্য বিষয়াশা ন তদ্ভবেৎ ॥ ৬ ॥

বিষং দৃষ্ট্বামৃতং দৃষ্ট্বা বিষং ত্যজতি বুদ্ধিমান। আত্মানমপি ধৃষ্ট্বাহমনাত্মানং ত্যজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

ঘটাবভাসকো ভানুর্ঘটনাশে ন নশ্যতি। দেহাবভাসকঃ সাক্ষী দেহনাশে ন নশ্যতি ॥ ৮ ॥

ন মে বন্ধো ন মে মুক্তির্ন মে শাস্ত্রং ন মে গুরুঃ। মায়ামাত্রবিকাসত্বান্মায়াতাতোঽহমদ্বয়ঃ ॥ ৯ ॥

বিধাপি ক্ষুদ্রাশা নিরস্যতে দারিদ্র্যাশেতি ॥ ৬ ॥

তত্ত্বপক্ষপাতোহি ধিয়াং স্বভাব ইতি ॥ ৭ ॥

নম্বনাত্মনঃ পরিত্যাগোহেয়ত্বাং কৃতশ্চেৎ, দেহিনোঽপি তথাত্বাপত্তিঃ। কিঞ্চ দেহনাশেঽপ্যাত্মনোঽদর্শনান্নাশ ইতি হেয়তয়া পরিত্যক্তুং শক্য ইত্যত

বিষয়ানন্দ বাঞ্ছা আমার হইতে পারে না। ইহা দ্বারা তুচ্ছ আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া হইল ॥ ৫ ॥

অন্য প্রকারেও তুচ্ছ আশার নিরাশ করা হইতেছে, দারিদ্র্যাশেত্যাদি। যেমন সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্রের জায়মান আশা থাকিতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তির বিষয়াশা হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষকে বিষ বলিয়া জানিয়া এবং অমৃতকে অমৃত বলিয়া জানিয়া বিষকে ত্যাগ করে; সেইরূপ আমি আত্মাকে দেখিয়া আত্মাকে আমার আত্মারূপে দেখিয়া আমি অনাত্মাকে, যাহা আত্মাহইতে অন্য পদার্থ, সে সমস্ত বস্তুকেই ত্যাগ করি; এরূপ কেন করা যায়? না,—বুদ্ধির স্বভাবই এই যে,-যেটি প্রকৃত, যেটি সত্য, বুদ্ধি সেইটিকেই নিজের বলিতে বাধ্য করায় ॥ ৭ ॥

আচ্ছা, অনাত্মার পরিত্যাগ করিবে কেন? হেয় বলিয়া ত? তাহা হইলে দেহীরও পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেন? না, আত্মাতেও ত দেহাদির সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। তারপর এক কথা, যতদিন দেহ থাকে, ততদিনিই আত্মার

প্রাণাশ্চলন্তু তদ্ধর্ম্মৈঃ কামৈর্ব্বা হন্যতাং মনঃ। আনন্দ-বুদ্ধিপূর্ণস্য মম দুঃখং কথং ভবেৎ ॥ ১০ ॥

আহ,—ঘটাবভাসক ইত্যাদি দ্বাভ্যাম্। শাস্ত্রামপ্যবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবক্তত ইতি ন মে শাস্ত্রামিত্যাহ। তথাচ স্বরূপমাত্রমুক্তং ভবতি ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

তদেতদ্বিভজ্যাক্ষিপ্যাহ প্রাণা ইতি। আনন্দ পূর্ণস্য বুদ্ধিপূর্ণস্য পূর্ণস্য চেতি লক্ষণত্রয়ং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০ ॥

অস্তিত্ব অনুভব করা যায়; কিন্তু যখন দেহ নাশ হয়, তখন ত আর আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধিতে আসে না; সুতরাং, যাহার নাশ হয়, সে ত হেয়। হেয় বলি-য়াই তাহা হইলে আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতে-ছেন, ঘটাবভাসক ইত্যাদি। দুইটি মন্ত্রের দ্বারা যেমন ঘটের অবভাসক সূর্য্য ঘট-নাশে বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ দেহের অবভাসক সাক্ষী আত্মাও দেহের নাশে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। দেহাদি উপাধি মায়ায় কল্পনা মাত্র; সুতরাং জন্ম বিনাশাদি ধর্ম্ম সকল মায়ার, আমার নহে, আমি সাক্ষী স্বরূপ। ৮ ॥

বন্ধন আমার নহে; মুক্তি আমার নহে; অবিদ্যাকল্পিত বুদ্ধিরই ভাব একট বন্ধন, তাহার বিপরীত ভাব মুক্তি ও সেই অবিদ্যাকল্পিত বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। শাস্ত্রে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অবিদ্যাবিশিষ্ট জীবকেই লক্ষ্য করিয়া; সুতরা অবিদ্যামুক্ত সাক্ষীস্বরূপ আমি। আমার পক্ষে শাস্ত্রও নাই। মূর্খের লঘুত নিবারণার্থ গুরুর আবশ্যক হয়; আমি আমার কিছুই মূর্খতাও লঘুতাও দেখিতেছি না; সুতরাং গুরুত্ব আমার নাই, আমি পরমগুরু ঈশ্বর। ও সকল মায়ামাত্রে বিকাশ; কিন্তু আমি মায়াতীত অদ্বয় স্বরূপ ॥ ৯ ॥

মায়ার বিকাশ হইলেও কোন্ ধর্ম্ম কাহার, তাহার বিভাগ করিয়া সংক্ষেপে আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন, প্রাণা ইত্যাদি। প্রাণ সকল পবমান বলিয় চলিতে থাকুক; সেই প্রাণের ধর্ম্ম পিপাসাদি দ্বারা, বা কাম দ্বারা মনঃ হন্যমা হইতে থাকে, হউক। আমি আনন্দ পূর্ণ, বুদ্ধিপূর্ণ ও পূর্ণ স্বরূপ; আমা দুঃখ কি করিয়া হইবে? এস্থলে আনন্দরূপতা, জ্ঞানস্বরূপতা এব পরিপূর্ণ-স্বভাবতা তিনটি ব্রহ্মেরস্বরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে, জানিে হইবে ॥ ১০ ॥

আত্মানমঞ্জসা বেদ্মি ক্বাপ্যজ্ঞানং পলায়িতম্। কর্ত্তৃত্বমদ্য মে নষ্টং কর্ত্তব্যং বাপি ন ক্বচিৎ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ্যং কুলগোত্রে চ নামসৌন্দর্য্যজাতয়ঃ। স্থূলদেহগতা এতে স্থূলাদ্ভিন্নস্য মে ন হি ॥ ১২ ॥

আত্মজ্ঞানাদজ্ঞান নিবৃত্তিস্ততঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমান নাশস্ততঃ কর্ত্তব্যনিরোধোঽসঙ্গতা ভবতীত্যাহ,—আত্মানমিতি ॥১১॥

স্থূলদেহগত ধর্ম্মান্ প্রদর্শাত্মনি তান্নিরস্যতি.—ব্রাহ্মণ্যমিতি। ব্রাহ্মণ্যং ব্রহ্মবর্চ্চঃ, কুলং বংশঃ, গোত্রং লোভ প্রবর্ত্তকস্য শাণ্ডিল্যাদি ঋষেঃ সন্তান পরম্পরা। যদ্যপি কুলগোত্রয়োরভেদ এব প্রতীয়তে তথাপি কুলং ব্যাপ্যং, গোত্রঞ্চ ব্যাপকমিতি। তদ্‌যথাহ বৈয়াঘ্র্যাত্মগোত্রে কুরুকুলমিতি পাণ্ডবকুলমিতি। নাম যজ্ঞ দত্তাসি। সৌন্দর্য্যং সুন্দরভাবঃ কদর্য্যমপি। জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদি। তদেতৎ স্থূলাভিন্নস্য মে নহি ভবিতুমর্হতি ॥ ১২ ॥

আত্মজ্ঞান হইলে, আত্মবিষয়ক অজ্ঞান লোপ পায়। বিনষ্ট হইলে তজ্জন্য কর্ত্তৃত্বাদ্যাভিমানচয় বিনষ্ট হয়। অহঙ্কার লোপ হইলে কর্ত্তব্য সকল থামিয়া যায়; সুতরাং তখন আত্মার অনাদি ভাব আবির্ভূত হয়, এই কথাই বলা হইতেছে, 'আত্মানম্' ইত্যাদি। আমি যথার্থ আত্মাকে জানিতেছি; সুতরাং আমার সেই আত্মাবিষয়ক অজ্ঞান কোথায় পলাইয়াছে। আমার কর্ত্তৃত্বও আর নষ্ট হইয়াছে; আমার কর্ত্তব্যও কোনস্থলে কিছু নাই ॥ ১১ ॥

কতকগুলি ধর্ম্মকে দেখাইয়া তাহা স্থূলদেহের ও সকল আত্মার নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন, 'ব্রহ্মণ্যম্' ইত্যাদি। ব্রহ্মতেজঃ, বংশ, গোত্র, নাম, সৌন্দর্য্য; এসকল স্থূল দেহগত ধর্ম্ম; আমি স্থূল দেহ হইতে পৃথক্, সুতরাং এসকল ধর্ম্ম আমার নাই। যদিও কুল ও গোত্র শব্দ প্রায় একার্থক তথাপি কিছু ভেদ আছে বলিয়া সে ভেদ দেখান যাইতেছে;—কুল হইতেছে বংশ, আর গোত্র হইতেছে, গোত্র প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য আদি ঋষির সন্তান পরম্পরা। কুল হইল ব্যাপ্য পদার্থ। যেমন গোত্র হইল ব্যাপ্যক পদার্থ। যেমন বৈয়াঘ্রপদ্ গোত্রে কুরুকুল ও পাণ্ডবকুল, নাম যজ্ঞদত্ত আদি; সৌন্দর্য্য সুন্দরভাব, কদর্য্য কদাকারভাব; জাতি ব্রাহ্মণত্ব আদি। এ সকল স্থূলদেহের ধর্ম্ম, স্থূলদেহেই

ক্ষুৎপিপাসান্ধ্যবাধির্য্যকামক্রোধাদয়োঽখিলাঃ। লিঙ্গদেহ-গতা এতে হ্যলিঙ্গস্য ন বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥

জড়ত্বপ্রিয়মোদত্বধর্ম্মাঃ কারণদেহগাঃ। ন সন্তি মম নিত্যস্য নির্ব্বিকারস্বরূপিণঃ ॥ ১৪ ॥

এবং লিঙ্গগতান্ কারণগতানপি নিরস্যতি ক্ষুতিত্যাদি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

এ সকল প্রতিভাসিত হয়; কিন্তু আমি আত্মা, আমিত স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন; সুতরাং এ সকল ধর্ম্ম আমার নাই, থাকিতে পারে না ॥ ১২ ॥

এইরূপ লিপিশরীরগত ও কারণ-শরীরগত ধর্ম্ম সকল আত্মার নাই, ইহা দেখান হইতেছে, ক্ষুৎপিপাসা ইত্যাদি দুইটি মন্ত্রদ্বারা। ক্ষুধা, জঠরগত পাক্য বস্তুর অভাব জনিত অগ্নিরূপ পিত্তের দাহ; পিপাসা, পান করিবার ইচ্ছা; আন্ধ্য অন্ধভাবরূপ গ্রহণ প্রতিবন্ধক দোষ; বাধির্য্য বধিরভাব শব্দ শ্রবণ প্রতিবন্ধক দোষ; মান্দ্য মন্দভাব বিষয় গ্রহণে অপাটব দোষ; কাম—অভিলাষ, ক্রোধ স্বার্থব্যাঘাত প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া রজোগুণের প্রবল ক্ষোভজনিত, জিঘাংসা—হননেচ্ছা, লোভ ইন্দ্রিয়লৌল্য ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল লিঙ্গদেহের। আমি অলিঙ্গ; সুতরাং এগুলি আমাতে নাই। যে দেহ লয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহাকে লিপিদেহ বলা হয়। লিঙ্গদেহের অবয়ব এইগুলি,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এইগুলিয়া মিলিয়া একটী সূক্ষ্ম দেহ বিরচিত হয়। সেটি যতদিন আত্মজ্ঞান না হয়, বা যতদিন মহাপ্রলয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইহলোক হইতে পরলোকে, এবং পরলোক হইতে ইহলোকে যাতায়াত করিতে থাকে। এই সূক্ষ্মদেহে যে প্রাণপঞ্চক আছে, তাহার ধর্ম্ম পিপাসা, ক্ষুধা ইত্যাদি; যে ইন্দ্রিয়পঞ্চক আছে, তাহাদের ধর্ম্ম আন্ধ্য, মান্দ্য ও বাধির্য্য; কাম ক্রোধাদি হইতেছে মনের ধর্ম্ম। মনঃ ও বুদ্ধি একই পদার্থ ॥ ১৩ ॥

তারপর আরও একটী দেহ স্বীকার করা হয়; সেটির নাম কারণ দেহ। কারণদেহ পদার্থ এই যে, যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়া এই বিশাল বিশ্ব-প্রপঞ্চ বিরাজিত, সেই গুণত্রয় হইতে ক্ষুদ্র একটী দেহেরও সৃষ্টি হয়; কারণ, মাতৃজঠরে যাইয়া কিরূপে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত দেহের সৃষ্টি করিবে? সুতরাং ভগবান্ মাতৃশোণিত ও পিতৃশুক্রে গুণত্রয়ের এমনভাবে স্থাপন করিয়া-

উলূকস্য যথা ভানুরন্ধকারঃ প্রতীয়তে। স্বপ্রকাশে পরানন্দে তমো মূঢ়স্য জায়তে ॥ ১৫ ॥

চক্ষুর্দৃষ্টিনিরোধেঽভ্রৈঃ সূর্য্যো নাস্তীতি মন্যতে। তথাজ্ঞানাবৃতো দেহী ব্রহ্ম নাস্তীতি মন্যতে ॥ ১৬ ॥

এবম্ভূতাত্ম দর্শনে অজ্ঞানমেব প্রতিবন্ধকমিতি। সদৃষ্টান্তমাহ,—উলূকস্যেতি ॥ ১৫ ॥

অন্যথাঽপ্যাহ ;—চক্ষুরিত্যাদি। তথা ব্রহ্ম নাস্তীতি মন্যতে ভ্রমাৎ ; নতু তদ্বাস্তবম্। আত্মা চ ব্রহ্মেতি ॥ ১৬ ॥

ছেন যে, তদুভয় মিলিয়া উক্ত গুণত্রয়ের পৃথক্ ভাবে আবির্ভাব করায়। তদ্দ্বারা উক্ত গুণত্রয় পৃথক্ হইয়া ক্রমে ক্রমে দেহরচনায় উপযোগী বস্তু সকল সংগ্রহ ঐ গুণত্রয়েই দেহসংঘাত রচিতে থাকে। অতএব প্রথমতঃ যে গুণত্রয় মিলিয়া একটী কোষাকার গৃহ প্রস্তুত করে, এবং যে কোষাকার গৃহকে মধ্যে করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীক অধোভাবে ঝুলিতেছে, সেই কোষাকার গৃহের মধ্যস্থ গুণত্রয়কেই কারণশরীর বলা যায়। উক্ত কারণশরীরের ধর্ম্ম হইতেছে জড়তা, প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, ইত্যাদি। জড়তা চৈতন্যের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ; প্রিয়, ভালবাসার লোককে যে ভাব দ্বারা ভালবাসা যায় ; মোদ আনন্দ, বিষয়াদি ভোগ করিলে যে আনন্দ লাভ করা যায় ; প্রমোদ সাধারণ উপভোগ্য আনন্দ বিশেষ। এগুলি সমস্তই সেই কারণদেহগত ধর্ম্ম। আমি নিত্য নির্ব্বিকার অকারণ স্বরূপ ; সুতরাং এ সকল ধর্ম্ম আমার থাকিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

এইত হইল আত্মার বিবেক যুক্তি দ্বারা অনুভব। এই প্রকার আত্মার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয় না, তাহার কারণ অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক দোষ। তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন ;—উলূকস্য ইত্যাদি। যেমন পেচকের পক্ষে জগৎ প্রকাশক সূর্য্য অন্ধকার ময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ পরমানন্দে ও অজ্ঞানই ঐ অন্ধকাররূপে জ্ঞানদৃষ্টির আবরক হয় ॥ ১৫ ॥

অন্য প্রকারে ঐ কথাই বলিতেছেন ;—চক্ষুরিত্যাদি অভ্র মেঘ। মেঘদ্বারা দ্রষ্টার চক্ষুর দৃষ্টি নিরোধ করিলে যেমন দ্রষ্টা মনে করে, সূর্য্য নাই, সেই রূপ

যথামৃতং বিষাদ্ভিন্নং বিষদোষৈর্ন লিপ্যতে। ন স্পৃশামি জড়াদ্ভিন্নো জড়দোষাপ্রকাশতঃ ॥ ১৭ ॥

স্বল্পাপি দীপকাণকা বহুলং নাশয়েত্তমঃ। স্বল্পোঽপি বোধো মহতীবহুলং নাশয়েত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

কালত্রয়ে যথা সর্পো রজ্জৌ নাস্তি তথা ময়ি। অহঙ্কারাদি-দেহান্তং জগন্নাস্ত্যহমদ্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

জড়সম্বন্ধাভাবে তৎপ্রত্যক্ষচেতি প্রতিজ্ঞানীতে যথাঽসৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

যত্তপি শাস্ত্রাচার্য্য গুরুপদেশ লব্ধজ্ঞানস্যাংশতঃ প্রত্যক্ষতা, অজ্ঞানস্য চ বহুলং বাহুল্যং, তথাপি ততো নাশইত্যাহ; স্বল্পাপীতি। মহতীবহুলং মহদ্বহুলং অত্যন্ত মধিকমিতি ছান্দস ঈঃ ॥ ১৮ ॥

তদেতৎ সর্ব্বকালত্রয়বৃত্তি মন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগীত্বাৎ মিথ্যা, অহমদ্বয়ঃ সত্যমিতি ॥ ১৯ ॥

দেহী অজ্ঞান দ্বারা আবৃতজ্ঞান হইয়া মনে করে, ব্রহ্ম নাই; কিন্তু বাস্তবিক নহে; কারণ, আত্মাই যদি নাই, তবে মনে করে কে? অতএব ইহা নিশ্চয়ই ভ্রমবশতঃ হয়; ইহা জানিয়া ত্যাগ করাই বিধেয় ॥ ১৬ ॥

জড়সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারি নাই তাহার প্রত্যক্ষ হয়, এই কথা বলিতেছেন; 'যথাঽমৃতম্' ইত্যাদি যেমন অমৃত বিষ হইতে ভিন্ন, অথচ বিষদোষে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ জড়ের দোষ অপ্রকাশ হইতে ও জড় হইতে আমি ভিন্ন; সুতরাং আমি জড়ের দোষ অপ্রকাশকে কথনও স্পর্শ করি না ॥ ১৭ ।

যদিও শাস্ত্র, আচার্য্য, ও গুরুর উপদেশ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে আত্মার অংশতঃ প্রত্যক্ষ হয়, তথাপি সেই অংশতঃ প্রত্যক্ষ অজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইলেও তাহাকে অংশতঃ প্রত্যক্ষ নাশ করিতে পারে, এই কথা বলিতেছেন;—স্বল্পাপী-ত্যাদি। দীপশিখা স্বল্প হইলেও বহুল অন্ধকারকে নাশ করে; সেইরূপ আত্ম বোধ স্বল্পমাত্রায় হইলেও মহাবিস্তায় অজ্ঞান অন্ধকারকে নাশ করিতে পারে ॥ ১৮ ॥

রজ্জুতে সর্প যেমন কালত্রয়েই নাই, সেইরূপ অহঙ্কারাদি দেহান্ত

চিদ্রূপত্বান্ন মে জাড্যং সত্যত্বান্নানৃতং মম। আনন্দত্বান্ন মে দুঃখমজ্ঞানাদ্ভাতি সত্যবৎ ॥ ২০ ॥

আত্মপ্রবোধোপনিষদমুহূর্ত্তমুপাসিত্বা ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্তত ইত্যুপনিষৎ ॥ ২১ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত আত্মপ্রবোধোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

তল্লক্ষণ মুন্নয়তি ;—চিদ্রূপত্বাদিতি। সচ্চিদানন্দরূপ এবাহমস্মি। মিথ্যাদুঃখ-জাড্যানাং ভাতিরপি মিথ্যা। অতো যৎ সত্যবদ্ভাতি, তস্মাৎ সম্বন্ধাদিতি ময়ি সচ্চিদানন্দরূপে অজ্ঞানাভাবান্ন সত্যবদ্ভাত্যেব সচ্চিদানন্দরূপোঽহমিতি ॥ ২০ ॥

এবং খল্বাত্মপ্রবোধ উপনিষৎ। অনয়া হ্যুপনিষদা আত্মৈব প্রবুধ্যতে জাগ্রদেব ভবতি তব আত্মপ্রবোধোপনিষদিতি। তামেতাং মুহূর্ত্তমুপাসিত্বা যঃস্থিত এব ভবতি, ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন সংসরতি, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যত ইতি। দ্বিরুক্তিরূপ-

---

সমস্ত জগৎই আমাতে নাই। আমি সর্ব্বজগদ ভাবোপলক্ষিত অদ্বয় স্বরূপ ॥ ১৯ ॥

আমি চিদ্রূপ বলিয়া আমার জাড্য দোষ নাই: আমি সত্যস্বরূপ; সুতরাং মিথ্যা কিছুই আমাতে নাই; আমি আনন্দ স্বরূপ; অতএব আমাতে দুঃখ কিছুই নাই। তবে যে সত্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে, তাহা অজ্ঞানতঃ হইতেছে মিথ্যা, দুঃখ, জাড্য সকলের ভাবিও মিথ্যা। তবে যে সত্যের ন্যায় ভাত প্রাপ্ত হইতেছে; তাহাও আমার সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়া। যদি আমার সহিত তাহার কখন সম্বন্ধ না হয়, তবে সে সকল কখনই সতের ন্যায় ভাতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমি সচ্চিদানন্দরূপ। আমাতে অজ্ঞান নাই; অতএব জাড্যাদিসকল কখনই সত্যের ন্যায় প্রতিভাসিত নহে। আমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। আমি নিত্য প্রকাশিত আনন্দ স্বরূপ ॥ ২০ ॥

এই হইল আত্মপ্রবোধের গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা। এই গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারিলে আত্মা এই নবদ্বারপুরে শায়িত ও নিদ্রিত আত্মস্বরূপ জ্ঞানে সুখসুপ্ত

নিষৎ সমাপ্ত্যর্থা। আত্মোপনিষদমধীত্যৈব ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ কর্ত্তব্যা। তদুক্তং মন্ত্রেণেতি॥ ২১॥

ইতি আত্মপ্রবোধোপনিষদ্বৃত্তৌ মননরূপোনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

সমাপ্তাচেয়মুপনিষৎবৃত্তিশ্চেতি॥

জীবাত্মার প্রবোধ হয়, সেই স্বরূপজ্ঞানে জাগরণ হয়, আত্মা স্বস্বরূপ জানিতে পারিয়া জাগিয়া উঠেন আমি সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এক অদ্বয় নারায়ণপুরুষ, আমি সেই প্রত্যক্ষাত্মক আনন্দময় ব্রহ্মপুরুষ, আমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি। ইত্যাকার জ্ঞান পাইয়া চিরজাগ্রদ্ভাব লাভ করে। এইজন্য ইহার নাম আত্মপ্রবোধোপনিষদ্। এই উপনিষদ্‌কে মুহূর্ত্তের জন্য উপাসনা করিয়া যে অবস্থিত হইতে পারিয়াছে সে আর পুনরাবৃত্তি লাভ করে না, সে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না, সে সংসার ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করে। এখানে দ্বিরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তি জানাইবার জন্য করা হইয়াছে। অন্য স্থানে বলা হইয়াছে, ঋগ্বেদের উপনিষৎ পাঠ করিয়া "ওঁ বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি শান্তি পাঠ করিবে। অতএব উপনিষদের অন্তে শান্তি, শান্তি, শান্তি তিনবার শান্তিপাঠের অন্তে শান্তি বলিয়া বিধান করিবে॥২১॥

ইতি আত্মপ্রবোধোপনিষদের বঙ্গানুবাদে মননরূপ নামক তৃতীয়োঽধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

উপনিষদও সমাপ্ত হইল॥

ঋগ্বেদীয় চতুর্থ উপনিষৎ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

নির্ব্বাণোপনিষৎ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ও নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ।

নির্ব্বাণোপনিদ্বেদ্যংনির্ব্বাণানন্দতুন্দিলম্। ত্রৈপদানন্দসাম্রাজ্যং স্বমাত্রমিতিচিন্তয়েৎ ॥

অথাসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্র বন্ধ্বাদীন্ শিখাযজ্ঞোপবীতে স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরোপভোগার্থায় চ লোক-

---

স্বস্তিমুখে অবস্থিত ব্রহ্মা বেদাদি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্তি হইলে যাদৃশ মঙ্গলের বিকাশ হইয়াছিল, আমার এই প্রবৃত্তিতেও তাদৃশ মঙ্গলের বিকাশ হউক। আমি উৎপন্নজ্ঞান বিদ্বান্ পরমহংস, তুরীয়াতিত, ও অবধূতদিগের নির্ব্বাণ বিদ্যার প্রতি- পাদক উপনিষদের ভাষ্যরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই পরম- হংস উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে;—এই পরমহংস নিজের পুত্র, মিত্র কলত্র, বন্ধু

স্বোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ। তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি। কোঽয়ং মুখ্য ইতি চেদয়ং মুখ্যঃ। ন দণ্ডং ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংস ইত্যাম্নাতম্। তস্য স্বরূপং সোপায়ং ভেদং সকলঞ্চ বিবক্ষুর্ব্বেদ পুরুষ ঋচাং ইমাং স্তৌতি,—অথেত্যাদি। ত্রিখণ্ডী খল্বিয়ং মাণ্ডুকারণ্যানাং নির্ব্বাণোপনিষৎ সূত্ররূপা। যদাহ;—

আদি, শিখা, যজ্ঞোপবীত বেদাধ্যয়ন, এবং সন্ধ্যাবন্দনাগ্নিহোত্রাদি নিখিল কর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুনর্গ্রহণ রাহিত্যরূপে সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত নিয়মাদি সকল সংকল্প পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া, যদি আত্মবিবিদিষু হয়, তবে কৌপীন, দণ্ড, ও আচ্ছাদনার্থ কন্থা, নিজ শরীরের উপভোগার্থ এবং অন্যলোকে দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারিবে ইনি সন্ন্যাসি, এই উপকারের জন্যও বটে ঐ সকল গ্রহণ করিবে; কিন্তু গ্রহণ করিয়া মনে করিতে পারিবে না, যে এটি আমি গ্রহণ করিলাম; তাহাতে ঐ সকল বস্তুর উপর মমতার অধ্যাস বা আরোপ ভাব আসিয়া যাইবে; সুতরাং তাদৃশ ভাবের পোষণ না করিয়া কেবল গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া গ্রহণ মাত্রই করিবে। ইহা হইল যে আত্ম জ্ঞানেরইচ্ছা করে, সেই প্রথম সন্ন্যাসীর পক্ষে ব্যবস্থা; কিন্তু সেটি উৎপন্নজ্ঞান পরমহংসের পক্ষে মুখ্যবিধান নহে; কারণ, সে সন্ন্যাসীও জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে ঐ সকল পরিত্যাগ করিবে। যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সন্ন্যাসীর কৌপীনাদি পরিত্যাগ আপনা হইতে হইবে। অতএব সেটা মুখ্য কল্প নহে। মুখ্যকল্পে পরমহংসাশ্রম কিরূপ, যদি এই কথা প্রশ্ন কর, তবে বলিব;—ইতঃপর যাহা কথিত হইবে, সংবর্ত্তক প্রাকৃতি পরমহংস, তুরীয়াতীত, ও অবধূতেরা যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেইটিই অনুপচরিত পরমহংস। শ্রমের মুখাচার সেটি কি? না; দণ্ড গ্রহণ করিবে না; শিখা রাখিবে না, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে না, এবং আচ্ছাদনার্থ কন্থাও গ্রহণ করিবে না; কেবল মাত্র আমাতেই ভেদ শূন্য হইয়া অবস্থিত হয় সেইজন্য নিসর্গ সুন্দর আনন্দাত্মা সর্ব্বপ্রিয়তম আমিও সেই নিত্যপূতস্থ বেদপুরুষ স্বরূপ পরমহংসে অবস্থান করি—"পরমহংসোঽহমস্মি" ইত্যাকার অনুভবে ভেদশূন্যরূপে অবস্থিত হই। এই বেদপুরুষস্বরূপ নিত্যপূতস্থ পরমহংসের স্বরূপ ভেদ, উপায় ও ফল বলিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া বেদাঙ্গসহ বিদ্যাস্থানযুক্ত ঋগাদি বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাই ঋক শাখাস্থ এই উপনিষদের প্রস্তাব করিয়াছেন। মাণ্ডুকারণ্যের শাখায় সূত্ররূপে

অথ নির্ব্বাণোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

"স্বাল্পাক্ষর মসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" ইতি

কাহোলীয়েত্যন্যেবদন্তি। সাচাপ্যষ্টচরী। শান্তিশ্চেবাত্র "বাঙ্মে মনসী"-ত্যাদিনা কার্য্যাতান্তেত্যানি ষণ্ণবতি সংখ্যানিসেকানি সূত্রানি ভবন্তি। কেষাং লঘক্ষরেয়ং বৃত্তিরারভ্যতে। ব্যাচিখ্যাদিতস্য নির্ব্বাণসূত্রস্য তস্যেদমাদিমং সূত্রম্—'অথ নির্ব্বাণোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যাম' ইতি। অথেত্যয়মধিকারার্থঃ। স

এই ত্রিখণ্ডাত্মক নির্ব্বানোপনিষৎ পরিপঠিত হইয়া থাকে। ইহাকে সূত্ররূপ বলা হইল তাহার কারণ, ইহাতে একএকটি বিষয়ে প্রতিপাদনার্থ সংক্ষেপে ও বহ্বর্থ গঠিতরূপে একএকটি বাক্যের বিভাগ করিয়া বলা হইয়াছে। সূত্র লক্ষণে সেই কথাই উক্ত হইয়াছে। যথা,—নিতান্ত অল্প অক্ষর দ্বারা রচিত, সন্দেহ গন্ধহীন সার পদার্থ প্রতিপাদনপর সর্ব্বতঃ প্রকারসম্পন্ন নিরর্থক শব্দ বর্জ্জিত নিন্দা যোগ্য দোষস্পর্শহীন বাক্যকেই সূত্রশব্দার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সূত্র বলিয়া জানেন। আচার্য্যও সেইরূপ বাক্য গ্রহণ করিয়া প্রতিপিপাদয়িষিত বিষয়ের সম্যক্ প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া এই ঔপনিষদ বাক্যরাজীকে সূত্ররূপ বলা হইল কেহ এই উপনিষৎ খানিকে কাহোল শাখার অন্তর্গত বলিয়া থাকেন; কিন্তু কাহোল শাখার প্রচার নাথাকায় আমরা সে বিষয়ে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। যদিও কাহোল শাখায় এখানি পঠিত হইয়া থাকে, তথাপি মাণ্ডুকারম্ন শাখায় যে তাদৃশ পাঠ করা নিষিদ্ধ হইবে, বা পাঠ করিলে মহাপাপের কার্য্য হইবে, ইহা বোধ হয় কেহই বলিতে সাহসী হইবেন না; সুতরাং কাহোল শাখায় এতাদৃশ পাঠ থাকিলেও এখানি মাণ্ডুকারম্ন শাখার নিজস্ব বলিতে পশ্চাৎপদ হইব না। ইহার প্রথমে যে শান্তি পাঠ করিতে হইবে, তাহাতে "বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি মন্ত্রই পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর একাদিক্রমে শেষোক্ত দ্বিরাবৃত্ত একটি সূত্রের সহিত সাকল্যে সন্নবতি সূত্রের পাঠকার্য্য সমাহিত করিতে হইবে। পাঠ করিতে হইলে অবশ্যই অর্থজ্ঞানের প্রয়োজন হয়; সুতরাং সেই সকল সূত্রের স্বল্পাক্ষর বৃত্তির আরম্ভ করা যাইতেছে। ব্যাখ্যা করিতে ঈপ্সিত সেই নির্ব্বাণ সূত্রের আদিম সূত্র এই,—"অথ নির্ব্বাণোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ।" ইতি এই সূত্রে যে অথ

হুত্বার্থনীয়মানোদকুম্ভদর্শনবদুচ্চার্য্যমাণো মঙ্গল প্রয়োজন এব ভবতি শিক্ষার্থম্। নচাস্যানন্তর্য্যমর্থঃ, তুরীয় তুরীয়স্য তথাত্বাৎ। নির্ব্বাণো নিবৃত্তির্মোক্ষস্তথাহাম্নাতং ব্রহ্মোপনিষাদ ;—

"একমেব তৎ পরংব্রহ্ম বিভাতি নির্ব্বাণম্॥" ইতি।

স চ নির্ব্বাণস্তস্য উপনিষৎ, তাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। যদাহ ;—

"বিহায় সর্ব্ব সংকল্পান্ বুদ্ধ্যা শরীরমানসান্।
শনৈ নির্ব্বাণ মাপ্নোতি নিরিন্ধন ইবানলঃ॥" ইতি।

শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে অধিকার। অর্থাৎ নিব্বাণ ভূমিকে অধিকার করিয়া পরমহংসের নির্ব্বাণ বিদ্যা ব্যাখ্যা করিব। কেন? জ্ঞানোদয়ের পর নির্ব্বাণ হয় বলিয়া ঐ অথ শব্দের আনন্তর্য্য অর্থই কর না কেন? না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞানোদয়ের পর আর কিছুই বক্তব্য থাকে না। তুরীয় তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত পরমহংসের আত্ম জ্ঞান উৎপন্ন হইতেই ত সমস্ত ফুরাইয়া যায়। তখন আর তৎসম্বন্ধে বক্তব্যই বা কি, আর তাহার কর্ত্তব্যই বা কি? সুতরাং বিদ্যোদয়ান্তর অথশব্দের এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না। তবে শিক্ষার্থ, শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, যে কোনও কিছু করিতে হইবে, তাহার নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হউক এই প্রকার কামনা করিয়া গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য, এই বৈদিক সত্যের উপদেশার্থ নির্ব্বাণ উপনিষদের প্রথমেই যে অথশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। যেমন অন্য কোন প্রয়োজন নিষ্পত্তির জন্য কেহ কলসি পূরিয়া জল লইয়া গিয়া থাকে ; কিন্তু যাত্রাকালে যদি সেটি দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তদ্দ্বারা অনুমান করা হয় যে, যাত্রায় মঙ্গল হইবে, সেইরূপ যদি ঐ অথশব্দটি নির্ব্বাণাধিকার করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি ঐ অথশব্দের উচ্চারণধ্বনি শ্রবণ ই মঙ্গল প্রয়োজন হইবে। স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে ;—

"ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥" ইতি।

ওঁকার ও অথশব্দ, এই দুইটি শব্দ পূর্ব্বে ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছিল। সেইজন্য ঐ দুইটি মাঙ্গলিক শব্দ নির্ব্বাণশব্দের অথ নির্ব্বৃত্তি, বা মোক্ষ। ব্রহ্মোপনিষদে অম্নাত হইয়াছে ;—যিনি এক, যাঁহার স্বজাতীয় ও বিজা-

ভেদাসমানাধিকরণোঽভেদাখ্যঃ সম্বন্ধঃ। অন্যাভ্যো বিনিশ্য আখ্যানং ব্যাখ্যা। তথাচ বিদ্যোদয়ে অবিদ্যায়াং সকার্য্যায়াং সসংস্কারায়াং বিনিবৃত্তায়াং যথাচ জীবো ব্যক্তিমপহায় স্বরূপে নির্ব্বৃত্তো ভবেৎ, অন্যাভ্যোদশাভ্যস্তথা বিশিষ্য কথয়িষ্যাম ইতি॥ ১॥

তীয় স্বগত কোনপ্রকার ভেদ নাই, সেই পরব্রহ্মই নির্ব্বাণশব্দের বাচ্য হইয়া বিভাত হন। তাহার উপনিষৎ বিদ্যা, অর্থাৎ নির্ব্বাণরূপ বিদ্যার ব্যাখ্যা করিব। এ বিষয়ে কথিত হইয়াছে ;—যেমন কাষ্ঠহীন অগ্নি খাদ্যাভাবে সমস্ত আহার্য্য পদার্থ শেষ করিয়া স্বয়ং উপশান্ত হয়, সেইরূপ জীব আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। অগ্নি যেমন ব্যক্তরূপ পরিত্যাগ করিয়া অব্যক্ত কারণরূপে যাইয়া বিশ্রাম করিলে, লোকে বলিয়া থাকে, অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, সেইরূপ জীবের ব্যক্তরূপ যে কাম সংকল্পাদি তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় কারণরূপ যে অব্যক্ত পরব্রহ্ম, সেইরূপে যাইয়া বিশ্রাম করিলে, বা ব্রহ্ম হইয়া যাইলে বুঝিতে ও বলিতে পারা যায় যে জীবেরা নির্ব্বাণ হইয়াছে। অতএব নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ অব্যক্ত কারণরূপ পরব্রহ্মই সেই অব্যক্ত পরব্রহ্ম জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিব। নির্ব্বাণের উপনিষৎ নির্ব্বাণো-পনিষৎ (ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাস)। এই ষষ্ঠীবিভক্তির অর্থ সম্বন্ধ। যেমন দেবদত্তের কম্বল' বলিলে দেবদত্তের সহিত কম্বলের স্বত্ব স্বামিত্বাখ্য সম্বন্ধ বুঝা যায়, এখানে 'নির্ব্বাণের উপনিষৎ বলিলে সেরূপ বুঝিতে হইবে না; কিন্তু এই নির্ব্বাণের সহিত উপনিষদের ভেদগন্ধহীন অভেদাখ্য সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ নির্ব্বাণ স্বরূপ যে বিদ্যা তাহার ব্যাখ্যা করিব। যাহাকে বিশেষ করিয়া আখ্যান করা যায়, তাহাকে ব্যাখ্যান বলে। বিদ্যা নানা প্রকার আছে। সেই সমস্ত বিদ্যা অপেক্ষা নির্ব্বাণ বিদ্যার যে কোনরূপ বিশেষ আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া নির্ব্বাণ বিদ্যার কীর্ত্তন করাই ব্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য। যদিও কোন কোন স্থলে ব্যাখ্যান করিতে হইলে, পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, বিগ্রহ বাক্য যোজনা আক্ষেপোক্তি ও সমাধানকে অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া ব্যাখ্যানের ছয় প্রকার অঙ্গ বলা হইয়াছে ;—

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তি বিগ্রহো বাক্য যোজনা।
আক্ষেপোক্তিঃ সমধানং ব্যাখ্যানং ষড়্‌বিধং স্মৃতম্॥" ইতি।

যে বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, প্রথমতঃ তাহার ভিতর যতগুলি পদ

পরমহংসসোঽহম্ ॥ ২ ॥

তুরীয়াশ্রমে চরন্, তত্রাপি তুরীয়াবস্থাং গতঃ পরমহংসো যথোক্তঃ সোঽহং ইত্যাত্মানং প্রত্যভিজানীত। তথাচ শ্রূয়তে; —"তং স্বয়মেবাবস্থিতিস্তং শান্ত-মচলমদ্বয়ানন্দ বিজ্ঞানঘন এবাস্মি।" ইতি। স চ তল্লিঙ্গং জ্ঞানদণ্ডং বিভূয়াৎ, ন কাষ্ঠদণ্ডং। তথৈতদত্রোক্তম্,—

"সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমাস্থিতিঃ।
জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী সউচ্যতে॥

আছে, সে সমস্ত গুলিকে ছিন্ন করিয়া দেখাইতে হইবে। তারপর প্রতি পদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বলিতে হইবে। তারপরে সেই পদগুলি কি করিয়া নিষ্পন্ন হইবে বা পরস্পরের সহিত কি ভাবে মিলিত হইবে, তাহা বলিতে হইবে। তারপর সেইপদ গুলিকে মিলাইয়া একটি বাক্যে পর্য্য-বসন্ন করিতে হইবে। তারপরে পূর্ব্ব পক্ষ উত্থাপন করিয়া সেই বাক্যর্থকে পরীক্ষা-রজ্জু দলিত করিতে হইবে। তারপর আবার সেই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়া সিদ্ধান্তিত বিষয়ের কীর্ত্তন করিতে হইতে। তদ্দারাই একটি বাক্যের ব্যাখ্যান করা কার্য্য সমাহিত হইবে; সুতরাং ব্যাখ্যান বলিলে এই রীতি নিশ্চয় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তথাপি এই সকল সূত্রে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা সাধারণের বাক্যের অতীত বলিয়া সে প্রণালী কিছুতেই অবলম্বিত হইবে না। এখানে বিশেষ করিয়া আখ্যান করা মাত্রই হইবে। তাহা হইলে, উক্ত সূত্রদ্বারা এই পাওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যোদয় হইলে সংস্কার ও কার্য্য বর্গের সহিত অবিদ্যার বিনিবৃত্তি সাধিত হইয়া থাকে, বা ঐ বিনিবৃত্তি স্বরূপেই বিদ্যার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তখন জীব যে ভাবে নিজের জীবরূপে অভিব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিতি করে, অন্য সমস্ত দশা হইতে পৃথক্ করণপূর্ব্বক সেই দশাটিকে বিশেষ করিয়া বলিত ॥ ১ ॥

যেরূপ আম্নাত হইয়াছে, সেইরূপে চতুর্থাশ্রমে বিচরণ করিবে। কেবল তাহাই নহে, অবস্থাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, এবং গুরূপদিষ্ট প্রণালী অনুসারে নিজেকে সেই ব্রহ্মরূপে প্রত্যভিজ্ঞান করিবে। সেই ব্রহ্মই আমি বলিয়া সাক্ষাৎ করিবে। শ্রুতি উক্ত হইয়াছে;—অদ্বৈত বোধ দ্বারা অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের সম্বন্ধ নিবর্ত্তিত হয়, দ্বৈত থামিয়া যায়; আনন্দরূপেও অবস্থিত হয়।

কাষ্ঠদণ্ডোধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরব সংজ্ঞকান্॥
ইদমন্তরং জ্ঞাত্বা স পরমহংসঃ॥" ইতি।

তস্যচ সোঽহমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়াং শব্দার্থৌ পরিত্যজ্য যল্লক্ষ্যমাত্রং বিভাতি, তন্নির্ব্বাণ মেকমেব তৎ পরংব্রহ্মেতি নির্ব্বাণ লক্ষণমুক্তং ভবতি। পরমহংস লক্ষণন্তু পরম্অহং স ইতি নিষ্কেবল জ্ঞানশীলনমিতি। তথাচ নির্ব্বাণস্য পরং অহং স ইতি শীলনমেবোপনিষদিতি ব্যাখ্যাতম্। পরম্ ব্যক্তাৎ, অহং প্রত্যক্, স

বিক্ষেপাবরণাত্মক মিথ্যাজ্ঞান সম্বন্ধ নিবৃত্তি হইলে, অপনা আপনই প্রকাশমান আনন্দাত্মাই পর্য্যবসন্ন হয়। যেমন কতকরজোদ্বারা (নির্ম্মল ফলের চূর্ণদ্বারা) জলের মল নিবৃত্তি হইলে, অন্যকারণের নিরপেক্ষ জল স্বকীয় স্বচ্ছ স্বভাবে অবস্থান করে, পুনর্ব্বার প্রচ্যুতি আর হইতে না পারে, এরূপভাবে স্বভাবে অবস্থান করে, সেই রূপ কোনও কদাচিৎক কারণ দ্বারা বা অন্য কোন কারণ দ্বারা মিথ্যা জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ না হইতে পারে,এভাবে স্বস্বরূপে অবস্থান করে। স্বয়ংপ্রকাশমান স্বচ্ছ স্বভাব, সর্ব্বকালেই অবিদ্যা ও তৎসম্বন্ধ দ্বারা অস্পৃষ্ট, কূটস্থ সর্ব্বদা এক স্বভাব, সদসদাদিরূপ দ্বৈতরহিত অদ্বয় সুখস্বভাব, স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপই আমি হইতেছি।—এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞান করিবে। যেমন কোনও পুরুষকে পূর্ব্বে একবার দেখার পর অন্য স্থানে দেখিয়া প্রত্যভিজ্ঞান করা যায়, এ সেই ব্যক্তি, সেইরূপ আপনাকে ব্রহ্মরূপে দেখিয়া প্রত্যভিজ্ঞান করিবে—সেই ব্রহ্মই আমি। যখন এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞান জন্মিবে, তখন তাহার আশ্রম চিহ্নস্বরূপ আর কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিবার আবশ্যক নাই,তখন সে কাষ্ঠদণ্ডাদি পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকেই দণ্ডরূপে ধারণ করিবে। ইহা উক্ত হইয়াছে ;—ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ভোগ্য বিষয়ের ভোগকামনা পরিত্যাগ করিয়া যাহার অদ্বৈতে উত্থানশূন্য স্থিতি হইয়াছে, "অহং ব্রহ্মাস্মি" "পরমহংসঃ সোঽহম্" ইত্যাকার জ্ঞানকে ভেদজরাগদ্বেষাদিরূপ গোসর্পাদির দমন হেতু বলিয়া দণ্ডরূপে যে স্বীকার করিয়াছে, সেই হইল মুখ্যভাবে দণ্ডী। আর যে চিত্তবিক্ষেপ দ্বারা বিস্মৃতি না হয়, ইহার জন্য—জ্ঞানের স্মারক বলিয়া কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করা হয়, ইহা না জানিয়া বেত্রমাত্র ধারণ করিলেই পুরুষার্থসিদ্ধি হয় মনে করিয়া যে পরমহংস কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিয়াছে ; পরমহংসাশ্রমীর পক্ষে নিষিদ্ধ ও বিহিত সর্ব্বপ্রকার খাদ্য যে আহার করিয়া থাকে ; যাহার

পরিব্রাজকাঃ পশ্চিমলিঙ্গাঃ ॥ ৩ ॥

পরাক্ সচ্চিদানন্দং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষত্বেহপাস্তে ইতি সোহহমনুভবে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব গোচরঃ ॥ ২ ॥

তৎ সাধনং প্রব্রজনম্। তথৈতদাম্নাতম্ কৈবল্যোপনিষদি ন কর্ম্মসানপ্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ॥" ইতি। "ন্যাসমেবাত্যরেচয়ৎ।" ইতি। "মোক্ষমানৈক সাধনো ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান নাই; সে মহারৌরবনামক ঘোরতর নরকে গমন করিয়া থাকে। জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ডের ভেদ এইরূপ, ইহা জানিয়া যে জ্ঞানদণ্ডধারী, সেই পরমহংস শব্দবাচ্য। সেই পরমহংসের 'সেই আমি' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞেয় শব্দ ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে একাকারের লক্ষ্যবস্তু মাত্র বিভাত হয়, সেই হইতেছে নির্ব্বাণাখ্য এক অদ্বৈত পরমব্রহ্ম। ইহাই সেই নির্ব্বাণপদার্থের লক্ষণ বলা হইল। পরমহংসের লক্ষণ হইতেছে 'পরম্ অহং সঃ' অব্যক্তাতীত আমি সেই ইত্যাকার নিষ্কেবল জ্ঞানশীল নই। তাহা হইলে, 'পরম্ অহং সঃ' অব্যক্তাতীত আমি সেই' ইত্যাকার জ্ঞানশীলনই নির্ব্বাণের উপনিষৎ বা বিদ্যা, ইহা ব্যাখ্যা করা হইল। পরং শব্দের অর্থ অব্যক্ত হইতে পরং অহং শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষাত্মক জীবচৈতন্য; স শব্দের অর্থ হইতেছে অপ্রত্যক্ষাত্মক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ইহার প্রত্যভিজ্ঞেয় প্রত্যক্ষভাব ও অপ্রত্যক্ষভাব দূরীকৃত হয়; 'সোহহম্' অনুভব ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিষয়ক। যেমন 'ইনি সেই' বলিয়া যে প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তাহাতে ইঁহাতে ও তাঁহাতে কোনও ভেদের উল্লেখ দেখা যায় না; সেইরূপ 'সেই আমি' এই প্রত্যভিজ্ঞাতেও কোনরূপ ভেদের উল্লেখ থাকিতে পারে না, আমাতে ও তাঁহাতে এক বলিয়া জ্ঞান হয় ॥ ২ ॥

"পরমহংসঃ সোহহম্" ইত্যাকার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যে সাধন কলাপের আবশ্যক হয় তন্মধ্যে মুখ্য হইতেছে প্রব্রজন, বা সন্ন্যাস; কারণ, ব্রহ্ম নিজে সন্ন্যাসী যেহেতু তিনি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান; সুতরাং তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহার ভাবে বিভোর হইবে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ হইতে হইলে প্রব্রজন বা সন্ন্যাস একান্তই অপরিহার্য্য। কৈবল্য উপনিষদে তাহা কথিত হইয়াছে;—শ্রৌত, বা কর্ম্মদ্বারা নহে, পুত্রাদি দ্বারা নহে, দৈববিত্ত দ্বারাও নহে, কিন্তু নিখিল শ্রৌতিস্মার্ত্ত কর্ম্ম সমূহের পরিত্যাগরূপ পরমহংসাশ্রম দ্বারা সম্প্রদায়বেত্তা কোন কোন

যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্বা বনাদ্বা। অথপুনরব্রতী বা ব্রতী বা, স্নাতকো বাঽস্নাতকো বা, উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ।" ইতি। এবং হি পরিব্রজন্তঃ পরিব্রাজকাঃ পূর্ব্বং লিঙ্গং "কটিসূত্রং কৌপীনং দণ্ডংকমণ্ডলুং সর্ব্বমপ্সু বিসৃজ্যাথ জাতরূপধরশ্চরেৎ।" ইত্যুক্তং পরিত্যজ্য পশ্চিমানি লিঙ্গানি গ্রামে একরাত্রমিত্যাদ্যুক্তানি যেষাং, তে পশ্চিমলিঙ্গা অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারাশ্চ ভবন্তি। তে হ্যবহিতাঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং কুর্ব্ব-

---

মহাত্মা অমৃতভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্যস্থলে উক্ত হইয়াছে;—সকল সাধন অপেক্ষা সন্ন্যাসকেই অতিরিক্ত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তির মোক্ষমার্গের মুখ্যসাধন কামনা করিবে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য সমাপিত করিয়া গৃহী হইবে। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমী হইবে। তথা হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। যদি সে গৃহস্থাশ্রমী হইতে ইচ্ছা নাই করে, তবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, অথবা গৃহী হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমী হইতে ইচ্ছা নাথাকিলে গার্হস্থ্যাশ্রম হইতেই একেবারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে; কিংবা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। সে অব্রতীই হউক, আর ব্রতীই, স্নাতকই হউক আর অস্নাতকই হউক। উৎসন্নাগ্নিই হউক, আর অনাগ্নিই হউক, যেদিনেই বৈরাগ্য লাভ করিবে, সেইদিনেই প্রব্রাজ্যাগ্রহণ করিবে। ইহাদ্বারা বলা হইল, যে কোনও দিনে যখনই বৈরাগ্য উদয় হইবে, তখনই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে; কারণ, সর্ব্ববিধ সাধনের মধ্যে মুখ্যসাধন হইতেছে প্রব্রজ্যা। আবার প্রব্রজ্যাশ্রমের গ্রহণ করিবার প্রতি কারণ হইতেছে বৈরাগ্য; সুতরাং বৈরাগ্যোদয় হইলে সর্ব্ব-সন্ন্যাস করিয়া অমৃতভাব লাভ করিতে হইবে। এইরূপে যাহারা পরিব্রজন করে, তাহারা পরিব্রাজক। পরিব্রাজকের পূর্ব্বচিহ্ন যে কটি সূত্র, কৌপীন, দণ্ড, ও কমণ্ডলু, সে সকল জলে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানে দেহ পাত করিয়া, নূতন দেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিবে। এই শ্রুতিতে যে পূর্ব্বচিহ্ন পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, সেইসকল পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমলিঙ্গ তাহার পরে যে সকল গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে, সেই সকল চিহ্ন ধারণ করিবে। পরে বলা হইয়াছে, গ্রামে একরাত্র বাস করিবে, ইত্যাদি। যাহাদিগের এই সকল পশ্চিম লিঙ্গ আছে, তাহারা পশ্চিম লিঙ্গক। সেই সকল পশ্চিম লিঙ্গ বা শেষ চিহ্নধারী পুরুষেরা অব্যক্তলিঙ্গ ও অব্যক্তাচার হইবে। তাহাদিগের কোনও চিহ্ন যেন ব্যক্ত না হয়,

মন্মথক্ষেত্রপালাঃ ॥ ৪ ॥

স্তীতি তে পরমহংস পরিব্রাজকা উচ্যন্তে, যথা চাস্মাকমাচার্য্যাঃ শঙ্করভগবৎপাদা ইতি ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যনবরতং ব্রহ্মপ্রণবানুসন্ধানেন যঃ কৃতকৃত্যো ভবতি, সহ পরমহংস পরিব্রাড়িত্যুক্তেঃ,—মন্মথক্ষেত্রং যোনিস্তৎপালা আত্মপালা ভবন্তি। কথম্? যোন্যাংহি ব্রহ্মানন্দরূপেণাবতিষ্ঠতে উক্তঞ্চ কৈবল্যোপনিষদি,—"অচিন্ত্যমব্যক্ত মনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিন্।" ইতি। জগদ্যোনির্হ্যথা শাস্ত্রযোনিশ্চেতি। মন্মথশ্চ কামঃ, তস্যক্ষেত্রং কামক্ষেত্রমাত্মৈব "সোঽকাময়তেতি—তস্যৈব কামক্ষেত্রতাশ্রুতেঃ। তৎপালাঃ; নত্বাত্মহন ইতি। তথা চাম্নাতং পরমহংসোপনিষদি;—

এবং আচারও যেন অব্যক্ত থাকে। অর্থাৎ তাহাদিগের ব্রহ্মচিহ্নই ধার্য্য, এবং ব্রহ্মাচারই গ্রাহ্য। তাঁহারা সমাধিতে অবস্থিত হইয়া উক্ত সন্ন্যাসি ভাবেই ব্রহ্মভাবেই দেহত্যাগ করেন স্বীয় দেহ ব্রহ্ম বলিয়া ঐকান্তিক ও আত্যন্তিকভাবে পরিজ্ঞাত হন, মৃত্যুর নাম জানেন না, ব্রহ্মে মিলিয়া যান; এই জন্য তাঁহারা পরমহংস পরিব্রাজক বলিয়া অভিহিত হন। সংবর্ত্তক, ও আরুণিপ্রভৃতির ন্যায় এই আমাদিগের আচার্য্য শঙ্করভগবৎ পাদ যেমন ॥ ৩ ॥

"ব্রহ্মৈবাহমস্মি"—ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার জ্ঞানের সহিত অনবরত ব্রহ্ম প্রণবের অনুসন্ধান করিয়া যে কৃতকৃত্য হয় সেই ব্যক্তিই পরমহংস পরিব্রাজক, বা পরমহংস পরিব্রাট্,—পরমহংসপরিব্রাজকোপনিষদে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে; সুতরাং পরমহংসপরিব্রাজকগণ মন্মথক্ষেত্র পাল হইবেন। মন্মথক্ষেত্র শব্দে যোনি তাহার পালনকারী যে, সে মন্মথক্ষেত্র পাল। যাহারা মন্মথক্ষেত্র পাল, তাহারা আত্মপালন কারী। কি করিয়া? না, যোনিতে ব্রহ্ম আনন্দরূপে অবস্থান করিতেছেন। কৈবল্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে;—ব্রহ্ম হইতেছেন সকলের যোনি, কারণ; সুতরাং জন্যদিগের চিন্তার অতীত; জন্যদিগের নিকট ব্যক্ত হইবার অযোগ্য; যোনি বলিয়াই ব্রহ্ম অনন্তরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন; তিনি মঙ্গলরূপ এবং সর্ব্বোপাধিরহিত প্রশান্ত অমৃত স্বরূপ। অতএব সেই পরমাত্মা জগতের যোনি, এবং শাস্ত্রযোনিও তিনিই। মন্মথশব্দে কাম, তাহার ক্ষেত্র মন্মথক্ষেত্র, কাম ক্ষেত্র আত্মাই; কারণ, শ্রুতিতে দেখা যায়, সেই পরমাত্মা কামনা করিয়া-

"ভিক্ষুঃ সৌবর্ণাদীনাং নৈব পরিগ্রহেন্ন লোকং নাবলোকঞ্চ। আবরিকঃ ক ইতি চেদ্বাধকোঽস্ত্যেব। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যাংরসেন দৃষ্টং চ সব্রহ্মহাভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যংরসেন স্পৃষ্টঞ্চ স পৌঞ্চমো ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যংরসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ। তস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যংরসেন ন দৃষ্টং চ ন স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যঞ্চ। সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তেত।" ইতি।

স্মৃতয়শ্চাত্র ভবন্তি ;—

"ব্রহ্ম নাস্তীতি যো ব্রূয়াদ্দ্বেষ্টি ব্রহ্মবিদঞ্চ যঃ।
অভূত ব্রহ্মবাদী চ এয়স্তে ব্রহ্মঘাতকাঃ।" ইতি।

তথা,—

ছিলেন ;—তদ্দ্বারা আত্মাকেই কামক্ষেত্র বলিয়া স্থির করা যায়। তৎপাল বলায় বলা হইল আত্মপালন পরায়ণ হইবে ; কিন্তু কখনই আত্মহা হইবে না। পরমহংসোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ভিক্ষুশব্দবাচ্য পরমহংস সুবর্ণ ও রজতাদি নির্ম্মিত পাত্রকে জলপাত্রাদি করিবার জন্য পরিগ্রহ করিবে না। মহাসঙ্কটকালে গ্রহণ করিলেও তাহাতে স্বত্বজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে হইবে। ফলতঃ তৈজসপাত্র ব্যতিরেকে অলাবু পাত্রাদির ব্যবহারে কোনও দোষ হইবে না সর্ব্বালোকন যোগ্য মণি কুণ্ডলাদি ধারণ করিবে না। অবলোকনার্হ গ্রাম, ক্ষেত্র ও আরামাদিও স্বীকার করিবে না। তাহা হইলে, যাহা ব্যতিরেকে শরীর ধারণ হইতে পারে না, তাবৎ পরিমাণে ভোজ্যের স্বীকার করিবে। সৌবর্ণাদি পরিগ্রহে ভিক্ষুর বাধাজনক দোষ কি, যদি এইরূপ জিজ্ঞাসা কর, তবে বলিব, হাঁ বাধাজনক দোষ আছে, শাস্ত্রে সৌবর্ণাদি গ্রহণে পীড়াকর প্রত্যবায় আছে বলা হইয়াছে। সে দোষ কি ? না, যেহেতু ভিক্ষুপদবাচ্যপরমহংস এইটি আমার হউক ইত্যাকার অভিলাষ বশে হিরণ্যকে দেখিয়া লাভ করিলে ব্রহ্মহা হইবে। যেহেতু ভিক্ষু হিরণ্যকে তাদৃশ অভিলাষ বশে স্পর্শ করিয়া থাকিলে বা গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, সে পৌঞ্চম হইবে। যেহেতু ভিক্ষু হিরণ্যকে অভিলাষবশে গ্রহণ করিলে, সে আত্মহা হইবে ; অবশ্য আত্মহনন অপেক্ষা প্রবল পাপ আর কি হইতে পারে ? স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রপঞ্চই আত্মাতে অন্তর্ভূত। যে আত্মহা, সে ত বিশ্ববাসী সকল জীবের হত্যাকারী হইবেই ; তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে পাপী হইবে। অতএব ভিক্ষু হিরণ্যকে অভিলাষ পূর্ব্বক দেখিবে না, স্পর্শ করিবে না, এবং গ্রহণও করিবে না। তদ্দ্বারা

"পতত্যসৌ ধ্রুবং ভিক্ষুর্যস্য দ্বিতোদ্দ্বয়ং ভবেৎ।
ধীপূর্ব্বংরেত উৎসর্গো দ্রব্যসংগ্রহ এব চ॥" ইতি।

তথা,—

"যোঽন্যথা সন্তমাত্মানং অন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং ন তেন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥" ইতি।

মন্মথঃ কস্মাৎ? মনোমন্থনাৎ। যদাহুঃ;—

"যস্মাৎ প্রমথ্য চেতস্ত্বং জাতোঽস্মাকং তথাবিধেঃ।
তস্মান্মন্মথনাম্নাত্বং লোকে গেয়ো ভবিষ্যতি॥" ইতি।

তস্য ক্ষেত্রং পালয়ন্তিঃ কৃত্যকৃত্যা ভবন্তি অনয়োশ্চার্থ আম্নাতো মন্ত্রার্দ্ধেন বাজসনেয় সংহিতোপনিষদি;—

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথামাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" ইতি।

অত্যাগে চাপাননং তত্রৈবাম্নাতম্,—

মনোগত সর্ব্ববিধ কাম ব্যাবর্ত্তিত হইবে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে;—যে বলে ব্রহ্ম নাই, যে ব্রহ্মবিদের দ্বেষ করে, এবং যে 'আমিই ব্রহ্ম' বলিয়া নিজের কীর্ত্তন না করে, সেই তিন ব্যক্তিই ব্রহ্মহত্যাকারী অন্যত্র কথিত হইয়াছে;—

জ্ঞান পূর্ব্বক রেত উৎসর্গ, এবং দ্রব্যসংগ্রহ, যে ভিক্ষুর এই দুইটি আছে, সেই ভিক্ষু নিশ্চয় পতিত হয়।

অন্যত্র কথিত হইয়াছে;—

যে ব্যক্তি অন্যরূপে অবস্থিত আত্মাকে অন্যরূপে গ্রহণ করে—আত্মা অসঙ্গ, আত্মা ভোক্তা নহেন; কিন্তু হিরণ্যগ্রহণ করিয়া যে ভোগ করে, সে ত অসঙ্গ স্বরূপ আত্মাকে হিরণ্য সঙ্গী করিল, এবং অভোক্তৃ স্বরূপ আত্মাকে হিরণ্য ভোক্তারূপে গ্রহণ করিল; সুতরাং সেই আত্মোপহারী চোর কি পাপই না করিল।

মন্মথ কি করিয়া হইল? না, মনের মন্থন করিয়া জন্মলাভ করে, এইজন্য মন্মথ। কথিত হইয়াছে;—যেহেতু তুমি আমাদিগের ও বিধাতার চিত্ত প্রমথিত করিয়া জন্মিয়াছ, সেই হেতু মন্মথনামে লোকে গেয় হইবে। সেই মন্মথের ক্ষেত্র পালন করিয়া পরিব্রাজকগণ কৃতকৃত্য হইবে।

এই সূত্রদ্বয়ের অর্থ বাজসনেয়সংহিতায় মন্ত্রার্দ্ধদ্বারা আম্নাত হইয়াছে। যথা,

গননসিদ্ধান্তঃ ॥ ৫ ॥

"অসূর্য্যানামে তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি কে কেচাত্মহনো জনাঃ॥" ইতি।

তদেবমবিদ্বন্নিন্দয়া সন্ন্যাস পূর্ব্বকস্য আত্মপালনস্য স্তুতিঃ কৃতা বেদি-তব্যা ॥ ৪ ॥

তেষাং চরিতমাহ;—গগনসিদ্ধান্ত ইতি। গগনমানন্দাকাশস্তস্য সিদ্ধান্তো মীমাংসা ভবতি। অয়মেবহি সিদ্ধান্তাচার উচ্যতে। যদাহ;—

"আত্মানং দেবতাং মত্বা যজেদ্দেবীঞ্চ মানসৈঃ।
সদাশুদ্ধঃ সদা শান্তঃ সিদ্ধান্তাচার উচ্যতে॥" ইতি।

সেই ত্যাগ দ্বারা সেই পরিব্রজন সেই সন্ন্যাস দ্বারা আত্মাকে পালন কর। কাহারও ধন গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিও না।

আবার সেই বাজসনেয়সংহিতাতেই সন্ন্যাস না করিলে আত্মার পালন হয় না বলা হইয়াছে। যথা,—সূর্য্য প্রচার হীন, দেবগণের অগম্য, অসূর্য্যনামক কতক গুলি অন্ধ তমসাবৃত লোক আছে যে কেহ আত্মাহননকারী নিত্যপ্রকাশিত আত্মাকে নিত্যপ্রকাশিতভাবে দেখিতে নাপায়, অবিদ্যারূপ আবরণে তিরস্কৃতরূপেই দেখিয়া থাকে, তাহারা প্রেত্য হইয়া সেই লোকে গমন করে। এইস্থলে সন্ন্যাস না করার নিন্দা করিয়া, এবং আত্মাকে না জানার ফল ভীষণ ক্লেশকর বলিয়া, সন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্মপালন কর্ত্তব্য; ইহাই ব্যবস্থা করা হইয়াছে॥ ৪ ॥

এইক্ষণে সেই পরমহংস পরিব্রাজকের চরিত কীর্ত্তন করিতেছেন,—"গগন-সিদ্ধান্ত" ইতি। গগন শব্দে আনন্দাকাশ। তাহার সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ মীমাংসা হইবে পরমহংস পরিব্রাজকের আচরিতব্য বিষয়। ইহাকেই সিদ্ধান্তাচার বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা;—সকল সময়ের জন্য উপাধি সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইয়া, এবং সকল সময়ের জন্য বিক্ষেপাদির তীব্র তাড়না শূন্য হইয়া নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্তভাবে সাধক আত্মাকে দেবতা মনে করিয়া মানস উপচারে দেবীর পূজা করিবে। এই পূজাই সিদ্ধান্তাচার নামে কথিত হয়। আত্মাই সমস্ত দেবযোনি, সমস্ত দেব আত্মার অংশও আত্মা হইতেছেন সমস্ত দেবাংশের অংশী, বা আধার; যেমন যাবতীয় নদনদী খাতবিলাদির আশ্রয় একমাত্র সাগর সেইরূপ সমস্ত দেব-

অমৃতকল্লোলনদী ॥ ৬ ॥

অক্ষরংনিরঞ্জনম্ ॥ ৭ ॥

তথাচ সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ পরিত্যজ্য সদা শুদ্ধাঃ সদাশান্তাশ্চ। নন্দাকাশে বিহরন্তি ॥ ৫ ॥

চিত্তনদী চামৃতস্যৈব কল্লোলং বহত ইতি অমৃত কল্লোলা নদী তেষামিতি। অমৃতশ্চ কল্লোল আনন্দো যস্যা অসৌ অমৃত কল্লোলা অমৃতানন্দা চিত্তনদী। অমর ভাব এবানন্দঃ স্ফুটং নিত্যঞ্চ ভবতীতি ॥ ৬ ॥

তস্যাশ্চ নদ্যা অক্ষর মুদকং নিরঞ্জনং নির্ম্মলম বিদ্যাদিদোষস্পৃষ্টং ব্রহ্মৈব ॥ ৭ ॥

দেবীর আশ্রয় আত্মাই। এক কথায় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাকার ধ্যান করিয়া দেবীর পূজা করিবে "অহং ব্রহ্মাস্মি" "ব্রহ্মৈবাহমস্মি" "পরমহংসঃ সোঽহম্" ইত্যাকারে অভিন্নভাব অবলম্বন করিবে। ইহাই সিদ্ধান্তাচার, বা ইহাই গগন সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে এই হইতেছে যে, মনোগত সর্ব্ববিধ কাম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্তভাবে আনন্দাকাশে বিহার করিবে ॥ ৫ ॥

চিত্তনদী উভয়তোবাহিনী,—কল্যাণের জন্য মুক্তিপথে বিবেক প্রণালী দিয়া বহিয়া যায়, এবং পাপের জন্য বন্ধপথে রাগপ্রণালী দিয়াও বহিয়া যায়। যখন চিত্তনদী বিবেক-প্রভাবে মুক্তিপথবাহী বিবেক প্রণালী দিয়া বহিয়া যায়, তখন তাহাতে জ্ঞানবায়ু দ্বারা অমৃতের কল্লোল উঠিয়া থাকে। তখন চিত্তনদী অমৃতেই কল্লোল বহিতে থাকে; সুতরাং পরমহংস পরিব্রাজকদিগের চিত্তনদী অমৃত কল্লোলবহা। অমৃত শব্দে মৃত্যুরহিত—চিরকালের জন্য আবরণ শূন্য; কল্লোল শব্দে আনন্দ। তাহা হইলে, যে চিত্তনদীর আনন্দতরঙ্গ চিরকালের জন্য আবরণহীন হয়; সেই অমৃত কল্লোলনদী। পরমহংস পরিব্রাজকদিগের চিত্তে চিরকালের জন্য পরিস্ফুটভাবে নিত্যানন্দ বিরাজিত হয় ॥ ৬ ॥

সেই চিত্তনদীর জলও নির্ম্মল। অক্ষর শব্দে ক্ষরণহীন চিরস্থায়ী জল। নিরঞ্জন শব্দে অবিদ্যাদি দোষ স্পর্শশূন্য ব্রহ্ম। তাহা হইলে এই হইতেছে যে, তখন পরমহংস পরিব্রাজকদিগের চিত্তনদীর জল চিরকালের জন্য অশুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া যায়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দ্বারা নিবর্ত্তিত অবিদ্যাদি দোষ আর কখনই অনুবর্ত্তিত হয় না; কিন্তু অক্ষর নিরঞ্জন ব্রহ্ম আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সত্যভাবে বিরাজ করেন ॥ ৭ ॥

নিঃসংশয় ঋষিঃ ॥ ৮ ॥

তস্যাস্তীরোপান্তে চাস্তি নিঃসংশয় ঋষিঃ; সংশয়বিরোধী হ্যেকাত্মভাবশ্চ নিঃসংশয়ঃ। ঋষিঃ কস্মাৎ? স চাত্মানং প্রত্যক্ষোতীতি। তথাচাম্নায়তে;—

"অজান্ হবৈ পৃশ্নীংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষৎ, তদৃষীণামৃষিত্বমিতি।"

তথাচ প্রত্যক্ষদর্শনং সংশয়াস্পৃষ্টঞ্চেত্যুক্তং ভবতীতি; তথাহ্যুক্তম্;—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" ইতি ॥ ৮ ॥

সেই নদীর তীরোপান্ত প্রদেশে একটী ঋষি বাস করিয়া আছেন। তাঁহার নাম নিঃসংশয়। নিঃসংশয় কি? না, সংশয়বিরোধী, যাহার উদয়ে সংশয় থাকিতে পারে না, যে সংশয়রাশিকে উপমর্দ্দিত করিয়া উদিত হয়, সংশয়োপমর্দ্দনই যাহার স্বরূপ, সেই একাত্মভাবই নিঃসংশয়। ঋষি কি করিয়া? না, সেই একাত্মভাব আপনাকে প্রত্যক্ষ করে, এইজন্য ঋষি। অর্থাৎ যখন একাত্মভাব পরিস্ফুটভাবে প্রতিভাসিত হয়, তখন সে নিজেই নিজেকে প্রকাশিত করিয়া প্রতিভাসিত হয়; যেমন অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহ মধ্যে যখনই দীপ উপস্থিত হয়, তখনই সে অন্যকে, এবং নিজেকেও প্রকাশিত করিয়াই উপস্থিত হয়; অবশ্য গৃহে উপস্থিত দীপ দেখিতে অন্য দীপের আবশ্যক হয় না; সেইরূপ যখন একাত্মভাব উপস্থিত হয়, তখনই সেই একাত্মভাব আত্মার স্বরূপ প্রভাবে পরিস্ফুটভাবে আলোকিত এবং পরিজ্ঞাত করিয়াই উপস্থিত হয়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে নিমিত্ত করিয়াই ঋষিশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে,—জন্মহীন তপস্যাকারী পৃশ্নিগণকে ব্রহ্ম স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া প্রত্যক্ষ করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অদ্য ঋষিদিগের ঋষিনাম প্রয়োগের নিমিত্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মপদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারাই ঋষিনাম পায়। ঋষি শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকারী। যে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করে, সেই ঋষি। তাহা হইলে বলা হইল, পরমহংস পরিব্রাজকদিগের যে একাত্মভাব পরিস্ফুটভাবে প্রতিভাসিত হয়, তাহার অদূরেই সর্ব্বসংশয়োপমর্দ্দী ঋষিভাব বর্ত্তমান আছে। ঐ একাত্মজ্ঞান প্রশান্তবাহী ও অচল প্রতিষ্ঠ হইলে পরমহংস পরিব্রাজক ঋষিপদবীতে আরূঢ় হইতে পারে। তাহাতে আরোহণ করা কর্ত্তব্য। এই

নির্ব্বাণো দেবতা ॥ ৯ ॥

অত্রৈবান্তে নির্ব্বাণো নামৈকমেব পরং তদ্‌ব্রহ্মৈব দেবানাং সমষ্ট্যুপলক্ষিতং স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ মজরমমরমভয়মানন্দমিতি। তদেতদুক্তং ব্রহ্মোপনিষদি "পরাপরং ব্রহ্ম আত্মাদেবতা বেদয়তীতি" ॥ ৯ ॥

ঋষিপদ লাভ করিলে আর কথনই সংশয়াদি হইতে পারে না। ইহা কথিত হইয়াছে;—পর হিরণ্যগর্ভও যথায় অবর শ্রেষ্ঠ নহে, ক্ষুদ্র, বা তুচ্ছ, সেই পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইলে, হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়; সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়; কর্ম্ম সকল ক্ষয় হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞান স্থিরপদ হইলে, আর দ্বৈত-গন্ধও থাকিতে পারে না বলিয়া, তখন পরমহংস পরিব্রাজক ঋষিপদে আরূঢ় হয় ॥ ৮ ॥

ঐ নিঃসংশয় ঋষির আশ্রম পদ সমীপে নির্ব্বাণ দেবতার দর্শন পাওয়া যায়। নির্ব্বাণ শব্দে একই সেই পরব্রহ্ম। তিনিই হইতেছেন দেবতা, দেবগণের সমষ্ট্যুপলক্ষিত; যেমন বহুবৃক্ষ সমষ্টিকে একটি বন বলা যায়, সেইরূপ বহুদেবের সমষ্টিকে এক পরব্রহ্ম বলা যায়। দেবতা কি করিয়া হয়? না, দিব্‌ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। তাহার অর্থ দীপ্তিশালী। তাহা হইলে দীপ্তিশালি দেবগণের সমষ্টি নিশ্চয় জ্যোতীরাশি সদৃশ নিরুপম দীপ্তিশালী হইবে। জ্যোতিঃ কথনই পরপ্রকাশ্য নহে, স্বয়ম্প্রকাশই হইয়া থাকে। তাহার সমষ্টিও স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ হইবে। দেবগণ যেমন অজর, অমর, অভয়, সেইরূপ দেবগণ সমষ্টিও নিশ্চয় অজর অমর, অভয়। জরাহীন, মৃত্যুহীন ও ভয় রহিত। তদ্দ্বারা সেই নির্ব্বাণ দেবতার কোনরূপ বিশেষ ভাব হয় না। যেমন নীল উৎপল নীলবর্ণ বিশিষ্ট, সেইরূপ জরামরণ ভয়াদির অভাব সেই নির্ব্বাণ দেবতার নাই; কিন্তু যেমন কাকোপলক্ষিত গৃহ বলিলে কখন যে গৃহে কাকের সম্বন্ধ হইয়াছিল, তারপর আর কাকের সম্বন্ধ নাই, অথচ কাক শব্দ দ্বারা অন্য গৃহ হইতে সেগৃহের ভেদ বোধ করান হইল, সেইরূপ, কথন (সৃষ্টিক্ষেত্রে বা ব্যবহার ক্ষেত্রে) জরামরণাদির অভাব নির্ব্বাণ দেবতায় ছিল; তারপর আর সে অভাবের (পারমার্থিক ভাবে) কোনই সম্পর্ক নাই; অথচ সেই অভাবদ্বারা বলা হইতেছে সেই নির্ব্বাণ দেবতা জরামরণাদির অভাবোপলক্ষিত, অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ আনন্দ মাত্র। পর-ব্রহ্ম নির্ব্বাণরূপে দেবতা, ইহা ব্রহ্মোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে।—হিরণ্যগর্ভ

নিষ্কু(ষ্কু)লপ্রবৃত্তিঃ ॥ ১০ ॥

নিষ্কেবলজ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

ঊর্দ্ধাম্নায়ঃ ॥ ১২ ॥

নিষ্কুলা চ নিরবয়বা প্রবৃত্তি ভবতি তেষাং দেবতা দর্শনায় তত্তীরোপান্তে। যথাচ সমুদ্রসঙ্গমায় যাত্রাং কুর্ব্বতীনদী নিষ্কুলং প্রবর্ত্ততে যাবৎ সান্নিধ্যং ভবতি, তথৈবেষামপি দেবতাসঙ্গমায় যতরৎসান্নিধ্যং ভবতি, ততরচ্চ নিষ্কুলা প্রবৃত্তির্ভবতি ॥ ১০ ॥

প্রবৃত্তিরিতি ন কৃতিরপিতু নিষ্কেবলজ্ঞানম্। নিষ্কেবলঞ্চ নিরপেক্ষং জ্ঞানঞ্চ তত্ত্বমেব। বৈষয়িকং বিষয়সাপেক্ষং জ্ঞানমিদন্তু ন কিঞ্চিদপ্যপেক্ষত ইতি নিষ্কেবল মেব নির্ব্বাণদেবতা দর্শনমিতি ॥ ১১ ॥

নৈতেষাং প্রচার আম্নায়ৈর্বিধাতুং নিষেদ্ধুঞ্চ শক্যঃ; যস্মাদূর্দ্ধমাম্নায়েভ্য-ইত্যূর্দ্ধাম্নায়ঃ। তথাহ্যুক্তম্,—

ও তজ্জাত বিশ্বপ্রপঞ্চের সমাহার যথায়, সেই ব্রহ্মই আত্মা এবং তিনিই সমস্ত জানাইয়া থাকেন বলিয়া দেবতা ॥ ৯ ॥

সেই নদীর তীরোপান্তে সেই ঋষির আশ্রম পদের সমীপে সেই দেবতা দর্শনার্থ পরমহংস পরিব্রাজকদিগের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা নিষ্কুলা হয়, অর্থাৎ নিরবয়বা হয়। যেমন সমুদ্র সঙ্গমার্থ যাত্রাকারিণী নদী, সমুদ্রের যতই সন্নিহিত হয়, ততই কূল ঘুচাইয়া প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে, অকূল হইয়া অকূল সাগরে যাইয়া মিলিত হয়, সেইরূপ পরমহংস পরিব্রাজকদিগের দেবতাসঙ্গমার্থ প্রবৃত্তি যতই সন্নিহিত হইতে থাকে, ততই কুল ঘুচাইয়া অকুল ভাবে অকুল জ্ঞান সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়। নির্ব্বাণ দেবতাই অকুল জ্ঞান সমুদ্র ॥ ১০ ॥

সেই অকুল প্রবৃত্তি কৃতি, বা যত্ন নহে; কিন্তু নিষ্কেবল জ্ঞান, নিরপেক্ষ জ্ঞানই বৈষয়িক জ্ঞান বিষয় সাপেক্ষ; বিষয়ব্যতিরেকে বৈষয়িক জ্ঞান হয় না, কিন্তু কিছুই অপেক্ষা করে না, কেবলই জ্ঞান। এই জন্য এই নির্ব্বানদেবতা-দর্শন নিষ্কেবল ॥ ১১ ॥

এইরূপে দেবতাদর্শনকারীদিগের প্রচার, বা আচার আম্নায়গণ বিধান করিতে, বা নিষেধ করিতে সমর্থ নহে যে হেতু ইহাদিগের আচার প্রচার

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ॥" ইতি।

তথা চাভিযোক্তারঃ প্রাহুঃ,—

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরণং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥" ইতি।

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদেতেষাঞ্চাক্রিয়ত্বাৎ। তত্রৈতদাম্নায়তে—"যদালং বুদ্ধির্ভবেৎ, তদা কুটীচকো বা, বহূদকো বা, হংসো বা, পরমহংসো বা, তত্তন্মন্ত্রপূর্ব্বকং কটিসূত্রং কৌপীনং দণ্ডং কমণ্ডলুং সর্ব্বমপি বিসৃজ্যাথজ্ঞানরূপ ধরশ্চরেৎ।" ইতি। নৈতানি চোদকানি; বিধীচ্ছাপন্নানি তু কথঞ্চিদিত্যুপপাদিতম্। তস্মাদূর্দ্ধাম্নায়ঃ প্রচার এতেষাং ভবতি ॥ ১২ ॥

আম্নায়েরও উপরে। অম্নায় যে সকল আচার প্রচারের বিধি নিষেধ করিয়াছে, ইহাদিগের আচার প্রচার তাহার মধ্যে নহে, তদূর্দ্ধে। গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! বেদসকল ত্রিগুণজাত অবিদ্যা সম্বন্ধ পুরুষের উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও ত্রিগুণাতীত হও, অবিদ্যাসম্বন্ধ ছেদ করিয়া বিদ্বান্ হও। বেদান্তবিৎ অভিযোক্তা পুরুষেরাও বলিয়া থাকেন,—যাহারা নিস্ত্রৈগুণ্য পথে বিচরণ করে, তাহাদিগের পক্ষে বিধিই বা কি করিবে, আর নিষেধই বা কি করিতে পারে? ফলতঃ বেদের প্রবৃত্তি কেবল অনুষ্ঠানের ক্রিয়ার বিধান মাত্র করিবে। যাহারা কর্ত্তা, যাহাদিগের কর্ত্তৃত্বতাভিমান আছে, বেদ তাহাদিগের পক্ষেই ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে; কিন্তু পরমহংসপরিব্রাজকেরা অক্রিয়াত্মদর্শন করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়াছে; সুতরাং বেদ ইহাদিগের পক্ষে কোনই বিধি, বা নিষেধ করিতে পারে না। বেদ পাদও বলিতেছেন; যখন অলংবুদ্ধি হইবে, যখন মনে হইবে, এ সকলের প্রয়োজন নাই, এগুলি ব্যর্থ বহন করিতেছি। তখন কুটীচকই হউক বহূদকই হউক, হংসই হউক আর পরমহংসই হউক, যেই কেন হউক না, সে সেই সেই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কটি সূত্র, কৌপীন, দণ্ড, কমণ্ডলু, সমস্তই জলে বিসর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধ দেহ জ্ঞানদ্বারা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান দেহ ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিবে। এই সকল বাক্য ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক হইতে পারে না; কিন্তু বিধির ন্যায়; কারণ, জ্ঞানের উপর বিধির কার্য্যকারিতা খাটে না। ইহা ভাষ্যাদিতে উপপাদিতকরা হইয়াছে। অতএব এই সকল পরমহংস পরিব্রাজকদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য আচার প্রচার উর্দ্ধাম্নায়, বা বেদে প্রবর্ত্তিত মার্গের অতীত ॥ ১২ ॥

নিরালম্বপীঠঃ ॥ ১৩ ॥

যঃ পুনরেষাং পীঠ আসনং, সোঽপি নিরালম্ব এব আলম্বনমাশ্রয়স্তদ্রহিতঃ পরমাত্মা, পরমাত্ম পীঠ ইত্যর্থঃ।
যদেবং অস্তি চাত্র পীঠঃ পূজায়ৈ। অথৈতদাম্নায়তে গোপাল পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদি,—"তে হুচুরুপাসনমেতস্য পরমাত্মনো গোবিন্দস্যাখিলাধারিণো ব্রূহীতি। তানুবাচ ব্রহ্মা যত্তস্য পীঠং হৈরণ্যমষ্টপলাশমম্বুজ মি"ত্যাদি। তদ্বদেব স্যাৎ? নস্যাদেব, "পরমহংসঃ সোঽহমিত্যু"পক্রমণাৎ, ক্রিয়াগন্ধ নিষে-

ইহাদিগের যে পীঠ আসন, সেও সেই নিরালম্বই। অবলম্বন শব্দে আশ্রয়, তদ্রহিত নিরালম্ব। নিরালম্ব শব্দে নিরাশ্রয় পরমাত্মা। তাহা হইলে, পরমহংস পরিব্রাজকদিগের পীঠস্থান সেই পরমাত্মাই হইতেছেন।

অ চ্ছা জিজ্ঞাসা করি, পীঠবর্ণনা এভাবে করা হইল কেন? পূজার জন্যও ত পীঠকল্পনা করা হইয়া থাকে। গোপাল পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদে আম্নাত হইয়াছে;—তাহারা বলিয়াছিল, এই অখিলাধার পরমাত্মা গোবিন্দের উপাসনা কি করিয়া করিতে হইবে, বল। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—হিরণ্যবর্ণসদৃশ প্রোজ্জ্বল অষ্টপত্র সমন্বিত হৃদয়পদ্ম নামে যে তাঁহার পীঠস্থান ইত্যাদি। এখানেও সেইরূপই হইতে পারে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, পরব্রহ্মের জপনীয়মন্ত্র ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। ধ্যানও একটী বলা হইয়াছে। মানসপূজা ও বাহ্যপূজাও বিহিত করা হইয়াছে। স্তোত্র ও কবচ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ন্যাসাদি বিধানও করা হইয়াছে। অবশ্য তৎপ্রসঙ্গে পীঠন্যাসও কর্ত্তব্য; সুতরাং পরব্রহ্মের পীঠ একটা থাকাই উচিত, এবং সেই পীঠের কথা এখানে এইভাবে বলা হইল। যদিও নির্ব্বাণ-তন্ত্রে এরূপ কিছু বলা হয় নাই, তথাপি দশার্ণমন্ত্র তথায় উদ্ধার করা হইয়াছে, এবং সেই মন্ত্রদ্বারা সন্ন্যাসীকে সংস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব সেই পরব্রহ্মের পূজায় পীঠ একটা থাকা বিধেয়। হয়ত এরূপ আশঙ্কা কেহ করিতে পারে, আমরা এস্থলে সে সকল আশঙ্কার কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছি না; কারণ, নির্ব্বাণোপনিষদের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে "পরমহংসঃ সোঽহম্"। যাহার প্রারম্ভে অভেদজ্ঞানের আশ্রয় করা হইয়াছে, তাহার মধ্যভাগে যাইয়া যে আবার কোনরূপ দ্বৈতভাববোধক প্রণালীর আশ্রয় করা

ধাচ্চ। শূন্যাগারে দেবগৃহ তৃণকূট বল্মীক বৃক্ষমূল কুলাল শালাগ্নিহোত্র নদী-নদীপুলিন গিরিকুহরকন্দরকোটর নির্ঝর স্থণ্ডিলেষ্বনিকেতবাসীতিজাবালা উপদিশন্তি; আরুণেয়্যুপনিষদিতু অথ পরমহংস পরিব্রাজকানামাসনশয়নাভ্যাং ভূমৌ” ইত্যুক্তম্। বয়ন্তু নিরালম্বমেব পীঠং ব্রূমঃ। যদা যদাযতরদ্যত্তরচ্চাসিতং ভবেত্তত্তদা ত্ততরত্তত্তর দেব পীঠং কুর্য্যাৎ। অতএব পরমহংস পরিব্রাজকোপ-নিষদি “অবাধকরহস্যস্থল বাসঃ।” ইত্যাম্নাতম্।

হইবে, ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিতে পারি না। তারপর আরও একটী কথা, পীঠস্থান কল্পনা করাত পূজার প্রক্রিয়াবিশেষ সংসাধিত করিবার জন্য? যদি সেই ক্রিয়ার সম্পর্ক মূলেই বিনষ্ট করিয়া আসা হইয়া থাকে, তবে আবার এখানে আসিয়া সেই কল্পিত ক্রিয়ার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে কেন? যখন পূর্ব্বেই “নিষ্কূল প্রবৃত্তিঃ।” “নিষ্কেবল জ্ঞানম্।” “উদ্ধাম্নায়ঃ” ইত্যাদি সূত্র সর্ব্বথা ক্রিয়াসম্পর্ক প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তখন আর এখানে আসিয়া কল্পিত ক্রিয়ার উল্লেখ করা সম্ভবপর হইতে পারে না। এইজন্য ঐ পীঠশব্দকে কেবল মাত্র আসনার্থেই ব্যবহার করিতে হইবে। আর নিরালম্ব শব্দকে ব্রহ্মার্থে। তাহা হইলে পরমহংস পরিব্রাজকদিগের বসিবার যে আসন হইবে, সে আসন সেই পরব্রহ্মই। তাহারা যদি বসিতে ইচ্ছা করে, তবে পরব্রহ্মেই উপবেশন করিবে, কোনও আসনবিশেষে বসিতে ইচ্ছা, বা জ্ঞানও করিবে না, ইহাদ্বারা এইরূপ উপদেশ করা হইল। জাবালগণ স্বীয় প্রচারিত উপনিষদে বলিয়াছেন, —শূন্যগৃহ, দেবগৃহ, তৃণকূট, বাল্মীক, বৃক্ষমূল, কুলালশালা, অগ্নিহোত্রশালা, নদীপুলিন, গিরিকন্দর, ভূমিকন্দর, বৃক্ষকোটর, নির্ঝরপ্রদেশ, ও স্থণ্ডিল ভূমিতে বাস করিবে, গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিবে না। আরুণেয় সম্প্র-দায়ের ব্রাহ্মণগণ আরুণেয়ী উপনিষদে বলিয়াছেন;—পরমহংস পরিব্রাজক-দিগের আসন ও শয়ন ভূমিতেই কার্য্য। এখন মাণ্ডুকায়ন সম্প্রদায়ের পরমহংস পরিব্রাজকগণ নিরালম্ব পরব্রহ্মেই আসন ও শয়নাদি করিবে। যখন যখন যাহা যাহা বসিবার জন্য বিভাসিত হইবে, তখন তখন তাহা সেই নিরা-লম্ব ব্রহ্মই পীঠরূপে গ্রহীতব্য হইবে। এইজন্যই পরমহংস পরিব্রাজক উপ-নিষদে আম্নাত হইয়াছে যে, বাধকরহিত গোপনীয় স্থলই বাসযোগ্য হইবে। অবশ্য বাধকরহিত গোপ্যস্থল একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন ধাঁধাসঙ্কুল এজগতে আর কি

পরমহংসোরনিষাদিতু---"অনিকেত স্থিতিরেব" ইতি সামান্যত উক্তম্। যচ্চাত্র শঙ্করানন্দেনোক্তম্;—বিবিদিষাসন্ন্যাস মুরারীকৃত্যাহ অনিকেতাস্থিতি-রেবেতি, তদশব্দত্বাদ্বিবেক্তব্যম। তস্মাদস্মাকং নিরালম্ব এব পীঠঃ, ন তু

হইতে পারে? সুতরাং সেই বাধকহীন গোপনীয় ব্রহ্মই পরমহংস পরিব্রাজক-দিগের বসিবার স্থান, বা পীঠ হইবে।

পরমহংসোপনিষদে সামান্যতঃ বলা হইয়াছে "অনিকেতস্থিতিরেব" অনেক স্থিতিই হইবে। যাহার নিকেতন নাই, সেই অনিকেতন। অনিকেত, বা অগৃহ, অথব' সন্ন্যাসী একই কথা, ব্রহ্মই সন্ন্যাসী, তাঁহাতে অবস্থান করিবে। এই হইল উহার অর্থ; কিন্তু শঙ্করানন্দ ঐ স্থলে একটু গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন; বিদ্বানের সন্ন্যাস কীর্ত্তন করিয়া এখন বিবিদাষাসন্ন্যাস (যে জানিতে ইচ্ছা করে, তাহার সন্ন্যাস) বিধান করিবার জন্য বলিতেছেন,— "অনিকেত স্থিতিরেব।" নিকেত শব্দে নীর, আশ্রয়, বা গৃহ। নিজনির্ম্মিত গৃহ-ব্যতিরিক্ত শূন্যাগার দেবায়তনাদিই স্থিতি স্থান যাহাকে অনিকেত স্থিতি বলে এস্থলে যে এবকার আছে, তাহা স্থিতিশব্দের সহিত অন্বিত হইয়া বিবিদিষাস-ন্ন্যাসীর শ্রবণাদিবিরোধী ভ্রমণের নিষেধ করিবে। যাহারা অনেকেতাস্থিতি শব্দের অনিয়ত স্থিতি অর্থ করে, এবং ব্যাখ্যাও করে, তাহাদিগের তাদৃশ ব্যাখ্যা পক্ষে নিয়তশব্দে নিয়মন হেতু নিজ কৃতগৃহাদির বোধ করাইবে, এবং সেইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে, কিন্তু নিয়তশব্দে নিত্য অর্থ নহে; কারণ, তাহার সমস্ত দিনই গমন বিধেয় হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রধান যে শ্রবণাদি, তাহার বিরোধ হয়। আরও স্মৃতি শাস্ত্রে যে উক্ত হইয়াছে, "কীটবৎ পর্য্যটেৎ ভূমৌ" ইতি কীটের ন্যায় ভূমিতে পর্য্যটন করিবে। তাহাও কোনও কারণে পতিত বংশে জাত, আতুর, ও শ্রবণানধিকারী পরমহংসের পক্ষেই বলিতে হইবে, অথবা যে পরমহংস নহে, তাহার পক্ষেই বলিতে হইবে। আমরা শঙ্করানন্দের এব্যাখ্যায় অনুমোদন করিতে পারিনা; কারণ, মূলে সেরূপ কোন শব্দ দেখা যাইতেছে না যে, তদ্দ্বারা সন্ন্যাসের ভেদ ঘটাইয়া এরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। শব্দ না থাকিলেও বলিবার ভঙ্গি ও শব্দের উচ্চারিত ভাব দেখিলেও কথঞ্চিৎ ভেদ ঘটাইতে পারা যায় বটে, কিন্তু যদি তাদৃশ ভাব দেখিতে পাওয়া না যায়, কেবল দুর্ব্বোধ ও কুটিলার্থ ঘটিত একটি, কি দুইটি মাত্র শব্দ আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে যে তাহার মধ্যে ভেদ নাথাকিলেও ভেদ ঘটাইতে

স্বনির্ম্মিত গৃহব্যাতিরিক্তং শূন্যাগার দেবায়তনাদিকং হংসোপেসিষদুক্তে হৃদয়েঽষ্টদলে অষ্টধা বৃত্তির্ব্বা স্থানমিতি॥ ১৩॥

হইবে তাহা কোন রূপেই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। তুমি উহার উপপত্তি না করিতে পারিয়া যা'তা' অর্থ করিলে হইবে কেন? উহার উপক্রম ও উপসংহার যথন বিদ্বৎসন্ন্যাসকে অবলম্বন করিয়া করা হইয়াছে,তথন মধ্যে অকস্মাৎ অবিদ্বৎসন্ন্যাস, বা, বিবিদিষাসন্ন্যাসের কথা উঠিবে কোথা হইতে? এইজন্য ঐ অনিকেত স্থিতি শব্দের অর্থ উপসংহারে অনুরূপই করিতে হইবে। উহার উপসংহারে কথিত হইয়াছে, "য আত্মন্যেবাবস্থীযতে" যে আত্মাতেই অবস্থান করে; উপক্রমেও "তৎ স্বয়মেবাবস্থিতিঃ" "অদ্বৈতে পরমস্থিতি সেই বিক্ষেপাবরণশূন্য আনন্দস্বরূপে আপনা আপনিই অবস্থান হয়, নিখিলদ্বৈত জ্ঞানশূন্য আনন্দস্বরূপে উত্থানরহিত ভাবে যাহার অবস্থিতি হয়, ইত্যাদি বাক্য ঐ অনিকেত স্থিতি শব্দটাকে আর অন্যার্থে লইতে ইচ্ছা করে না; সুতরাং নিরাশ্রয় আশ্রয়গন্ধহীন অনন্যোদাসীন পরব্রহ্মেই অবস্থান কর্ত্তব্য, এইরূপ অর্থই সমীচীন। সেইজন্য আমরা নিরালম্ব ব্রহ্মকেই পীঠ বলি; কিন্তু এরূপ বলি না যে, স্বকৃত গৃহব্যতিরেকে শূন্যাগার দেবায়তনাদি অথবা হংসোপনিষৎ বর্ণিত অষ্টদল পদ্মের অষ্টবৃত্তি সমুচ্চয় বা অষ্টবৃত্তি সমন্বিত অষ্টদল পদ্মই ব্রহ্মের পীঠ বলিয়া পরহংস পরিব্রাজকেরও সেই পীঠ নিশ্চেতব্য। তথায় হংস ঋষি, অব্যক্ত গায়ত্রী ছন্দঃ, পরমহংস দেবতা, এবং অকথিত বীজশক্তিও বিনিয়োগ বলিয়া হৃদয়ে অষ্টদলে পরমহংস আত্মাকে ধ্যান করিবে এইরূপ বলা হইয়াছে; সুতরাং তাহার ন্যায় এস্থলে সেই প্রকার হৃদয়স্থ অষ্টদল পৃথক্ পীঠ কল্পনা করিতে পারা যায় না; কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এই নির্ব্বাণ উপনিষদে সেই আভাসময়ী বিষয় গুলির (১) উদ্ধার মাত্র করিয়া দেখান হইল যে, নির্ব্বাণকালে যে অখণ্ডাকার ব্রহ্ম জ্ঞান হয়, তাহাতে লক্ষিতও অলক্ষিত ভাবে সমস্তই অভিন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য কল্পনা আশ্রয় আর চলিতে পারিবে না॥ ১৩॥

---

(১) হংসোপনিষদাদিতে যে ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ, শক্তি কীলক ও বিনিয়োগাদির কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অনুপযুক্ত হয় নাই; কিন্তু সে কল্পনা নির্ব্বাণোপনিষদে হইতে পারে না, কারণ নির্ব্বাণকালের অখণ্ডজ্ঞানে সমস্তই পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়া যায়।

সংযোগদীক্ষা ॥ ১৪ ॥

অথ ব্রহ্মণা সংযোগ এব দীক্ষা ব্রতম্। নান্যাচ দীক্ষৈতেষাং ভবতি। সন্ন্যাসোপনিষদ্যুক্তা—"দীক্ষামুপেয়াৎ কাষায়বাসাঃ কক্ষোপস্থলোমানি বর্জ্জয়েদি"-ত্যেব মাদিকা। দীক্ষা ব্রতবিশেষঃ। তথাহি;—জ্ঞানং দিব্যং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং যতঃ। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥" ইতি। কস্মাৎ বর্জ্জনীয়ত্বেন বক্ষ্যমানত্বাৎ। অথাসকৌ দীক্ষেতি? উচ্যতে;—আধ্যাসিকো হি বিদ্যায়া মনসি সংযোগ আম্নাত "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মন" ইত্যেবমাদি কৈবল্যোপনিষচ্ছ্রুত্যা। কথম্? ব্রহ্ম প্রপত্ত্যর্থম্। কথমসৌ প্রপত্তিঃ? তদাম্নাতং সাম্নাং সন্ন্যাসোপনিষদি;—"বিদ্যায়া মনসি সংযোগো মনসাকাশশ্চাকাশাদ্বায়ুর্বায়োর্জ্যোতির্জ্যোতিষ আপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ইত্যেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে। অজরমমরমক্ষরমব্যয়ং প্রপদ্যতে তদভ্যাসেন প্রাণাপাণৌ সংযম্য" ইতি। অত্র তৃতীয়া পঞ্চমীভ্যাং প্রতিযোগী, প্রথমা ষষ্ঠীভ্যাঞ্চানু-

---

অহমভিমানাস্পদ জীবের ব্রহ্মের সহিত সংযোগই হইতেছে দীক্ষা, বা ব্রত বিশেষ। অবশ্য সন্ন্যাস উপনিষদে দীক্ষা গ্রহণ করিবে; কাষায়বাসঃ ধারণ করিবে, কক্ষ ও উপস্থলোম সকল বর্জ্জন করিবে, ইত্যাদি নানা প্রকার দীক্ষার কথা আম্নাত হইয়াছে; কিন্তু সে দীক্ষা এখানে গ্রহণ করা যাইবে না। কেন? না, পরে এসমস্তই নিষেধ করা যাইবে। দীক্ষা শব্দে ব্রত বিশেষ, বা নিয়ম বিশেষ। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে;—যেহেতু পাপের ক্ষয় করে এবং যেহেতু দিব্যজ্ঞান দান করে, সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ নিয়মবিশেষকে দীক্ষা, এইশব্দে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই দীক্ষা কি? বলিতেছি, মনে বিদ্যার সংযোগ অধ্যাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এইআত্মা হইতে প্রাণ, মনঃ ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে, ইন্দ্রিয় সকল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, আপ্ ও পৃথিবী এই বিশ্বের ধারিণী হইয়া জন্মে, এইরূপ বহুবিধ শ্রুতি দ্বারা আম্নাত হইয়াছে। কেন? না, ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে এইজন্য। এই ব্রহ্ম প্রাপ্তি কি করিয়া হয়, তাহা সামবেদের সন্ন্যাসোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে বিদ্যার মনে সংযোগ, মনের আকাশে, আকাশের বায়ুতে, বায়ুর জ্যোতিতে, জ্যোতির আপ্ সমুদায়ে, আপ্ সমুদায়ের পৃথিবীতে, পৃথিবীর এই সকল প্রকার জাত পদার্থে সংযোগ হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে, অজর, অমর, অক্ষর ও অব্যয় প্রাপ্তি হইবে, তাহার অভ্যাস দ্বারা, প্রাণাপাণের সংযম করিয়া। এই

যোগ্যান্নাতৌ সৃষ্টি ক্রমেণ ; বিসৃষ্টি ক্রমাত্তু বিন্দ্বায়াং মনসঃ সংযোগো দ্রষ্টব্যঃ। তদভ্যাসেন প্রাণাপাণৌ প্রাক্ সংযম্য ব্রহ্মপ্রপদ্যতে, অজরমমরমক্ষরমব্যয়ং প্রপদ্যতে। কথম্? মনসঃ সংযোগো হি লয়ঃ; তদভ্যাসেন তৎ কার্য্যং সর্ব্বং লীনং ভবতীতি সৈব দীক্ষা সন্ধ্যাপরনাম্নী ব্রহ্মোপনিষদ্যুক্তা তেনোপেতব্যেতি॥ ১৪॥

শ্রুতিতে মনস্‌শব্দে তৃতীয় ও অন্য যে সমস্ত শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি আছে, সৃষ্টিক্রমে সেগুলি ঐ অধ্যাসিক সম্বন্ধের প্রতিযোগী। প্রতিযোগী সেই হয়, যাহার সম্বন্ধ গ্রহণ করা যায়; আর সেই প্রতিযেগীর সম্বন্ধ যাহাতে গ্রহণ করা হয়, সেই হইতেছে অনুযোগী। এখানে প্রথমা ও ষষ্ঠী বিভক্তি যেসকল শব্দে আছে, তাহারাই অনুযোগী। আবার বিসৃষ্টিক্রমানুসারে নিম্ন হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধে সংযোগ করিতে করিতে বিন্দ্বাতে মনের সংযোগ দর্শন করিতে হইবে। সেই বিন্দ্বাতে মনের সংযোগ অভ্যাস করিলে, অবশ্য প্রথমে প্রাণও অপান বায়ুর সংযম করিয়া সেই বিন্দ্বাতে মনের সংযোগ অভ্যাস করিতে থাকিলে ক্রমে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে, অজর, অমর, অক্ষর, ও অব্যয় ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে। পৃথিবীতে মনের সংযোগাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না; কারণ, তাহার নানারূপে ব্যয় বা বিনাশ হয়; সেইরূপ আপের ক্ষরণরূপ বিনাশ হয়; জ্যোতির মরণ আছে: বায়ুর জরা, বা মরণাহ্বানকারিণী বার্দ্ধক্যাবস্থা আছে; আকাশ বৃহত্তর হইলে ব্রহ্ম নহে; সুতরাং এসকল অভ্যাস করিয়া পরিশেষে আনন্দস্বরূপ পরম ব্র মনের সংযোগাভ্যাস করিবে। তদ্দারাই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে। কি করিয়া? ন ব্রহ্মে মনের সংযোগই মনের লয়। তাহার অভ্যাস দ্বারা মনের কার্য্য সমস্তই ল প্রাপ্ত হইবে। এইজন্য সেই সংযোগাভ্যাস, বা লয়াভ্যাসরূপ দীক্ষাই পরমহ পরিব্রাজকের উপেতব্য। এই দীক্ষাই ব্রহ্মোপনিষদে সন্ধ্যানামে অভিহিত হ য়াছে। তথায় উক্ত হইয়াছে, যে ভাবে জীবে প্রজ্ঞাদ্বারা পরমাত্মাতে আত্মা সন্ধান করে, সেই ভাবের সেই সন্ধ্যাকে ধ্যান বলা যায়, এবং তাহা হইতেই তাহ সন্ধ্যাভিবন্দন কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। এ সন্ধ্যায় জলের কিছু মাত্র প্রয়োজ নাই, ইহাতে বাক্য উচ্চারণের ও দেহ স্থৈর্য্যাদি করণের ক্লেশ ও নাই; কার এটি ধ্যান সন্ধ্যা। সন্ধ্যা কেন? না, সমস্ত ভূতের সন্ধিনী একত্ববোধিকা। এ জন্য এই সন্ধ্যাই একদণ্ডীদিগের কর্ত্তব্য অতএব ঈদৃশ সন্ধ্যা, বা ঈদৃশর দীক্ষাই পরমহংস পরিব্রাজকদিগের গৃহীতব্য॥ ১৪॥

বিয়োগোপদেশঃ ॥ ১৫ ॥

দীক্ষাসন্তোষপানং চ ॥ ১৬ ॥

এবমেব বিয়োগোপদেশো ভবতি। বিয়োগো বিযোজনং নিবর্ত্তনমিত্যনর্থান্তরং, তেন সহ উপদেশঃ, স যথা ;—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দ মেতজ্জীবস্য যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥" ইতি।

ব্রহ্মোপনিষদি তদেবং মনোলয়ঃ কল্পঃ॥ ১৫ ॥

তেন দীক্ষাসন্তোষপানং কর্ত্তব্যম্। দীক্ষায়াঃ সন্তোষঃ ব্রহ্মস্পর্শসুখং, তস্য পানসুখোপভোগঃ, তদেকপরঃ স্যাৎ। যচ্চোক্তম্ ;—

এইরূপই বিয়োগোপদেশ আছে। বিয়োগ শব্দে বিয়োজন, ও নিবর্ত্তন, একার্থক। তাহার সহিত উপদেশ। যথা ;—ব্রহ্মোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;—যাহার নিকটে পৌছিতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্তিত হয় ; যেমন অদৃষ্টপূর্ব্বক মহারাজকে দেখিব বলিব ও স্পর্শ করিব সঙ্কল্প করিয়া বেশ্যাবুবতীর ন্যায় সোৎকণ্ঠভাবে শ্রুতিবধূসকল প্রবৃত্ত হইয়া অবসরাভাববশতঃ নিবর্ত্তিত হয়, যেমনে আসে, তেমনি যায়, অমনিই কি যায়? তা, নয়, দেখিতে না পাইয়া বলিতে না পারিয়া, এবং স্পর্শ করিতেও না পারিয়া, সর্ব্ব প্রকারেই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যায়। আচ্ছা, চম্পক কেতকী আদি পুষ্পের গন্ধ বিশেষ বাক্যের অপ্রাপ্য হইলেও যেমন মনোদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেইরূপ বাক্যের অগম্য হইলেও মন দ্বারা ব্রহ্ম উপলব্ধব্য ত হইতে পারে না? না, যেমন বাক্যের অগম্য, সেইরূপ মনেরও দৃশ্য নহেন। এই মনঃ শব্দে অন্তঃকরণ। এইমনসাখ্য তুরীয় নিরতিশয় আনন্দ প্রাণধারী জীবের স্বরূপ। যে প্রসিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া বিদ্বান্ অধিকারী, অবিদ্যাও তৎকার্য্য বর্গ হইতে বিমুক্ত হয়। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মনোলয় ব্যতিরেকে আর ব্রহ্মসাৎকারের উপায় নাই ; সুতরাং মনোলয়াভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥

সেইরূপ অভ্যাস দ্বারা মনোলয়। সুসম্পন্ন হইলে, দীক্ষা সন্তোষ পান করিবে। দীক্ষার সন্তোষ হইতেছে ব্রহ্ম স্পর্শ সুখ ; তাহার পান উপভোগ,

দ্বাদশাদিত্যাবলোকনম্ ॥ ১৭ ॥

বিবেকরক্ষা ॥ ১৮ ॥

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাম্।
তাং তৃষ্ণাং সন্ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥" ইতি।
"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥" ইতি।

এতেন ব্রহ্মাত্মৈকত্বরতিঃ কর্ত্তব্যেত্যুক্তম্ ॥ ১৬ ॥

দ্বাদশানামাদিত্যানাং সমাহারঃ দ্বাদশাদিত্যং বর্ষম্। বিজ্ঞায়তে চ শতপথে দ্বাদশমাসানামধিপতয়ো দ্বাদশসংখ্যকা ভবন্তীতি। তস্যাবলোকনং দর্শনং দীক্ষা-সন্তোষ পানেন কর্ত্তব্যম্। এতেন নৈরন্তর্য্যমুপাদিষ্টং বেদিতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

ততোঽপি বিবেকস্য বিবেচনস্য বর্ষঃ ব্যাপ্যাচরিত্যস্য জ্ঞানস্য রক্ষা বিরোধি প্রত্যয়তিরস্কারেণ কর্ত্তব্যা। "ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যনবরতং ব্রহ্মপ্রণবানুসন্ধানেন যঃ কৃতকৃত্যো ভবতী"তি ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে মিলিয়া যাইবে। কথিত হইয়াছে;—দুর্ম্মতি দিগের পক্ষে যাহা দুস্ত্যজ, নিজে জরাজীর্ণ হইলেও যাহা জরাজীর্ণ হয় না; সেই তৃষ্ণাকে প্রাজ্ঞব্যক্তি সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুখে পূর্ণ হয়। লোকে যাহা মহৎ সুখ্য, যে সকল সুখ ও তৃষ্ণাক্ষয় সুখের ষোল কলার এক কলাও নহে। ইহাদ্বারা বলা হইল ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানেরই রমণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

দ্বাদশটি আদিত্যের যথায় সমাহার হইয়াছে, দ্বাদশাদিত্য শব্দে বর্ষ। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বাদশমাসের দ্বাদশনামক দ্বাদশটি সূর্য্য অধিপতি আছে বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। দীক্ষাসন্তোষপান করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বাদশটি আদিত্যের অবলোকন করিবে। ইহাদ্বারা দীক্ষাসন্তোষ পান নিরন্তর ভাবে করিতে হইবে, অন্যথা দৃঢ়ভূমি হইবে না, ইহা একটু মনোঽভিনিবেশসহকারে চিন্তয়িতব্য ॥ ১৭ ॥

একবর্ষ মাত্র অবলোকন করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে না; তারপরও বিবেক রক্ষা করিতে হইবে। যদ্দ্বারা এই সংসার ভাব আত্মা হইতে বিবিক্ত হইয়াছে, সেই বর্ষব্যাপিয়া আচরিত বিবেচন জ্ঞানের ও আত্মজ্ঞানের রক্ষণ করিতে হইবে,

করুণৈব কেলিঃ ১৯ ॥

আনন্দমালা ॥ ২০ ॥

একান্ত (একাসন) গুহায়া মুক্তাসনসুখগোষ্ঠী ॥ ২১ ॥

যোঽপ্যস্য কাদাচিৎকঃ কেলিঃ কর্ত্তব্যঃ করুণৈব পরদুঃখ প্রহানেচ্ছা সফলা কর্ত্তব্যা ॥ ১৯ ॥

তত্রাপ্যানন্দমালা সন্ধার্য্যা। ন তু গর্ব্বাদিঃ, পুনরনিষ্টপাতপ্রসঙ্গাৎ ॥ ২০ ॥

এক এব অন্তঃশেষো যত্র, সা একান্তা, সাচাসৌ গুহা চেতি একান্তগুহা বিশুদ্ধা চিতিঃ; তস্যাশ্চ মুক্তং ত্যক্তং আসনং ক্ষেপো, যস্য সুখস্য, তৎ মুক্তাসনং সুখং বিক্ষেপরহিতস্য চ সুখস্য গোষ্ঠী প্রবর্ত্তয়িতব্যা। গোষ্ঠী সংলাপঃ। তথাচ কশ্চি-

বিরোধি জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া কেবল ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের প্রশান্ত প্রবাহ চালাইয়া যাইতে হইবে। পরমহংস পরিব্রাজকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে; যে ব্রহ্ম প্রণবের অনুসন্ধান দ্বারা ব্রহ্মই আমি হইতেছি, ইত্যাকার জ্ঞান অনবরত পোষণ করে, সে কৃতকৃত্য হয়, মুক্ত হয় ॥ ১৮ ॥

মনের প্রসন্নভাব রক্ষার্থ মধ্যে মধ্যে পরিকর্ম্ম নামক ক্রিয়ার আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে পারে। যদিও কখন তাদৃশ কেলি কর্ত্তব্য হয়, তবে কখনও করুণা কেলি করিবে। করুণাতিরিক্ত অন্যবিধ কেলির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না; কারণ, তদ্দ্বারা তাহাদের জ্ঞানের নৈরন্তর্য্যভাব নষ্ট হইতে পারে। করুণা শব্দে পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। তাহা কখন কখন সকলকে করিবে। দুঃখিত জনকে আশী-র্ব্বাদ করিয়া তাহার দুঃখনিবৃত্তি করিয়া দিবে ॥ ১৯ ॥

যখন এরূপ করিবে, তখনও আনন্দ মালার জপ করিয়া আনন্দ স্বরূপ সন্ধান রাখিয়াই করুণা করিবে। তাহাতে পাছে গর্ব্বাদি আসিয়া আক্রমণ করে, তাহাদ্বারা আবার অনিষ্টপাত হইবার আশঙ্কা আছে; সুতরাং আনন্দ মালার সন্ধান রাখিবে ॥ ২০ ॥

একই যেখানে আদিও শেষ, সে একান্ত। একান্ত শব্দে "একমেবাদ্বিতয়ম্।" সেই একান্ত যে গুহা, যে একান্তগুহা। তাহার বিশুদ্ধা চিতি। মুক্ত হইয়াছে আসন বিক্ষেপ যাহার, সে মুক্তাসন, অর্থাৎ ত্যক্ত বিক্ষেপ। মুক্তাসন যে সুখ, সে মুক্তাসন সুখ; তাহার গোষ্ঠী সমাজ সংলাপ (ভাল থাকা মন্দথাকার কথা

অকল্পিতভিক্ষাশী ॥ ২২ ॥

হংসাচারঃ ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বভূতান্তর্ব্বর্ত্তী হংস ইতি প্রতিপাদনম্ ॥ ২৪ ॥

দয়মানো আনন্দমালাং সন্দধ্যাৎ, ব্রহ্মণশ্চ স্থিরসুখঃ সংলাপোঽপি প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ স্যাৎ ॥ ২১ ॥

কল্পিতাং ভিক্ষাং নাশাসেত, অকল্পিত ভিক্ষাশীস্যাৎ। অকল্পিতাং ভিক্ষা মশ্নীয়াদিতি ॥ ২২ ॥

নিত্যানিত্যয়োঃ সুখদুঃখয়োর্জড়াজড়য়োশ্চ হংসাচারঃ স্যাৎ, ত্যাজ্যং পরিত্যাজ্যাদেয়মাদদ্যাৎ। স যথা ক্ষীরমম্বুমিশ্রম্ ॥ ২৩ ॥

নাস্য তেনাব্যাপকত্বং; কস্মাৎ? সর্ব্বভূতান্তর্ব্বর্ত্তী হংস ইতি প্রতিপাদয়েৎ। অহং স ইতি হন্মি গচ্ছামি সর্ব্বং, তেন হংসোঽস্মি সর্ব্বভূতান্তর্ব্বর্ত্তী। তথৈব দত্তা-

---

বার্ত্তা) প্রবর্ত্তিত করিবে। অর্থাৎ বিশুদ্ধা চিতির সহিত বিক্ষেপরহিত সুখের কথা বার্ত্তা বলিবে। পূর্ব্বসূত্রে আনন্দমালা ধারণের কথা বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবে আনন্দ মালার ধারণ কথাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা এই সূত্র দ্বারা নিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহা হইলে এই হইতেছে যে, কাহাকেও দয়া করিয়া যে আনন্দ মালা ধারণ করাইবে, তাহা বিচ্ছিন্ন ভাবে নহে; কিন্তু পরব্রহ্মের স্থিরসুখ প্রবর্ত্তিত করিবে। নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ ভোগই করিবে ॥২১॥

কল্পিত ভিক্ষার আশা করিবে না, অকল্পিত ভাবে ভিক্ষাশী হইবে। যে ভিক্ষা কল্পিত হয় নাই,—আমি এই ভিক্ষা করিতেছি বলিয়া যে ভিক্ষা নিজের কল্পিত নহে, সেই ভিক্ষা লব্ধ বস্তু আহার করিবে। ইহা দ্বারা ভিক্ষার্থ প্রবৃত্তি করণেরও নিষেধ হইল বুঝিতে হইবে। কোন কোন শাখায় ভিক্ষা বিষয়ে যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাও ব্যবর্ত্তিত হইল ॥ ২২ ॥

হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ মাত্র পান করে সেইরূপ নিত্যানিত্য দুঃখসুখ, ও জড়াজড় বর্গের মধ্য হইতে নিত্য সুখ চৈতন্য মাত্রই গ্রহণ করিবে। দুঃখবহুল অনিত্যজড়বর্গের পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

তদ্দ্বারা সে অব্যাপকরূপে অবস্থিত হইবে না; কেন? না, হংস সর্ব্বভূতান্ত-

ম্নাতং হংসোপনিষদি ;—"হংস হংসেতি সদায়ং সর্ব্বেষু দেহেষু ব্যাপ্তো বর্ত্ততে। যথা হ্যগ্নিঃ কাষ্ঠেষু, তিলেষু তৈলমিব তং বিদিত্বা ন মৃত্যুমেতি। গুদমবষ্টভ্যাঽঽধারাদ্বায়ু মুত্থাপ্য স্বাধিষ্ঠানং ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য মণিপূরকং গত্বাঽনাহতমতিক্রম্য বিশুদ্ধৌ প্রাণান্ নিরুধ্যাঽঽজ্ঞামনুধ্যায়ন্ ব্রহ্মরন্ধ্রং ধ্যায়ন্ ত্রিমাত্রোঽহমিত্যেবং সর্ব্বদাধ্যায়ন্নথগুদমাধারাদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্তং শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশঃ সবৈ ব্রহ্ম পরমাত্মে-

---

বর্ত্তী, ইহা প্রতিপাদিত করিবে ; সেই আমিই সর্ব্বভূতের মধ্যে বিচরণ করিতেছি তদ্দ্বারা আমি হংস হইতেছি। আমিই ত সর্ব্বভূতান্তর্ব্বর্ত্তী। হংসোপনিষদে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা,—এই বুদ্ধি প্রাণোপাধিক জীবই সমস্ত স্থাপর ও জঙ্গম শরীরে আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া হংস হংস এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন সমস্ত কাষ্ঠেই অগ্নি ব্যাপিয়া রহিয়াছে, যেমন তিলে তৈল ব্যাপিয়া রহিয়াছে,সেইরূপ জীবও সমস্ত দেহকে ব্যাপিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই প্রাণ বুদ্ধি ও দেহের অতীত এবং সর্ব্বদেহব্যাপ্ত হংসকে সাক্ষাৎ করিয়া মরণের কারণ সংসার প্রাপ্ত হয় না। এখন সেই হংসের প্রতিপত্তির জন্য যোগ বিশেষ বলা যাইতেছে ; কারণ,পরমহংস পরিব্রাজক অন্যকে দয়া করিতে যাইয়া যদি পদচ্যুত হয়, তবে পুনশ্চ তাহাকে ক্রমানুসারে প্রতিষ্ঠাতব্য স্থানে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। নিজের পার্ষ্ণিদ্বয় দ্বারা শিশ্নদ্বার ও পায়ুদ্বারকে নিরুদ্ধ করিয়া গুরুপদিষ্ট উপায়ে পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া আধারচক্রে আনিয়া নিরোধ করিতে হইবে। পায়ু ও লিঙ্গ, এতদুভয়ের মধ্যে আধার চক্র অবস্থিত সেই আধারচক্র হইতে শরীরস্থিত সমস্ত বায়ুর স্তম্ভ ও প্রতিষ্ঠার স্থান। সেটি চতুর্দ্দল ও ছিদ্রাকার। গুরূপদিষ্ট মার্গদ্বারা সেই আধার চক্র হইতে প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধাভিমুখে উঠাইয়া নাভির সমীপে অবস্থিত চিত্রবর্ণ ষড়্‌দল চক্রকে তিনবার প্রদক্ষিণ ভাবে ঘুরাইয়া লইয়া, গুরুপদিষ্টমার্গদ্বারা নাভির উপরিদেশস্থ মণিপূরক নামক দশদলচক্রে যাইয়া তথা হইতে গুরূপদিষ্টমার্গের সাহায্যে অনাহত চক্রে যাইবে। তারপর অনাহত নামক হৃদয় পদ্ম সমীপস্থ দ্বাদশদল চক্রকে গুরূপদিষ্ট মার্গদ্বারা অতিক্রম করিয়া,বিশুদ্ধনামক কণ্ঠস্থ চিত্রবর্ণ ষোড়শদল চক্রে গুরুপদেশানুসারে সুশিক্ষিত প্রণব মাত্রার সহিত আধার চক্র হইতে আগত প্রাণবায়ুর নিরোধ করিবে। তারপর তথা হইতে ভ্রূসন্ধিস্থ দ্বিতল আজ্ঞানামক চক্রের পরে যাইয়া গুরূপদিষ্ট মূর্দ্ধাস্থ চিত্রবর্ণ সহস্রদলচক্রে গমন করিবে সে স্থানে যাইয়া

ধৈর্য্যকন্থা ॥ ২৫ ॥

ভুচ্যতে।" ইতি বিক্ষেপে হি ক্রিয়োচ্যতে, নান্যথেতি। তস্মাদ্বিবেক রক্ষা চ ভবতীতি ॥ ২৪ ॥

ধৈর্য্যমেব কন্থা, সৈব ধার্য্যা ; ন স্বন্থা। তদুক্তম্,—"তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি। কোঽয়ং মুখ্য ইতি চেদয়ং মুখ্যঃ ন দণ্ডং, ন শিখাং ন যজ্ঞোবীতং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ।" ইতি পরমহংসোপনিষদি। তস্মাদ্ধৈর্য্যকন্থা ধার্য্যা ॥ ২৫ ॥

তারপর কপাল পুটদ্বয়ের সন্ধিরূপ সহস্রদল কর্ণিকামধ্যবর্ত্তী গুরূপদিষ্ট সুষুম্নাগ্র রূপ ব্রহ্মরন্ধ্রের ধ্যান করিবে। কিরূপে ধ্যান করিবে? না তিনটি অকার উকার মকারাখ্য বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়রূপে পরিমিত হয় মাত্রা যাহার, সেই যে আমি, সেই ওঁকার হইতে অভিন্ন আমি, আমারই ঐ বিশ্বতৈজস প্রাজ্ঞরূপ অকার উকার মকার মাত্রাত্রয়। সেই ত্রিমাত্র আমি, আমি সেই, ইত্যাকার সর্ব্বদাধ্যান করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিবে এখন ধ্যেয়রূপ বলিতেছেন আধার চক্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত নাদাকারে (হং ও স, এই উভয় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া চলিতেছে যে আকারে, সেই নাদাকার) পরিব্যাপ্ত। সে নাদ শুদ্ধস্ফটিক সদৃশ অতিস্বচ্ছ ধবল। সেই নাদই দেশকাল বস্তুকৃত পরিচ্ছেদত্রয় রহিত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ জগজ্জন্ম স্থিতি লয়ের কারণ, সকলের অহংজ্ঞানের দ্রষ্টা পরমাত্মা, ইত্যাকার ধ্যান করিবে। বিদ্বান্‌গণ এইরূপ বলেন। যখন স্বস্থানে অবস্থানার্থ পরমহংস পরিব্রাজকদিগের উপায় গ্রহণ করিতে হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত বিবেক রক্ষাও সেই সঙ্গে অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞান নিশ্চল হইয়া আসিবে; এবং পুনশ্চ যথাস্থানে বিরাজ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৪ ॥

ইত্যাদ্যাকার সময়ে ধৈর্য্যরূপ কন্থার ধারণ করিবে। অন্যপ্রকার কন্থা ধারণ করিবে না। কেবল যে ইত্যাদ্যাকার সময়েই ধৈর্য্যকন্থা ধারণ করিতে হইবে, তাহা নহে; ধৈর্য্যকন্থাই পরম হংসের ধার্য্য, অন্যকন্থা নহে, তাহা পরমহংসোপনিষদে কথিত হইয়াছে। যথা—পূর্ব্বে যাহা যাহা করিবার কথা বলা হইল, তাহা মুখ্য নহে। যদি জিজ্ঞাসা কর কোন্ বিধানটি তার মুখ্য? তাহা হইলে উত্তর করিব, এইবার যাহা বলিব তাহাই মুখ্য। দণ্ডপরিত্যাগ করিবে, শিখা মোচন করিবে, যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবে; আচ্ছাদন কন্থা ও পরিত্যাগ করিবে। পরম

উদাসীনকৌপীনম্ ॥ ২৬ ॥

বিচারদণ্ডঃ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মাবলোকযোগপট্টঃ ॥ ২৮ ॥

তথা ঔদাসীন্যমেব কৌপীনম্। উদাসীনমুদাসঃ কৌপীনং, কুৎসিতং লোকলজ্জাকরং মেঢ্রাদিকং পীনং পীবর মাংসং কৃপীনং তদাচ্ছাদকং কৌপীনং লোকলজ্জাকর নিবারকং বস্ত্রম্। তচ্চোদাস ভাব এব ॥ ২৬ ॥

তথা তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেন যাথার্থ্য নির্ণয়ো ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানং বিচার এব দণ্ডো ধার্য্য স্তেনাবিদ্যাবিলাসৌ তাড়িতৌ ভবতঃ। তদেতদুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

তথা যোগপট্টোঽপি ব্রহ্মাবলোক এবাদাতব্যঃ; ন ত্বন্যঃ কশ্চিৎ ॥ ২৮ ॥

হংসের ইহাই মুখ্য। অতএব পরমহংস পরিব্রাজকের পক্ষে ধৈর্য্য কন্থাই ধারণ যোগ্য, তাহাই ধারণ করিবে। তাহার ফলে এই হইবে যে বিবেকরক্ষা অনায়াস সাধ্যব্যাপার হইয়া উঠিবে ॥ ২৫ ॥

সেইরূপ ঔদাসীন্যই কৌপীন করিবে। উদাসীন শব্দে উদাসভাব, তাহাই কৌপীন। কু শব্দের অর্থ কুৎসিত, লোকলজ্জাকর বলিয়া কুৎসিং; পীন শব্দে পীবর মাংস মোটা মাংসখণ্ড; সুতরাং লোকলজ্জাকর কুৎসিত স্থূল মাংসখণ্ডকে কুপীন বা মেঢ্রাদি বলে। তাহার আচ্ছাদক কৌপীন লোকলজ্জা নিবারক বস্ত্রবিশেষ। অথবা কূপশব্দে স্ত্রীযোনি কূপ, তদীয়, অর্থাৎ সেই স্ত্রীযোনি কূপের জন্যই যাহা জাত, তাহা কূপীন, তাহার আবরক বস্ত্রবিশেষ কৌপীন। সেই কৌপীন হইতে উদাসভাবই। এমন উদাসভাব পোষণ করিতে হইবে, যাহা হইলে আর মোটেই বাহ্যজ্ঞান থাকিবে না, তদ্দ্বারা পৃথক্ কৌপীন ধারণের আবশ্যক হইবে না; সেই উদাসভাবই কৌপীনের কার্য্য করিবে ॥ ২৬ ॥

সেইরূপ বিচাররূপ দণ্ড ধারণ করিতে হইবে। তদ্দ্বারা অবিদ্যা ও অবিদ্যাজাত সমস্তই বিতাড়িত হইবে। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের সাহায্যে যাথার্থ্য নির্ণয় বা ব্রহ্মাত্মৈকতা নিশ্চয়ই বিচার. এবং তাহাই দণ্ডরূপে ধারণীয়, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

যোগীরা যোগপট্ট ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু পরমহংস পরিব্রাজকের পক্ষে

শ্রিয়াং পাদুকা ॥ ২৯ ॥

পরেচ্ছাচরণম্ ॥ ৩০ ॥

কুণ্ডলিনীবন্ধঃ ॥ ৩১ ॥

তথা শ্রিয়াং ত্রিবর্গ সম্পদাম্? তথাচ ব্যাড়িঃ;—"লক্ষ্মী সরস্বতী ধাত্রী ত্রিবর্গ সম্পদ্বিভূতি শোভোপকরণবেশ রচনা গুণেষপি শ্রীঃ প্রথিতে"তি। আতান বিতানাভ্যাং নির্ম্মিতা পাদুকাঃপিধার্য্যা; ন ত্বন্যা তথাচ ত্রিবর্গ সম্পদো ধর্ম্মার্থ কামান্ পদে কৃত্বা পাদুকাবদ্ বিবেক রক্ষাং কুর্য্যাৎ ॥ ২৯ ॥

এবং পরস্যাত্মন ইচ্ছায়াশ্চরণমনুষ্ঠানম্; এবমস্যা ব্যক্তাচারো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

এবমপি কুণ্ডলিন্যাঃ পরায়াঃ সম্বন্ধ এব বন্ধোঽনুষ্ঠাতব্যঃ। যত্রৈবমুক্তম্;—

পূর্য্যাং তুরীয় বিশ্বঃ, মধ্যমায়াং তুরীয় তৈজসঃ।

পশ্যন্ত্যাং তুরীয় প্রাজ্ঞঃ, পরায়াং তুরীয়তুরীয়ঃ।" ইতি।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ যোগপট্ট গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, অন্য প্রকার বস্ত্রাদিনির্ম্মিত যোগপট্ট ধারণ করিবে না ॥ ২৮ ॥

সেইরূপ শ্রীর—ত্রিবর্গ সম্পদের;—মহর্ষি ব্যাড়ি বলিয়াছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী ধাত্রী, ত্রিবর্গসম্পৎ, বিভূতি, শোভার উপকরণ, বেশরচনা, ও গুণেতে শ্রীশব্দ প্রসিদ্ধ। অতএব সেই সেই ত্রিবর্গসম্পদের আতানবিতান ভেদে বিরচিত পাদুকাই ধারণীয়; অন্য কোন প্রকার পাদুকা ধারণ করিবে না। তাহা হইলে জৈমিনি কথিত লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত কর্ম্মনামক ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে পাদুকার ন্যায় পদে ধারণ করিয়া বিবেক রক্ষা করিবে ॥ ২৯ ॥

এইরূপ পরমাত্মার ইচ্ছার অনুষ্ঠান করিবে। পরের ইচ্ছায়, বা নিজে ইচ্ছায় কিছুই করিবে না। আত্মারাম বা আত্মক্রীড় হইবে। ইহা দ্বারা সাংকের আচার অব্যক্তই হইবে, ব্যক্ত আচার আর থাকিবে না। তদ্দ্বারা পরমহংস আবার স্বস্থানে স্থাপিত হইতে সক্ষম হইবে। অতএব ইহা কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

এই সময়েই পরাশব্দের বাচ্য যে কুণ্ডলিনী ব্যক্তি, তাহার সহিত সম্বন্ধই বন্ধ তাহার অনুষ্ঠান করিবে, যাহা করিলে কুণ্ডলিনীর সহিত সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয়। ইহা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা পরমহংস পরিব্রাজকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে পূরীতে তুরীয় বিশ্ব, মধ্যমায় তুরীয়তৈজস, পশ্যন্তীতে তুরীয় প্রাজ্ঞ, এবং পরা

পরাপবাদমুক্তো জীবন্মুক্তঃ ॥ ৩২ ॥

শিবযোগনিদ্রা চ ॥ ৩৩ ॥

"তুরীয় মাত্রাচতুষ্টয় মর্দ্ধমাত্রাং শম্।" ইতি পরমহংস পরিব্রাজকোপনিষদি ॥ ৩১ ॥

তস্যাশ্চ পরায়া অপবাদেন অপহ্নবেন মুক্তো রহিতঃ সন্ জীবন্মুক্তো ভবতীতি বক্রোক্ত্যা যদাস্য পরালোকোঽচলাকৃতি একত্র এব চিরায় তিষ্ঠেৎ, তদৈব ভবেদয়ং জীবন্মুক্ত ইতি নাম্না বিখ্যাতঃ ॥ ৩২ ॥

ইয়মেবহি শিবস্য যোগনিদ্রা তামসী মূর্ত্তিশ্চ কথ্যতে, "যাং তুষ্টাবাম্বুজাসনঃ।" ইতি মূর্ত্তিরহস্যে। মহাকালীতি প্রাধানিক রহস্যে। যোগমায়াঽপিকাপি ॥ ৩৩ ॥

তুরীয় তুরীয়। এই তুরীয়মাত্রা চতুষ্টয় অর্দ্ধমাত্রারই অংশ বিশেষ। এটি ব্রহ্মপ্রণবের অংশবিশেষ। নাদের সাহায্যে মাত্রার সাহায্যে এই ব্রহ্মপ্রণবের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহার চরম অংশ পরাস্থানে সাধিত হয়। তদ্দ্বারা কুণ্ডলী শক্তি জাগ্রৎ হয়, এবং তাহার জাগরণেই সাধকমাত্রে বিষয়দেশে নিদ্রিত হয় এবং ব্রহ্মে জাগরণ করিয়া থাকে। অতএব মহান্ প্রযত্নে ইহা কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥

সেইরূপ পরানাম্নী শক্তির অপবাদ, বা অপহ্নব 'চিনি না, জানি না, নাই, থাকিতে পারে না' ইত্যাদি আকারে উঠাইয়া দেওয়াই অপবাদ করা; তাহা রহিত হইলেই 'চিনি, জানি, আছে. এইত আমিই' ইত্যাদি আকারে সাক্ষাৎকৃত হইলেই সাধক জীবন্মুক্ত হইল। জীবিত থাকিয়াই মুক্ত হইয়া গেল। এরূপ বক্রোক্তি দ্বারা বলার উদ্দেশ্য এই যে, এই পরার সাক্ষাৎকার যখন নিশ্চয় হয়, এবং অচলাকারে স্থির ও ধীরভাবে চিরকালের জন্য অবস্থান করে, তখনই জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়, এবং তখনই সেই সাধক জীবন্মুক্ত, এই নামে বিখ্যাত হয় ॥ ৩২ ॥

এই পরাই শিবের যোগনিদ্রা, বা তামসী মূর্ত্তিশব্দে কথিত হয়। তখন শিব সমস্ত বাহ্য ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া পরমশিবে মিলিত হন। এই যোগনিদ্রার ভঙ্গ হইলে সৃষ্টির আরম্ভ হয়। ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য এই যোগনিদ্রাকে স্তব করিয়াছিলেন, ইহা মূর্ত্তিরহস্যে কথিত হইয়াছে। প্রাধানিক রহস্যে ইঁহাকে মহাকালী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ইঁহাকে যোগমায়া নামেও

খেচরীমুদ্রা চ ॥ ৩৪ ॥

পরমানন্দী ॥ ৩৫ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নির্ব্বাণোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ইয়মেবহি খেচরী মুদ্রেতি তান্ত্রিকানামপি বান্ ভবতি। তথোপনিষদা-মপি ॥ ৩৪ ॥

য এবং বেদ, স আনন্দী ভবতি। দ্বিরুক্তিরধ্যায়স্য সমাপ্তয়ে বক্তব্যেতি ॥ ৩৫ ॥

ইতি নির্ব্বাণোপনিষদ্বৃত্তৌ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অভিহিত করা হয়। যাহা হউক, এই শিবযোগনিদ্রাই চিরকালের জন্য অবস্থিতি করিলে, জীবের জীবন্মুক্তি নামে পরিকীর্ত্তিত হয় ॥ ৩৩ ॥

ইহাই তান্ত্রিকদিগের খেচরী মুদ্রা। উপনিষদেও ইহাকেই খেচরীমুদ্রা বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়; কারণ, এই আকার নিরবচ্ছিন্ন চিদাকাশেই বিচরণ করে ॥ ৩৪ ॥

যে এই এইরূপে প্রত্যক্ষ করে, সে আনন্দময় হইয়া যায়। এই স্থলে দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্ত্যর্থ করা হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

ইতি মাণ্ডুকায়নশাখীয় ঋগ্বেদের নির্ব্বাণোপনিষদের বৃত্তির বঙ্গানুবাদে প্রথমোঽধ্যায় ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:++:—

নির্গতগুণত্রয়ম্ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ফলীভূত আনন্দীভাব উক্তঃ। আনন্দশ্চ বিষয়সংসর্গজো দৃষ্টঃ, সোঽপি গুণত্রয় সম্বন্ধাৎ। যদাহ;—

প্রথম অধ্যায়ের শেষে আনন্দীভাবকে ফল বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি হইলে আনন্দ জন্মিয়া থাকে। আবার ত্রিগুণের সম্বন্ধ থাকিলেই তবে বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে, ইহা বুঝিতে পারা যায়, এবং গীতাশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। যথা,—পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া প্রকৃতিজাত গুণসকলের ভোগ করে। এই ভোগের কারণ হইতেছে গুণসাঙ্গ বা প্রকৃতি সম্বন্ধ। তাহা হইলে, প্রকৃত আনন্দের জাত যদি তোমার ফল হয়, তবে বন্ধনের উপর আবার বন্ধন দিবার জন্য কে প্রবর্ত্তিত হইবে? অতএব তুমি যে বলিয়াছ, পরমহংস পরিব্রাজকগণ জীবন্মুক্ত হইয়া দেহপাতানন্তর পরমানন্দময় হয়, তাহা উপপন্ন হয় না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, প্রথমাধ্যায়ের অন্তে প্রাপ্ত যে আনন্দস্বরূপ তত্ত্ব, তাহা কি প্রকারে গ্রহীতব্য, ইহার ব্যবস্থা করিতেছেন;—"নির্গতগুণত্রয়মি"তি। নিঃশেষরূপে গত অতীত সর্ব্বদার জন্যই তিনসংখ্যা বিশিষ্ট সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ যাহা হইতে, সেই নির্গতগুণত্রয়। অর্থাৎ গুণত্রয়ের অত্যন্তাভাব বিশিষ্ট, যদি একথা বল, তবে বলিব অত্যন্তাভাব একটি পদার্থ; সে পদার্থ অন্যপদার্থে থাকিতে গেলে একটি সম্বন্ধ আবশ্যক। যদিও সে সম্বন্ধটি আধার পদার্থের স্বরূপ, অর্থাৎ অত্যন্তাভাব স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে। তথাপি সেই অভাবকে স্পর্শ করিয়াই থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহাহইলে বলিতে হইবে, গুণত্রয়ের অত্যন্তাভাব একটি পদার্থ, স্বরূপ সম্বন্ধ একটি পদার্থ, এবং তাহাতে অত্যন্তাভাব থাকে, সেই আধারটি একটি পদার্থ; সাকল্যে পদার্থত্রয় হইতেছে।

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্‌গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য" ইতি। তথাচ প্রাকৃতানন্দলাভশ্চেৎ তে ফলং স্যাৎ, কস্তর্হি প্রবর্ত্তেত বন্ধনোপরি বন্ধনদানায়? যদুক্তং পরমহংস পরিব্রাজকা জীবন্মুক্তাঃ সন্তো দেহপাতানন্তরং পরমানন্দী ভবতীতি তন্নোপপদ্যত ইত্যাশঙ্ক্য প্রাপ্তং তত্ত্বং ব্যবস্থাপয়তি নির্গতগুণ-ত্রয়মিতি। নিঃশেষেণ গতমতীতং সর্ব্বদৈব গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং ত্রয়ং যস্মাদিতি নির্গতগুণত্রয়ম্। গুণত্রয়াত্যন্তাভাববিশিষ্টমিতিচেৎ, তদপি বৈশিষ্ট্যং গুণত্রয়কার্য্য-মিতি তদবস্থাপিতঃ। তস্মাদ্‌গুণত্রয়াত্যন্তাভাবোপলক্ষিত স্বরূপমিতি বক্তব্যম্। উপলক্ষণঞ্চ কার্য্যানন্বয়ি ব্যাবর্ত্তকং বিশেষণমেব। তথাচ নাভাবস্তদ্বান্, ব্যাবর্ত্ত-কঞ্চ ভবতি। যশ্চ সংসর্গজঃ প্রোক্তঃ, সোঽপি নোপপদ্যতে, পুত্রস্য পিতরাবুৎ-

---

তন্মধ্যে স্বরূপ সম্বন্ধ ও অত্যন্তাভাব আনন্দ তত্ত্ব হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া ত্রিগুণেরই কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং গুণত্রয়ের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ ভাবে না থাকিলেও গুণত্রয়ের কার্য্যের সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ নিশ্চয় আছে। অতএব কথিত নির্গতগুণত্রয় শব্দের প্রকৃতার্থ রক্ষিত হয় না। সেই জন্য গুণত্রয়ের অত্যন্ত ভাবকে বিশেষণ বা উপাধি না বলিয়া উপলক্ষণ বলিতে হইবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে বিশেষণ তাহাকে বলে, যে কার্য্যে অন্বিত হয়, অন্যের ব্যাবৃত্তি করে, এবং বর্ত্তমান থাকে। যেমন নীল উৎপলের নীলগুণটি বিশেষণ। দর্শনকালে কেবল উৎপলের দর্শন হয় না; কিন্তু নীলগুণযুক্ত উৎপলেরই দর্শন হয়; সুতরাং কার্য্যে অন্বয় আছে। আবার দর্শনকালে শ্বেত উৎপল দর্শনের ব্যাবৃত্তি করে বলিয়া অন্যের ব্যাবর্ত্তকও হইয়াছে। তদ্ভিন্ন দর্শন কালেও নীলগুণ বর্ত্তমানই থাকে। উপাধি তাহাকে বলে, যে কার্য্যে অন্বিত হয় না, অন্যের ব্যাবৃত্তি করে, এবং বর্ত্তমান থাকে। যেমন কর্ণচ্ছিদ্রের আকাশকে শ্রোত্র বলে। এস্থলে কর্ণচ্ছিদ্র আকাশের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত নহে; কিন্তু ঘটচ্ছিদ্রাদিকে ব্যাবর্ত্তিত করিয়া কেবল কর্ণচ্ছিদ্রের আকাশকে শ্রোত্র বলিয়া প্রতিপাদন করে এবং যতদিন শ্রোত্র থাকে, ততদিনই কর্ণচ্ছিদ্র বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং এস্থলে কর্ণচ্ছিদ্র উপাধি। আর কখনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কোনও একটা গৃহে বহুকাক বসিয়া আছে, এবং সে সময় হয়ত পরস্পর বলা বলি করাও হইয়াছে যে, কাক সকলে এই বাড়ীতে বসিয়া সভাসমিতি করিয়া থাকে, তারপর বহুদিন পরে আবার সেই বাটীর কথা তুলিয়া বলা গেল, সেই কাকের সভা যুক্ত বাড়ীতেই দেখা গিয়াছে। এই যে

পাদয়িতুমশক্ততায়া উপলভ্যমানত্বাৎ, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" "আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" ইত্যেবেমানিশ্রুতিভ্যঃ,

---

'কাকের সভাযুক্ত বাটী' বলা হইল, এইস্থলে ঐ কাকসভাটী উপলক্ষণ, না বিশেষণ না উপাধি; কারণ, যখন বলা যাইতেছে, তখন তথায় কাকসভা নাই; সুতরাং কার্য্যে অনন্বিত হইয়াছে। 'কাকের সভার বাটী' বলায় অন্যবাটীর ব্যাবৃত্তিও সাধিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যাবর্ত্তক হইয়াছে; আবার সেই কাকের সভাবাটীতে অবর্ত্তমানও বটে; সুতরাং ঐ কাকের সভাটি উপলক্ষণ। এখানেও সেইরূপ গুণত্রয়ের অত্যন্তাভাবটি আনন্দ তত্ত্বে অন্বিত নহে; কিন্তু সৃষ্টিমধ্যস্থ গুণসম্বন্ধ আনন্দতত্ত্ব হইতে এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দতত্ত্বের পার্থক্য বুঝাইতেছে এবং ঐ গুণত্রয়ের অত্যন্তাভাব আনন্দতত্ত্বে কদাচিৎ সংঘটিত হইয়াছিল; তখন কিন্তু অবর্ত্তমান; সুতরাং গুণত্রয়ের অত্যন্তাভাবটি আনন্দতত্ত্বের উপলক্ষণ, না বিশেষণ, না উপাধী অতএব আনন্দ তত্ত্ব গুণসম্বন্ধে জন্মায়, এবং গুণসম্বন্ধেই তাহার ভোগ হয়; একথা স্বীকার কবিতে পারা যায় না। তার পর বলিয়াছে যে, বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে, তবে আনন্দের উৎপত্তি হয়। আনন্দ গুণত্রয়ের কার্য্য বুদ্ধি সত্ত্বের পরিণাম বিশেষ। আনন্দ ও সুখ একই কথা। তাহা উপপন্নই হয় না; কারণ, পুত্র কখনও পিতামাতাকে উৎপাদন করিতে পারে না। কেন পারে না? না, তাদৃশ শক্তি কখনই পুত্র পাইতে সক্ষম নহে। সেইরূপ আনন্দ হইতে জাত শব্দ স্পর্শাদিগুণসম্পন্ন আকাশবায়ু আদির ধর্ম্মস্বরূপ শব্দস্পর্শাদি বিষয় আনন্দের উৎপাদন করিতে শক্তি পাইবার অযোগ্য; সুতরাং আনন্দকে উৎপন্ন করিতে পারে না।

আনন্দ হইতেই যে আকাশাদি জন্মে, তাহা শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে, ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ জানিয়া আর কোথা হইতেও ভয় পায় না। আনন্দ হইতে এই সকল ভূত জন্মগ্রহণ করে জন্মগ্রহণ করিয়া পালিত হয়, এবং অন্তে আনন্দেই প্রবেশ করে, বা আনন্দেই অভিসম্বিষ্ট হয়। ব্রহ্মকে আনন্দ স্বরূপেই জানিয়াছিল। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে আনন্দরূপ বলা হইয়াছে, এবং সেই আনন্দ স্বরূপ হইতেই এই সমস্ত দৃশ্যমান্ পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা কথিত হইয়াছে। দেখিতেও পাওয়া যায়, জীবজগতে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর

বিষয়গ্রহণে হ্যানন্দান্বয়ব্যতিরেকয়োরনুভব সিদ্ধত্বাচ্চ। তস্মাৎপরমহংসপরিব্রাজকা জীবন্মুক্তাঃ সন্তো দেহপাতমনন্তরং পরমানন্দীভবতীত্যুপপদ্যত এব। কথম্? অবিদ্যোত্থাপিতো হি গুণসম্বন্ধ আত্মজ্ঞানোদয়েন হতহেতুরাত্মানং

প্রেমানন্দে অভিন্ন হইয়াই পুত্রাদির উৎপাদন করে। তারপর ইহাও প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বারা সিদ্ধ যে, আনন্দই বিষয়গ্রহণের কারণ। যথায় আনন্দ নাই, তথায় সে বিষয়ের গ্রহণও নাই। যেমন মৃত্যুতে আনন্দ নাই, কেবল ভয়েরই অস্তিত্ব আছে, সুতরাং মৃত্যুকে কেহই গ্রহণ করিতে চাহে না। আবার ইহাও দেখা যায়, যখন সেই মৃত্যুও ইচ্ছা করিয়া গ্রহণ করে, তখন প্রথমেই একটি আনন্দের অনুভব করে, যাহা মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও সহস্রগুণেই শ্রেষ্ঠ; সেটি কি? না, বিরুদ্ধ তাৎকালিক দুঃখের সম্বন্ধ রহিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, বা অসম্বন্ধ আদি আনন্দ সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভের জন্যই ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করে। সেই রূপ আনন্দটি বড়ই প্রিয়, কিন্তু আনন্দ প্রকাশের ব্যাঘাতকারী কতকগুলি আবরণ থাকে, সেই আবরণ উন্মোচনের জন্যই বিষয়গ্রহণ করে। বিষয়গ্রহণ করিলে, চিত্তবৃত্তিদ্বারা সেই ব্যাঘাতকারী আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়; সুতরাং মনে হয়, এই বিষয় গ্রহণ করায় আনন্দ উৎপন্ন হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে আনন্দ উৎপন্ন হয় না; কিন্তু মেঘরূপ আবরণ দ্বারা যেমন চন্দ্রসূর্য্যাদি সকল আবৃত থাকে, এবং মেঘাবরণ সরিয়া গেলে যে নিত্যোদিত চন্দ্রসূর্য্য, সেই নিত্যোদয় প্রাপ্তই দৃষ্ট হয়, সেইরূপ স্বতঃ সিদ্ধ আনন্দ অবিদ্যাবিজৃম্ভিত বিষয়ের ব্যবধানে পড়ায় আপাততঃ মনে হয় যেন আনন্দ নাই; কিন্তু যখন বৃত্তি জন্মিয়া সেই বৃত্তি প্রতিফলিত চৈতন্যালোকে সেই আবিদিক বিষয়ের ব্যবধান তিরোহিত হয়, তখন মনে হয় যেন আনন্দ উৎপন্ন হইল; কিন্তু তাহা নহে, নিত্যসিদ্ধ আনন্দই স্বরূপতঃ আবরণমুক্ত হইল মাত্র। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আনন্দের উৎপত্তি নাই, আবরণের তিরোধান হইলে যে উৎপত্তি বোধ হয়, তাহা ভ্রম মাত্র। এই নিত্যসিদ্ধ আনন্দের কণামাত্র লাভ করিবার জন্য—আনন্দের আবরণ উন্মোচন করিবার জন্যই বিষয় গ্রহণ করার আবশ্যক হয়। আনন্দ পদার্থের জ্ঞান থাকিলে তবে বিষয়ের গ্রহণ করা হয়, আনন্দ পদার্থের জ্ঞান না থাকিলে বিষয়ের গ্রহণ করা হয় না। অবশ্য যাহার জ্ঞান হইবে, সে পদার্থটি বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন হয়; সুতরাং বিষয়গ্রহণের পূর্ব্বে আনন্দ থাকা আবশ্যক; এবং সেই আনন্দের

বিবেকলভ্যম্ ॥ ২ ॥

হন্তীতি যথাপূর্ব্বমানন্দস্বরূপঃ ব্রহ্মৈবাবশিষ্যত ইতি নির্গতগুণত্রয়মানন্দতত্ত্বং সিদ্ধ্যতীতি ॥ ১ ॥

তথাবিধং হি স্বরূপমস্য বিবেকেন গুণাগুণয়োর্লভ্যম্। স্বগ্রীবাস্থগ্রৈবেয়কবদ্ ভ্রমাদপ্রাপ্তমিবাসীৎ, প্রাপ্তমিব ভবতি। তস্মিন্নেব ফলত্বোপচারঃ সম্ভবতি, দৃষ্টবৎ। অমুখ্যমপি তৎপ্রতি মুখ্যঞ্চ ॥ ২ ॥

জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন; তবেই বিষয়ের গ্রহণ হইতে পারে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিষয় আনন্দকে উৎপন্ন করে না, বা বিষয়ের সম্বন্ধও আনন্দকে উৎপন্ন করে না; কিন্তু নিত্যসিদ্ধ আনন্দের স্বরূপ লাভার্থে বিষয়ের, বা বিষয় সম্বন্ধের গ্রহণ করা হয়। সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ আনন্দের স্বরূপ লাভার্থ আত্ম জ্ঞানের গ্রহণ করা হয়, তদ্দ্বারা সেই নিত্যসিদ্ধ আনন্দ তত্ত্বের আবরণ অবিদ্যারও তৎকার্য্য বরি নিবৃত্তি সাধিত হইলে নিত্যসিদ্ধ আনন্দ তত্ত্ব চিরপ্রকাশরূপে অবস্থিতি হয়; সুতরাং পরমহংসপরিব্রাজক জীবন্মুক্ত হইয়া দেহ পাত কালেই পরমানন্দ স্বরূপ হইয়া যায়। তখন পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য আর কিছু থাকে না। অতএব আনন্দতত্ত্ব নির্গত গুণত্রয়রূপে সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥

ইহাই হইতেছে পরমহংসপরিব্রাজকের স্বরূপ। সংস্কারের সহিত সকার্য্যগুণত্রয়ের ও গুণাতীত আনন্দতত্ত্বের পরস্পর পার্থক্য সাক্ষাৎকার হইলে যে জীবব্রহ্মের অভেদাত্মক জ্ঞান সমুদিত হয়, তদ্দ্বারা এই আনন্দতত্ত্বের স্বরূপতঃ লাভ হইয়া থাকে। যদিও এই আনন্দস্বরূপ জীবের নিত্যসিদ্ধ, তথাপি অজ্ঞানদ্বারা যেমন নিজের গ্রীবাস্থ গ্রৈবেয়ক অলঙ্কার হারাইয়াছি বলিয়া যেন অপ্রাপ্ত হইয়াছে বোধ হয়, সেইরূপ আত্মস্বরূপ অজ্ঞাত থাকায় সেই আনন্দতত্ত্ব যেন অপ্রাপ্ত বোধ হয়; কিন্তু আবার জ্ঞান হইলে যেমন বোধ হয় হাঁ গ্রৈবেয়ক প্রাপ্ত হইয়াছি; সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইলেও আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে সেই আনন্দলাভকে ফল বলিয়া উপচার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আনন্দস্বরূপ নিত্যপ্রাপ্ত, তাহার আবার লাভ কি? তথাপি দেখা যায়, গ্রৈবেয়ক গলায় থাকিলেও ভ্রমক্রমে অপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়াছিল; পুরুষান্তরের উপদেশের

মনোবাগগোচরম্ ॥ ৩ ॥

কস্মাদিত্যাহ,—'মনোবাগগোচরমি'তি। যদিদং দৃশ্যমান মতীতমনাগতং সচ্চ ত্যৎ সর্ব্বং মনসা বাচাচ গোচরী কর্ত্তুং শক্যং বিষয়ত্যাদিকঞ্চাশব্দতত্ত্বং তন্ন ভবতীতি মনোবাগগোচরম্,—"যন্মনসান মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।" ইতি "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ইত্যাদি বাক্যেভ্যঃ। সংস্কৃতমনসো বচসশ্চো-

---

পর বোধ হয় পাইয়াছি। এখানে তেমন গ্রৈবেয়ক প্রাপ্ত থাকিলেও ভ্রমনিবৃত্তির পর গ্রৈবেয়ক ফলেরন্যায় বোধ হয়, এবং বলাও যায় 'বলিলেন বলিয়া হঠাৎ পাই-লাম; নতুবা কতই ঘুরিতে হইত; সেইরূপ আত্মবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলে যে প্রাপ্তি হয়, সেই প্রাপ্তি ফলের ন্যায়; প্রকৃতপক্ষে তাহা ফল হইতে পারে না। এই যে প্রাপ্তি, ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তি নহে; কারণ, অসম্বন্ধ বস্তুর সম্ব-ন্ধকে প্রাপ্তি বলে। এখানে যখন আনন্দতত্ত্ব জীবের স্বরূপ, তখন ত তাহা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ; সুতরাং তাহার সহিত আবার নূতন করিয়া সম্বন্ধ কি? তথাপি যাহার হঠাৎ অজ্ঞান নিবৃত্তি হওয়ায় অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দস্বরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার পক্ষে সেটি তখনই প্রাপ্তস্বরূপ; এইজন্য তাহার পক্ষে ঐ আনন্দতত্ত্ব মুখ্যফলই বটে। তবে শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা এই আনন্দতত্ত্বলাভ মুখ্যফল হয় না, বা হইতে পারে না ॥ ২ ॥

ত্রিগুণ ও নির্গুণের পরস্পর পার্থক্য জ্ঞান দ্বারা এই আনন্দতত্ত্ব লাভ করিতে পারা যায় বলা হইল। কেন এরূপ বলা হইল? উত্তর করিতেছেন;—'মনো-বাগগোচরম্" ইতি। যাহা কিছু এই সকল পরিদৃশ্যমান অতীত, অনাগত, এবং বর্ত্তমান পদার্থজাত, এসকলই মনঃ ও বাক্যদ্বারা গ্রহণ করিতে ও বলিতে পারা যায়; কারণ, এ সমস্তই বিষয়, ইহারা নিজ নিজ রূপদ্বারা জ্ঞানকে নিরূপিত করিয়া থাকে; কিন্তু এই আনন্দতত্ত্ব তাদৃশ নহে, নিজরূপ দ্বারা জ্ঞানকে নিরূ-পিত করে না। এইজন্য মনের ও বাক্যের গোচর নহে, অগোচর। শ্রুতি বলিয়াছেন;—মনঃ যাহার মনন করিতে পারে না; পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, যিনি মনেরও মনন করিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিও। বাক্য সকল মনের সহিত যাঁহাকে না পাইয়া নিবর্ত্তিত হয়। ইত্যাদি। ইহা দ্বারা আত্মার আনন্দস্বরূপকে অবাঙ্মনসগোচর বলা হইল বটে; কিন্তু যদি এই

পনিষদাং বিষয়স্থ ভবেৎ,—"দৃশ্যতে ত্বগ্রয়াবুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" ইতি। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইতি, "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামী"ত্যেবমাদি-বাক্যেভশ্চ বাঙ্‌মনসবিষয়ভেদোপলক্ষিতং তৎস্বরূপং ত্বমসীতি ভেদপ্রত্যস্বরূপ-ত্বেনাম্নাতত্বাদজ্ঞান প্রত্যুপস্থাপিত ভেদ প্রত্যস্তময়োত্তরং ফলমিব ভবতীনি ॥ ৩॥

আনন্দতত্ত্ব কোনরূপেই মনের ও বাক্যের গোচর নাই হয়, তবে কিরূপে এই আনন্দতত্ত্বের লাভ সম্পাদিত হইবে? অতএব সর্ব্বথা মন ও বাক্যের অগো-চর বলা যাইতে পারে না; কিন্তু—সাধারণতঃ বিষয়জাত যেমন মন ও বাক্যের গোচর, আনন্দতত্ত্ব সেরূপ সাধারণভাবে মন ও বাক্যের গোচর নহে। কেন গোচর নহে? না, এই সকল বিষয়ের প্রত্যেক পরিনিষ্ঠ একএকটী এমনরূপ আছে, যদ্দ্বারা তাহারা সাধারণভাবে বিষয় হয়। যেমন শ্রোত্রেন্দ্রিয় শব্দগ্রাহী বলিয়া শব্দগুণসম্পন্ন আকাশ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যাইয়া উপস্থিত হয়; ত্বগেন্দ্রিয় স্পর্শগুণগ্রাহী স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু ত্বগেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যাইয়া উপ-স্থিত হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপগুণগ্রাহী বলিয়া রূপগুণসম্পন্ন তেজঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যাইয়া উপস্থিত হয়; ঘ্রানেন্দ্রিয় গন্ধগুণগ্রাহী বলিয়া গন্ধগুণসম্পন্ন ক্ষিতি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যাইয়া উপস্থিত হয়, এবং রসনেন্দ্রিয় রসগুণগ্রাহী বলিয়া রসগুণসম্পন্ন জল রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যাইয়া উপস্থিত হয়। বাক্য সকলও সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে সকল প্রকার বিষয়ের নাম গ্রহণ করিয়া বলিতে পারে; কিন্তু আনন্দতত্ত্বে তাদৃশ কোন গুণই নাই। শ্রুতি বলেন;—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য ও অগন্ধ হইতেছে আত্মার স্বরূপ; সুতরাং কোন ইন্দ্রিয়ই আত্মাকে গ্রহণ করিতে পারে না। কোন ইন্দ্রিয়ই আত্মাকে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া অনুমান করাও চলে না। আবার কোন প্রকার গুণ না থাকায় বাক্যপ্রমাণ দ্বারাও আত্মাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না; সুতরাং আত্মতত্ত্ব, বা আনন্দতত্ত্ব বাক্য ও মনের অগোচর। যদিও সাধারণভাবে এই আনন্দতত্ত্ব অবাঙ্মনসগোচর, তথাপি বিশেষভাবে অবাঙ্মনসগোচর নহে; কারণ, শ্রুতিই আবার বলিয়াছেন, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা মনের সূক্ষ্মদর্শন শক্তির উৎপাদন করিয়া সেই পবিত্র সূক্ষ্মমনের সাহায্যে সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরা দেখিয়া থাকেন। সকল বেদ যে পদের আমনন করিয়া থাকে। সেই উপনিষদমাত্র-বেদ্য পুরুষকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলা হইয়াছে,

অনিত্যংজগজ্জনিতংস্বপ্নজগদভ্রগজাদিতুল্যম্ ॥ ৪ ॥

তদেতদুচ্যমানমনিত্যং জগৎ যাবদ্দর্শনমুপলভ্যমান স্বরূপং স্বকীয়য়াঽচিন্ত্যশক্ত্যা বৈষ্ণব্যা ত্রিগুণয়া মায়য়া জনিতং যেন মায়াবিনা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবেন সর্ব্বজ্ঞেন স্বপ্নজগদিব মিথ্যাভূতং অভ্রগজাদি তুল্যঞ্চ, তথাহি শ্রূয়তে;—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসন্বিশন্তি তৎ ব্রহ্ম, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।" ইতি।

সংস্কৃত মনঃ, ও উপনিষদ্ বাক্যরাজির বিষয় সেই আনন্দতত্ত্ব। অতএব সেই সংস্কৃতমনের সাহায্যে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য সকলের পর্য্যালোচনা করিতে থাকিলে জীবব্রহ্মের একত্ব পরিস্ফুটভাবে সাক্ষাৎকৃত হয়। তদ্দ্বারা অজ্ঞান ও সেই অজ্ঞান দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত যাবতীয় ভেদ সূর্য্যোদয়ে প্রাভাতিক নীহারের ন্যায় বিলীন হইয়া গেলে সেই আনন্দতত্ত্ব যেন পাইলাম বলিয়া বোধ হয়। তখন সাধক স্বয়ং প্রকাশরূপে আনন্দ-মহাসমুদ্ররূপ কেবল রূপে পর্য্যবসিত হয় ॥ ৩ ॥

এই যে জগৎকে বিষয় বলিয়া কীর্ত্তন করা হইল; এই জগৎ ঐ আত্মস্বরূপ আনন্দতত্ত্ব হইতে ভিন্ন। আনন্দ তত্ত্ব নিত্যসিদ্ধ নিত্যপদার্থ, ইহা নিত্যই অসিদ্ধ অনিত্য পদার্থ। অনিত্য বলিয়াই জগৎ প্রতিজ্ঞানে আসিতেছে আবার জ্ঞানান্তে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। অতএব যতক্ষণ দেখিতে ও জানিতে পারা যায়, ততক্ষণই ইহার স্বরূপ উপলব্ধিতে থাকে, অন্য সময়ে আর থাকে না। যেমন স্বপ্নকালে অসংখ্য রথ, রথী, অশ্ব, পথাদি জ্ঞানে ভাসমান হয়; আবার স্বপ্ন দোষ দূর হইলে সেই অসংখ্য রথ, রথী, অশ্ব, পথাদি কোথায় চলিয়া যায়, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, সেইরূপ যতদিন অজ্ঞান দোষ বিদ্যমান থাকে ততদিনই এই গৃহ, পশু, পুত্র, কলত্রাদি নানা পদার্থের প্রতিভাস হইতে থাকে; আবার সেই অজ্ঞান দোষ নিবর্ত্তিত হইলে, এই গৃহ, পশু, পুত্র, কলত্রাদি নানা পদার্থ কোথায় ভাসিয়া যায়, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহার উৎপত্তি হইয়াছে কোন মায়াবীর মায়া বলে। সেই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত সেই মায়াবী স্বকীয় ত্রিগুণময়ী অচিন্ত্যশক্তি বৈষ্ণবী মায়ার সাহায্যে সেই স্বপ্নজগতের ন্যায় এই পরিদৃশ্যমান জগতের, এবং অভ্রাদির ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদি সজ্যাতের মিথ্যা ভূত এই বিশ্ব প্রপঞ্চের জন্ম দিয়াছেন।

অস্তুচ সামান্যমাত্রেণোপসংহারান্নির্ণায়িকাং বাচমাহ—"আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, আনন্দং ব্রহ্ম।" ইতি।

সেই অচিন্ত্যশক্তি মায়াই পরমেশ্বরকে এই বিশ্ব প্রপঞ্চাকারে বিবর্ত্তিত করিতেছেন তিনি স্বয়ং মায়া দ্বারা এই প্রকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মিতেছে, জন্মিয়া যাঁহার অনুগ্রহে জীবিত আছে, এবং যাহাতে প্রয়াণ করে অভিসম্বেশ করে, সেই ব্রহ্ম; জিজ্ঞাসা তাঁহারই কর।

এই বাক্যার্থ দ্বারা কোন কিছু স্থির করা যায় না; কারণ, ইহার দ্বারা সামান্যতঃ কর্ত্তার অনুমান হয় মাত্র। এই জন্য এই ব্রহ্ম প্রকৃত, কাল, ইত্যাদি যে কোনও পদার্থ হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রকৃত কালাদি পদার্থের ব্যতিরেক করিয়া আত্মস্বরূপ ব্রহ্মেরই জগৎকর্ত্তৃত্ব ব্যবস্থাপন করিবার জন্য বিশেষ নির্ণায়ক শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করা যাইতেছে। সেই বাক্যে কথিত হইয়াছে;—আনন্দ হইতেই এই সকল ভূত জন্মিয়া থাকে; আনন্দ দ্বারা বাচিয়া থাকে; এবং আনন্দেই প্রয়ান করে, অভিসম্বিষ্ট হয়। আনন্দই ব্রহ্ম। এই বাক্যদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অন্যবিধ কোন পদার্থই জগজ্জন্মাদিকারণ হইতে পারে না; কেবল ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই এই জগতের জন্মাদি প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং আনন্দ তত্ত্বই এই জগতের একমাত্র কারণ। সেই আনন্দতত্ত্ব হইতে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, ক্ষিতি সূক্ষ্মাকারে উৎপন্ন হয়। পরে সৃষ্টির জন্য ভগবান্ আনন্দময় সেই পঞ্চ সূক্ষ্মভূতকে পঞ্চীকৃত করিয়া তাহা হইতে চতুর্দ্দশ লোক, এবং লোকপাল ও স্বেদজাদি চতুর্ব্বিধভূতের সৃষ্টি করিয়া যাহাকে যে স্থানে স্থাপন করা আবশ্যক বোধ করেন তাহাকে তথায় স্থাপন করিয়া অক্ষুন্নভাবে এই সমস্ত প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদিও তিনি সেই আদিম সূক্ষ্মভূতে নিজেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বৃদ্ধি করেন; তবেই তাহারা উত্তরোত্তর সৃষ্টিতে কার্য্যকারী হইতে পারে, তথাপি সেই আনন্দ তত্ত্বে কোনই বস্তু নাই; আনন্দ তত্ত্বে বহুভাব নাই যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ইহার কোন কিছুই সেই আনন্দ তত্ত্বে নাই, ইহা শ্রুতিই স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" এই আনন্দতত্ত্বে নানা কিছুই নাই। কথাটি বড়ই গুরুতর। প্রথম বলা হইল, যাহা

তান্যেতানি যথাসংস্থানং জায়মানানি "নেহ নানাদস্তিকিঞ্চনে"ত্যাদি বাক্যেন তত্রৈব নিষেধাৎ স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমত যাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বান্মিথ্যাভূতানি

কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সমস্তই আনন্দতত্ত্বে আছে ; আবার বলা হইতেছে, আনন্দতত্ত্বে কিছুই নাই। তাহা হইলে, এই বলা হইল যে, যাহার আশ্রয় বলিয়া যাহাকে মনে করিতেছ, তাহাতে তাহার অত্যন্ত অভাব। জগতের আশ্রয় বলিয়া আনন্দতত্ত্বকে মনে করিতেছ ; কিন্তু আনন্দ তত্ত্বে জগতের অত্যন্ত অভাব। যেমন স্বপ্নকালে রথগজাদির অস্তিত্ব জ্ঞান হয়, জাগরণে আসিয়া বোধ হয় স্বপ্নকালে রথগজাদির অত্যন্ত অভাব ; সুতরাং স্বপ্নকালীয় রথগজাদি কল্পিত ভিন্ন সত্য নহে, সেইরূপ আনন্দতত্ত্বেও দৃশ্যমান প্রপঞ্চের কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আরও একটি দৃষ্টান্ত এই যে, শুক্তিকায় রজতের জ্ঞান হয় ; কিন্তু পরক্ষণেই জানা যায় শুক্তিকায় রজত নাই ; সেইরূপ আনন্দতত্ত্বে জগতের অস্তিত্ব শ্রুতি আদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, কিন্তু জ্ঞান জন্মিলে দেখা যায়, আনন্দ তত্ত্বে কিছুতেই নাই ; সুতরাং শুক্তিরজত অভ্রগজ ও স্বাপ্নিকরথাদির ন্যায় বিশ্ব প্রপঞ্চ সেই আনন্দ তত্ত্বে ভ্রান্তি কল্পিত মাত্র, কখনই সত্য হইতে পারে না। সত্য হয় নাই বলিয়াই সেই আনন্দতত্ত্বের সমান ও অসমান কিছুই নাই। সেই আনন্দ তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা সমস্তই অসৎ ; কারণ, কোন পদার্থকেই কেহ চিরকালের জন্য অবস্থান করিতে দেখে না ; কিন্তু সেই আনন্দতত্ত্ব চিরকালই একাকারে দেখা যায়, এবং বাল্যাদি অবস্থার ভেদেও আত্মতত্ত্বের অভেদ্ বা একাকারতা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। এইজন্য সেই আনন্দতত্ত্বকে সৎ বলা যায়। আবার যাহা কিছু দেখা যায়, যদিও সে সকল আলোকের সাহায্যেই দেখা যায় তথাপি সেই আলোকও স্বয়ং আর আপনাকে দেখাইতে সমর্থ হয় না ; তাহাকে দেখিতে, এবং তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে একজন আত্মার সাহায্য লইতে হয় ; সুতরাং দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই পর প্রকাশ্য জড় মাত্র। চৈতন্য তাহাদিগের নিজস্ব নহে ; চৈতন্য একমাত্র আত্মারই নিজস্ব,ইহা যে কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ হইতে পারে ; সুতরাং আত্মা, বা আনন্দতত্ত্ব চৈতন্য মাত্র চিৎপদার্থ। তারপর সেই নিত্য প্রকাশের স্বরূপ আনন্দতত্ত্বই ; কারণ, সকলই অনুভব করে যে, যেখানে প্রকাশ নাই, সেখানে আনন্দও নাই, বা আনন্দের অনুভব করা যায় না; কিন্তু আনন্দটি যেন প্রকাশের অব্যভিচারী, যেখানে প্রকাশ

তথা দেহাদিসঙ্ঘাতংমোহগুণজালকলিতং তদ্রজ্জুসর্পবৎ-কল্পিতম্ ॥ ৫ ॥

স্বপ্নদৃষ্টবিষয়বদভ্রগজাদিবচ্চ। তস্মাদেকমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দঘনং ব্রহ্মৈব পরিশিষ্টম্ ॥ ৪ ॥

যথাচ বাহ্যানামিয়ং গতি, তথা দেহাদি সঙ্ঘাতমপি মোহগুণজাল কলিতমেব ; নচ গুণজাল কলিতমিত্যস্তি সত্তাগন্ধ, শুক্তি রজ্জুসর্পবৎ পরমানন্দ এব মায়য়া কল্পিতমিতি ভবেদেক মেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দঘনং ব্রহ্মৈব পরিশিষ্টম্ ॥ ৫ ॥

সেইখানে আনন্দ, যেমন কোনও একটি গভীর বিষয়ের চিন্তায় মনের অভিনিবেশ করা গেল। যতক্ষণ সেই বিষয়ের প্রকাশ না হয়, ততক্ষণ চিন্তাশীল ব্যক্তি কোনরূপে কালাতিপাত করে মাত্র, কিন্তু যখন সেই বিষয়ের প্রকাশ হয় তখন আর সেই চিন্তাশীলের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। কেন?, না যেমন বিশাল বিশিষ্ট প্রকাশ হৃদয়ে হইয়াছেও সেইরূপ আনন্দও হৃদয়ে ততমাত্রায় আবির্ভূত হইয়াছে। এইজন্য প্রাচীন মনীষীরা আনন্দের লক্ষণ করিতে যাইয়া বলিতেছেন, অনাবৃত চৈতন্যই আনন্দ ; অর্থাৎ আবরণ রহিত প্রকাশই আনন্দ স্বরূপ। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে, এই প্রকার লক্ষণ ব্যতিরেকে আনন্দের আর পৃথক্ লক্ষণ করাও যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, এই বিশ্বমণ্ডলের কোনও পদার্থের নিত্যপ্রকাশ না থাকায়, পক্ষান্তরে সেই মূলতত্ত্ব নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, সেই মূল তত্ত্বই আনন্দস্বরূপ। তাহা হইলে স্থির হইতেছে যে সেই এক, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মই পরিশিষ্ট পদার্থ ॥ ৪ ॥

কেবল বাহ্যপদার্থেরই যে এই প্রকার গতি, তাহা নহে, আত্মাধিকারের পদার্থ দেহাদিসঙ্ঘাত ও মোহগুণজাল কলিতই। হইলই, মোহগুণজাল প্রদর্শিত, ক্ষতিই বা কি? দেহাদিসঙ্ঘাত ত সৎপদার্থ। একথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহাও রজ্জুসর্পের ন্যায়, শুক্তিরজতের ন্যায় পরমানন্দ ব্রহ্মেই মায়াদ্বারা কল্পিত ; সুতরাং তাহারও সত্তা নাই। দেহসঙ্ঘাতও অসৎ পদার্থ। অতএব সেই আনন্দতত্ত্বই এক ও অদ্বিতীয়, এবং সচ্চিদানন্দঘনব্রহ্ম পদার্থই পরিশেষে থাকিয়া যায় ॥ ৫ ॥

বিষ্ণুবিধ্যাদি শতাভিধানলক্ষ্যম্ ॥ ৬ ॥

যদ্যাপি বিষ্ণুরিতি, বিধিরিতি, বিরিঞ্চিরিতি, শতান্যনন্তানি দৈবিকানি অভিধানানি নামানি, তথান্যান্যপি, তেষামেব নাম্নামিদমেব লক্ষ্যং ব্রহ্মৈবেতি। তথৈতদত্রোক্তম্ ;—

"হৃদিস্থা দেবতা সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
হৃদি প্রাণশ্চ জ্যোতিশ্চ ত্রিবৃৎ সূত্রঞ্চ যন্মহৎ॥" ইতি।

ব্রহ্মোপনিষদি। হৃদিস্থা পদস্যার্থমাহ তত্রৈব,—

"হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতী"তি।

তথাচ সর্ব্বদেবময়ং ব্রহ্মৈবাবশিষ্যত ইতি ন বহিঃ পূজা প্রবর্ত্তয়িতাব্যা। সাধকশ্চ বিদিত বেদিতব্যঃ॥ ৬ ॥

আরও যে বিষ্ণুবিধিবিরিঞ্চ্যাদি দেবতাদিগের অসংখ্য নাম আছে ; তদ্দ্বারা পৃথক্ বস্তু প্রমানিত হইতে পারে না ; সেই সকল নামের লক্ষ্যার্থ এই ব্রহ্মই। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য পদার্থ না থাকায়, সেই সকল নামদ্বারা অন্য পদার্থ বুঝাইতে না পারায় কেবল এই ব্রহ্মই সেই সকল নামের লক্ষ্য। ব্রহ্মই বিষ্ণুনামে বিধিনামে, বিরিঞ্চিনামে ও অন্যবিধ নামেও অভিহিত হন। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতা নাই ; ব্রহ্মই সর্ব্ববিধ দেবতা আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ; দেবতাসকলহৃদয়ে অবস্থিত ; প্রাণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ; হৃদয়েই প্রাণ, জ্যোতিঃ ও যাহা মহৎ সেই ত্রিবৃৎসূত্রও প্রতিষ্ঠিত। হৃদিস্থশব্দের অর্থ কি, তাহাও সেই স্থলেই উক্ত হইয়াছে। যথা,—হৃৎ শব্দে চৈতন্য ; তাহাতে থাকে বলিয়া হৃদিস্থ বলা হয়। তাহা হইলে ইহা দ্বারা কথিত হইতেছে যে, সর্ব্বদেবময় ব্রহ্মইমাত্র অবশিষ্ট থাকিতেছেন বলিয়া বাহ্যপূজা প্রবর্ত্তিত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেন প্রয়োজন নাই? না, সাধক ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, তাহা সমস্তই জ্ঞাত হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

অঙ্কুশো ॥৭॥

মার্গঃ ॥৮॥

শূন্যং ন সঙ্কেতঃ ॥৯॥

তচ্চাঙ্কুশো দেবানাং কল্পকালে ভবতি,—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাদিন্দ্রশ্চ বহ্নিশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইতি।

ইত্যেবমাদিবাক্যেভ্যঃ; তস্মাৎ কল্পকালেঽন্যৈরপি তস্যৈব সমাশ্রয়ঃ করণীয়ঃ, সুরানামপি হস্তিপকবৎ পরিচালকত্বস্তস্যেতি ॥৭॥

তদেব হি মার্গো বেদিতব্যম্। "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিঃ ॥৮॥

নম্বেতৎ শূন্যমেব শ্রূয়তে ছান্দোগ্যে খল্বিদমামনন্তি,—"অস্য লোকস্য কা

যখন বিধির কাল আইসে; যখন বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়; তখন এক একটি কর্ম্মের অধিকারে একএক দেবতা স্থাপিত হয়। যেমন সমস্ত কর্ম্মের প্রবৃত্তির জন্য সূর্য্যের, সমস্তরস দানের জন্য চন্দ্রের, বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের, প্রাণের জন্য বায়ুর, এবং জলদিবার জন্য বরুণের স্থাপন করা হইয়াছে। সেই সমস্ত কার্য্য অব্যাহত ভাবে চালাইবার জন্য এই ব্রহ্মই অঙ্কুশের ন্যায় সংযম স্বরূপে অবস্থিত। সকল দেবতাই এই অঙ্কুশের ভয়ে সংযত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মপরিচালন করিতেছেন। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে,—ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়; ইহার ভয়েই সূর্য্য উদিত হয়; ইহার ভয়েই ইন্দ্র, বহ্নি ও পঞ্চম মৃত্যুও স্ব স্ব কার্য্যে বেগে চলিতেছে অতএব কল্পকালে সকলেরই সেই পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ, তিনিই দেবগণের ও হস্তীরপক্ষে হস্তিপকের ন্যায় পরিচালক ও সংযত কারী ॥ ৭ ॥

এই দেবগণের পরিচালক আনন্দ তত্ত্ব ব্রহ্মই একমাত্র গতি, শ্রুতিই বলিয়াছেন ;—অন্বেষণ তাঁহারই কর্ত্তব্য; জিজ্ঞাসা তাঁহাকেই করিতে হয়। এই শ্রুতিতে যে অন্বেষণ করিবার কথা উক্ত হইয়াছে. তাহার লক্ষ্য সেই ব্রহ্মই, সুতরাং এই দৃশ্যমান জগতের একমাত্র গমনীয় মার্গ সেই ব্রহ্মই ॥ ৮ ॥

ইহা গমনীয় মার্গ বলিলে কি করিয়া? ইহা যে শূন্য বলিয়াই শুনিতে

গতিরিতি, আকাশ ইতি হোবাচ; সর্ব্বানি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে; আকাশং প্রত্যস্তং যান্তি; আকাশো হ্যেবৈভ্যোজ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।" ইতি অত্রাহি যুক্তং ভূতাকাশগ্রহণম্। কুতঃ? তদ্ধি প্রসিদ্ধতরেণ প্রয়োগেন শীঘ্রং বুদ্ধিমারোহতীতি। তৎ কথং মার্গয়িতব্য মুক্তম্? ইতিচেৎ, নৈতদ্বক্তব্যম্। কস্মাৎ? সঙ্কেতো হি কৃতঃ স ইতি। দৃষ্টাঞ্চাস্তবক্তদোষেন শালাবত্যস্য পক্ষং নিন্দিত্বানন্তংকিঞ্চিদ্বক্তুংকামেন জৈবলিনাকাশঃ পরিগৃহীতঃ। তঞ্চাকাশমুদগীথে সম্পাদ্যোপসংহরতি,—"সএষপরোঽবরীয়ানুদ-

পাওয়া যায়; ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—এই লোকের গতি কি? ইত্যাকার প্রশ্ন করিলে উত্তর করিয়াছিলেন; আকাশ। কারণ, এই সকল ভূতগণ আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, আকাশের প্রতিই এই সকল ভূত মরিয়া অস্ত পায়; এই সকল অপেক্ষা আকাশই বৃহত্তম, আকাশই পরম অয়ন বা গতি। এই শ্রুতিবাক্য যে আকাশ শব্দ আছে, তদ্দারা ভূতাকাশের বোধ হওয়াই উচিত; কারণ, আকাশ শব্দটি লোকে ভূতাকাশেই সর্ব্বদা প্রয়োগ হইতে দেখা যায়; সুতরাং আকাশ শব্দ শ্রবণ করিলেই সেই ভূতাকাশের উপস্থিতিই শীঘ্রতর হয়। অবশ্য যাহা প্রসিদ্ধিক্রমে উপস্থিত হয়, তাহার পরিত্যাগ করা ত যুক্তি সঙ্গত নহে। আছে বটে কচিৎ ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য আকাশ শব্দেরও প্রয়োগ যেমন; "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" যদি এই আকাশ আনন্দ স্বরূপে বিরাজিত না থাকে। ইত্যাদি তথাপি সেটি অপ্রসিদ্ধ অর্থ; সুতরাং প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধের মধ্যে প্রসিদ্ধই শীঘ্রতর উপস্থিত হয়। অতএব এস্থলে ব্রহ্মরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় না; কিন্তু ভূতাকাশরূপ অর্থই গ্রহণীয়। সেইজন্য কি করিয়া বল যে, সেই ব্রহ্মই মার্গায়িতব্য? যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে বলিব, ইহা আপত্তি করিতে পার না। কেন পার না? না, সেই যে আকাশ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা সঙ্কেত করা হইয়াছে মাত্র, কোনরূপ বিশেষ ভাব বুঝাইবার জন্য ঐ আকাশ শব্দের সঙ্কেত করাই হইয়াছে। উহাদ্বারা বস্তুর শূন্যতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হয় নাই। কেন করা হয় নাই; যখন বলা হইয়াছে, আকাশ হইতেই সৃষ্টি স্থিতি লয়, আকাশই পরায়ণ, ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টিস্থিতিলয়, ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য, তখন নিশ্চয় ব্রহ্মকে শূন্যতত্ত্বই বলা হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায়। অতএব ঐ বাক্য দ্বারা বস্তুর শূন্যতত্ত্ব প্রতিপাদন

গীথঃ স এষোঽনন্তঃ। ইতি তচ্চানন্তং ব্রহ্মলিঙ্গম্। যথাহি শূন্য মনন্তং নিরবয়বং নির্লেপঞ্চ দৃশ্যতে, এবমেব তদিতি প্রসিদ্ধিরপি "যদেষ আকাশ আন-

---

করা কেন হইবে না? না, তা হইতে পারে না। দেখা যায়,—একদা দালভ্য ঋষি, শালাবত্য ঋষি, ও জৈবলিরাজা উদ্গীথ বিদ্যার (উদ্গীথ নামক উপাসনার) পরায়ণ (উৎকৃষ্ট প্রাপ্য) কি, ইহা বিচার করিতে আরম্ভ করেন। দালভ্য বলিলেন, স্বর্গই উহার পরায়ণ। শালাবত্য বলিলেন, স্বর্গ নশ্বর; সুতরাং তাহা পরায়ণ হইতে পারে না। তবে স্বর্গপ্রাপক অপূর্ব্ব বিশেষ, যাহাকে পুণ্য বলে, তাহাই উদ্গীথ উপাসনার পরায়ণ। তাহাতে জৈবলি বলিলেন, কর্ম্মের অপূর্ব্বও নশ্বর; তজ্জন্য তাহাও পরায়ণ নহে, কিন্তু উদ্গীথের পরায়ণ আকাশ। এই জৈবলি কথিত আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্মই; এই আকাশ শব্দের অর্থ ভূতাকাশ হইলে আশঙ্কিত নশ্বরত্ব দোষ নিবারিত হয় না। অতএব জৈবলির অনশ্বরত্ব প্রতিপাদক উপাসক উপদেশ, আকাশ শব্দের ব্রহ্মরূপ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে। ব্রহ্মই অনন্ত। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মই। তদ্দ্বারা ঐ আকাশ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের কিছু সঙ্কেত করা হইল। যেমন শূন্যময় আকাশ অনন্ত, নিরবয়ব, এবং নির্লেপ বলিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ অনন্ত নিরবয়ব, ও নির্লেপ বলিয়া দেখিতে ও জানিতে পারা উচিত। তবে যে একটা আপত্তি করিয়াছ, ভূতাকাশ আকাশ শব্দে প্রসিদ্ধ অর্থ। এইজন্য প্রসিদ্ধ অর্থ ছাড়িয়া অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা যায় না; কারণ, তাহার উপস্থিতি বিলম্বে হয়,—একথা বলা যায় না; কারণ, সাধারণ ব্যবহার স্থলে হইতে পারে, যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাই গ্রাহ্য; তাহাও আবার বণিকের ব্যবহার স্থলে খাটে না। তাহারা আবশ্যক অনুসারে নানা প্রকার সাঙ্কেতিক কথা ব্যবহার করিয়া থাকে; সুতরাং সে স্থলে যেমন বিশেষ কিছু বুঝাইবার জন্য তাহারা সাঙ্কেতিক ভাষার, বা সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রুতিও বিশেষ কিছু বুঝাইবার জন্যই ঐ আকাশ সঙ্কেত করিয়াছেন। সেই আকাশ শব্দদ্বারা কোন্ অর্থের গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা সেই বাক্যের পর্য্যালোচনা করিলেই অসন্দিগ্ধ হইতে পারা যাইবে। বাক্যের শেষে কথিত হইয়াছে যে, যদি এই আকাশ আনন্দরূপে বিভাত না হইতেন। এই

পরমেশ্বরসত্তা ॥১০॥

সত্যসিদ্ধযোগো মঠ (ত) ॥১১॥

ন্দেন স্যাদিতি বাক্যশেষাৎ ব্রহ্মাণ্ডগ্রহণান্নিরস্তা। তস্মাচ্ছূন্যং তথাভূতং পরায়ণম্ মার্গয়িতব্যম্ ॥৯॥

যস্মাদেতৎ পরমেশ্বরস্যাপি সগুণ ব্রহ্মণঃ সত্তামাত্রং ভবতি। ইদং হি তত্ত্বং মায়য়া বিকৃত্য সগুণং জগৎকারণং পরমেশ্বরঃ সমষ্টি স্ত্রিমূর্ত্তীনাম্। তস্মান্নৈতৎ শূন্যং তত্ত্বং বস্তুত ইতি ॥১০॥

আচার্য্যা হি মন্যন্তে, অস্যৈব যৎসত্যংরূপং, যচ্চ সিদ্ধমেব স্বতঃ স্বরূপ মেকত্বং যোগস্তদিতি। তেন যোগমহিম্না সর্ব্বং সৃজত্যবতি সংহরতীত্যেতদেব সাধকস্য যোগঃ ॥১১॥

বাক্যশেষ হইতেই বেশ অনুভব হইতেছে যে, ঐ আকাশ শব্দে শূন্যমাত্র গ্রহণ করা যাইবে না; কিন্তু আনন্দতত্ত্ব ব্রহ্মই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আকাশ শব্দবাচ্য শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্ব ব্রহ্মই পরম গমনীয় মার্গ, সকলেরই তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। পরমহংস পরিব্রাজকও এই শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্বে মিলিয়া শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্ব হইয়া যায় ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা, যেহেতু এই শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্ব সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরেরও সত্তামাত্র, অর্থাৎ সেই সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরেও কদাচিৎ জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় কারী বলিয়া সর্ব্বদাই প্রায় সেই শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্বে বিরাজিত হন, তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া আবার কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। এই শূন্যতত্ত্ব মায়াদ্বারা বিকৃতি হইয়া সগুণ জগৎ কারণ, পরমেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তির সমষ্টিরূপে প্রতিভাসিত হন; সেই জন্য এই তত্ত্ব বস্তুগত্যা শূন্য নহে; কিন্তু শূন্যরূপ ॥ ১০ ॥

আচার্য্যগণ মনে করেন, ইহাঁরই যেটি সত্যরূপ, যেটি সিদ্ধ, যেটি স্বতঃ সিদ্ধ স্বরূপ জীবব্রহ্মের একতা, তাহাই যোগ। সেই যোগ মহিমায় ইনি এই সকলের সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার সংহারও করিয়া থাকেন। তাহা সাধারণের জ্ঞানের অগোচর বলিয়া অজ্ঞান, কোনও বিদ্যাদ্বারা তাহা লাভ করিয়া পরিক্ষা করিতে পারা যায় না বলিয়া অবিদ্যা, এবং সেই যোগপ্রভাবে

অমরপদং ত (ন) তস্বরূপম্ ॥১২॥

আদিব্রহ্মস্বসংবিৎ ॥১৩॥

তথাপি পদনীয়ং তংস্বরূপং ন ম্রিয়তে ভাববিকারৈ রহিতমেবেতি ভবত্যমরপদং তংস্বরূপম্। অমরৈরপি মহেন্দ্রাদিভিঃ পদ্যতে, কস্মাৎ? পদনীয়ত্বাদেব। কথং হি পদনীয়ম্? তদ্ধি স্বরূপমিতি ॥১২॥

তদেতৎ—আদীয়তইত্যাদি, বৃংহতীতি ব্রহ্ম, স্বস্যাত্মনঃ সংবিত্তিরিতি স্বসংবিৎ কথ্যতে ॥১৩॥

ইনি জগৎ লক্ষণীয় প্রাপ্ত হন বলিয়া মায়া শব্দে ব্যবহার করা হয়। তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র বুঝাইবার জন্য যোগমায়া শব্দের ব্যবহার করা হয়। সেই যোগই সাধকের যোগ। সাধক সেই যোগ প্রভাবেই শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্বে যাইয়া মিলিয়া যায়, আনন্দই হয় ॥ ১১ ॥

যদিও তিনি সেই সত্যসিদ্ধ যোগ প্রভাবে জগৎ সৃষ্টি স্থিতি সংহার করেন, তথাপি তাহা বাঙ্মাত্র সার বলিয়া তাহার সেই আনন্দস্বরূপ পদনীয় গমনীয় কারণ, তাহার আর মৃত্যু নাই, ভাবে যে ষড়্‌বিধ বিকার পরিদৃষ্ট হয়, অস্তি জায়তে, বর্দ্ধতে, বিপরিনমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি, আছে, জন্মাইতেছে, বিপরিণত হইতেছে, অপক্ষীণ হইতেছে এবং মরিতেছে বলিয়া জানিতে পারা যায়, সেই ষট্ প্রকার বিচার তাঁহাতে নাই। এইজন্য সেই পদ সেই আনন্দ স্বরূপ অমরপদ। ইন্দ্রাদি অমরগণ কর্ত্তৃকও সেই আনন্দ স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। কেন? না সেই যে গমনীয়। সেই যে পরায়ণ কেন পরায়ণ, কেন গমনীয়? না, সেইত সকলে স্বরূপ, সেইত প্রাণের প্রাণ, মনের মন, এবং আত্মার আত্মা। তাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে গ্রহণ করিতে যাইবে? তাঁহাকে ছাড়িয়া কাহাকে গ্রহণ করিলে পাপতাপ জুড়াইবে ॥ ১২ ॥

সেই আনন্দস্বরূপ সাধকেরা আদান করিয়া থাকে, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়, এইজন্য আদি সেই আনন্দতত্ত্ব। জগৎ তাঁহাকেই আদান করিয়া সৎরূপে, প্রকাশিতরূপে, এবং প্রিয়রূপে বিভাত হয় বলিয়া তিনিই আদি। তিনিই দেহাদি সংঘাতের বৃংহণ পরিনমন বৃদ্ধি আদি বিকার সম্পাদন করেন বলিয়া ব্রহ্ম, নিজের আত্মার সম্বিত্তি বা জ্ঞান বলিয়া স্বসম্বিত নামেও পরিকীর্ত্তিত ॥১৩॥

অজপা গায়ত্রী ॥১৪॥

বিকারদণ্ডোধ্যেয়ঃ (ধার্য্যঃ) ॥১৫॥

অস্য চ গায়ত্রী, যা ভবত্যরূপা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপা নৈব জপেন সিদ্ধা স্বয়ং সিদ্ধা সর্ব্বৈর্নিত্যমুপাস্যতে যাং গায়ন্তং সা ত্রাতি রক্ষতি স্বরূপনিষ্ঠাং বিধায় ॥১৪॥

অজপাং গায়ত্রীমেবোপাসীত। ততশ্চেৎ বিকারঃ স্খলনং স্বরূপাৎ কেনচিৎ কারণেন, তর্হি তস্য দণ্ডোদমনং তদেকত্বজ্ঞানং ধার্য্যঃ; নতু বৈণবাদিস্তস্য-ত্যাগাদেবাত্রাগমনাৎ। অতএব "সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমা স্থিতিঃ। জ্ঞানদণ্ডোধৃতো যেন একদণ্ডী সউচ্যতে॥" ইতি।

ইঁহার গায়ত্রী অজপা। অজপাশব্দে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস রূপ, প্রযত্নসাধ্যজপ দ্বারা সিদ্ধ নহে, স্বয়ং সিদ্ধরূপ, সকলেই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, উভয়থাই উপাসনা করিয়া থাকে। যাহার গান করিলে যে পরিত্রাণ করে, রক্ষা করে আনন্দ স্বরূপনিষ্ঠার আবির্ভাব করিয়া দিয়া কল্পিত মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করে। সেই স্বয়ংসিদ্ধ অজপাই ইঁহার গায়ত্রী। ইহা কেন বলা হইল? না, কেহ কেহ পরব্রহ্মের আবার গায়ত্রী কল্পনা করিয়াছে, যেমন মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে; সুতরাং আমাদিগের এই মাণ্ডুকায়ণ উপনিষৎ তাহা সাধু বলিয়া মনে করেন না। এইজন্য গায়ত্রীর উপদেশ করিলেন। ইহাদ্বারা অজপার উপাসনাও প্রতিপাদিত হইতেছে। তদ্দ্বারা আনন্দ স্বরূপ নিষ্ঠার লাভ হইতে পারে; তবে তাহা উচ্চাধিকারে নহে; ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে॥ ১৪॥

যে বিবেক রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে অজপাগায়ত্রীব উপাসনা আবশ্যক নাই, বলা হইয়াছে; কিন্তু মনঃ প্রমাথি ও চঞ্চল; সুতরাং ক্বচিৎ ক্বচিৎ অবলম্বন গ্রহণার্থ ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহার পক্ষে বিকার দণ্ড ধারণীয়। বিকার শব্দের অর্থ স্বরূপ হইতে স্খলন। তাহা অবশ্য যে কোনও কারণে ঘটিতে পারে। পরের দুঃখ প্রহাণ করিতে ইচ্ছা করিয়া যাহার স্বরূপস্খলন হয়, তাহার পক্ষে পূর্ব্বে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহার অন্যবিধ কারণে স্খলন হয়; যেমন কোন দুষ্টের অত্যাচারে বিকার উপস্থিত হইতে অনেক সময় দেখা

ধার্য্য ইতি ন বিধিরনুবাদোহেষ ইতি ॥১৫॥

গিয়াছে *, সেরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি? অবশ্যই তাহার পক্ষে ব্যবস্থা একটা করা প্রায়োজন। করুণাময়ী শ্রুতি সেইসকল মন্দভাগ্য পরমহংস পরিব্রাজকের পক্ষে ব্যবস্থা করিবার জন্য বলিতেছেন,-বিকারের দমনকর ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের পালন কর্ত্তব্য। তাহার পথও ঐ অজপা গায়ত্রীর উপাসনা মাত্র। অবশ্যই দণ্ডশব্দে বেণুদণ্ড আদি নহে, কারণ,তাহার পরিত্যাগ করিয়াই পরমহংসাশ্রমে আগমন করা হইয়াছে এই জন্যই পরমহংসোপনিষদে কথিত হইয়াছে, সকল কাম পরিত্যাগ করিয়া যে অদ্বৈত আনন্দতত্ত্বে উত্থান রহিত অবস্থান করিয়াছে, যে জ্ঞান রূপ দণ্ড ধারণ করিয়াছে, সেই একদণ্ডী, বা দণ্ডীদিগের মধ্যে সেই মুখ্যদণ্ডী উক্ত হইয়াছে। সূত্রে যে ধার্য্যশব্দ বলা যইয়াছে, যদিও তাহা বিধির প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তথাপি উহাদ্বারা দণ্ডধারণের বিধান হইবে না; কারণ, জ্ঞানের উপর বিধির কোনই কার্য্য কারিতা খাটে না; সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের ও-টি অনুবাদ মাত্র। বিধি না হইলে, প্রবৃত্তির উৎপাদন করাইবে কে? এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ 'নদীর তীরে ফল আছে' একথা দ্বারা কোনরূপ বিধান না হইলেও যাহার প্রয়োজন বোধ আছে, সেই প্রয়োজন দ্বারাই স্বয়ংপ্রবর্ত্তিত হয়, বাক্যের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও নিজের প্রয়োজনের সেরূপ ক্ষমতা আছে; এইজন্য সিদ্ধের অনুবাদ শুনিয়া প্রয়োজনের প্রবর্ত্তনায় অধিকারী আপনা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া ফল লাভ করিয়া থাকে। অতএব ঐ প্রত্যয়টি অন্যস্থলে বিধির কার্য্য করিলেও এস্থলে বিধির কার্য্য করিতে সক্ষম নহে, সিদ্ধ বিষয়ের অনুবাদ মাত্র করিয়াই চরিতার্থ হইবে ॥ ১৫ ॥

* দেখা যায়, কোন ব্যক্তি কোনও গুহায়, কি গহন অরণ্যে কোনও সমাহিত যোগীকে দেখিয়া কৌতুক করিবার জন্য যাহাতে তাহার সমাধি ভঙ্গ হয়, তাহা করে। আবার দেবগণের প্রতিকূলাচরণেও অনেক সময়ে বিলাসিনীরা সমাহিত যোগীর সমাধি ভঙ্গ করিয়া থাকে; বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থেও দেখা যায়, একটি বেশ্যা কোনও একটি যোগীর সমাধি ভঙ্গ করিয়া একেবারে সংসার কূপের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। ইত্যাদি বহুবিধ বিঘ্নে পড়িয়া যোগীর সমাধি স্থির রাখা কঠিন হইয়া উঠে, ইহা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়।

মনো নিরোধিনী কন্থা ॥১৬॥

যোগেন সদানন্দস্বরূপদর্শনম্ ॥১৭॥

আনন্দভিক্ষাশী ॥১৮॥

যাচাদ্বৈতে পরমাস্থিতির্মনোনিরোধিনী হ্যেষা কন্থা ভবতি। সাধার্য্যেতি ॥ ১৬ ॥

যোগেন পরমাত্মাত্মনোরেকত্বজ্ঞানেন সদানন্দ স্বরূপসাক্ষাৎকারএব কর্ত্তব্যঃ ॥ ১৭ ॥

অতএব আনন্দভিক্ষামেবাশ্নীয়াৎ। যচ্চান্যত্র—"অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা

কোনও কারণ বশতঃ স্বরূপ স্খলন হইয়াছে বলিয়া যেমন দণ্ডের মুখ্যতঃ কোনই প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ কন্থারও কোন প্রযোজন নাই? কেন প্রয়োজন নাই না, যে যোগী চিত্তের অশেষ বিধ বৃত্তির নিরোধ করিয়া শীতাদি প্রত্যয়ের নিরোধ করিতে পারিয়াছিল, সে যে আবার স্বস্থান হইতে সামান্য কারণে স্খলিত হইয়াছে বলিয়া যাবতীয় বিরুদ্ধ প্রত্যয়ভাগী হইবে, ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। যেমন লীলাসক্ত বালকের শীতাদি কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ একত্বজ্ঞানে আসক্ত যোগীরও কিছুই করিতে পারে না। তাহার সেই অদ্বৈত পরমস্থিতি, তাহাই তাহার মনোবৃত্তির সমূলে উন্মূলনকারিণী হইয়া কন্থার কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং সেই মনোনিরোধিনী পরমস্থিতিই যোগীর কন্থারূপে ধারণীয়,—পালনীয় ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের প্রথম প্রয়োগ দ্বারা স্খলনের দমন, দ্বিতীয় প্রযোগ দ্বারা দ্বন্দ্বনিবর্ত্তন, আর তৃতীয় প্রয়োগদ্বারা আত্মস্বরূপ আনন্দতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতে হয়। তন্মধ্যে পরিশিষ্ট আনন্দতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের কথা এই সমস্ত সূত্র দ্বারা বলা হইতেছে,—"যোগেন" ইত্যাদি। পরমাত্মা ও জীবাত্মা, এই উভয়ের একতা জ্ঞানরূপ যোগ দ্বারা নিত্যসিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ আনন্দ স্বরূপ দর্শন করিবে। যদিও ইহার উপদেশ না করিলেও পারিতেন, তথাপি মধ্যে মধ্যে আনন্দ-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতেও পারিত। তাহার নিবৃত্তি করিয়া নিরন্তরভাবে সাক্ষাৎকার করিবার জন্য এই সূত্রের প্রবৃত্তি করিতে হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

এ সময়ে পরমহংস পরিব্রাজক আনন্দরূপ ভিক্ষার ভোজনই করিবে।

মহা (শ্মা) শ্মশানেঽপ্যানন্দবনে বাসঃ ॥১৯॥

মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষানো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতী”তি জাবালানং দর্শনং ভবতি ;—যচ্চ সন্ন্যাসোপনিষদি,—

“দীক্ষামুপেয়াৎ ; কাষায়বাসা ; কক্ষোপাস্থ লোমানি বর্জ্জয়েৎ, ঊর্দ্ধলোপায়ু বি‍মুক্তমার্গো ভবত্যনৈবেচেৎ। ভিক্ষাশনং দধ্যাৎ, পবিত্রং ধারয়েৎ জন্তুসংরক্ষণার্থমি”তি। তদেতনির্ব্বাণকল্প বহির্ভূতামিতি বেদিতব্যম্ ॥১৮॥

অনিকেতপদং ব্যাচষ্টে,—‘মহাশ্মশানে’ ইতি। শবানাং হি স্থানং যৎ মহদ্ভবতি পরমেশ্বরশবস্যাপি স্থানং ব্রহ্ম সদমং শববাহনা চামুণ্ডা অবিমুক্তং

অন্যত্র কথিত হইয়াছে,—বিধিপূর্ব্বক চতুর্থাশ্রম স্বীকারের পর পরমহংস পরিব্রাজক কাষায় রস সিক্ত বিবর্ণ বসন পরিধান করিবে, মুণ্ডন করিবে ; পরিগ্রহ পরাঙ্মুখ হইবে, শৌচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শুচি হইয়া থাকিবে ; সর্ব্বদা অদ্রোহ ভাবের পোষণ করিবে। ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই রূপ করিলেই ব্রহ্ম ভাবে উপস্থিত হইবে। জাবালগণ এইরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—দীক্ষা গ্রহণ করিবে ;—বস্ত্র কাষায়রস সিক্ত করিবে, কক্ষ ও উপস্থের লোম ছাড়িয়া অন্য সকল লোম বপন করাইবে ; দণ্ড ঊর্দ্ধাভিমুখে করিয়া ধারণ করিবে ; যদি এই বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হয়, তবে সন্ন্যাসী বিমুক্ত মার্গ হইবে, তাহার কোনও স্থলে কোনও রূপ প্রতিবন্ধ থাকিবে না। যাহাতে করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করিবে, সেই ভিক্ষাশন পাত্র ধারণ করিবে ; এবং দংশমশকাদি নিবারণার্থ চামরাদিপিচ্ছ অথবা জলজন্তু বারণার্থ জলপবন বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিবে। তা এসকল নির্ব্বাণ কল্পবহির্ভূত, এই নির্ব্বাণকল্প পরমহংস পরিব্রাজক, তুরীয় তুরীয়, এবং তুরীয়াতীত ও অবধূতগণই অধিকারী যদিও, তথাপি যাহারা নির্ব্বাণ কল্পের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষেও সকল উপদেশ কোনই কার্য্যকারী নহে ও সকল প্রথমাদিকারীর পক্ষেই ব্যবস্থিত জানিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বোপদর্শিত অনিকেত পদার্থের ব্যাখ্যা করিতে এই সূত্র বলিতেছেন,—“মহাশ্মশানে” ইত্যাদি। শবের স্থানকে শ্মশান বলে। সেই শ্মশানের মধ্যে আবার যেটি অত্যন্ত মহৎ, তাহাকে মহাশ্মশান বলে। এ জগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ

স্তচ্চানন্দানামুচ্চারণানাং বশন্দিষ বনং, তত্র বাসঃ কার্য্যঃ, ন তু শূন্যাগারাদিকা-মিতি। জাবালা হ্যেবং পঠন্তি,—"বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং, যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব যজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং? অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। তস্মাদ্ যৎকচন গচ্ছতি, তদেব মন্যেতেতীদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম-সদনমত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমানেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে, যেনাসাব-

---

বাই শ্মশান দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটিও মহাশ্মশান হইতে পারে না। কেন? না, এমন একটীও শ্মশান নাই, যেখানে সকল প্রকার শবের স্থান হয়। অবশ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও এক সময়ে মরিয়া থাকেন, এবং মৃত-ব্যক্তির দেহও শব বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। জাগতিক কোনও শ্মশানে ব্রহ্মার শবের স্থান হইতে কোনও পুরাণাদিতে দেখা যায় না; কিন্তু আছে—একটি স্থান আছে, যেখানে ঐ পরমেশ্বরের শব থাকিবার উপযুক্ত স্থল আছে। সেটি অবিমুক্ত, যাহা অপেক্ষা বিশেষরূপে অবিদ্যাকাম ক্রোধাদি দোষমুক্ত স্থল আর নাই. সেটি ব্রহ্মসদন, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, দেশকাল বস্তুকৃত পরিচ্ছেদত্রয় রহিত ব্রহ্মের নিবাসস্থল. ব্রহ্মের অপূর্ব্ব মহিমা, যে অপূর্ব্ব মহি-মায় স্বয়ং রাজাসনে বসিয়া স্বরাট্. যিনি ক্ষুদ্রবৃহৎ আনন্দরূপ বৃক্ষের বনের ন্যায় বন, সেই স্থান মহাশ্মশান হইলেও ভয়ের কোনই কারণ নাই; কিন্তু নিরব-চ্ছিন্ন আনন্দেরই প্রচুরতর কারণ বিদ্যমান আছে; সুতরাং সেই সাধারণ নিবাসের বিরুদ্ধ অনিকেত মহাশ্মশান আনন্দবনে বাস করিবে। এই মহা-শ্মশানকে অন্যান্য আচার্য্যগণ শববাহনা চামুণ্ডা নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন (দেবী উপনিষৎ।) জাবালগণ এই মহাশ্মশানকে ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—এক সময়ে মিথিলার উপবনে প্রশ্নকারী ঋষিসঙ্ঘ. সমাধিকারী যাজ্ঞবল্ক, এবং জনক সভা। বৃহদারণ্যকে গল্পবিচার হইয়াছিল: কিন্তু এখানে বাদবিচার মাত্র হইয়াছিল, এই বিশেষ। তন্মধ্যে বৃহস্পতি ঋষি যাজ্ঞবল্ককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রিয়গণের আত্মপূজায় অধিকরণ, সকল ভূতের পক্ষেই ব্রহ্মের নিবাস স্থল সেই প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র কি? অবিদ্যাদশায় অবিদ্যা কামকর্ম্মাদি দোষ মুক্ত নহে বলিয়া সোপাধিক ঐশ্বর রূপই অবিমুক্ত, প্রাণক্ষেত্র (কুরুক্ষেত্র), ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের উপহার দিয়া পরমাত্মার পূজা করে বলিয়া

একান্তস্থানম্ ॥ ২০ ॥

মৃতীভূত্বা মোক্ষী ভবতি। তস্মাদবিমুক্তমেব নিপিবতাবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেদেব-মেবতদ্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ইতি ॥১৯॥

তত্রাপ্যুচ্চারণ ভাবরহিত মে কস্থাপি, কিং দ্বয়োর্বহূনাঞ্চান্তঃ শেষোভাবো যত্র, তথাভূতং স্থানমেব, ন দ্বৈতেনাবর্জ্জিতং গ্রহণীয়ম্ ॥ ২০ ॥

দেবযজন, সকল ভূতের পক্ষেই ব্রহ্মের নিবাস স্থল বলিয়া ব্রহ্মসদন, অতএব যে কোন স্থলেই থাক, মনে করিবে—এই স্থূল দেহই আমার সেই অবিমুক্ত কুরুক্ষেত্র, দেবযজন ও ব্রহ্মসদন। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রাণীমাত্রেরই প্রাণগণ-উৎক্রমণ করিলে, রুদ্র সদাশিব, বা বামনদেব তাহার নিকট সংসার-সমুদ্র-তরণের কারণস্বরূপ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ ব্রহ্মকে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য দ্বারা উক্ত হইলেও তখন স্মরণ করাইয়া দেন, যে ব্যাখ্যা করার ফলে সে জন্ত 'অহং-ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার অভিমান দ্বারা অমৃতীভূত হইয়া, পূর্ব্বে "অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা" ইত্যাদি জ্ঞানদ্বারা মৃত থাকিলেও অবিদ্যাদশায় অমোক্ষ থাকিলেও মোক্ষী হয়, মুক্ত হইয়া যায়। অতএব অবিমুক্তের সেবা করিবে। যতদিন সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন অবিমুক্তের পরিত্যাগ করিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন। ইহার পর অত্রি জিজ্ঞাসা করেন, সেই তারকব্রহ্মকে কি করিয়া জানিব? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন, অবিমুক্তে তিনি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং অবিমুক্তের উপদেশ কর। আবার প্রশ্ন করেন, অবিমুক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত? আবার উত্তর করেন,—বরণা ও নাসীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। বরণা ও নাসীর স্থান কোন্‌টা? ভ্রূ ও ঘ্রাণের সন্ধি, ইহাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর। অতএব এই দেহই কাশীক্ষেত্র বা অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্র, বা কুরুক্ষেত্র। যাহাই হউক, জাবালদিগের মতে এই দেহই বারাণসী, আনন্দবন মহাশ্মশান। এই দেহেই অবিদ্যাদি মহাশবের দাহকার্য্য সমাহিত হয়; সুতরাং স্থূলে এই দেহ মহাশ্মশান; সূক্ষ্মে সোপাধিক ঈশ্বর অবিমুক্তক্ষেত্রে, আনন্দবন, মহাশ্মশান। সেই মহাশ্মশানে আনন্দবনে বাস করিবে, অন্য কোন শূন্যাগারাদিতে বাস করিবে না ॥ ১৯ ॥

সেই মহাশ্মশানে বাস করিয়া ও একান্তে অবস্থান করিবে উচ্চারণ ভাব

আনন্দমঠম্ ॥ ২১ ॥

উন্মন্যবস্থা ॥ ২২ ॥

তত্রাহি স্বকীয়মানন্দ মঠং প্রতিষ্ঠাপয়েৎ ॥ ২১ ॥

প্রতিষ্ঠিতে চানন্দমঠে উন্মন্যবস্থাঽঽবর্ত্তয়িতব্যা। অবস্থীয়ত ইত্যবস্থা স্থিতিঃ, সাচ উন্মনী কর্ত্তব্যা। মকারাংশস্য সুষুপ্তিমাত্রাচতুষ্টয়স্যার্দ্ধার্দ্ধম্ "উন্মন্যাং সুষুপ্ত প্রাজ্ঞ" ইতি পরমহংস পরিব্রাজকোপনিষদ্বাক্যাৎ। সুষুপ্তিকালীন প্রাজ্ঞভাবঃ সম্পাদয়িতব্য আবর্ত্তয়িতব্যোঽপি ব্রহ্মপ্রণবস্যাংশ স্তব এব ॥ ২২ ॥

রহিত দুই বা বহুর কথা কি বলিব, যথায় একের ও অভাব, তাদৃশ দ্বৈত রহিত স্থানেই অবস্থান করিবে। যেমন প্রাণী মাত্রেই একটা একটা গ্রামের কোন ও একটা বাটিতে বাস করে, সেইরূপ পরমহংস পরিব্রাজক অবিমুক্ত সোপাধিক ঈশ্বর ক্ষেত্রে অদ্বৈত স্বরূপ স্থানে অবস্থান করিবে ॥ ২০ ॥

সেই অদ্বৈতেই নিজের একটি মঠ স্থাপন করিবে। সেই মঠের যাবতীয় উপাদান আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই হইবে না; অর্থাৎ অদ্বৈত স্থানে আনন্দস্বরূপ মঠে অবস্থান করিবে ॥ ২১ ॥

আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে, তথায় অবস্থান করিয়া উন্মনী অবস্থার আবর্ত্তন করিবে। অবস্থা শব্দের অর্থ স্থিতি। সেই স্থিতি উন্মনীই হইবে। পরমহংস পরিব্রাজক উপনিষদে দেখা যায়, মকার অংশের সুষুপ্তি মাত্রা চারিটী তন্মধ্যে সুষুপ্ত প্রাজ্ঞ অবস্থাই উন্মনী অর্থাৎ উন্মনী অবস্থায় সুষুপ্ত প্রাজ্ঞের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। সুষুপ্তিকালে যেরূপ প্রাজ্ঞ সৎসম্পন্ন হইয়া যায়; বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন প্রকার দ্বৈত জ্ঞানান্ধই থাকে না; তাদৃশ অবস্থার আনয়ন করিবে। একেবারে সেই মঠে সুখসুষুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। জ্ঞানধারা নির্ম্মল গঙ্গা স্রোতের ন্যায় ছাড়িয়া দিয়া অপ্রতিহতভাবে নিবাত নিষ্কম্পদীপ শিখার ন্যায় চির প্রশান্ত রূপে অবস্থান করিবে। আবশ্যক হইলে ব্রহ্মপ্রণবের মকারাংশচতুষ্টয়ের সুষুপ্ত প্রাজ্ঞ, বা উন্মনী অবস্থান আনায়ন করিবে। অধোভাগে নামিতে চেষ্টা না করিয়া উন্মনী হইতেই ব্রহ্ম প্রণবের আলোচনা করিবে। ইহাদ্বারা পরমহংস পরিব্রাজক মুক্ত হইবে ॥২২ ॥

শারদাচেষ্টা ॥ ২৩ ॥

উন্মনী গতিঃ ॥ ২৪ ॥

তদাহ,—'শারদা চেষ্টে'তি। শারদা বাগ্‌দেবী, তস্যা শ্চেষ্টাইব চেষ্টা কর্ত্তব্যা। বাগ্দেবী যথা পরাতঃ স্ফুরদ্রূপা, পশ্যন্ত্যাঃ স্ফুটদ্রূপা, মধ্যমায়াঃ পুষ্যদ্রূপা, বৈখর্য্যাঃ কেবলমর্থং প্রকাশয়তি নান্যৎ, এবং পুর্য্যাং তুরীয়বিশ্বং প্রকাশ্য, মধ্যমায়াং তুরীয়তৈজসং পুষ্যদ্রূপং বিভাব্য, পশ্যন্ত্যাং তুরীয় প্রাজ্ঞং স্ফুটদ্রূপং সন্ধার্য্য, পরায়াং তুরীয় তুরীয়ং স্ফুরদ্রূপং পরিপশ্যেৎ, নান্যৎ। এবং হি শারদা চেষ্টা ভবতি ॥ ২৩ ॥

পরিত্যক্তা মনোন্মনীতি সংগৃহ্ণাতি বিলোমগতয়ে উন্মনীগতিরি'তি। উন্মনীতো গতির্ভবতীতি ॥ ২৪ ॥

ঐটি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন; "শারদা" ইত্যাদি শারদা শব্দে বাগ্দেবী। তাঁহার চেষ্টার ন্যায় চেষ্টা করিবে। যেমন বাগ্দেবী পরাস্থানে স্ফুরদ্রূপা। পশ্যন্তী স্থানে স্ফুটদ্রূপা মধ্যমাস্থানে পুষ্যদ্রূপা। বৈখরী স্থানে স্থুল ভাবে কেবল অর্থই প্রকাশ করে, আর কিছুই করে না, সেইরূপে পুরীতে (কণ্ঠতাল্বাদি স্থানে) তুরীয় বিশ্বের প্রকাশ করিয়া; মধ্যমায় তুরীয় তৈজসের কিঞ্চিৎ পুষ্টরূপ বিভাবিত করিবে, তথা হইতে পশ্যন্তী স্থানে যাইয়া তুরীয় প্রাজ্ঞের পরি স্ফুটিতরূপের সন্ধান করিবে। তার পর পরাস্থানে যাইয়া তুরীয় তুরীয়ের পরিস্ফুরিতরূপের পরিদর্শন করিবে, অন্য কিছুই দেখিবে না। এইরূপ করিলেই শারদা চেষ্টা করা হইবে ॥২৩॥

উন্মনী অবস্থার আবর্ত্তন করিতে উপদেশ করা হইয়াছে। তাহার পরে শারদা চেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ও আদেশ করা হইয়াছে তদ্দারায় মনোন্মনী অবস্থার পরিত্যাগ করা হইয়াছে; সুতরাং বিলোম গতি অনুসারে যাইতে হইবে, ইহা দ্বারা সেই মনোন্মনী অবস্থার সংগ্রহ হইয়া যাইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন; উন্মনীগতিঃ "ইতি। উন্মনী অবস্থা হইতেই গতি করিতে হইবে। তাহা হইলে হইতেছে, উন্মনী মনোন্মনী, পুরী মধ্যমা, পশ্যন্তী, ও পরা, ছয়টি অবস্থার আবর্ত্তন করিবে ॥ ২৪ ॥

নির্ম্মলগাত্রম্ ॥ ২৫ ॥

নিরালম্বপীঠম্ ॥ ২৬ ॥

অমৃতকল্লোলানন্দক্রিয়া ॥ ২৭ ॥

এবঞ্চ সতি নির্ম্মলং ভবতিগাত্রং বিগত দেহাহংকারত্বাৎ। তেনৈব ব্রহ্ম প্রকাশতে। তেন বিদেহমুক্তিরিতি ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ নিরালম্বপীঠং তত এব সিদ্ধং ভবতি ॥ ২৬ ॥

তদাচ আনন্দভাতিরমৃত কল্লোল একান্ততোঽত্যন্তশ্চ তরঙ্গভঙ্গ রহিতা প্রকাশতে ॥ ২৭ ॥

উক্তরূপে ব্রহ্ম প্রণবের সন্ধান করিলে গাত্র নির্ম্মল হয় * দেহে যে অহং বুদ্ধি রূঢ়ভাবে থাকে, তাহার বিলোপ হয়। তাহার বিলোপেই ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইহাকেই বিদেহ মুক্তি বলে ॥ ২৫ ॥

বসিতে হইলে একটি আসন কিছু থাকা আবশ্যক। নিরাসনে বসিতে নাই; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে যে আনন্দতত্ত্ব উপস্থিত, সেই আনন্দতত্ত্ব সর্ব্বথা আশ্রয় রহিত বলিয়া নিরালম্বশব্দবাচ্য। সেই নিরালম্বই পীঠের ন্যায়—আসনের ন্যায় পরমহংস পরিব্রাজক গ্রহণ করিবে। যদিই উপবেশন করিবার প্রয়োজন হয়, তবে সেইআনন্দতত্ত্বেই উপবেশন করিবে ॥ ২৬ ॥

সেই সময়ে যে আনন্দ তত্ত্বের প্রভাতি হয়, তাহার আর কোন রূপ কল্লোল, তরঙ্গভঙ্গ থাকে না; তাহা অমৃত কল্লোলময় হইয়া যায়,—অর্থাৎ সেই আনন্দ ভাতিই চিরস্থায়ী অক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

---

* দেহে অহং জ্ঞান থাকায়, আমি স্থূল, আমি সূক্ষ্ম কৃশ, আমি অন্ধ, কাল, বধির, খঞ্জ, বোকা ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল আত্মনিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্র বিচার দ্বারা যে সকল তিরোহিত হইলেও সমূলে উন্মূলিত হইবে দেখা যায় না। তবে আত্মার সাক্ষাৎ করা হইলে, এবং সেই আত্ম সাক্ষাৎকার প্ররূঢ় থাকিলে, ঐ বোধ একবারে হয় না। তখন নির্ম্মল গাত্র হয়।

পাণ্ডরগগনম্ ॥ ২৮ ॥

মহাসিদ্ধান্তঃ ॥ ২৯ ॥

শমদমাদিদিব্যশক্ত্যাচরণে ক্ষেত্রপাত্রপটুতা ॥ ৩০ ॥

যথা পাণ্ডরংগগনং মেঘবিহগমলীমসবায়্বাদিহীনং শুক্লং স্তিমিতঞ্চ দৃশ্যতে, তদ্বৎ যথাবৎস্থিরম্ ॥ ২৮ ॥

অয়মেব মহাসিদ্ধান্তঃ কেনচিচ্চ স্খলতা পুনরাগন্তব্য এব সাধনমনুষ্ঠায় যত্নত ইতি বিবেক্তব্যম্ ॥ ২৯ ॥

যতো ভবতাস্মাদপি স্খলনং কচিৎ প্রমত্তস্য, ততঃ প্রাগনুষ্ঠিতানামিহোপসংহারঃ করণীয়ঃ। "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাত্মানং

যেমন পাণ্ডর আকাশ, মেঘ, বিহগ ও মলীমস বায়ু-আদি রহিত হইয়া নির্ম্মল শুক্ল এবং সর্ব্ববিধ উপদ্রব রহিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ॥ ২৮ ॥

ইহাই সমস্ত সিদ্ধান্তের শেষ সিদ্ধান্ত, সুতরাং মহা সিদ্ধান্ত এ-ই যদি কোন কারণে পরমহংস পরিব্রাজক স্বরূপ হইতে দূরে স্খলিত হয়, তবে যত্ন পূর্ব্বক সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া আবার এত দূরে আসিতে চেষ্টা করিবে। ইহার পরে আর জ্ঞাতব্য, বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

যে হেতু অনবধান সাধকের এ স্থান হইতে ও কচিৎ স্খলন হয়, সেই হেতু পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কতকগুলি সাধনের এখানে উপসংহার করিতে হইবে। শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও শ্রদ্ধ, যুক্ত হইয়া নিজের আত্মাতেই আত্মার সাক্ষাৎ কার করিবে৷ এই শ্রুতিতে কথিত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ও সমাধির অনুষ্ঠান দ্বারা দিব্যশক্তির আচরণ—সঞ্চয় করিবার জন্য দেহ ক্ষেত্র ও চিত্তরূপ পাত্রের পটুতা কার্য্য কুশলতা আধান করিবে। যদিও তাহার দেহ ও মনঃ পূর্ব্বেই তাদৃশ ভাবে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তথাপি সেই সকল ক্রিয়ার দ্বারায় যে সংস্কার উৎপাদন করিয়া তাদৃশভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, স্খলনের প্রচুরতর কারণ দ্বারা সেই সংস্কারগুলির ব্যাঘাত ঘটান হইয়াছে; সুতরাং সাধক স্খলিত হইয়াছে। অতএব পুনশ্চ সেই সংস্কার উৎপাদন করিয়া দেহে ও মনে তাহার আধান (স্থাপন) করিতে হইবে। তাহা

পরাবরসংযোগঃ ॥ ৩১ ॥

তারকোপদেশঃ ॥ ৩২ ॥

পশ্যেদি"ত্যুক্তং শমদমাদিভিঃ সাধনৈ দিব্যায়াঃ শক্তের্বিদ্যায়া আচরণে সঞ্চয়ার্থং- ক্ষেত্রস্য দেহস্য পাত্রস্য চ চেতসঃ পটুতাঽধাতব্যা ॥ ৩০ ॥

তৈশ্চ সমাধিপর্য্যন্তৈঃ পরেণ ব্রহ্মণাঽবরস্য জীবস্য জগতশ্চ সংযোগঃ পুনঃ সম্পাদয়িতব্যঃ ॥ ৩১ ॥

তীর্থাদেব পুনরপি তারকস্য প্রণবস্য যথোদ্দেশ মুপদেশো গ্রাহ্যঃ; নতু স্বয়- মেব ॥ ৩২ ॥

হইলে যেমন সত্বরই অগ্রসর হওয়া যাইবে, আবার তেমনই স্থায়ীভাবে সমাধির আবির্ভাব করা সম্ভবপর হইবে। দেহে ক্লেশে মনের বিক্ষেপ হয়, আবার মনের বিক্ষেপ হইলে দেহের অস্বাস্থ্য ঘটিয়া থাকে,-এই জন্য দেহ ও মনকে একাকারের করিয়া গঠিত করিতে হইবে। সেই জন্যই পটুতার আধান করিতে আদেশ করা হইল ॥ ৩০ ॥

সেই সকল সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জগতের, ব্রহ্মের সহিত জীবের এবং জীবের সহিত জগতের সংযোগ আবার সম্পাদিত করিতে হইবে। তত্ত্বম- স্যাদি মহাবাক্যে বিশিষ্টার্থ ও অখণ্ডার্থ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

এবং গুরুর নিকটেই সংসার সাগরের তারক, ব্রহ্ম স্বরূপের বাচক প্রণবের যেরূপ উচ্চারণাদি কথিত হইয়াছে, সেইরূপ উপদেশ গ্রহণ করিবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, স্বয়ং উপদেশ লইলে হইবে না। গুরুমুখে শুনিয়া তবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ৩২ ॥ *

---

* শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রনিধানকে মহর্ষি পতঞ্জলি ক্রিয়াযোগ বলিতেছেন; কিন্তু তন্মধ্যে স্বাধ্যায়ের কথা এই সূত্রে কথিত হইল। শৌচ, সন্তোষ, ও তপঃ কথা বলা হয় নাই। অতএব ঐ তিনটির উপসংহার করার প্রয়োজন নাই, উচ্চাধিকারে ওগুলির কিছুই প্রয়োজন হয় না।

অদ্বৈতসদানন্দোদেবতা ॥ ৩৩ ॥

নিয়মস্বান্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥

তস্য চ দেবতা পুনরাস্থেয়া অদ্বৈত সদানন্দ এব। চিতোদগুরূপেণ গ্রাহ্যত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

সতি চ যস্যনিগ্রহে পতনমাসীৎ, তস্যৈবান্তরিন্দ্রিয়স্য মনসো নিশ্চয়েন গ্রহঃ করায়ত্তী করণমেব নিয়মঃ কর্ত্তব্যঃ; প্রত্যহং করিষ্যামিতি, তথাচ পুনঃ পুনরিতি ॥ ৩৪ ॥

সেই ব্রহ্ম প্রণবের অনুসন্ধান কালে তাহার বাচ্য দেবতা অদ্বৈত সদানন্দ পরব্রহ্মকেই গ্রহণ করিবে। দ্বৈতগন্ধহীন নিত্যসিদ্ধ আনন্দতত্ত্বই দেবতা। দেবতা বলা হইল কেন? না, নিত্যসিদ্ধ আনন্দতত্ত্বই যে নিত্যসিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ পদার্থ; সেই জন্য দেবতা বলা হইল। দেবতা হইলেই একটু পূর্ণ পদার্থ হইতে ন্যূনতা থাকা আবশ্যক। তাই অদ্বৈত, সৎ, আনন্দ, এই তিনটি শব্দের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিতে আদেশ করা হইল; বিদ্রূপের কথা বলা হইল না, পরে বলা হইবে, সেই বিদ্রূপই তাহার দণ্ড হইবে। তদ্দ্বারা বিভাগক্রমে পূর্ণতা সম্পাদন হইবে ॥ ৩৩ ॥

যাহার অনিগ্রহ বশতঃ পতন হইয়াছে, সেই অন্তরিন্দ্রিয় মনের নিগ্রহ নিশ্চয় রূপে গ্রহ—করায়ত্তীকরণরূপ নিয়ম করিবে। আমি প্রত্যহই করিব, এইরূপ নিয়মের অধীন হইবে। আবার তাহার বারবার অনুষ্ঠানও করিবে। তদ্দ্বারা তাহার বাহেন্দ্রিয় সকল ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় আপনা আপনি প্রশান্ত হইবে। বিষয় গ্রহণার্থ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আর সমর্থ হইবে না ॥ ৩৪ ॥ *

---

* যদিও অন্যত্র সাটোপভাবে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিবার উপদেশ আছে, তথাপি এই সূত্র দ্বারা কেবল অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার আদেশ মাত্র পাওয়া যাইতেছে। স্বান্ত শব্দ অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গে পঠিত হয়; সুতরাং শান্তরিন্দ্রিয় শব্দ সিদ্ধ হয় না বৈদিক শব্দ গিয়া যদিও কোনরূপে রক্ষা করিতে পারা যায়, তথাপি যুক্তি দ্বারা মনের নিগ্রহ ব্যতিরেকে বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া সেই অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিবার কথাই উক্ত হইয়াছে মাত্র।

ভয়মোহশোকক্রোধত্যাগস্ত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

ভয়মোহশোক ক্রোধানামনিষ্টকারিণামপিত্যাগ এব ত্যাগাখ্যঃ সাধনবিশেষঃ সম্পাদয়িতব্যঃ। তথৈতদত্রোক্তম্ ;—

"অথ পুরুষস্য কামক্রোধ লোভাখ্যং রিপুত্রয়ং সুঘোরং ভবতি। পরিগ্রহ প্রসঙ্গাদ্ বিশেষেণ গৃহাশ্রমিনঃ। তেনায়মাক্রান্তোঽতিপাতক মহাপাতকানুপাত-কোপপাতকেষু প্রবর্ত্ততে। জাতিভ্রংশকরেষু সঙ্করীকরণেষ্বপাত্রীকরণেষু। মলা-বহেষু প্রকীর্ণকেষু চ।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥" ইতি।

তথা গীতায়ামপি ;—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহবৈরিণম্ ॥" ইতি।

অয়মত্র বিশেষো বেদিতব্যঃ ॥ ৩৫ ॥

অনিষ্টকারী ভয়, মোহ, শোক, ও ক্রোধের ত্যাগই ত্যাগনামক সাধনা বিশেষ সম্পাদন করিবে। এই স্থলে ববাহনাম বিষ্ণু বলিয়াছেন ;—পুরুষের পক্ষে কাম, ক্রোধ, ও লোভ নামে সুঘোর রিপুত্রয় আছে। বিশেষতঃ গৃহাশ্রমীর পক্ষে পরিগ্রহ প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আরও সুঘোর। পরিগ্রহ প্রসঙ্গ আছে বলিয়া এই গৃহী ও অন্যাশ্রমী কাম, ক্রোধ, ও লোভ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, ও উপপাতকে প্রবর্ত্তিত হয়। জাতি ভ্রংশকর পাতকেও সঙ্করীকরণ পাতকে, অপাত্রীকরণ পাতকে, মলাবহপাতকে, এবং প্রকীর্ণক পাতকে ও প্রবর্ত্তিত হয়। এই কাম, ক্রোধ, ও লোভ, এ তিন প্রকার ভাব আত্মার নাশ কারক পাপ রাজ্যে প্রবেশ করিবার, এবং নরক প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। অতএব এই তিনটির ত্যাগ করিবে। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে ,—এই কাম, আর এই ক্রোধ, এই দুইটি রজোগুণ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ভোজন অপরিসীম,ভোজ্য পাইলে বাড়িয়াই চলে, এবং পাপকর উপায়ের প্রধানতম উপায়; অতএব তুমি ইহাকে বৈরী বলিয়া জান। যদিও গীতায় ইহাকে শত্রুজ্ঞানে পরি-ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তথাপি কোন ভাষ্যকার, বা টীকাকার সর্ব্বা-

পরাবরৈক্যরসাস্বাদনম্ ॥ ৩৬ ॥

অনিয়ামকত্বনির্ম্মলশক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

স্বপ্রকাশব্রহ্মতত্ত্বেশিবশক্তিসম্পুটিতপ্রপঞ্চচ্ছে (ভে) দনম্ ॥ ৩৮ ॥

ন কেবল মেতেনৈব কালোঽতিপাত্যঃ, করণীয়ঞ্চ পরাররয়ো রৈক্যরসস্বাদন মুপভোগঃ ॥ ৩৬ ॥

এব মনুষ্ঠিতে চাপ্রমাদং বিদ্যায়া অনিয়ামকত্বাত্মিকা শান্তস্বচ্ছপ্রবাহা শক্তিরাবির্ভবতি ॥ ৩৭ ॥

সম্বন্ধমাত্রেণৈব যা ভবতি স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপে তত্ত্বে প্রপঞ্চজালস্য ভেদনং ভেদো, যস্যচোর্দ্ধং মূলং সহস্রারে শিবঃ, অধশ্চ মূলাধারে পরাবিদ্যা কুণ্ডলী শক্তি র্মধ্যে চ প্রপন্নপঞ্চসংখ্যকস্য পদ্মস্য সংস্থানম্। তেন চ প্রপঞ্চ সংস্থানং সম্পুটিতমিব ভবতি ॥ ৩৮ ॥

পেক্ষা এত্যাগকে একটি প্রধানতম সাধন বলিয়া মনেই করিতে পারেন নাই; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার ত্যাগে সিদ্ধি লাভ করিলে, মানবের পতন হইবার আশঙ্কা আর থাকে না। এইজন্যই করুণাময়ী শ্রুতি ঐ সকল ভাবের ত্যাগ যে প্রধানতম সাধন, তাহা স্পষ্ট ভাষায় সূত্রে স্থান দিয়াছেন; সুতরাং পরমহংস পরিব্রাজকের সর্ব্বাগ্রে এদিকে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥

কেবল যে এই সকল করিলেই হইবে, তাহা নহে, উহার সহিত ব্রহ্মাত্মৈক ত্বরসের আস্বাদন উপভোগও কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥

এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেই যদি ইহার মধ্যে অনবধানতা না থাকে, তবে ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যার অনিয়ামকত্বাত্মক প্রশান্ত স্বচ্ছ প্রবাহশালিনী বিশেষ শক্তির আবির্ভাব হইবে। ব্রহ্ম বিদ্যার সেই লোকোত্তর শক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইবে ॥ ৩৭ ॥

যে শক্তি আবির্ভূত হইবা মাত্র স্বপ্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে প্রপঞ্চজালের ভেদ সাধিত হয়, যাহারা ঊর্দ্ধভাগে সহস্রদল কমলে পরমশিব মূল, অধোভাগে মূলাধারে পরাবিদ্যা কুণ্ডলী শক্তি, এবং মধ্যে পঞ্চসংখ্যক পদ্মের সংস্থান আছে। সেই

পত্রাক্ষাক্ষিকমণ্ডলভাবাভাবদহনম্ ॥ ৩৯ ॥

বিভৃত্যাকাশাধারম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নির্ব্বাণোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তথা পত্রাক্ষাণাং দলাত্মনাং ককারাদিবীজাক্ষরাণাং, আক্ষিকমণ্ডলস্য চ ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাতুঃ সূর্য্যাদের্ভাবানাং শব্দাদীনামভাবানামজ্ঞানাদীনাং দহনং দাহশ্চ ভবতি শক্তিহীনত্বেনাবস্থানাৎ ॥ ৩৯ ॥

এব মসৌ বিদ্যা বিভৃত্যা পালনেন আকাশং ব্রহ্ম আধারত্বেনাধারং প্রাপ্নোতি প্রাপয়তি চাভিন্নম্। অভ্যাসোঽধ্যায় সমাপ্তয়ে বেদিতব্য ॥ ৪০ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নির্ব্বাণোপনিষদ্বৃত্তৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

পরাশক্তি ও পরমশিবদ্বারা প্রপঞ্চসংস্থান যে সম্পুটিত ভাবেই আছে। ইহা গুরুগম্য ষট্‌চক্র ভেদ ॥ ৩৮ ॥

সেইরূপ পত্রাক্ষ দল স্বরূপ ককারাদি বীজাক্ষরসমূহের, আক্ষিকমণ্ডল ইন্দ্রিয় গণের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিদেবের, ভাব শব্দাদির, ভাব বিরুদ্ধ ভাব অজ্ঞানাদির, দাহ হয়, শক্তি লোপ পায়, কার্য্য করিবার যোগ্যতা নষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

উক্তবিদ্যা এইরূপে পালন করিয়া আকাশের ন্যায় নির্লেপ অসঙ্গোদাসীন পরব্রহ্মকে নিজে পায় এবং সাধককেও অভিন্ন ভাবে পাওয়াইয়া দেয়। সূত্রের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির জন্য ॥ ৪০ ॥

ইতি নির্ব্বাণোপনিষদ্বৃত্তির বঙ্গানুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

শিবং তুরীয়ং যজ্ঞোপবীতম্॥ ১॥

এবং দ্বিতীয়েনাধ্যায়েন লভ্যাদ্বৈত পরব্রহ্ম স্বরূপং লাভস্তদপহানে প্রাপ্ত্যুপায়ঞ্চ বর্ণয়িতা সমতীতম্। অথ "অযজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণঃ" ইত্যাদ্যখিল প্রশ্ন সমাধানায় তৃতীয়াধ্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। তস্যেদমাদিমং সূত্রম্ 'শিবং তুরীয়ং যজ্ঞোপবীতমি'তি। "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে" ইত্যুক্তং পূর্ব্বাচার্য্য মতং তুরীয়মেব শিবং যজ্ঞোপবীতং কুর্ব্বীত। তদাহ ব্রহ্মোপনিষৎ;—

"সশিখং বসনং কৃত্বা বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ॥

এইরূপে লভ্য অদ্বৈত পরব্রহ্মের স্বরূপ, তাহার লাভ, এবং লাভ হইলেও তাহাতে অপ্রতিষ্ঠায় পুনঃ প্রাপ্তির উপায় বর্ণনা করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায় পরি সমাপ্ত হইয়াছে। এখন সে যদি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করে, তবে সে ব্রাহ্মণ থাকে কি প্রকারে? ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য এই তৃতীয় অধ্যায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সেই তৃতীয় অধ্যায়ের সূত্র হইতেছে এই,—"শিবং তুরীয়মি" ত্যাদি। যাঁহাকে আচার্য্যেরা চতুর্থ বলিয়া মনে করেন, সেই পরব্রহ্মই তাহার যজ্ঞোপবীতের কার্য্যকারী বলিয়া যজ্ঞোপবীতের সমান। অতএব তাহাকেই যজ্ঞোপবীত বোধে ধারণ করিবে। যদিও এই ধারণের উপদেশ জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভবে না, তথাপি লৌকিক আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বাগ্রূপাশ্রুতি এই কথা বলিতেছেন। অন্যে বলিয়াছে বিবিদিষাসন্ন্যাসীর পক্ষে এই ব্যবস্থা। নারায়ণ বলিয়াছেন, এই যজ্ঞোপবীত কর্ম্মের অঙ্গীভূত। ইহা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসযোগ গ্রহণ করিবে; তাহা উপপন্ন হয় না; কারণ, ব্রহ্মোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে. "স বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ" সেই 'ইদমহমস্মী'ত্যাকার জ্ঞানশালী বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতীই হইবে, তাহার যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করা হইবে না। ইহাদ্বারা বিদ্বানের পক্ষেই এই যজ্ঞোপবীতের কথা বলা হইয়াছে, অজ্ঞানের পক্ষে নহে। অতএব

সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রংনাম পরংপদম্।
তৎসূত্রং বিদিতং যেন সবিপ্রো বেদপারগঃ॥
যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।
তৎসূত্রং ধারয়েদ্‌যোগী যোগবিত্তত্ত্ব দর্শিবান্॥
বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুক্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবমিদং সূত্রং ধারয়েদ্যঃ সচেতনঃ॥

এটি সিদ্ধানুবাদ মাত্র, বিধির নহে, বা বিবিদিষা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্যোপদেশেও নহে। ব্রহ্মোপনিষদের পরমহংসাশ্রমের উপদেশ স্থলে কথিত হইয়াছে, শিখার সহিত কেশশ্মশ্রুর মুণ্ডন করিয়া কণ্ঠে বিধার্য্যমান কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত বহিঃসূত্র ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিবে কে? না, যে বুধ, বুধ কে? না, যে নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেকাদিশালী; সে কি করিবে? না যাহাঅক্ষর ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাকেই সেই সূত্র, এই জ্ঞান ধারণ করিবে। সূত্রশব্দের অর্থ হইতেছে, উৎকৃষ্ট পদ,—'অহং তদস্মি' আমি সেই হইতেছি, ইত্যাকার পদ। সেইব্রহ্মপদ এই জগতের সূচনা করেন বলিয়া আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন তাঁহাকে সূত্র এই নামে। এই বিষয়টি জ্ঞেয়! সেই পরম পদকে যে জানিয়াছে, 'অহমস্মী'ত্যাকারে সাক্ষাৎ কার করিতে পারিয়াছে' সেই বিপ্র বেদপারগ শব্দরাশিতে উক্ত সকলবিষয়ে অভিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ আর কি? সূত্রে যেমন মণিগণ প্রোত হয়, সেইরূপ যে সূত্রকর্ত্তৃক এই সকল ভূত ভৌতিক প্রপঞ্চ প্রকৃষ্টরূপে অনুবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান আছে। যোগবিৎ যোগের ষড়ঙ্গ,বা অষ্টাঙ্গ কি,তাহা জানে,তত্ত্বদশিবান্ নিত্যানিত্য বস্তুতে বিবেকবান্। বিদ্বান্ ব্যক্তি উত্তম যোগ লাভ করিয়া বহিঃসূত্র ত্যাগ করিবে। যোগশব্দে জীব ব্রহ্মের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ (অবশ্য ভেদাসমাধি করণ অভেদাখ্য তাদাত্ম্যই এস্থলে সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।) *

---

*অভেদ ও ঐক্য একই কথা। সেই ঐক্য দ্বিবিধরূপ দেখা যায়। প্রথম 'মৃৎ ঘট' এইস্থলে মৃত্তিকায় ও ঘটে কোনই ভেদ নাই; সুতরাং ঐক্য আছে; কিন্তু কেবলমৃত্তিকারূপে, ও কেবল ঘটরূপে পরস্পর ভেদ আছে। সে ভেদ ঐ ঐক্যের মধ্যেই অন্তর্ভূত হইয়া আছে। ঐক্যছাপাইয়া সে ভেদ স্ফুরিত হয় না। এইজন্য এই ঐক্য ভেদসমাধিকরণ। আর 'তিনিই এই' 'আমিই সেই' 'সেই আমি' 'ব্রহ্মই জীব' 'জীবই ব্রহ্ম' ইত্যাদি জ্ঞান স্থলে যে ঐক্য প্রতীতি হয়, তাহাতে আর ভেদগন্ধ কিছুই নাই, কারণ, বস্তুর ভেদ হয় না; বস্তু একই থাকে। আর

ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ।
সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞান যজ্ঞোপবীতিনাম্॥

ব্রহ্মের সত্তা যাহাতে আছে, সেই ব্রহ্মসূত্র এই সূত্র যে সচেতন পুরুষ ধারণ করে, সে সেই সূত্রের ধারণফলে উচ্ছিষ্ট হয় না, এবং অশুচিও হয় না। যজ্ঞোপবীত না থাকিলে আচমন করিয়াও অশুচি থাকে, ইহা আচার্য্য শঙ্খ ১০ অধ্যায়ের ১৪ শ শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা বিনা যজ্ঞোপবীতেন তথা মুক্তশিখোঽপিবা। অপ্রক্ষালিত পাদস্ত আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥" যজ্ঞোপবীত ব্যতিরেকে,মুক্তশিখা হইয়া,অপ্রক্ষালিতপদে আচমন করিয়াও অশুচি হয়। তাহার শৌচ হয় না, সে অশুচিই থাকিয়া যায়। সম্বর্ত্ত ও এই কথা বলিয়াছেন। আরও গোভিল গৃহ্যসূত্রে সূত্রাকারে গৃহীত একটি ব্রাহ্মণ বাক্যে বলা হইয়াছে;—"উচ্ছিষ্টো হৈবাতোঽন্যথা ভবতীতি।" ইতি (১০ প্রঃ, ২ কাঃ, ৩০ সূত্রঃ) ইহা বৈদিক সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, কথিত বিধির অন্যথাচরণ করিলে, উচ্ছিষ্টই

মৃদ্‌ঘটাদি স্থলে মৃত্তিকারই ঘট হয়, সুতরাং কিছু ভেদ থাকেই। ইহা এইরূপে বুঝিতে পারা যায়,—'রাহোঃ শির' রাহুর মস্তক' এরূপ প্রয়োগ ত করা হয়। এই প্রয়োগ কি করিয়া উপপন্ন হয়? মস্তকটিকেই ত রাহু বলা হয়। অতএব মস্তকে ও রাহুতে কোনই ভেদ নাই; এস্থলে ভেদ না থাকিলেও যে 'রাহুর' বলা হয়, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 'রাহুর' পদটী ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত আছে। এ ষষ্ঠী নিশ্চয় সম্বন্ধে ষষ্ঠী। তাহাহইলে, এথানে কীদৃশ সম্বন্ধ স্বীকার করা হইবে? সম্বন্ধ কখনও একনিষ্ঠ হয় না সম্বন্ধ যোজক পদার্থ; সুতরাং এথানকার সম্বন্ধ কীদৃশ হইবে? না, সেই অভেদাখ্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধই হইবে। কেন? না, ভেদওত কিছুই নাই অথচ অভেদই আছে; অতএব ভেদাসমানাধি করণ অভেদ হইল। রাহুতে ও মস্তকে অভেদ আছে, সে অভেদ যথায় আছে, তথায় ভেদ গন্ধ নাই কোনরূপে ভেদ সম্পর্ক নাই; এইজন্য অভেদটি ভেদসমাধি করণ হইল। এইরূপ 'সেই আমিই এই আমি' 'সেই তুমিই এই তুমি' 'তৎ ত্বম্' 'ত্বং তৎ' 'অহং ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম অহম্' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মে ও আমাতে ভেদ নাই, অভেদই, যেমন নট রাজার পোষাক পরিয়া রাজা, আবার চাকরাণীর পোষাক পরিয়া চাকরাণী হইলেও সে যা' তাই থাকে, ভিন্ন হয় না, সেইরূপ আমি ব্রহ্মই দেহাদি পোষাক পরিয়া কচিৎ পুরুষ, কচিৎ অশ্বাদি নাম লইতেছি মাত্র, তদ্দ্বারা আমার ব্রহ্মত্বে কোনই ভেদ পৌছায় না। এই জন্যই জীব ব্রহ্মে অভেদাখ্য তাদাত্ম্যই সম্বন্ধ, তাহাতে ভেদের লেশ মাত্র নাই। মনন করিয়া ইহা বোদ্ধব্য।

তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ।
জ্ঞানশিখিনো জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনঃ॥" ইতি।

তথা জাবালানাং ;—"ইদমেবাস্য তদ্ যজ্ঞোপবীতম্ য আত্মেতি। তথা পরমহংস পরিব্রাজকানাং ;—যস্যাস্ত্যদ্বৈত মাত্মজ্ঞানং, তদেব যজ্ঞোপবীতম্।" ইত্যেবমাদি। যচ্চ সন্ন্যাসোপনিষদি ;—

হইবে। সাম বেদের এই প্রদর্শিত দোষ অবশ্য যাহার যজ্ঞোপবীত না থাকিবে, তাহারই নিশ্চয় হইবে। সেই দোষ নিরাস করিবার জন্য এই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় ব্রহ্মোপনিষদের আম্নায় বলিতেছেন,—

"ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ।" সেই ব্রহ্ম সূত্রের ধারণ বশতঃ না উচ্ছিষ্ট, না অশুচি, কোনই দোষ প্রাপ্ত হইবে না। অতএব যে নারায়ণ বলিয়াছেন,' নোচ্ছিষ্টইতি এতন্মূলাং নান্ন দোষেণ মস্করী "ইতি স্মৃতিঃ।" উচ্ছিষ্ট হয় না ও অশুচি হয় না,—শ্রুতি অবলম্বন করিয়া একটি স্মৃতির উৎপত্তি হইয়াছে যে, অন্নদোষে ভিক্ষু দোষী হয় না। শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন, উচ্ছিষ্ট শরীর দ্বারায় অন্ন প্রবেশনির্গমনাভ্যাম্। অশুচি মনোবাক্‌কায়পাপাৎ। অন্নের প্রবেশ ও নির্গমন এই শরীর দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে ; সুতরাং তদ্দ্বারা উচ্ছিষ্ট দোষ পাইতে পারিত, তাহা এই জ্ঞানসূত্র ধারণ বলে নিরাকৃত হইবে, উচ্ছিষ্ট হইবে না। আর মনঃ, বাক্, ও কায় দ্বারা পাপ করিলে অশুচি হইতে পারিত ; কিন্তু তাহাও ইহাদ্বারা নিরাস করা হইল ; ভিক্ষু অশুচি হইবে না।— নারায়ণ ও শঙ্করানন্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না ; কারণ, যজ্ঞোপবীত না থাকায় যে দোষ হইতে পারে, ব্রহ্মকে সূত্ররূপে উপবীত কল্পনা করিয়া সেইদোষ নিরাস করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। আর যজ্ঞোপবীত না থাকিলে যে, সে উচ্ছিষ্ট হয়, এবং অশুচিও হয়, তাহাও আমরা প্রমাণ উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। বাস্তবিক শ্রুতির অভিপ্রায়ও তাই। পরমহংস পরিব্রাজক উপনিষদে স্পষ্টই প্রশ্ন করা হইয়াছে 'অযজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণঃ ? অযজ্ঞোপবীতীই যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ থাকিল কি করিয়া ? জাবালোপনিষদেও আম্নাত হইয়াছে ;—

"অথহৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং পৃচ্ছামি ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য। যজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণ ইতি।"

"কুন্তিকাং চমসং শিক্যং ত্রিবিষ্টপমুপানহম্।
শীতোপঘাতিনীং কন্থাং কৌপীনাচ্ছাদনং তথা।
পবিত্রং স্নানশাটীঞ্চোত্তরাসঙ্গ স্ত্রিদণ্ডঃ॥" ইত্যাদি।

তদস্যাপবদতি শিবমিত্যাদিনা। তেষাং সন্ন্যাসমাত্রবিষয়তয়া পরমহংস পরিব্রাজকাদীনামনাগ্রহঃ, সর্ব্বেষামেবোপনিষদ্বাক্যানামৈকমত্যাৎ॥ ১॥

অনন্তর এই যাজ্ঞবল্ক্যকে অত্রি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, অযজ্ঞোপবীতী যে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছে, সে কি করিয়া ব্রাহ্মণ হইবে? ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ইদমেব তদ্ যজ্ঞোপবীতং য আত্মা।" ইতি, ইহাইত সেই যজ্ঞোবীত, যাহা আত্মা বলিয়া লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ। অতএব যখন সে এই আত্মার ধারণ করিয়া রহিল, তখন সে ত যজ্ঞোপবীতীই রহিল, সে ত অযজ্ঞোপবীতী নহে, বহিঃসূত্র ত্যাগ করিলেও ব্রহ্ম সূত্র ত সে ত্যাগ করে নাই; সুতরাং সে যজ্ঞোপবীতীই। যখন যজ্ঞোপবীতীই রহিল, তখন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া আচন করিলেও যে উচ্ছিষ্টতা ও অশুচিতা দোষ হয়, তাহাও হইতে পারে না। 'অহং ব্রহ্মাস্মী'ত্যাকার জ্ঞান রূপ যজ্ঞোপবীতই যাহাদিগের সেই ব্রহ্ম সূত্র বুদ্ধির সাহায্যে অধিগত হইয়াছে,তাহারাই সূত্রবিৎ, এবং লোকে তাহারাই যজ্ঞোপবীতী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর তাহারাই শিখী। জ্ঞানরূপ শিখাধারী, জ্ঞাননিষ্ঠ, এবং জ্ঞানরূপ যজ্ঞোপবীতধারীই তাহারা। পরমহংস পরিব্রাজকেরা উপনিষদে বলিয়াছেন;—অদ্বৈত আত্মজ্ঞান যাহার আছে, তাহার সেইত যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে। অতএব পরমহংস পরিব্রাজকের আচার্য্যাভিমত চতুর্থ শান্ত শিব অদ্বৈত আত্মাই যজ্ঞোপবীত। আচ্ছা, সন্ন্যাসোপনিষদে ত কুন্তিকা, চমস, শিক্য ত্রিবিষ্টপ, উপানহ, শীতোপঘাতিনী কন্থা কৌপীনরূপ আচ্ছাদন বস্ত্র, 'পবিত্র বস্ত্র, স্নানশাটী, উত্তরাসঙ্গ (উড়ানি) এবং ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবে। ইহা বলা হইয়াছে। হাঁ বলা হইয়াছে; তাহা প্রথমতঃ অজ্ঞান সন্ন্যাসী বা বিবিদিষাসন্ন্যাসীর পক্ষে; বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তাহা বলিবার জন্য এই তৃতীয়াধ্যায়ের প্রবৃত্তি। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, পরমহংস পরিব্রাজকদিগের পক্ষে এই সকল ব্যবস্থাই করা হইল। সকল উপনিষদেই, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে, প্রায়শঃ একতা রক্ষার্থ প্রযত্নের উপলব্ধি করা যায়। প্রায় একই বিষয় একটু আধটু ইতর বিশেষ

তন্ময়াশিখা ॥ ২ ॥

চিন্ময়ং চোৎসৃষ্টিদণ্ডম্ ॥ ৩ ॥

সন্ততাক্ষিকমণ্ডলম্ ॥ ৪ ॥

তন্ময়া শিবময়া ধ্যাননিষ্ঠেব শিখা ভবতি ॥ ২ ॥

চিন্ময়ং জ্ঞানময়ঞ্চ উৎসৃষ্টিঃ প্রতিষ্ঠা পরম স্থিতিরেব দণ্ডং বিভূয়াৎ ॥ ৩ ॥

যচ্চ কমণ্ডলং কমণ্ডলুঃ, তদাপি সন্ততাক্ষি, সম্পূর্ণং ততং বিস্তীর্ণমক্ষ্যেব। বিস্তৃত বিজ্ঞানমেব রসাধারকত্বাৎ কমণ্ডলুরিব ভবতি সোঽযঙচমসোঽপোদিতো বেদিতব্যঃ ॥ ৪ ॥

করিয়াই স্ব স্ব শাখায় ঋষিগণ দর্শন করিয়াছেন এই ভেদই শাখা ভেদ ও বে ভেদের একটা কারণ বলিয়া "কৃত্যকল্পদ্রুমে"র কর্ম্মকাণ্ডে বেদ ভেদ প্রসঙ্গে ব হইয়াছে, দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

তন্ময়, অর্থাৎ শিবময় ধ্যাননিষ্ঠরূপ শিখাও তাহার হইবে; সুতরাং উচ্ছিষ্ট এবং অশুচিতা দোষ তাহার আর হইবে না ॥ ২ ॥

চিন্ময় জ্ঞানময়, উৎসৃষ্টি প্রতিষ্ঠা পরম স্থিতি, তাহাই দণ্ডের ন্যায় দণ্ড। সে চিন্ময়দণ্ড ধারণ করিবে, এবং সে দণ্ডকে পৃথিবী স্পর্শ পরিত্যাগ করাইয়া ধার করিবে। সন্ন্যাসরূপ দণ্ড হইবে। অর্থাৎ সর্ব্ববিষয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয় যে জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানরূপে বিধৃত করা হইয়াছে, তাহার চিহ্নস্বরূপ প্রথমতঃ দ ধারণ করিতে হয়; কিন্তু চরমাশ্রমে সে দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানকে দণ্ডের স্থানে গ্রহণ করিবে ॥ ৩ ॥

আর যে কমণ্ডল বা কমনণ্ডলু, তাহাও সেই সন্তত অক্ষিই, বিস্তৃত বিজ্ঞান আনন্দরসের আধার বলিয়া কমণ্ডলু স্থানীয় হইবে। অনিমেষ নয়নে আকাশকে দর্শন করার ন্যায়, সেই সর্ব্বব্যাপী প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানই তাহার কমণ্ডলুর স্থানীয় হইবে ইহা দ্বারা চমসের অপবাদ করিয়া দেওয়া হইল। পরমহংস পরিব্রাজক চম ধারণ করিবে না; কিন্তু অনিমেষ লোচনে আনন্দতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিবে সর্ব্বব্যাপী প্রত্যক্ষজ্ঞান ধারণ করিবে ॥ ৪ ॥

কর্ম্মনির্ম্মূলনং কন্থা ॥ ৫ ॥

মায়ামমতাহঙ্কারদহনম্ ॥ ৬ ॥

শ্মশানে অনাহতাঙ্গী ॥ ৭ ॥

আধিদৈবিকানামাধিভৌতিকানামাধ্যাত্মিকানামপি সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং শীতোষ্ণ সুখদুঃখমানাপমানাদীনাং নির্ম্মূলনমেব কন্থা শীতাদ্যুৎপাতনিরোধিনী ॥ ৫ ॥

ন কেবলমিদমেব ; অপিতু মায়ামমতাঽহঙ্কার দহনমেব শীতে দহনঃ ভবেৎ ॥ ৬॥

গ্রীষ্মে তু শ্মশানে ব্রহ্মণি অনাহতাঙ্গী অনাবৃতাঙ্গী ভূত্বা তিষ্ঠেৎ। তথাচ। বিস্তাকামকর্ম্মাদি পরিহার পূর্ব্বক মাত্মস্বরূপাবধারণং কর্ত্তব্যম্। যে চ স্পর্শাঃ স্পৃশন্তি, তানাত্মানুসন্ধানেনাপজহ্যাৎ ॥ ৭ ॥

আর শীতোপঘাতিনী কন্থাও ধারণ করিতে হইবে না ; আধ্যাত্মিক অরবিকারাদি, আধিভৌতিক যক্ষরাক্ষস ভূতপ্রেত পিশাচাদি দ্বারা জায়মাণ পীড়া, আধিদৈবিক বজ্রপাতাদিদ্বারা জায়মান ব্যথা হয় যে সকল কর্ম্ম দ্বারা, যে সকল কার্য্য দ্বারা স্বর্গ নরকাদিতে গমনাগমন হয়, সেই সকল কর্ম্মের মূল উচ্ছেদ করাই কন্থার কার্য্য করিবে। আর তাহারা শীতোষ্ণাদি জনিত দুঃখের, এবং বিষয় সৌন্দার্য্যাদি জনিত কামাদির আবির্ভাব করিয়া দিয়া প্রপীড়িত করিতে পারিবে না। অতএব কন্থার স্থানে সেই কর্ম্মনির্মূলন সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানের নিরন্তর ধারণ করিবে ॥ ৫ ॥

তদ্ভিন্ন শীতনিরারণার্থ সেই জ্ঞানকেই অগ্নিকুণ্ড কযিরাও রাখিবে। তাহাতে মায়া, মমতা ও অহঙ্কার রাশি দগ্ধ হইবে। শীতে সেই অগ্নির সেবা করিবে। মায়া হইতেছে অজ্ঞান ; আর সেই অজ্ঞান হইতে জন্মায় অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারই কালে মমতা জন্মাইয়া সংসারের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিতে থাকে ; সুতরাং আত্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের দাহ ; এবং তাহার সঙ্গেই অহঙ্কার ও মমকারের দাহ হইয়া যাইবে ॥ ৬ ॥

যখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইবে, তখন ব্রহ্মরূপ শ্মশানে (হৃদয়কে শ্মশান বলাই কর্ত্তব্য ; কারণ, হৃদয়ক্ষেত্রে ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারা মায়াস্ত্রী, ও মমতা কন্যা এবং অহঙ্কার পুত্রের দাহ হইবে, সুতরাং হৃদয়ই মহাশ্মশান। মহাশ্মশান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জগতের ও জগৎকর্ত্তার শবদাহ এই হৃদয়ক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞানা

নিস্ত্রৈগুণ্যস্বরূপানুসন্ধানং সময়ম্ ॥ ৮ ॥

ভ্রান্তিহরণম্ ॥ ৯ ॥

কামাদিবৃত্তিদহনম্ ॥ ১০ ॥

তদাহ ;—নিস্ত্রৈগুণ্য স্বরূপস্যাত্মনোঽনুসন্ধানমেব সময়মাচারং কুর্য্যাৎ, নান্যথা-চারম্ ॥ ৮ ॥

ইদমেবহি ভ্রান্তিহরণং কর্ম্মণোনামধেয়ং বিদ্যাৎ। পরমহংস পরিব্রাজকানা-মিদং কর্ত্তব্যম্ ॥ ৯ ॥

যচ্চ তত্ত্বাসাক্ষাৎকারেণ বিপরীত দর্শনং ভ্রান্তিঃ, তস্যাস্তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ নিবৃত্তিং কুর্ব্বতা যথাবদ্বস্তু দর্শনং কার্য্যমিত্যুক্তম্। তথৈব কামাদীনাং মনোবৃত্তীনাং দহনং হীন শক্তিকত্বকরণং কর্ত্তব্যং সময়েন। তথাচ যদাযদাবৃত্তে রুদয়স্তদাতদা সময়োঽনুষ্ঠেয়ঃ। অয়ঞ্চ বিশেষঃ ; সামান্যবস্তু সার্ব্বকালিক ইতি বেদিতব্যম্ ॥১০॥

য়ের সমাহিত হইয়া থাকে। হৃদয় ও ব্রহ্ম একই ; তাহাও উপনিষদের বাক্য দ্বারা পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে।) অনাহতাঙ্গী হইয়া অনাবৃত দেহে অবস্থান করিবে ; পরমস্থিতি করিবে। তদ্দ্বারা বলা হইল, অবিদ্যা কাম কর্ম্মাদি পরিহার করিয়া আত্মস্বরূপ মাত্র ধারণ করিয়া থাকিবে। স্বয়ং স্পর্শকারী যে সকল বিষয় আসিয়া আপনারাই পরমহংস পরিব্রাজকের ইন্দ্রিয়স্পর্শ করিবে, আত্মার অনুমান সন্ধান করিয়া সে গুলিকে তাড়াইয়া দিবে ॥ ৭ ॥

সেই কথাই বলিতেছেন,—নিস্ত্রৈগুণ্য স্বরূপ আত্মার অনুক্ষণ সন্ধান করাই আচাররূপে গ্রহণ করিবে ; অন্য আচার কখনই গ্রহণ করিবে না ॥ ৮ ॥

ইহাকেই ভ্রান্তিহরণ নামে চরম কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ইহাদ্বারাই ভ্রান্তি অপগত হয়। অতএব পরমহংস পরিব্রাজকদিগের এই ভ্রান্তি হরণ নামক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ৯ ॥

আত্মতত্ত্বের অসাক্ষাৎকার দ্বারা প্রকৃত বিষয়ের যে বিপরীত দর্শন হয়, তাহাকে ভ্রান্তি বলা যায়। আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার দ্বারা সেই ভ্রান্তির বা মায়া নিবৃত্তি করিয়া প্রকৃত বিষয়রূপেই দর্শন করিবে। ইহা বলা হইল ; তারপর এখন বলা হইতেছে, সেইরূপ কামাদি মনোবৃত্তি সকল দাহও করিবে। দাহশব্দে অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তির বিলোপ সংঘটন করিবে। তাহা সেই আচার দ্বারাই করিতে

কাঠিন্যদৃঢ়কৌপীনম্ ॥ ১১ ॥

তস্যৈব যা কঠিনতা অবিচ্ছেদাৎ ঘনীভাব, তথা দৃঢ়তা কামাদিঘাতসহত্বং, তদেবাস্য কৌপীনম্। কৌপং হি শিশ্নং, তদীয়মেতদাবরকত্বাৎ সন্ধার্য্যম্ ॥ ১১ ॥

হইবে। তাহা হইলে, যখন যখন বৃত্তির উদয় হইবে, তখন তখন সেই আচারের অনুষ্ঠান করিবে। এটি হইল, বিশেষ উপদেশ; সামান্যাকারে সকল সময়েই সেই আচারের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ১০ ॥ *

এইরূপ করিতে করিতে যখন সেই আচারের কাঠিন্য ভাব আবির্ভূত হইবে; অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠান দ্বারা যে সেই আচারের ঘনীভাব হইবে; অন্তরে, ও বাহিরে কেবল নিস্ত্রৈগুণ্যস্বরূপানুসন্ধান মাত্রেই পর্য্যবসন্ন হইবে, এবং বজ্রস্বরূপ কামাদি-বৃত্তির ঘাতসহত্বরূপ দৃঢ়তা আবির্ভূত হইবে, তখনই তাহাকে কৌপীন স্থানীয় বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তখনই তাহা প্রকৃত পক্ষে লজ্জা নিবারক ভাবে প্রাপ্ত হইবে ॥১১॥

*অর্থাৎ যতদিন দেহপাত না হয়, ততদিন আত্মজ্ঞান পরিস্ফুটিত হইয়াও একেবারে স্থায়ী হয় না। যেমন দীপশিখা ক্রমে তারল্য ভাবে বহুদূরে উপস্থিত হয় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানও হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়স্থ আত্মাবিষয়ক অজ্ঞান রাশিকে নিবর্ত্তিত করে; কিন্তু অজ্ঞান একেবারে ভস্মের ন্যায় হয় না। যখন আত্মজ্ঞানটি পরিস্ফুট থাকে, তখনই অজ্ঞান অপসৃত হয় মাত্র। ব্যুত্থানে আবার আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে চলিতে থাকে; সুতরাং আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য ও দৃঢ়তা যাহাতে জন্মে, তাহা করা কর্ত্তব্য। আরও কর্ত্তব্য, অজ্ঞান জাত অহঙ্কার ও মমতার নিবৃত্তি করা। যদিও অজ্ঞান নিবৃত্তি হওয়া উচিত, তথাপি যুক্তি তর্কও প্রকৃত কার্য্যে অনেক ব্যবধান থাকিয়া যায়। প্রযত্ন দ্বারা অহন্তা ও মমতা নিবৃত্তি করিতে হয়। তারপর যত প্রকার জাগতিক ভ্রান্তি থাকে, তাহার সমস্তগুলিই নিবৃত্তি করিতে হয়। তারপর কাম ক্রোধাদি বৃত্তির নিবৃত্তি করিতে হয়। প্রত্যেক নিবৃত্তিতে যদিও আত্মজ্ঞানই একমাত্র কারণ, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন প্রযত্নব্যতীত তাহা সম্পাদিত হয় না।

† যতদিন পর্য্যন্ত কামাদিবৃত্তির দাহ সুসম্পন্ন না হয়; অর্থাৎ মূল অজ্ঞান নিবৃত্তি হইবে, কর্ম্মের শক্তিলোপ ঘটিবে, মায়া, মমতা ও অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইবে সাধারণ বিষয়ে ভ্রান্তি লোপ পাইবে, এবং কামাদি বৃত্তির একেবারে সম্পূর্ণ নিরোধ হইবে, তবে বাহ্য গ্রাম্য ধর্ম্মের স্মারক লিঙ্গাদি জ্ঞানের আর আবির্ভাব হইবে না।' তাহার পূর্ব্বে গ্রাম্যধর্ম্মের স্মারক লিঙ্গাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে বলিয়া লজ্জানিবারণার্থ কৌপীনবস্ত্র ধারণ করিতে হইবে।

চীরাজিনবাসঃ ॥ ১২ ॥

অনাহতমন্ত্রঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ পূর্ব্বন্তু কৌপীনমেব বাসঃ পরিদধ্যাৎ চীরং বা, অজিনং স্যাদেব ॥ ১২ ॥

সাধনমাহ,—শব্দব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতঃ, সএব মননান্মন্ত্রঃ কর্ত্তব্যঃ। যথাহ;—

"শব্দব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতো যত্র দৃশ্যতে।

অনাহতাখ্যং তৎপদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥" ইতি।

উৎকৃষ্য তত্র মন্তেতেতি স্বাস্তম্॥ ১৩ ॥

তাহার পূর্ব্বে চীরবস্ত্র, বা অজিনকে কৌপীন করিয়া পরিধান করিবে। কৌপীন ত্যাগের যোগ্য না হইয়া কৌপীন ত্যাগ করিলে লোকে তাহাকে প্রপঞ্চক ও শঠ বলিয়া উপহাস করে; সুতরাং যাহাতে লোকে উপহাস করিতে পারে, এবং নিজেও তাহা নিভৃতে ভাবিয়া লজ্জা বোধ করিতে পারে। অতএব কামাদি বৃত্তি দাহের পূর্ব্বে কৌপীন ত্যাগ কর্ত্তব্যই নয়। কৃষ্ণসার মৃগাদির চর্ম্ম, অথবা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডকে কৌপীন করিয়া ধারণ করিবে॥ ১২ ॥

নিস্ত্রৈগুণ্য স্বরূপানুসন্ধান দ্বারা শ্মশানে অনাহতাঙ্গী দেবীর আবির্ভাব করাইয়া মায়া মমতা অহঙ্কারের দাহ করিবার উপদেশ করা হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপক প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম নির্ম্মূলন করিতে আদেশ করা হইয়াছে। তারপর ভ্রান্তি হরণ করিতে এবং কামাদি বৃত্তি দাহ করিতে বলা হইয়াছে মাত্র, কিরূপ মনন করিয়া সে কার্য্য সমাধা করিবে, তাহাই এখন বলিতেছেন। শব্দ বলিতে শব্দ ব্রহ্ম। তিনিই অনাহত, কোনরূপেই তাহাকে আঘাত করিতে পারে না বলিয়া সেই অনাহত শব্দব্রহ্ম, বা পরা কুণ্ডলী শক্তি মন্ত্র; তাঁহার মনন করা হয় বলিয়া মন্ত্র পদ বাচ্য তিনি। ইহা কথিত হইয়াছে;—যে স্থানে শব্দ ব্রহ্মময় অনাহত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়—জ্ঞাত হওয়া যায়, মননকারী আচার্য্যগণ সেই পথকে অনাহত নামে পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। মূলাধার হইতে উত্থিত করিয়া আনিয়া অনাহত স্থানে রাখিয়া তাঁহার মনন করিতে হইবে, এটুকু মনের ভাব ॥ ১৩ ॥

অক্রিয়য়ৈবজুষ্টম্ ॥ ১৪ ॥

স্বেচ্ছাচারঃ ॥ ১৫ ॥

স্বস্বভাবো মোক্ষঃ পরব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

অক্রিয়য়া কর্ম্মরাহিত্য লক্ষণেন জুষ্টং সেবিতমেব যোঽপি অনাহত মন্ত্রজপোপদেশঃ কৃতঃ, নাসৌ ক্রিয়ালক্ষণঃ স্বভাবতএব যো ভবতি, স এব ॥ ১৪ ॥

এবং স্বেচ্ছাচার উন্মত্তবদ্বালবদ্বাঽনাবিস্কৃর্ব্বন্নস্বন্নাদেব ॥ ১৫ ॥

তথাচ স্বস্বভাবো মোক্ষঃ পরংব্রহ্ম ভবতি ॥ ১৬ ॥

এই যে অনাহত মনন বলা হইল; ইহা মনের চিন্তনাখ্য ক্রিয়াবিশেষ নহে; এভাব স্বভাবতই সকলের অনেক সময়ে হইয়া থাকে, তখন তাহারা অভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় কথা বলে এবং নিষ্কাম সদৃশ লক্ষিতও হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবতঃ যে ভাব অনাহত সাক্ষাৎকার হয়, সেইভাবে অনাহত সাক্ষাৎকার করিবে। অনেকে বল পূর্ব্বক এইমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; কিন্তু নির্ব্বাণকল্পে স্বাভাবিক ভাবে সেই মন্ত্র জপ করিবার আদেশ করা হইল ॥ ১৪ ॥

আরও একটী কর্ত্তব্য এই যে স্বেচ্ছাচার হইবে;—উন্মত্তের ন্যায়, বা বালকের ন্যায় আচরণ করিবে। উন্মত্ত, বা বালকের যেমন ইন্দ্রিয় আবিষ্কার হয় না, এবং তাহারা যেরূপ আবিষ্কার ইচ্ছা করিয়াও করিতে পারে না; সেইরূপ অনাবিষ্কৃত লিঙ্গ হইবে। পুষ্পকলিকার ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয়ও বাহ্যেন্দ্রিয়রাশিকে অপ্রস্ফুটিত কোরকবৎ করিবে। ইহা যদিও শ্রবণ ও মনের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অন্যান্য শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি সে শ্রুতি ইহার ক্রমিক স্থান নির্দ্দেশ করে নাই। তবে সেটি একটী কর্ত্তব্য, এইমাত্র তদ্দ্বারা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। নির্ব্বাণকল্পের আদেশ এই যে, যখন কামাদিবৃত্তি দাহের জন্য অনাহত মন্ত্র জপ করিতে হইবে, তখনই স্বেচ্ছাচার গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে তাহার চেষ্টা করা অবশ্যই ইহা দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হয় নাই ॥ ১৫ ॥

এই স্বাভাবিকভাবে অনাহত মন্ত্রজপ, এবং স্বেচ্ছাচার স্বীকার দ্বারা ভ্রান্তি হরণ ও কামাদিবৃত্তিদাহ হইবে। ইহা হইলেই, আত্মজ্ঞান কঠিন ও দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিবে। তখন আর কামাদিবৃত্তি, বা ভ্রান্তিদর্শন সেই আত্মজ্ঞানের

প্লববদাচরণম্ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্যশান্তিসংগ্রহণম্ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেঽধীত্য বানপ্রস্থাশ্রমেঽধীত্য সসর্ব্বসংবিন্ন্যাসং সন্ন্যাসম্ ॥ ১৯ ॥

তস্মিংশ্চ প্লববদাচরণং কর্ত্তব্যং, পুনরনিষ্টহানয়ে। আচরণং সংব্যবহারঃ ॥ ১৭ ॥

তদাচ ব্রহ্মচর্য্যশান্তিসংগ্রহণং ভবেৎ; অন্যথা স্খলনমেব ॥ ১৮ ॥

এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুতোবেদম্ অধীত্য সন্ন্যাসং কুর্য্যাৎ, অথবা বানপ্রস্থাশ্রমে গুরুতোঽধীত্য, গার্হস্থ্যে বা, যদ্বাতদ্বা সন্ন্যাসং কুর্য্যাৎ। সন্ন্যাসাকরণে সন্ন্যাসিনো

উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; সুতরাং তখনই যে স্বস্বভাব পরব্রহ্ম প্রকাশ হন, তিনি সেই মোক্ষস্বরূপ ॥ ১৬ ॥

যখন এমন অবস্থার উদয় হয়, তখন প্লবের ন্যায় আচরণ করিবে। যেমন ভেলা, বা নৌকাদি জলের উপর ভাসিয়াই বেড়ায়, ডোবে না, সেইরূপ জগদ্ব্যবহারে ভাসিয়া বেড়াইবে। কখনই জগদ্ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করিবে না; কারণ, আবার অনিষ্ট হইতে পারে। যদিও অনিষ্টপাত হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মজ্ঞান কামাদিবৃত্তির আঘাত সহ্য করিবার শক্তি পাইয়াছে, তথাপি সাবধান থাকা আবশ্যক। নীতিবিগর্হিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৭ ॥

যখন এমন হইবে, তখন তাহার সেই ব্যবহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানের ফল অনন্তশক্তি সংগ্রহ করিয়া আনিবে। পরমহংস পরিব্রাজক তখন সকল ভাবনা চিন্তার হাত এড়াইয়া শান্তিসুখে সুখী হইবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলেই পতন, এবং ইহার পূর্ব্বেও শান্তিলাভের আর উপায় নাই ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যশব্দের উপস্থিতি হওয়ায় তৎসম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ কিছু বিধান করিতেছেন এই একোনবিংশ সূত্রদ্বারা। যথা, এইত জানিতে পারা গেল যে প্রথমে যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছিল, যথারীতি তাহার পালন করিলে, চরমে শান্তি লাভ করা যায়। শান্তিলাভ অবশ্য সর্ব্বসন্ন্যাস ব্যতিরেকে উপপন্ন হয় না। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুর নিকট বেদাধ্যায়ন করিয়া সন্ন্যাস করিবে; অথবা বানপ্রস্থাশ্রমে গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; কিংবা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া বৈরাগ্য জন্মিলে সন্ন্যাস স্বীকার করিবে। যাহাই

অন্তে ব্রহ্মাখণ্ডাকারম্ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মণঃ স্বরূপং জ্ঞাতুং নৈব শক্নোতীতি সর্ব্বৈ বিশ্বৈঃ সহ তদীয়ায়াঃ সংবিদশ্চ জ্ঞানস্য ন্যাসং কুর্য্যাৎ, যতো ন্যাসমেবাত্যরেচয়ৎ। সন্ন্যাস লক্ষণঞ্চৈতৎ। অয়ঞ্চ বৈরাগ্য প্রযুক্তো জাবালানাং পরমহংস পরিব্রাজকাদীনাঞ্চ। তথাহি ;—

"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ. বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্বা বনাদ্বা।" ইতি।

তথা,—"যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্বা, বনাদ্বা।" ইতি।

তথাচ সসর্ব্বসংবিন্ন্যাস এব সন্ন্যাসঃ কার্য্যঃ ॥ ১৯ ॥

ফলমাহ ;—অন্তে ব্রহ্ম অখণ্ডাকারমুদ্ভবতি সংসর্গাসক্তি সম্যগ্রূপম্ ॥ ২০ ॥

হউক, সন্ন্যাস করিবে। সন্ন্যাস না করিলে, ব্রহ্ম হইতেছেন সন্ন্যাসী ; তাঁহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হইবে না। এইজন্য সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের সহিত তাহার জ্ঞানের ন্যাস করিবে, নিশ্চয়পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, কারণ অভ্যুদয়ও নিঃশ্রেয়স লাভের যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে ন্যাসকেই অতিরিক্ত প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ইহা শাখান্তরে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা সন্ন্যাস লক্ষণ কি, তাহাও বলা হইল। বলা হইল, বিষয় ও বিষয়সম্বন্ধ জ্ঞানকে সম্যক্-ভাবে পরিত্যাগ করাই সন্ন্যাস।

এই সন্ন্যাস বৈরাগ্য হইলেই করিতে হয়, ইহা জাবাল ও পরমহংস পরি-ব্রাজকদিগের উপনিষদে বলা হইয়াছে। যথা,—যদি বৈরাগ্য নাই হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপিত করিয়া গৃহী হইবে। যদি গৃহস্থাশ্রমের সেই ঈর্ষা দ্বেষাদির ভীষণ যন্ত্রণায়ও তাহার বৈরাগ্যোদয় না হয়, তবে গৃহী হইয়া পরে সময়মত বান-প্রস্থাশ্রম স্বীকার করিয়া বনী হইবে। যদি তথায়ও বৈরাগ্য সঞ্চার না হয়, তবে যথাসময়ে বিধানানুসারে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে। বৈরাগ্য যদি হয়, তবে যেথা-নেই হইবে, গৃহে হয়, গৃহ হইতে, আর বনে হয় বন হইতে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—যে দিনেই বিরাগ প্রাপ্ত হইবে, সেই দিনেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে ; তা গৃহ হইতেই হউক, আর বন হইতেই হউক। তাহা হইলে, সসর্ব্বসংবিন্ন্যাসরূপ সন্ন্যাস করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

সন্ন্যাসের ফল কি, তাহা বলিতেছেন ;—"অন্তে ব্রহ্ম অখণ্ডাকারম্।" ইতি।

মিত্যং সর্ব্বসন্দেহনাশনম্ ॥ ২১ ॥

এতন্নির্ব্বাণদর্শনং শিষ্যং (বিনা) পুত্রং বিনা ন দেয়মিত্যুপনিষৎ ॥ ২২।২৩ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নির্ব্বাণোপনিষৎ সমাপ্তা।

তদেব নিত্যং সর্ব্বসন্দেহাভাবরূপম্। সর্ব্বসন্দেহ পদোন্মূলনেনৈব তস্য সম্যগ্রূপতা নিত্যসিদ্ধা ॥ ২১ ॥

এতন্নির্ব্বাণদর্শনং ব্রহ্মাত্মৈকত্ব সাক্ষাৎকারঃ। দ্বির্ব্বচনমধ্যায় সমাপ্ত্যর্থম্। শান্তিরত্র কর্ত্তব্যা "বাঙ্মে মনসী"ত্যাদিনা ॥ ২২।২৩ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নির্ব্বাণোপনিষদ্বৃত্তৌ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সমাপ্তাচেয়ং নির্ব্বাণোপনিষৎ ॥

সন্ন্যাসের শেষে, সন্ন্যাস প্রকৃত সিদ্ধ হইলে অখণ্ডাকার ব্রহ্ম আপনা আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অখণ্ড শব্দের অর্থ যে জ্ঞানে কোনরূপ সম্বন্ধের লেশ মাত্র গন্ধও নাই, অথচ ঠিক জ্ঞানরূপই অনন্ত অপরিসীম পরিপুর্ণ কেবল জ্ঞান আর জ্ঞান, কেবলি জ্ঞান ॥ ২০ ॥

ইহা নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, এবং যতকিছু সন্দেহ এ জগতে থাকিবার সম্ভাবনা, সেই সমস্ত সন্দেহ সমূলে উন্মূলিত করিয়াই আবির্ভূত হয় বলিয়া এ জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ সম্যক্, বা সমীচীন ॥ ২১ ॥

এইটিই নির্ব্বাণদর্শন, বা মোক্ষজ্ঞান, বা ব্রহ্মাত্মৈকত্ব সাক্ষাৎকারাখ্য ব্রহ্মজ্ঞান। সূত্রের দ্বিরুক্তি এই তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্তি হইল, ইহা বুঝাইবার জন্য। ইহা দ্বারা